নিউ ইয়ূর্ক টাইমস বেস্টসেলার

টুয়াইলাইট

স্টেফিন মেয়ার

অনুবাদ: বশীর বারহান

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেস্টসেলিত লেখক স্টেফিন মেয়ার পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন ভিন্নধর্মী দুই চরিত্র - বেলা সোয়ান এবং এ্যাডওয়ার্ড কুলিন। বেলা আকর্ষণীয়া, সুন্দরী তন্বী তরুণী, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড সুদর্শন তরুণ ভ্যাম্পায়ার। এই অসম চরিত্রের দুই তরুণ-তরুণী, একে অপরের ভালোবাসার আবর্তে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে। ফরকস্ নামক ছোট্ট শহরে দু'জনের ভালোবাসা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে উত্তেজনা এবং এক রহস্য। তারপর আবার বেলাকে তাড়া করে ফিরছে জেমস নামের দুধর্ষ এক ভ্যাম্পায়ার। ওই দুর্ধর্ষ ভ্যাম্পায়ারের মরণ কামড় থেকে এ্যাডওয়ার্ড কি পারবে তার ভালোবাসর বেলাকে রক্ষা করতে? এটা শুধু একদল ভ্যাম্পায়ারের কাহিনীই নয়-এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করার মতো ভালোবাসার কাহিনী...

নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার

"এ্যানি রাইসের পর সবচেয়ে জনপ্রিয় ভ্যাম্পায়ার লেখক।"

(এ্যান্টারটেইনমেন্ট উইকলি)

তিনটি বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত।

প্রথমত, এ্যাডওয়ার্ড একজন ভ্যাম্পায়ার।

দ্বিতীয়ত, এ্যাডওয়ার্ড নিঃসন্দেহে রক্তের জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। হয়তো আমার রক্তপান করেই নিজেকে নিবৃত করতে চাইছে।

এবং তৃতীয়ত, আমি ওর ভালোবাসার আবর্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। ওর কাছ থেকে ফেরার আমার আর কোনো পথ নেই...

- নিউ ইয়র্ক টাইমস এডিটরের অন্যতম পছন্দের বই।
- প্রকাশকের বছরের সবচেয়ে বেশি বিক্রয়কৃত বই।
- এ্যামাজন বুক এর পরিসংখ্যানে এক দশক ... কিংবা তারও চাইতে বেশি সময়কার সর্ব সেরা বই।

টুয়াইলাইট

মূল : স্টেফিন মেয়ার
অনুবাদ : বশীর বারহান

ঝিনুক প্রকাশনী

ট্যুইলাইট

মূল স্টেফিন মেয়ার

অনুবাদ : বশীর বারহান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৯

প্রকাশক

মোঃ নূরুল ইসলাম

ঝিনুক প্রকাশনী

৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সেল : ০১৭১২-৫৬৭৬১৫

প্রচ্ছদ

ফেরদৌস

কম্পোজ

কলি কম্পিউটার

৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

বি এস প্রিন্টিং প্রেস

২ আর কে মিশন রোড, ঢাকা।

মূল্য : ৩৫০.০০

Twilight

Translated by : Bosir Rarhan

First Published : September 2009, by Md. Nurul Islam

Jhinuk Prokashoni, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price 350.00

ISBN 984-70112-0082-8

অনুবাদকের উৎসর্গ

বোন হয়ে ও যদি
আমার হাতে রাখী বাঁধতো
কতোই না ভালো হতো
অনুজ প্রতিম
তাহমিনা সানি
স্নেহভাজনেষু।

প্রাক্‌কথন

আমার কীভাবে মৃত্যু হবে, তা নিয়ে আমি মোটেও বিচলিত নই—যদিও গত কয়েক মাস হলো আমার বিচলিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে—কিন্তু আমি কোনোভাবেই বিষয়টাকে এভাবে চিন্তা করি না।

দীর্ঘ রুমটা আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে পার হলাম—শিকারির রক্তচক্ষুকে একেবারে উপেক্ষা করে। ওই শিকারি পেছন থেকে আমার ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে রেখেছে।

আমি জানি যে এটা মৃত্যুর একটা নিশ্চিত পথ। এই স্থানটাতে কেউ একজন আছে— এমন একজন যাকে আমি ভালোবাসি। এমনকি তাকে যদি আমি জ্ঞানী বলে অভিহিত করি তাহলেও ভুল হবে না। তাকে কোনো কিছুর মাধ্যমে হিসেবের ভেতর আনা সম্ভব নয়।

জানি যে, কাঁটার আঘাত কখনোই আমি সহ্য করতে যাবো না, মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই। কিন্তু আতংক আমাকে ঠিকই তাড়া করে ফিরছে। সুচিন্তিত কোনো সিদ্ধান্ত যে গ্রহণ করবো, সেই উপায় এখন আর নেই। তুমি যেমনটা আকাঙ্ক্ষা করছো, তার বাইরেও জীবন যখন তোমাকে কোনো স্বপ্ন দেখায়, শেষ পর্যন্ত অবশ্য তুমি তা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবে না।

শিকারি বন্ধুর মতো হেসে, অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে আমাকে হত্যা করবে।

এক

এয়ারপোর্ট থেকে মা আমাকে গাড়িতে নিয়ে আসছেন। আসার পথে গাড়ির জানালাটা নামিয়ে রেখেছি। ফিনিক্স থেকে আমরা প্রায় পচাঁত্তর ডিগ্রি সরে এসেছি। দিনটা চমৎকার—একেবারে মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। আজ আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় পোশাকটা পরেছি—সাদা লেস লাগানো স্লীভলেস জামা। সবকিছু থেকে আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে, সেই উপলক্ষেই যেন আমার এই পোশাক পরিধান।

ওয়াশিংটন রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত অলিম্পিক পেনিনসুলার ছোট্টো শহর—ফরকস্। শহরটার কাছে পৌছঁতেই দেখতে পেলাম আকাশে কালো মেঘ জমেছে। আমেরিকার যে কোনো স্থানের চাইতে এই শহরের আকস্মিক বৃষ্টি নেমে আসার ঘটনা সবচেয়ে বেশি। এই শহরের সর্বত্রই যেন নিরানন্দের ছায়া। মা'র কাছে এই নিরানন্দ শহর বেশি দিন ভালো লাগলো না। আমার বয়স যখন মাত্র কয়েক মাস, মা আমাকে নিয়ে বলা চলে এ শহর ছেড়ে পালালেন। যদিও আমার চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটা গ্রীষ্ম এই শহরেই কেটেছে। ওটাই ছিলো আমার শেষ বছর। এরপর আমি নিজের পথে পা বাড়ালাম। গত তিন গ্রীষ্ম আমাকে বাবা চার্লির সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় ছুটি কাটাতে হয়েছে। যদিও খুবই সামান্য সময়ের জন্যে—মাত্র সপ্তাহ দু'য়েক।

এই ফরক্স্ থেকে বর্তমানে আমি নিজেকে নির্বাসন দিতে চাইছি—খুব বড়ো রকমের ভয় আমাকে তাড়া করে ফিরছে। শহরটাতে আমি অতিষ্ট হয়ে উঠেছি।

"বেলা," মা আমাকে বললেন,—"এর আগে অসংখ্যবার"—প্লেনে চাপার আগে তিনি কথাটা বললেন। "এর আগে তুমি কখনোই এরকম করোনি।"

মা আমার মতোই দেখতে, ব্যতিক্রম শুধু তার ছোটো ছোটো চুল এবং মিষ্টি হাসির ভঙ্গিটাতে। তার শিশুর মতো বড়ো বড়ো নিষ্পাপ চোখের দিকে তাকাতে রীতিমতো আমার ভয় হলো। আমি কিভাবে ভালোবাসার মানুষটাকে ছেড়ে আসতে পারলাম? অবশ্যই সে এখন তার কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত, বিভিন্ন বিল পরিশোধ করছেন, রেফ্রিজারেটর ভর্তি করার জন্যে খাবার কিনছেন, গাড়িতে গ্যাস নিচ্ছেন, এবং একাকী বোধ করলে কাউকে ফোন করছেন, কিন্তু এখনো...

"আমি নিজেই যেতে চাইছি," মিথ্যে বললাম। আমি সবসময়ই খুব বড়ো মিথ্যুক। সাজিয়ে মিথ্যে বলা আমার পক্ষে তেমন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু এবারকার মিথ্যেটা খুব দ্রুত বললেও মনে হলো তাকে প্রবোধ দেবার জন্যেই এ রকম করছি।

"চার্লিকে আমার শুভেচ্ছা জানাবে।"

"অবশ্যই জানাবো।"

"খুব শীঘ্রই তোমার সাথে আবার আমার দেখা হচ্ছে," মা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন "যখনই তোমার ইচ্ছে হবে, তখনই বাড়ি চলে আসবে। —আর যখনই আমাকে প্রয়োজন হবে, আমি তোমার কাছে গিয়ে হাজির হবো।"

কিন্তু তার এই অঙ্গিকারের পেছনে বড়ো ধরনের ত্যাগের অনুভূতি দেখতে পেলাম যেন।

"আমাকে নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই," প্রবোধ দিলাম তাকে। "এবার যেতে পারলে খুব ভালো লাগবে আমার। আমি তোমাকে ভালোবাসি মা।"

তিনি খানিকক্ষণ শক্তভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। এরপর আমি প্লেনে চেপে বসলাম আর মা চলে গেলেন।

ফিনিক্স থেকে সিয়েটেল পৌছতে লাগে চার ঘণ্টা, এরপর ছোটো একটা প্লেনে পোর্ট— এঞ্জেলস্ পর্যন্ত পৌছতে সময় লাগার কথা এক ঘণ্টা। তারপরও ফরকস্ পৌছঁতে গাড়িতে আরও এক ঘণ্টা। প্লেনের জার্নিতে কখনো আমার ক্লান্তি বোধহয় না। তবে চার্লির সাথে গাড়িতে খানিকটা ক্লান্তি বোধ করলাম।

চার্লি নিঃসন্দেহে সবকিছু খুব সুন্দরভাবে সামলে নিতে পেরেছেন। প্রথমবারের মতো তার সাথে থাকতে আসার বিষয়টা নিঃসন্দেহে তাকে বেশ আনন্দ দিতে পেরেছে। তিনি ইতোমধ্যে আমাকে হাই স্কুলে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাছাড়া একটা গাড়ি জোগাড় করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তবে এটাও ঠিক, আমরা দু'জনেই অপ্রতিভ অবস্থার ভেতর আছি। আমাদের কারও মুখে বাড়তি কোনো কথা নেই। তাছাড়া ভদ্রতা করে তাকে এই মুহূর্তে—কি বলা উচিত, সেটাও আমার জানা নেই। আমার এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে চার্লির অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা—ইতোপূর্বে মা আমাকে একই অবস্থার ভেতর ফেলেছিলেন। যদিও এগুলোর কোনো কিছুই ফরক্স্-এর ব্যাপারে আমাকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি।

পোর্ট— এঞ্জেলেসে প্লেনটা যখন ল্যান্ড করলো, দেখলাম মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। বিষয়টাকে অবশ্য অশুভ বলে মনে হলো না—শুধু মন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। ইতোমধ্যে আমি সূর্যকে বিদায় জানালাম।

ক্রুজারে বসে চার্লি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এমনই আশা করেছিলাম আমি। চার্লি, ফরক্স্-এর পুলিশ চিফ। সেই সূত্রে ফরক্স্-এর সবার কাছে তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি। আমার বর্তমানের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটা গাড়ি কেনা। পর্যাপ্ত টাকা হাতে নেই বলেই নিজে থেকে তা কিনতে পারছি না। সুতরাং ছাদের ওপর লাল-নীল আলো জ্বালানো গাড়ি নিয়ে শহরের ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াবো, তেমন ইচ্ছে আমার মোটেও নেই।

আবারও বলতে হয়, চার্লি আমাকে এক ধরনের বিশৃংঙ্খল অবস্থার মধ্যে ফেলেছেন। প্লেন থেকে নেমে আসার পর তিনি আমাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন।

"তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে বেল," তিনি বললেন। চার্লি আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। "তুমি কিন্তু খুব একটা বদলাওনি। রেনি কেমন আছে?"

"মা ভালোই আছেন। তোমাকে দেখে আমারও খুব ভালো লাগছে বাবা।" তার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনোভাবেই আমি চার্লি নামটা উচ্চারণ করতে পারলাম না।

আমার সাথে শুধু গুটি কয়েক ব্যাগ মাত্র। আমার এ্যারিজোনার বেশির ভাগ পোশাকই ওয়াসিতটনের জন্যে বেমানান। ওই অতিরিক্ত পোশাকগুলো আমি এবং মা ওয়্যারড্রোবের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে এসেছি। অবশ্য এখন সাথে যা আছে, সেগুলোও প্রয়োজনের অতিরিক্তই বলা যেতে পারে। আর ব্যাগ ভর্তি সেগুলো ক্রুজারের ট্রাঙ্কের

ভেতর খুব সহজেই জায়গা করে নিতে পেরেছে।

"চমৎকার একটা গাড়ি তোমার জন্যে দেখে রেখেছি, আসলেই ওটা খুব সস্তায় পেতে যাচ্ছি," গাড়ির সিট ব্যাল্ট বাঁধতে বাঁধতে বললেন চার্লি।

"কেমন ধরনের গাড়ি?" তার বলা "তোমার জন্যে চমৎকার একটা গাড়ি" কথাটা শুনে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। এমন নয় যে, তিনি শুধুই বলেছেন, "চমৎকার গাড়ি।" তিনি তার কথায় "তোমার জন্যে" শব্দটা যুক্ত করেছেন।

"ভালো কথা, এটা আসলে একটা ট্রাক—একটা শেভি।"

"এটা তুমি কোথায় খুঁজে পেলে?"

"ল্যা পুস-এর বিলি ব্ল্যাককে তোমার মনে আছে? ল্যা-পুস হচ্ছে—সমুদ্র তীরবর্তী ইন্ডিয়ানদের জন্যে ছোটো একটা রিজার্ভেশন কেন্দ্র।

"না।"

"গ্রীষ্মের সময় তিনি আমাদের সাথে নিয়মিত মাছ ধরতে যেতেন।" দ্রুত—তথ্যটা আমাকে জানালেন চার্লি।

ভদ্রলোককে মনে না থাকার কারণ অবশ্য চার্লিকে ব্যাখ্যা করতে পারি। দুঃখ-জনক সমস্ত ঘটনাই আমি মনে থেকে মুছে ফেলেছি—অপ্রয়োজনীয় কিছুও আমি স্মরণে রাখতে চাই না।

"বিলি ব্ল্যাক এখন চলাফেরা করতে পারেন না। চলা-ফেরার জন্যে হুইল চেয়ারই এখন তার একমাত্র ভরসা।" আমি মন্তব্য না করা সত্ত্বেও চার্লি আগের মতো বলে যেতে লাগলেন," সুতরাং তিনি আর কোনো দিনই গাড়ি চালাতে পারবেন না। এ রকম পরিস্থিতিতে বিলি তার ট্রাকটা খুব সস্তায় বিক্রীর প্রস্তাব দিয়েছেন আমাকে।"

"গাড়িটা কোন সালের?" এ ধরনের প্রশ্ন করবো তিনি হয়তো এমনটা আশা করেননি। আমার প্রশ্ন শুনে তার মুখের অভিব্যক্তি খানিকটা পাল্টে গেল।

"ভালো কথা, সত্যি বলতে, বিলি ইঞ্জিনের বেশ কয়েকবার কাজ করিয়েছেন তবে গাড়িটা মাত্র বছর কয়েক আগেকার।"

আমার মনে হলো এতো সহজে যে তার কথা বিশ্বাস করে ফেলবো, তা হয়তো তিনি বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি।

"গাড়িটা তিনি কবে কিনেছিলেন?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"আমার মনে হয় তিনি এটা ১৯৮৪ সালে কিনেছিলেন।"

"নতুন অবস্থাতে কিনেছিলেন?"

"ভালো কথা, না। আমার যতোদূর ধারণা ষাট দশকের প্রথমভাগে এটা একেবারে নতুন অবস্থাতেই ছিলো—অথবা পঞ্চাশ দশকের একেবারে শেষভাগে," হড়বড় করে তিনি কথাগুলো বলে গেলেন।

"চা ... র—বাবা, গাড়ি সম্পর্কে আমার আসলে তেমন কোনো ধারণা নেই। গাড়িতে যদি কোনো ঝামেলা বাঁধে, আমার সাধ্য নেই সেটা ঠিক করি, এবং—আমার সেই সংগতিও নেই যে, কোনো যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে তা "

"বেলা, তুমি আসলে ঠিকই বলেছো, জিনিসটা বেশ ভালোভাবেই চলেছে। এখন আর এরকম জিনিস ওরা বানায় না।"

"জিনিসটা," আপনমনে চিন্তা করলাম আমি... এটা সম্ভাবনার কথা—অন্তত পক্ষে এটা আমার কাছে ডাক নামের মতো মনে হলো।

"সস্তা হলেই কি খারাপ হবে?" যদিও বিষয়টা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি না।

"ভালো কথা লক্ষ্মীসোনা, জিনিসটা আমি ইতোমধ্যে তোমার জন্যে কিনে ফেলেছি। এখানে আগমন উপলক্ষে ওটা তোমার উপহার।" অনেকটা আশা নিয়ে তিনি আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন।

দারুণ! এখন আমি মুক্ত হতে পারবো।

"তোমার কিন্তু এমনটা করার প্রয়োজন ছিলো না বাবা। নিজে থেকেই আমি না হয় একটা গাড়ি কিনে নিতে পারতাম।"

"আমি যা করেছি, নিজে থেকেই করেছি। তুমি এখানে সুখে থাকো সেটাই আমার ইচ্ছে।" কথাটা বলার সময় চার্লি সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সত্যিকার অর্থে তিনি উচ্চ কণ্ঠে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারছেন না। এ রকম পরিস্থিতিতে আমার অবস্থাও তার মতোই হয়েছে। সুতরাং তার কথার কোনো মন্তব্য না করে শুধুই সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"সত্যিই খুবই ভালো লাগছে বাবা। ধন্যবাদ। এতো ভালো লাগছে যে, কোনো ভাবেই তা প্রকাশ করতে পারবো না।" নতুনভাবে বলে দেবার বোধহয় প্রয়োজন হবে না, ফরকস্-এর সামনের দিনগুলো আমার বেশ ভালোই কাটবে। আমার সাথে বাবা সময় কাটাতেও বোধহয় না বিব্রত বোধ করবেন। এবং বুঝতে পারলাম আমার মুখ থেকে ট্রাক শব্দটা কোনোভাবে মুক্ত হতে চাইছে না—অথবা ইঞ্জিন।

"ঠিক আছে। তোমার ধন্যবাদ আমি সাদরে গ্রহণ করলাম," আমার ধন্যবাদ জানানোয় খানিকটা বিব্রত হয়ে বললেন তিনি।

এরপর আমরা আবহাওয়ার দিকে মনোযোগ দিলাম। এ বিষয়ে কিছু আলাপও করলাম। চারদিকে কেমন যেন আদ্র আবহাওয়া। আমরা চুপচাপ গাড়ির জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

নিঃসন্দেহে খুবই সুন্দর; আমার পক্ষে এগুলো কোনোভাবেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। চারদিকে যা কিছু দেখছি তার সবই সবুজ গাছ, গাছের গুড়িগুলোতে শ্যাওলা জমেছে, পাতাগুলো এতোটাই ঘন যে, মনে হতে পারে যেন সবুজ রঙের চাঁদোয়া মাথার উপর আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আর মাটি আচ্ছাদিত হয়ে আছে সবুজ ফার্ণে। এমনকি গাছের পাতা থেকেও যেন বাতাসের সাথে চুঁইয়ে নামছে সবুজ রঙ।

অবশেষে চার্লির সাথে তার বাড়িতে এসে পৌছলাম। এখনও তিনি ছোটো বাড়িটাতেই বসবাস করছেন—দুইটা শোবার ঘরের ছোটো একটা বাড়ি। মা'র সাথে বিয়ে হওয়ার পরপরই তিনি বাড়িটা কিনেছিলেন। ওটা ছিলো তাদের সুখময় জীবনের প্রথম অধ্যায়। বাড়ির সামনের রাস্তাটা আগের মতোই আছে। তবে সেখানে পার্ক করা জিনিসটা আমার কাছে একেবারে নতুন—হ্যাঁ, আমার কাছে একেবারে নতুন—ট্রাক। এর লাল রঙ ম্লান হয়ে এসেছে; যেমনটা কল্পনা করেছিলাম, তার চাইতে—আকারে বেশ খানিকটা বড়ো, অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির ছাউনি, সামনের অংশটুকু বেশ খানিকটা উঁচু। গাড়িটা অদ্ভুত মনে এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে—পছন্দ করেছি আমি গাড়িটা।

জানি না এটা চালানো যাবে কিনা, কিন্তু অন্তত এটুকু বলতে পারি, এটা আমাকে সন্তুষ্ট করেছে। তাছাড়াও এটা শক্ত লোহার তৈরি, সুতরাং সহজে যে নষ্ট হবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত। ইদানিংকার গাড়িগুলোতে দেখা যায় দূর্ঘটনায় পতিত হলেই সেগুলোর যন্ত্রাংশগুলো চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। রং চটে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

"ওয়াও, বাবা, এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে! অসংখ্য ধন্যবাদ! অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে!" আগামীকাল থেকে কীভাবে চলাফেরা করবো, এ নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিলো, অন্তত সেটা এখন কেটে গেছে। বৃষ্টিতে ভিজে এখন আর দু'মাইল দূরের স্কুলে আমাকে যাওয়া-আসা করতে হবে না অথবা চিফ-এর ক্রুজারে চেপে শহরের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

"তোমার পছন্দ হয়েছে জেনে খুশি হলাম," সংক্ষেপে জবাব দিলেন চার্লি। এবারও তাকে বিব্রত বলে মনে হলো।

আমার জিনিসগুলো একবারেই উপর তলায় নিয়ে যেতে পারলাম। আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে পশ্চিম দিককার ঘরটাতে। এখান থেকে সম্পূর্ণভাবে সামনের অংশটুকু দেখা যায়। ঘরটা আমার বেশ পরিচিত, জন্মের পর থেকেই আমি এর সাথে সম্পৃক্ত। কাঠের মেঝে, আকাশী রঙের দেয়াল, উঁচু সিলিং, সমস্ত জানালা জুড়ে লেস লাগানো হলুদ পর্দা-এর প্রত্যেকটা জিনিসই আমার ছেলেবেলার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে। চার্লি শুধু পরবর্তীতে একটা বেড-সুইচের ব্যবস্থা করেছিলেন আর আমি বেড়ে ওঠার পর এই ঘরটাতে একটা ডেস্ক নিয়ে এসেছিলেন। ওই ডেস্কটা বর্তমানে একটা পুরাতন কম্পিউটার দখল করে রেখেছে—কাছের ফোন-জ্যাকের সাথে তার দিয়ে কম্পিউটার মডেম সংযুক্ত করা। টেলিফোনের তারগুলো মেঝের অপর এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। এখানে কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে মা'র আগ্রহের কারণে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে খুব সহজে আমি মা'র সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবো। সেই শিশুবেলা থেকে ঘরে যে রকিং চেয়ারটা ছিলো, সেটাও এখন কোণার দিকে রাখা আছে।

সিঁড়ির ওপর দিকে বাড়ির একমাত্র বাথরুম। চার্লির সাথে ওটাই আমাকে এক সাথে ব্যবহার করতে হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে এ বিষয়ে আমার অপছন্দটুকুকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

চার্লির একটা বিষয় আমার খুব ভালো লাগে। তিনি নিজের মতো থাকতে ভালোবাসেন। উনি আমাকে একা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—আমাকে সবকিছু গুছিয়ে নেবার স্থিতু হয়ে বসার সুযোগ করে দিলেন। মা'র পক্ষে এ ধরনের আচরণ আশা করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। একা থাকার ভেতর আলাদা এক ধরনের আনন্দ আছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কারও সামনে হাসিমুখে বসে থাকতে হয় না, কিংবা মন খারাপ থাকলেও উৎফুল্ল হয়ে আছি এমন অভিব্যাক্তি মানুষের সামনে প্রকাশ করতে হয় না। একা থাকতে পারলে ইচ্ছে মতো জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে থাকা যায়—বৃষ্টির সাথে তাল মিলিয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রুও বিসর্জন করা সম্ভব। এখন অবশ্য প্রতিযোগীতা করে কান্নার মতো ইচ্ছে আমার ভেতর নেই। বিষয়টা বুঝানোর সময়কার জন্যে তুলে রাখতে চাই—বিছানায় শুয়ে আগামী সকালের জন্যে আমি কাঁদতে চাই।

ফরক্স্ হাই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রীতিমতো ভয় জাগানোর মতো—মাত্র

তিনশ' সাতান্ন জন—বর্তমানে তিনশ' আটান্ন জন; এরপরও জুনিয়ন ক্লাসে আছে আরও প্রায় সাতশ' জন ছাত্র-ছাত্রী। এদের সবাইকে বাড়ির টান উপেক্ষা করে একাকী পড়াশুনা করতে হচ্ছে এখানে। প্রত্যেকটা বাচ্চাই একে অপরের সাথে বন্ধুর মতো বেড়ে উঠছে—অনেকের পিতামহ-মাতামহও বোধহয় একইভাবে এখানে বেড়ে উঠেছিলেন। বড়ো শহর থেকে আসা মেয়ে হিসেবে আমার কাছে অনেক কিছুই অদ্ভুত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হতে পারে।

সম্ভবত আমার ভেতর ফিনিক্সের একটা ছাপ থাকে। অনেকেই কেন যেন খুব সহজেই বুঝে ফেলে আমি ফিনিক্স থেকে এসেছি কাজের জন্যে। এটা আমার জন্যে অনেক বড়ো সুবিধা। কিন্তু দৈহিকভাবে আমি কোথাও খাপ খাওয়াতে পারছি না। আমার চামড়া রোদে পোড়ানো হতে পারতো, শরীরে ছোপছোপ দাগ থাকতে পারতো, চুল হতে পারতো সোনালি রঙের—একজন ভলিবল খেলোয়াড় হতে পারতাম, অথবা লিকলিকে শরীর হওয়াতেও আপত্তি ছিলো না—সূর্যের উপত্যকায় এর সবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ ধরনের কোনো দৈহিক বৈশিষ্ট্যই আমার ভেতর নেই। তার বদলে, আমার চামড়ার রঙ হাতির দাঁতের মতো সাদা, নীল চোখ অথবা লাল চুলের রংও অস্বীকার করা যাবে না—প্রখর সূর্যের তাপে সেগুলোও রুক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রথম থেকে আমি লিকলিকে শরীরের কিন্তু অত্যন্ত কোমল, খেলোয়াড়দের মতো যে নয়, নিঃসংকোচে বলতে পারি। ভলিবল খেলার জন্যে হাতের যে দক্ষতা থাকার প্রয়োজন কিংবা তীক্ষ্ম নজরের প্রয়োজন তা আমার ভেতর নেই। তাছাড়া কাছের বন্ধুদের সাথে খেলা নিয়ে আমি ঝগড়াও করতে পারি না।

পুরাতন পাইন কাঠের ড্রেসারের ভেতর কাপড়গুলো তুলে রেখে, ব্যাগ থেকে প্রসাধনী সামগ্রিগুলো বের করে যৌথ—বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। সারাদিনের ক্লান্তির পর গোছল সেরে নিলাম। ভেজা, কোঁকড়ানো চুলগুলো আঁচড়ানোর সময় আয়নার দিকে তাকালাম গোছল করার পর নিজেকে অনেকটা হাল্কা মনে হলো। কিন্তু বুঝতে পারলাম শরীরের রঙ কেমন যেন হলদেটে মনে হচ্ছে, খানিকটা রোগাও মনে হলো নিজেকে। আমার চামড়া সম্ভবত অত্যাধিক মসৃণ—অত্যাধিক পরিষ্কার, প্রায় বলা চলে ইষদচ্ছ—কিন্তু এর সবই নির্ভর করে রঙের ওপর। এখানে আমার কোনো রঙই ছিলো না।

আয়নার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, বিছানায় যাওয়ার জোর তাগিদ অনুভব করলাম।

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কারও সাথে আমি সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি না। এবং যদি স্কুলের প্রায় হাজার তিনেক মানুষের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি তাহলে এখানে আমার অবস্থা কেমন হবে?

আমার সমবয়সী কারও সাথেই আমি তেমন একটা মিশতে পারি না। আসল সত্য হয়তো মানুষের কীভাবে মিশতে হয় তা আমার জানা নেই—এটা আমার এক ধরনের অক্ষমতা। মা'র কথাই ধরা যাক, তিনি এই গ্রহের প্রত্যেকটা মানুষের সাথেই বোধহয় খুব সহজেই মিশে যেতে পারেন। কিন্তু আমি তার সাথে কখনো সহজ হতে পারি না।

তিনি বোধহয় না আমার সাথে কথা বলে খুব একটা আনন্দ বোধ করেন। মাঝে অবাক হয়ে যাই, পৃথিবীর সবকিছু আমি আমার দৃষ্টি দিয়ে একভাবে দেখার চেষ্টা করছি, অথচ অন্যান্যরা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সেগুলোকে দেখার চেষ্টা করছে। সম্ভবত আমার মস্তিষ্কের কোথাও জট পাকিয়ে আছে।

কিন্তু বিষয়গুলো নিয়ে আমি মোটেও বিচলিত নই। এই বিষয়গুলো ঘটনার বর্হি-প্রকাশ মাত্র। এবং আগামীকাল থেকে এর শুরু হতে যাচ্ছে মাত্র।

দীর্ঘক্ষণ কান্নার পরও রাতে আমি ভালোভাবে ঘুমোতে পারলাম না। ক্রমাগত বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ এবং বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজে ঘুমের ইচ্ছে আমার ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। পুরাতন পালকের বালিশটা সরিয়ে আমি অন্য একটা বালিশ মাথার নিচে রেখে আরাম খোঁজার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মধ্যরাতের আগ পর্যন্ত আমার মোটেও ঘুম এলো না। বুঝতে পারলাম ইতোমধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালার বাইরে পুরু বরফের আস্তরণ দেখতে পেলাম। মনে হলো আমি ক্ল্যস্ট্র্যাফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়েছি (বদ্ধ স্থানে অবস্থানের সময় আতঙ্ক বোধ করা)। ক্রমেই এই ফোবিয়া আমাকে দূর্বল করে তুলছে। এখান থেকে কোনোভাবেই আকাশ দেখা সম্ভব নয়; এটা অনেকটা খাঁচার মতো।

চার্লির সাথে ব্রেকফাস্টে বসে আমরা তেমন কোনো কথা বললাম না। নতুন স্কুলে আমার ভালো কাটবে, এমনই আশা করলেন তিনি—একই সাথে আমার প্রতি শুভ কামনা। আমিও পাল্টা তাকে ধন্যবাদ জানালাম। যদিও জানি, তার আশা বোধহয় না খুব একটা ফলপ্রসু হবে। কারও শুভ কামনা আমার খুব একটা কাজে আসে না। খাবারের টেবিল ছেড়ে চার্লিই প্রথম উঠলেন। পোশাক পাল্টিয়ে রওনা হলেন পুলিশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে, ওটাই তার বর্তমান স্ত্রী এবং পরিবার। চার্লি চলে যাওয়ার পর আমি একাই চৌকো আকৃতির পুরাতন ওক কাঠের টেবিলটাতে বসে থাকলাম। তার অসামঞ্জস্যপূর্ণ তিনটা চেয়ার এবং ছোটো রান্নাঘরটা দেখতে লাগলাম—এর গাঢ় রঙের দেয়াল, হলুদ কেবিনেট এবং সাদা লিনোলিয়ামের মেঝে। এর কোনো কিছুর ভেতর একটুও পরিবর্তন লক্ষ করলাম না। ঘরের উজ্জ্বলতা বাড়াতে প্রায় আঠারো বছর আগে মা এই কেবিনেট রঙ করিয়েছিলেন। ছোটো ফায়ারপ্লেসের ওপর রুমালাকৃতির একটা ছবি ঝুলানো। লাসভেগাসে বাবা-মা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর এই ছবি তুলেছিলেন তারা। জন্মের পর মা বিশেষভাবে আমার যত্ন নেবার চেষ্টা করেছিলেন। আমার স্কুল জীবনের যে ছবিগুলো ছিলো, সেগুলো চারদিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। যদিও ছবিগুলো দেখলে মনে হয় না আমার ভালো লাগবে। আমি যখন এখানে থাকতাম চার্লি সেগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন।

এ বাড়িতে সেগুলো খুঁজে বের করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। চার্লি কখনোই মা'র মতামতকে পাশ কটিয়ে কোনো কিছু করার চেষ্টা করেন না। মাঝে মাঝে তার এই আচরণ মোটেও ভালো লাগে না আমার।

সকাল সকাল স্কুলে যেতে আমার মোটেও ইচ্ছে করছে না, আবার বাড়িতে বসে থাকতেও ভালো লাগছে না। আমি জ্যাকেটটা টেনে নিলাম—এটাকে বায়োহ্যাজার্ট

পোশাক বলতেও আমার আপত্তি নেই—এরপর বৃষ্টির ভেতর বেরিয়ে পড়লাম।

এখনও গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, দরজায় চাবি লাগানোর সময়টুকুতে এই বৃষ্টি আমাকে তেমনভাবে ভেজাতে পারলো না।

ট্রাকের ভেতরটা শুকনো এবং চমৎকার। বিলি, নয়তো চার্লি এর ভেতরটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে রেখেছেন। তবে ট্যান করা চামড়ার গদিতে এখনও কড়া তামাকের গন্ধ লেগে আছে। তামাক বাদেও—আমার নাকে এসে লাগলো পিপারমেন্ট এবং গ্যাসোলিনের গন্ধ। ইঞ্জিনটা সহজেই চালু হওয়ায় বেশ খানিকটা স্বস্তিবোধ করলাম, কিন্তু ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত গর্জন তুলে জীবনের অস্তিত্ব জানান দিলো। যাইহোক, এই ট্রাক—বুড়োটা ছুটে চলার পক্ষে যথেষ্ট ভালো হবে। এই বুড়ো ট্রাকের রেডিওটাও ভালোভাবেই কাজ করছে। আমি অবশ্য এতোটা আশা করিনি।

ইতোপূর্বে স্কুলটা না দেখলেও, সেটা খুঁজে বের করতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। হাইওয়ের পাশের অন্যান্য স্থাপনার মতোই দেখতে স্কুলটা। সাইনবোর্ড ঝুলানো না থাকালে বুঝার উপায় ছিলো না যে এটা একটা স্কুল। সাইনবোর্ডের ওপর বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—"ফরকস্ হাই স্কুল।" লেখা দেখে আমি গাড়ি থামালাম। স্কুল কমপ্লেক্স দেখে মনে হতে পারে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাড়ির সংগ্রহশালা। বাড়িগুলো তৈরি করা হয়েছে গাঢ় তামাটে রঙের ইট দিয়ে। স্কুলের চারপাশে অসংখ্য গাছপালা আর লতাগুল্মে আচ্ছাদিত। ইতোপূর্বে এতো ঘন গাছ-পালা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সেই পুরনো দিনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশিষ্ট্য কোথায় গেল? এক ধরনের নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হলাম আমি। কোথায় গেল সেই আড়াআড়িভাবে বোনা বেড়ার ঘেরা দেয়া স্কুলগুলো? অথবা মেটাল ডিটেকটর?

স্কুল কম্পাউন্ডের প্রথম বিল্ডিংয়ের সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। বিল্ডিংয়ের একটা দরজার ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—"ফ্রন্ট অফিস।"

ওই অফিস ঘরের সামনে কেউই অবশ্য গাড়ি পার্ক করেনি। সুতরাং বুঝতে পারলাম এই স্থানে গাড়ি পার্ক করার অনুমতি নেই। কিন্তু গাড়ি নিয়ে সোজা ভেতরেও ঢুকে পড়তে চাইলাম না, কিংবা বোকার মতো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ক্লাস রুম খুঁজে বের করার ইচ্ছেও আমার নেই। ট্রাক থেকে নেমে ছোটো ছোটো কালো পাথরের ওপর পা ফেলে সার্মনের দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা খোলার আগে একবার বুক ভরে বাতাস টেনে নিলাম।

যেমনটা আসা করেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি আলোকজ্জ্বল এবং উষ্ণতায় ভরা ভেতরটা। অফিসটা তুলনামূলকভাবে বেশ ছোটো; প্যাড লাগানো গুটি কয়েক ফোল্ডিং চেয়ার, কমলা রঙের সস্তা দামের কার্পেট পাতা মেঝেতে, দেয়ালে ঝুলানো বিভিন্ন নোটিশ এবং কিছু সনদপত্র, বেশ জোড়ালো শব্দে একটা বড়ো ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। এখানেও প্লাস্টিকের টবে বেশ কিছু গাছ লাগানো হয়েছে। তবে বাইরের মতো এখানে এতোটা সবুজ নয়। অফিস রুমের প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে বিশালাকৃতির এক কাউন্টার, মেঝেতে তারের বাস্কেট দুমড়ানো কাগজে ভর্তি হয়ে আছে। কাউন্টারের সামনের দিকে উজ্জ্বল রঙের কিছু ফ্লায়ার্স লাগানো। কাউন্টারের পেছনে পর পর তিনটা ডেস্ক সাজানো। এর ভেতর তুলনামূলকভাবে একটা একটু বড়ো

আকারের। ওই ডেস্কে যে মহিলা বসে আছেন, তার চুল লাল, চোখে চশমা। মহিলার পরণে রক্ত-বেগুনি রঙের টি-সার্ট। তার পরণের পোশাকের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, আমি আসলে অতিরিক্ত পোশাক পরে আছি।

লালচুলো মহিলা আমার দিকে তাকালেন। "আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?"

"আমি ইসাবেলা সোয়ান," আমি তাকে জানালাম। নাম কোণার সাথে সাথে তার দৃষ্টিতে এক ধরনের সতর্কতা দেখতে পেলাম। আমার অবশ্য অন্য ভয় ছিলো। ভেবেছিলাম আমার নাম কোণার পর মহিলা গল্পের কিছু উপকরণ খুঁজে পাবেন—চিফ-এর মেয়ে অবশেষে ফিরে এসেছে, কিংবা বিচ্ছেদ হওয়া চিফ-এর স্ত্রী সম্পর্কে কোনো কিছু! অবশ্য তেমন কোনো গল্পের অবতারণা ঘটলো না।

"অবশ্যই," মহিলা বললেন। এক গাদা কাগজপত্রের ভেতর থেকে তিনি গুটি কয়েক কাগজ বের করে আনলেন। " এই যে এখানে তোমার সিডিউল পেপার্স, এবং স্কুলের একটা ম্যাপও আছে এখানে।" তিনি আমার হাতে কাগজ ধরিয়ে দিলেন।

অভয় দেবার ভঙ্গিতে তিনি চার্লির মতো করেই আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমিও তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলাম।

যখন আমি ট্রাকের কাছে ফিরে এলাম, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা কেবল তখন আসতে শুরু করেছে। ট্রাকটা নিয়ে আমি খানিকক্ষণ স্কুলের চারদিকে ঘুরে বেড়ালাম। একটা বিষয়ে সন্তুষ্ট হলাম এই দেখে যে, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের গাড়িগুলোও আমার মতোই পুরাতন মডেলের, আহামরি তেমন কোনো গাড়ি আমার চোখে পড়লো না। প্যারাডাইস ভ্যালি ডিস্ট্রিক্টে যখন থাকতাম, আমাদের আশপাশে বেশির ভাগই ছিলেন নিম্নবিত্ত পরিবার। এরপরও অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে আমি নতুন মার্সিডিজ অথবা পোর্সে চালাতে দেখেছি। এখানকার সবচেয়ে সুন্দর গাড়ি বলতে চকচকে ভলভো এবং সেটা এখনও বাইরে দাঁড় করানো। স্থানটুকু আমি দ্রুত কাটিয়ে এলাম। সুতরাং আমার গাড়ির বাড়তি শব্দটুকু কারুরই তেমন একটা বিরক্তির উদ্রেগ করলো না।

ট্রাকে রাখা ম্যাপটা মনে মনে স্মরণ করার চেষ্টা করলাম; আশাকরি আমাকে নাক উচুঁ করে সবকিছু খুঁজে বের করতে হবে না। প্রয়োজনীয় সবই এখন আমার ব্যাগের ভেতরে। কাঁধের ওপর ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিয়েছি। ফলে আমাকে ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, এরকমই করতে হচ্ছে আমাকে—নিজেকে খুব দুর্বল মনে হচ্ছে। কেন যে আমার ভেতর এক ধরনের ভয় কাজ করছে ঠিক বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই আমাকে কেউ কামড়ে দিতে আসবে না। অবশেষে নিজেকে আমি ট্রাক থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারলাম।

সাইড ওয়াকের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই দখল করে রেখেছে বিভিন্ন বয়সী ছেলে-মেয়ে। আমি সাইড ওয়াকের দিকে তাকালাম। ক্লাসে তাড়াতাড়ি পৌছতে চাইলে আমাকে ওদিক দিয়েই যেতে হবে। শরীর থেকে সাধারণ কালো জ্যাকেট খুলে নেবার পর বেশ খানিকটা স্বস্থি অনুভব করলাম আমি।

ক্যাফেটেরিয়ার সামনে পৌছার পর সহজেই তিনটা বিল্ডিং আমার নজরে পড়লো। পূর্ব কোণায় সাদা ব্লকের ওপর স্পষ্ট অক্ষরে লেখা—"থ্রি।" দরজার দিকে

এগুনোর সময় আবার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে শুরু করলো। হাইপার-ভেনটিলেশনের কারণেই সম্ভবত এরকম অনুভূতি হতে লাগলো।

ক্লাস রুমটা বেশ ছোটো। আমার সামনে যারা আছে, তারা ক্ষণিকের জন্যে দরজার কাছে দাঁড়াচ্ছে হুকের সাথে তাদের কোর্টগুলোকে ঝুলিয়ে রাখার জন্যে। আমিও তাদের অনুসরণ করলাম। ওরা দু'জন মেয়ে। একজনের শরীরের রঙ সাদা ধবধবে—সোনালি চুল। অন্যজনের রঙ হালকা হলেও চুলের রঙ বাদামি। অন্তত বুঝতে পারলাম আমার শরীরের রঙ তাদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

হাতের স্লীপ আমি টিচারের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। ভদ্রলোক দীর্ঘকায়, টাক মাথা। ডেস্কের ওপর রাখা নেমপ্লেটে লেখা—মিস্টার ম্যাশন। স্লীপটা দেখে ভদ্রলোক আমার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন—কথা বলার উৎসাহ বোধ করলেন না তিনি—এবং অবশ্যই তার এই আচরণে আমি টমেটোর মতো রাঙা হয়ে উঠলাম। ক্লাসের কারও সাথে পরিচয় না করিয়ে দিয়ে তিনি অবশ্য পেছনের একটা খালি ডেস্ক আমাকে দেখিয়ে দিলেন। সহপাঠীদের পেছন ফিরে আমাকে দেখা খানিকটা কষ্টকর হলেও, কেউ কেউ সেই সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাইলো না। টিচার যে রিডিং লিষ্ট দিয়েছিলেন, আমি সেটার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম। এটা একেবারেই সাধারণ মনে হলো : ব্রণটি, শেক্সপিয়ার, চসার, ফকনার। ইতোমধ্যে সবই পড়ে শেষ করেছি। বিষয়গুলো পড়া ভেবে খানিক স্বস্তিবোধ করলাম নতুনভাবে পড়তে হবে ভেবে একঘেঁয়েমিও মনে হলো। আমি এই ভেবে অবাক হলাম, মা ফোল্ডারের ভেতর সুন্দরভাবে পুরাতন এ্যাসেগুলো সাজিয়ে দিয়েছেন।

ক্লাস শেষের ঘন্টি বাজার সাথে সাথে নাকি সুরের একজনের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। দলনেতা গোছের একটা ছেলে আমার কাছে এগিয়ে এলো। ছেলেটার সম্ভবত কোনো সমস্যা আছে। কালো চকচকে চুল ভর্তি মাথাটা ও সামনের দিকে এগিয়ে দিলো।

"তুমি হচ্ছো ইসাবেলা সোয়ান, তাই না?" বেশ উৎসাহ নিয়ে প্রশ্ন করলো আমাকে।

"বেলা," আমি সংশোধন করে দিলাম তাকে। সামনের তিন সারির ছেলে-মেয়েরা আমার দিকে ফিরে তাকালো।

"তোমার এর পরের ক্লাস কোথায়?" ও জিজ্ঞেস করলো।

ব্যাগ থেকে রিডিং লিস্ট বের করে দেখে নিলাম। "উম্, গভর্নমেন্ট, মিস্টার জেফারসনের ক্লাস—বিল্ডিং 'সিক্স'-এ"

অনেকগুলো ঔৎসুক দৃষ্টি আমি এড়াতে পারলাম না।

"আমি এখন রওনা হচ্ছি বিল্ডিং 'ফোর'-এর দিকে। যাওয়ার পথে নিশ্চয়ই তোমার সাথে আবার আমার দেখা হচ্ছে..." বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথাগুলো বললো ছেলেটা। "আমার নাম এরিক," একই সাথে বললো ও।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে ম্লানভাবে একটু হাসলাম। "ধন্যবাদ।"

হুক থেকে জ্যাকেটটা টেনে নিয়ে আমি বৃষ্টির ভেতর বেরিয়ে পড়লাম। এখন আবারও মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমার সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী। অন্তরঙ্গভাবে ওরা হাতে হাত ধরে হেঁটে চলেছে। বুঝতে পারলাম এখানে

আসলে আমার আতংকিত হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই।

"তাহলে তুমি বলতে চাইছো ফিনিক্স থেকে এই শহরটায় অনেক পার্থক্য?" ছেলেটা প্রশ্ন করলো আমাকে।

"অনেক পার্থক্য।"

"ওখানে খুব একটা বৃষ্টি হয় না, তাই না?"

"বছরে খুব জোর তিন কিংবা চার বার।"

"ওয়াও, তোমার কেমন দিন পছন্দ?" অবাক হয়ে ও প্রশ্ন করলো।

"রৌদ্রজ্জ্বল দিন।" আমি তাকে জানালাম।

"তোমার চামড়া কিন্তু তামাটে নয়।"

"আমার মা আংশিক এ্যালবিনো"

ছেলেটা আমার মুখের দিকে গভীর মনোযোগ নিয়ে তাকালো। ওর এভাবে তাকানো দেখে স্বাভাবিক লজ্জিত হতে হলো আমাকে। ওর মন্তব্য শুনে একগাদা ছেলে-মেয়ে আমার দিকে একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। এরকম দৃষ্টিতে কোনো রকমের মজা খুঁজে পেলাম না যাইহোক। বোধহয় মাস খানেক এরকমই চলতে থাকবে।

জিমনেসিয়ামের দক্ষিণে অবস্থিত ক্যাফেটেরিয়ার দিকে আমরা রওনা হলাম। সহজেই অনুমান করা যায়, সঙ্গ লাভের লোভেই এরিক আমার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলো।

"ঠিক আছে, ভালো থাকো," দরজার হাতলে হাত রাখার সময় বললো এরিক।

"সম্ভবত অন্য কোনো ক্লাসে আবার আমাদের দেখা হচ্ছে।" অনেকটা আসা নিয়ে বললো এরিক।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

সমস্ত সকাল আমার একইভাবে কেটে গেল। ত্রিকোণমিতি ক্লাসের টিচার মিস্টার ভারনারকে মোটেও ভালো লাগলো না। কারণ তার পড়ানোর পদ্ধতি মোটেও পছন্দনীয় নয়। তবে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রথম ক্লাসের সামনে নিয়ে আমাকে সবার সাথে পরিচিত করিয়ে দিলেন।

দুই ক্লাস শেষে আমি অনেকের সাথে পরিচিত হলাম। প্রত্যেকেই একে অপরের চাইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করতে চাইলো। প্রায় সকলের একই ধরনের প্রশ্ন—ফরকস্ আমার কেমন লাগছে। নিজেকে আমি বেশ খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করলাম। তবে এর ভেতর প্রচুর মিথ্যেও বললাম। অবশ্য এতোগুলো উৎসাহী মানুষ পেয়ে আমার আর স্কুল ম্যাপের প্রয়োজন হলো না।

সামনেই বসেছে স্প্যানিশ একটা মেয়ে। ও আমার সাথেই লাঞ্চ সারতে ক্যাফেটেরিয়ায় প্রবেশ করেছিলো। হালকা-পাতলা গড়নের মেয়েটা আমার পাঁচ ফুট-চার ইঞ্চি উচ্চতার চাইতে খানিকটা খাটো। কিন্তু কোঁকড়ানো কালো চুলের কারণে আমাদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে হলো। এখানে উচ্চতা কোনো মূখ্য বিষয় নয়। তার নামটা আমি স্মরণ করতে পারলাম না। সুতরাং ও যখন ক্লাস এবং টিচারদের নিয়ে আলোচনা শুরু করলো, আমি শুধু তাকে সমর্থনই জানিয়ে গেলাম।

ওর জন্য কয়েক বন্ধুর সাথে আমি বড়ো একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম। একে একে সবার সাথে ও আমাকে পরিচিত করিয়ে দিলো। অবশ্য মেয়েটা ওর বন্ধুদের সাথে আলোচনা শুরু করার খানিকক্ষণের ভেতর আমি ওদের নামগুলো ভুলে গেলাম। মেয়েটার কারণেই ওরা আমার সাথে বেশ সাহসিকতার সাথে আলাপ শুরু করলো। রুমের মাঝখান থেকে এরিক আমার দিকে বারবার চোরা দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো।

সাতজন নতুন আগন্তুকই আমাদের লাঞ্চ টেবিলের মুখ্য আলোকে হয়ে দাঁড়ালো। আমার সাথে অবশ্য তাদের প্রত্যেকেরই সাক্ষাৎ হয়েছে।

ওরা বসেছে ক্যাফেটেরিয়ার একেবারে কোণার দিকে। দীর্ঘ রুম হলেও আমি এখান থেকে ওদের বেশ ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি। ওখানে ওরা পাঁচজন একসাথে বসেছে। ওদের তেমন একটা কথা বলতে দেখলাম না। তাদের সামনে খাবার ট্রে সাজানো থাকলেও, কেউই এখন পর্যন্ত খাওয়া শুরু করেনি। অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মতো ওই পাঁচজন একবারও আমার দিকে তাকায়নি কিংবা আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেনি। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, আমি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারিনি।

কোনোভাবেই ওদের একই বৈশিষ্ট্যে মেলাতে পারলাম না। তিনজন ছেলের ভেতর একজন অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবান—ওয়েট লিফটারদের মতো মাংসপেশী, কোঁকড়ানো কালো চুল। অন্যজন হালকা-পাতলা দীর্ঘদেহী। কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম করা সুগঠিত শরীর। তার চুল মধুর মতো সোনালি রঙের। তৃতীয়জনকে খুব একটা স্থূলাকৃতির না বলে কৃশই বলতে হবে। ছেলেটার মাথার চুল ব্রোঞ্জ রঙের। অন্যান্য সকলের চাইতে ওর চেহারায় এক ধরনের ছেলেমানুষী ছাপ আছে। এই হাই-স্কুলের ছাত্র নয়, বরং টিচার কিংবা কলেজ ছাত্র হিসেবেই বোধহয় বেশি মানানসই।

ছেলেদের থেকে মেয়ে দু'জন সম্পূর্ণ উল্টো। দীর্ঘাঙ্গিনী মেয়েটার শরীর পাথরে খোঁদাই করা মূর্তির মতো। মেয়েটার ফিগার অত্যন্ত সুন্দর। ম্যাগাজিনের পাতায় সুইম-স্যুট পরিহিত এ রকম মেয়েদের ছবি আমি দেখেছি। সোনালি রঙের চুলগুলো টান টান করে পেছন দিকে শক্ত করে বাঁধা। ছোটো মেয়েটা পরীর মতো দেখতে, অতিরিক্ত লিকলিকে শরীর, মেয়েলি অনুষঙ্গগুলোও আকারে তুলনামূলক অনেক ছোটো আকৃতির। ঘন কালো ছোটো ছোটো করে কাটা চুল সম্পূর্ণ মাথার চারদিক ঘিরে ছড়িয়ে আছে।

এখন মনে হচ্ছে ওরা সবাই প্রায় একই রকম দেখতে। ওদের প্রত্যেকের শরীরের রঙ চকের মতো সাদাটে। সূর্যহীন এই শহরে যে ছাত্র-ছাত্রী বাস করে প্রত্যেকের শরীরের রঙই আমার চাইতে অনেক সুন্দর। প্রত্যেকেরই আমার চাইতে তুলনামূলক অনেক কালো চোখ এবং কালো চুল। ওদের চোখের নিচে বাদামি দাগ—ঘন আঁখি পল্লব, ব্রাশের মতো ঘন ভ্রু। চোখগুলো দেখে মনে হলো, অনেক রাত তারা নির্ঘুম কাটিয়েছে। অথবা দেখে মনে হতে পারে, কোনো কারণে হয়তো নাক ভেঙ্গে গিয়েছিল, আর তার থেকে কেবল মাত্র সুস্থ হয়ে উঠেছে। যদিও তাদের প্রত্যেকের নাকই খাড়া এবং যতোটুকু বাঁক থাকার প্রয়োজন, তাতে কোনো ঘাটতি নেই।

কেন জানি না তাদের প্রতি দৃষ্টি সরিয়ে দিতে পারছি না।

আমার আগ্রহের কারণ তাদের চেহারা, একেবারে ভিন্ন রকমের, অন্যদিকে তারা, তাদের মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ, আমার সাথে তাদের যে অসামঞ্জস্যগুলো আছে, সেগুলোই তাদের সৌন্দয্যের কারণ হয়ে আছে। ওই সুন্দর চেহারা শুধুমাত্র ফ্যাশন ম্যাগাজিনের মডেলদের সাথে মেলানো সম্ভব। অথবা মাস্টারনিসগুলোতে যে রকম দেবদূতদের চেহারা দেখা যায়, সেরকম। কে কার চাইতে বেশি সুন্দর, তা আমার পক্ষে খুঁজে বের করা আসলেই এক জটিল কাজ—সোনালি চুলের মেয়েগুলো ব্রোঞ্জ রঙের চুলের ছেলেগুলো।

ওরা একজনের চাইতে আরেকজন দেখতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের—অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের চাইতে ভিন্ন রকমের, আমি যতোই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিই না কেন, তার চাইতেও আলাদা। তাকিয়ে দেখলাম, ছোটোখাটো মেয়েটা তার খাবারের ট্রে-টা তুলে নিলো—সোডার বোতল খুলে, আপেলে কামড় বসালো—এরপর টেবিল ছেড়ে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার পথের দিকে দ্রুত হেঁটে গেল। মনে হলো অনেকটা যেন নাচের ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে মেয়েটা। যতোটা আশা করেছিলাম তার চাইতে অনেক দ্রুত গতিতে সে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এরপর আবার অন্যান্যদের ওপর আমার দৃষ্টি ঘুরে গেল। ওরা অবশ্য সেই আগের মতোই টেবিলে বসে আছে।

"ওরা কারা?" স্প্যানিশ ক্লাসের মেয়েটাকে প্রশ্ন করলাম। ওদের নাম আমি ভুলে গেছি!

আমি কী বলতে চাইছি, মেয়েটা ঠিক যেন বুঝতে পারলো না—যদিও আমার কথা তার বুঝতে না পারার কথা নয়। ও অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকালো, হালকা-পাতলা গড়নের মেয়েটার দিকে। একই সাথে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ছেলেমানুষ চেহারার ছেলেটার দিকে, কনিষ্ঠের দিকে—অন্তত পক্ষে আমার কাছে তেমনই মনে হলো। কনিষ্ঠের কানে সম্ভবত আমার কণ্ঠস্বর পৌঁছে ছিলো, ও সেকেন্ড কয়েকের জন্যে আমার আশপাশের সবার দিকে তাকালো, এরপর তার ঘন কালো চোখ নিবদ্ধ হলো আমার ওপর।

ও অতিদ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিলো—এতো দ্রুত যে, আমার পক্ষে এতো দ্রুত সম্ভব হলো না। শুধু এক নজর তাকিয়ে দেখে নেয়া, তার তাকানোয় কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল না, প্রকাশ পেল না কোনো আগ্রহ।

আমার পাশের জন খানিকটা বিব্রতবোধ করে টেবিলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো, অনেকটা যেভাবে আমি টেবিলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি।

"ওরা হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ড এবং এম্যাট কুলিন, অন্যদিকে রোজালে এবং জেসপার হল্। আর যে এইমাত্র চলে গেল, ও হচ্ছে এলিস কুলিন; ওদের প্রত্যেকেই ডা. কুলিন এবং তার স্ত্রী'র সাথে থাকে। গভীর নিঃশ্বাস ফেলে মেয়েটা আমাকে তথ্যগুলো জানালো।

আমি আড়চোখে চমৎকার দেখতে ছেলেটার দিকে এক নজর দেখে নিলাম। ছেলেটার নজর এখন ট্রে'র দিকে। সরু এবং দীর্ঘ আঙ্গুল দিয়ে ও শক্ত ব্রেড-রোল টুকরো টুকরো করে মুখে পুরছে। ওর মুখের দ্রুত নড়চড়া লক্ষ করলেও, ওর সুন্দর ঠোঁট জোড়াকে খোলামেলা করতে আমি কমই দেখলাম। অন্য তিনজনকে একবারও

আমাদের দিকে তাকাতে দেখলাম না। এখন ছেলেটা নিচু স্বরে ওদের সাথে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করছে।

আমি ভেবে দেখলাম, অদ্ভুত এবং অজনপ্রিয় সব নাম। এ ধরনের নামগুলো আসলে দাদা-দাদীদের ক্ষেত্রে মানানসই। সম্ভবত এরকম নাম রাখা এখানকার এক ধরনের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে—একে কি বলা যেতে পারে, ছোটো শহরের উপযোগী নাম? শেষ পর্যন্ত আমার মনে পড়লো আমার পাশের মেয়েটার নাম জেসিকা। সত্যিকার অর্থে এটা আসলে হয়তো খুব প্রচলিত নাম। আমার আগের স্কুলের ইতিহাসের ক্লাসে দু'জন জেসিকা নামের মেয়ে ছিলো।

"ওরা... ওরা খুবই সুন্দর দেখতে," কথাটা বলতে গিয়ে খানিকটা অস্বস্তিবোধ করলাম আমি।

"হ্যাঁ।" ওদের দিকে চোরা চাহনীতে একবার দেখে নিয়ে আমাকে সমর্থন জানালো। "যেভাবেই হোক, ওরা একসাথেই চলাফেরা করে—এমেট এবং রোজালে, অন্যদিকে জেসপার এবং এলিস।" ওর কণ্ঠস্বর খানিকটা ব্যথিত কোণালো।

"ওদের ভেতর থেকে কুলিন কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম "ওদের চেহারায় কিন্তু তেমন মিল নেই ..."

"আরে দূর, তুমি যেমন মনে করছো তেমন কিছু নয়। ডা. কুলিন হচ্ছেন একদম কমবয়সী ভদ্রলোক—খুব জোর বয়স বিশের শেষ কিংবা ত্রিশের প্রথম দিকে। ডাক্তার সাহেবের ওরা পোষ্য ছেলেমেয়ে। হলস'রা হচ্ছে শুধুমাত্র ভাই-বোন, জমজ—ওই যে সোনালি চুলের ছেলে-মেয়ে দু'জন—ওরা সবাই হচ্ছে পালিত সন্তান।"

"পালিত সন্তান হিসেবে ওদের বয়স কিন্তু বেশ খানিকটা বেশি।"

"এখন অবশ্য তেমনই মনে হয়। জেসপার এবং রোজালে—দু'জনের বয়সই বর্তমানে আঠারো, কিন্তু ওরা মিসেস কুলিনের সাথে আছে আট বছর বয়স থেকে। মহিলা সম্ভবত তাদের খালা অথবা তেমনই কোনো কিছু হবেন।"

"কথাটা শুনে আমার খুব ভালো লাগছে—যখন থেকে একটা শিশুর স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়ার প্রয়োজন, তখন থেকেই ওরা তা পেয়ে আসছে।"

"আমার ধারণা সে রকমই," জেসিক দায়সারাভাবে আমার কথার সমর্থন জানালো। কিন্তু হতাশ কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম, ও কোনো কারণে ডাক্তার সাহেব এবং তার স্ত্রী'কে পছন্দ করে না। জেসিকা পালিত ছেলে-মেয়েগুলোকে আড়চোখে দেখে নিলো। আমি ধারণা করলাম তার এ ধরনের আচরণের কারণ হয়তো ঈর্ষাকাতরতা। "আমার ধারণা, মিসেস কুলিন সম্ভবত কোনো দিনই সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন না" সম্ভবত ওই ডাক্তার এবং তার স্ত্রী'র মহত্বকে খাটো করারই চেষ্টা করলো।

এই সব কথা শুনে আমার দৃষ্টি শুধু ওই টেবিলটার দিকেই চলে যেতে লাগলো, যেখানে ওই অদ্ভুত পরিবারের সদস্যরা বসে আছে। কেন যেন ওরা শুধুই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে, খাবারের প্রতি একেবারেই মনোযোগ নেই।

"ওরা কি প্রথম থেকেই ফরকস্-এ বাস করছে?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। নিশ্চিত, এর আগের গ্রীষ্মগুলোতে যখন এখানে এসেছি, কখনোই তাদের আমি এখানে দেখিনি।

"নাহ্" আমি যে এখানে একেবারে নতুন এসেছি, সে রকমই নিশ্চয়তা নিয়ে ও আমাকে কথাটা বললো। "ওরা মাত্র বছর দু'য়েক হলো আলাস্কার কোথাও থেকে এখানে এসেছে।"

আমি একই সাথে এক ধরনের মমতা এবং স্বস্তি অনুভব করলাম। মমতাবোধ করলাম এ কারণে যে, তারা প্রত্যেকেই চমৎকার। তারা যে বাইরে থেকে এসেছে তা বিশ্বাসই হতে চায় না। আর স্বস্তি অনুভব করলাম এ কারণে যে, আমিই এখানে একমাত্র বহিরাগত নই, আমি বাদেও এখানে অনেকেই আছে। বিষয়টা কিছুটা হলেও সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছে।

ওদের নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারলাম কুলিনদের অন্যতম কনিষ্ঠ সদস্য আমার দিকে স্থীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর দৃষ্টিতে এক ধরনের ঔৎসুক্য ভাব। আমি দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম।

"লাল-বাদামি চুলের ওই ছেলেটা কে?" চোরা চাহনীতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি। ছেলেটাও আমার ওপর নজর রাখছে ঠিকই কিন্তু আজ সকাল থেকে অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা যেভাবে করে আসছে, মোটেও সেভাবে নয়—তার তাকানোর ভেতর এক ধরনের হতাশা লক্ষ করলাম। আমি আবার তার দিকে তাকালাম।

"ও হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ড। ও অত্যন্ত রুচিশীল ছেলে। কিন্তু মোটেও তোমার সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। কারও সাথে ও কখনো ডেট করে না। ওর হিসেবে নাকি দৃষ্টি নন্দন কোনো মেয়ে-ই নেই এখানে।" জেসিকা কটাক্ষ করলো তার প্রতি। দেখলাম এ্যাডওয়ার্ড জেসিকার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ঠোঁট কামড়ে হাসি লুকানোর চেষ্টা করলাম। এরপর আরও একবার আড়চোখে তাকে দেখে নিলাম। আবার ও মুখ ঘুরিয়ে নিলো, তবে মনে হলো ওর চিবুক খানিকটা উঁচু করলো, এমনকি মনে হলো খানিকটা যেন মুচকি হাসালোও।

এরও মিনিট কয়েক বাদে টেবিল ছেড়ে ওই চারজন উঠে পড়লো। প্রত্যেককে দেখেই আমার অত্যন্ত মার্জিত এবং ভদ্র বলে মনে হলো—এমনকি বিশালদেহীকেও। একে-অপরকে দেখার ব্যাপারটা আমার কাছে অনেকটা ইঁদুর-বেড়াল খেলার মতো মনে হলো। এ্যাডওয়ার্ড এবার আর আমার দিকে তাকালো না।

জেসিকা এবং তার বন্ধুর সাথে থাকলেও মনে হলো যেন আমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে আছি। তবে টেবিলে চুপচাপ বসে থাকতে আমার ভালো লাগলো। প্রথম দিনের ক্লাসে দেরি হওয়ার বিষয়ে আমার ভেতর কোনো উৎকণ্ঠা কাজ করলো না। শুধু মনে হলো এঞ্জেলার সাথে আমার পরবর্তীতে বায়োলজি দ্বিতীয় পত্রের ক্লাস করতে হবে। এক ঘণ্টা পরেই আমার আবার ক্লাস শুরু হবে। আমরা নিঃশব্দে ক্লাসে প্রবেশ করলাম। কোনো কারণ ছাড়াই ও লজ্জাবোধ করছে।

ক্লাস রুম প্রবেশের পর এঞ্জেলা কালো রঙের একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো। একইভাবে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। ও ইতোমধ্যে আমার অনেক কাছের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি বলতে সারিবদ্ধ টেবিলগুলো ছাত্র-ছাত্রীরা সুন্দরভাবে দখল করে রাখলেও ব্যতিক্রম দেখলাম শুধু একটা টেবিলের ক্ষেত্রে।

কোণার দিকে সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে। আমি দেখলাম, এ্যাডওয়ার্ড কুলিন দূর্লভ চুল নিয়ে ওই খালি টেবিলটাতে এসে বসলো।

টেবিল থেকে উঠে গিয়ে আমি টিচারের কাছে নিজের পরিচয় দিলাম এবং স্লীপে স্বাক্ষর করিয়ে নিলাম। আগের মতোই আমি চোরা দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলাম। এ্যাডওয়ার্ডকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ও চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো। ও আবার আমার দিকে তাকালো,—বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে ও আমার চোখে চোখ রাখলো—তার দৃষ্টিতে একই সাথে বিরোধিতা এবং ক্রোধ। আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম—স্বাভাবিক, ওর আচরণ মর্মাহত করেছে আমাকে। লজ্জায় আমি আবার রাঙা হয়ে উঠলাম।

ইচ্ছে করেই টেবিলের পাশে একটা বই ফেলে দিলাম আমি। টেবিলের কোণায় হাত রেখে নিচু হয়ে বইটা তুলে নিলাম। ওখানে যে মেয়েটা বসে ছিলো, অকারণেই বিড়বিড় করে কি যেন মন্তব্য করলো।

আমি দেখলাম ওর চোখ অত্যন্ত কালো—একেবারে কয়লার মতো কালো।

মিস্টার ব্যানার আমার স্লীপে স্বাক্ষর করলেন এবং একটা বই আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। তিনি অবশ্য সকলের সাথে পরিচিত না করিয়ে দেবার মতো ভুল করলেন না।

টেবিলের ওপর রাখা বইয়ের প্রতি মোটেও মনোযোগ দিতে পারলাম না আমি। তবে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, ছেলেটার অভিব্যক্তিতে আরও খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। ও চেয়ারটা এমনভাবে পিছিয়ে রেখেছে যে, মনে হচ্ছে যেন ওর নাকে কোনো দুর্গন্ধ এসে লাগছে। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আমি চুলগুলো নাড়া দিলাম। চারদিকে স্ট্রবেরীর গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো—এটা আমার প্রিয় স্যাম্পুর গন্ধ। অতি সামান্য সুগন্ধ হলেও এইটুকুতেই যথেষ্ট। আমার চুলগুলো ডান কাঁধের ওপর ছড়িয়ে রাখলাম। মনে হলো দু'জনের মাঝখানে একটা কালো পর্দা টেনে দিতে পারলাম যেন। এরপর আমি টিচার কী বলছেন, সে দিকে মনোযোগ দিলাম।

দুভার্গবশতঃ আজকের বিষয় হচ্ছে সেলুলার এ্যানাটমি। এর অনেক অংশই ইতোমধ্যে পড়ে শেষ করেছি। তবুও সতর্কভাবে বিশেষ বিশেষ অংশগুলোর নোট নিতে লাগলাম। এই সময়টুকুতে একবারের জন্যেও মাথা তুললাম না।

ওই অদ্ভুত ছেলেটার চিন্তা কোনোভাবেই মাথা থেকে দূর করতে পারলাম না। সমস্ত ক্লাসের সময়টুকুতে সে আগের মতোই চেয়ারে শক্তভাবে বসে রইলো। যতোটা সম্ভব নিজেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি দেখতে পেলাম, এক হাতে ও বাম হাঁটুর কাছে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এভাবে আঁকড়ে ধরে রাখায় তার সাদা চামড়ায় স্পষ্ট ফুঁটে উঠেছে শিরা-উপশিরাগুলো। এরপরও সে স্বাভাবিক হতে পারছে না। জামার হাতাটা সে কুনই পর্যন্ত গুটিয়ে রেখেছে। ওর তর্জনী কঠিন হয়ে আছে। হালকা চামড়ার নিচে শিরাগুলো দেখলাম তিরতির করে কাঁপছে। ছেলেটার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সে তার সামনে বসা ভাইয়ের দিকেও তাকাতে পারছে না।

অন্যান্য ক্লাসের তুলনায় এটাকে অতি দীর্ঘ বলে মনে হলো আমার কাছে। দিন শেষ হয়ে আসছে, সে কারণেও এমন মনে হতে পারে, অথবা এমন কি হতে পারে আমি তার মুষ্ঠিবদ্ধ হাতটা আলগা হওয়ার অপেক্ষায় আছি? এমনটা হওয়ার নয়; ও

এখনো এমনভাবে বসে আছে যে, নিঃশ্বাস নিতেও যেন সে ভুলে গেছে। ওর সাথে কি এমন করা হয়েছে? এটাই কি তার স্বাভাবিক আচরণ? লাঞ্চের সময় জেসিকা যে রকম তার প্রতি উষ্মা প্রকাশ করছিলো, সেটা স্মরণে এনে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি যেভাবে চিন্তা করছি জেসিকা সম্ভবত সেভাবে চিন্তা করে দেখেনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে বেশ জোরে ঘন্টি বেজে উঠলো। আমি প্রায় লাফিয়ে উঠতে চাইছিলাম। এ্যাডওয়ার্ড কুলিন সাথে সাথে তার সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি যতোটা মনে করেছিলাম, তার চাইতে অনেকখানি লম্বা ও। আমি ওর পেছন দিকটা দেখতে পেলাম। ক্লাসের অন্যান্যরা উঠে দাড়াঁনোর আগেই ও ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি সিটে নিস্তেজভাবে বসে রইলাম। ওর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকানো ছাড়া আমার আর করার মতো কিছুই থাকলো না। ও খুবই হীন প্রকৃতির। এটাকে কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত মনে হলো না। চিন্তাগুলোকে পুন:বিবেচনা করে আমার ভেতরে জমে থাকা রাগ প্রশমিত হওয়ার সুযোগ করে দিলাম। হয়তো হতাশার কারণে আমার চোখের পানির সাথে সাথে রাগ প্রশমিত হতে লাগলো। যখন আমি খুব রেগে যাই, সাধারণত তখনই আমার কান্না পায়—একে এক ধরনের মানসিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

"তুমি কি ইসাবেলা সোয়ান নও?" একটা পুরুষালী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি।

"বেলা," মিষ্টি হেসে সংশোধন করে দিলাম তাকে।

"আমার নাম হচ্ছে মাইক।"

"তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুশি হলাম মাইক।

"পরের ক্লাস খোঁজার ব্যাপারে আমার কি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে তোমার?"

"সত্যিকার অর্থে আমি জিম-এর দিকে রওনা হয়েছি। সম্ভবত ওটা খুঁজে বের করতে আমার অসুবিধে হবে না।"

"আমার পরের ক্লাসও কিন্তু ওটাই।" ও বোধহয় এক ধরনের পুলক অনুভব করলো। যদিও এই ছোটো স্কুলের এমন কাকতালীয় ঘটনার অবতারণা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

আমরা জিম ক্লাসের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম; ও এক লাগাড়ে বকবক করতে থাকলো—ও যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলো, তার কোনো কিছুই নতুন বলে মনে হলো না। দশ বছর বয়স পর্যন্ত মাইক ক্যালিফোনিয়ায় ছিলো, সুতরাং সূর্যের উষ্ণতা আমি কীভাবে উপভোগ করেছি, সেটা তার জানা বিষয়। আমার সাথে যে তার ইংরেজি ক্লাস সেটাও জানা বিষয়। আজ যতোগুলো ছেলে-মেয়ের সাথে পরিচিত হয়েছি, তাদের ভেতর এই মাইককেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো।

কিন্তু জিম-এ যখন আমরা প্রবেশ করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে অদ্ভুত এক প্রশ্ন করে বসলো ও, "তো, শেষ পর্যন্ত তুমি এ্যাডওয়ার্ড কুলিনকে খোঁচা দিতে পারলে? কি দিয়ে খোঁচা দিলে, পেন্সিল নাকি অন্য কিছু? আমি তাকে কখনোই আজকের মতো আচরণ করতে দেখিনি।"

ওর কথা মেনে নিতে বাধ্য হলাম। বুঝতে পারলাম, আমিই শুধু নই, অনেকেই আজ বিষয়টা লক্ষ করেছে। এবং এর পাশাপশি বলতে হয় এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের এটা স্বাভাবিক আচরণ নয়। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, বিষয়টা নিয়ে আরও একটু নাচালে মন্দ হয় না।

"বায়োলজি ক্লাসের সময় আমার সামনে যে ছেলেটা বসেছিলো?" কিছুই জানি না এমন একটা ভান করে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"হ্যাঁ" ও জবাব দিলো। "ওকে দেখে মনে হচ্ছিলো পেট ব্যথা করছে, অথবা সে রকমই কোনো কিছু।"

"আমি ঠিক জানি না," জবাব দিলাম তাকে। "ওর সাথে আমি মোটেও কথা বলি নি।"

"ও একজন ভাগ্যবান ছেলে।" মাইক আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর খুঁজে পেলো না। বরং আমি ড্রেসিং রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। "আমার যদি তোমার পাশে বসার ভাগ্য হতো, তাহলে কথা বলার মতো সুন্দর সুযোগ কখনোই হাতছাড়া করতাম না।"

মেয়েদের লকার রুমের দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পূর্বক্ষণে ওর দিকে তাকিয়ে আমি মিষ্টি করে হাসলাম। বন্ধুসুলভ এবং আন্তরিকভাবে মাইক আমার হাসিটা গ্রহণ করলো। কিন্তু মনের ভেতরকার দ্বন্দ্বটা সহজে দূর করতে পারলাম না।

জিম-কোচ হিসেবে যিনি আমাদের স্কুলে নিযুক্ত আছেন, তার নাম—ক্লাপ। আজ আমাকে তিনি ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থাতেই দেখতে পেলেন। আজ আর আমার সাথে ট্র্যাক স্যুট আনা হয়নি। বাড়িতে থাকতে ফিজিক্যাল এক্সেরসাইজ বাধ্যতামূলক ছিলো মাত্র দু'বছর। কিন্তু এখানে দেখতে পেলাম ফিজিক্যাল এক্সেরসাইজ চার বছরই বাধ্যতামূলক। বুঝতে পারলাম ফরকস্ এই পৃথিবীতেই আমার নরক যন্ত্রণা বয়ে আনছে।

শেষ পর্যন্ত স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজলো। সারাদিনের পেপার-ওয়ার্কগুলো জমা দেবার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে অফিসের দিকে রওনা হলাম। বৃষ্টি বেশ খানিকটা কমে এসেছে বটে, তবে বেশ জোরে বাতাস বইছে চারদিক থেকে, তাছাড়া আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে আছে। চারদিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাস হাড় পর্যন্ত জমিয়ে দিচ্ছে।

যখন উষ্ণ অফিসে এসে উপস্থিত হলাম, আমি প্রায় ওখান থেকে ফিরেই আসতে চাইছিলাম না। খানিকটা পেছনে সরেও এলাম আমি।

আমার সামনেই ডেস্কের কাছে এ্যাডওয়ার্ড কুলিন দাঁড়িয়ে আছে। ব্রোঞ্জ রঙের চুল আমাকে আবার মুগ্ধ করলো। আমার পায়ের শব্দ তার কানে পৌছায়নি। দেয়ালের সাথে নিজেকে যতোটা সম্ভব সাটিয়ে রাখা সম্ভব, আমি তেমনই করলাম। রিসেপশনিস্টের ব্যস্ততা কমার অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

রিসেপশনিস্ট মহিলার সাথে নিচু স্বরে কুলিন তর্ক করছে। বায়োলজি ক্লাসের পর থেকে ষষ্ঠ ক্লাস পর্যন্ত কোনো কারণে সে অনুপস্থিত ছিলো।

আমি কোনভাবেই বিশ্বাস করতে চাইলাম না, এমনটা সে আমার জন্যেই করেছে। এর ভেতর নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে। বায়োলজি ক্লাসে আমার ঢোকার আগেই

এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে, যার কারণে কুলিন এ ধরনের আচরণ করেছে। তার মুখের দিকে তাকালেই বুঝা সম্ভব, কোনো কারণে সে চরম বিরক্ত হয়ে আছে।

দরজাটা আবার খুলে গেল। আর সাথে সাথে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে রুমটাকে আবার ভরিয়ে দিলো। আকস্মিক এই বাতাসে ডেস্কের ওপর রাখা কিছু কাগজপত্র এলোমেলো হয়ে গেল, এবং একই সাথে আমার মাথার পেছন দিককার বেশ খানিকটা চুল এসে মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়লো। একটা মেয়ে হালকা পায়ে ডেস্কের কাছে এগিয়ে গিয়ে কাগজ রাখার ট্রে'র ওপর এক তাড়া নোট রেখে আবার বেরিয়ে গেল। এ্যাডওয়ার্ড কুলিন ঘুরে দাঁড়ালো, ভ্রু কুঁচকে এক ঝলক আমাকে দেখে নিলো—ওর চেহারা অত্যন্ত পুরুষালী—নিখুঁত এক জোড়া চোখ। সাথে সাথে আমি এক ধরনের পুলক অনুভব করলাম। কোনো কারণ ছাড়াই ভীতও হয়ে উঠলাম। অবচেতন মনেই বোধহয় চুলগুলো ঠিক করে নিলাম একবার। ওর দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ থাকলো মাত্র সেকেন্ড কয়েক, কিন্তু এটুকুতেই মনে হলো বাইরের বাতাসের চাইতেও ওর দৃষ্টি বেশি শীতল। কুলিন আবার রিসেপশনিস্টের দিকে তাকালো।

"এরপর আর কোনো কিছু মনে করার মতো থাকে না," ভেলভেটের মতো মোলায়েম কণ্ঠে বললো ও। "ভেবে দেখলাম এটা একেবারে অসম্ভব। তোমার সাহায্যের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।" আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে ও দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ভদ্রভাবে ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেলাম। আমার মুখ লালচে হয়ে ওঠার বদলে সাদাটে হয়ে উঠলো। স্লীপগুলো রিসেপশনিস্টের হাতে তুলে দিয়ে, তাতে স্বাক্ষর করিয়ে নিলাম।

"প্রথম দিন তোমার স্কুলে কেমন কাটলো?" শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"চমৎকার," মিথ্যে করে বললাম আমি। আমার কণ্ঠস্বর দূর্বল কোণালো। মনে হলো না আমার উত্তর শুনে তিনি সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন।

যখন আমার ট্রাকে চেপে বসলাম, দেখলাম পার্কিং লট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেছে। এই সবুজ গর্তের ভেতর থেকে বৃষ্টিভেজা দিনে বাড়ি ফিরে যাওয়াটা স্বর্গ প্রাপ্তির মতোই মনে হলো আমার কাছে। গাড়ির সিটে খানিকক্ষণ আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। ফাঁকা চোখে উইন্ডসিল্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিন্তু খানিকক্ষণের ভেতর ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাওয়ার উপক্রম হলো। বাধ্য হয়ে আমি হিটারটা চালু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। সুতরাং গাড়ির চাবি ঘুরিয়ে আমি চার্লির বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

দুই

পরের দিন বেশ ভালোই কাটলো   এবং বলা যেতে পারে মন্দও।

ভালো বলবো এ কারণে যে, এখন পর্যন্ত তেমন একটা বৃষ্টি হতে দেখা যায়নি। যদিও কালো মেঘ আকাশে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনটা কেমন যেতে পারে ধারণা থাকার কারণে এক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। ইংরেজি ক্লাসে মাইক আমার পাশে এসে বসলো। শুধু তাই নয়, পরের ক্লাস রুম পর্যন্ত সে আমাকে পৌঁছেও দিলো। চেজ ক্লাবে আমরা যতোক্ষণ অবস্থান করলাম, ততোক্ষণ পর্যন্ত দেখলাম, এরিক্ বারবার মাইকের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাচ্ছে; বিক্ষিপ্ত চাহনী। গতদিন ছাত্র-ছাত্রীরা আমার দিকে যেভাবে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলো, আজ অবশ্য তারা সেভাবে আর তাকালো না। লাঞ্চের সময় বড়ো একটা টেবিলে বসলাম—সাথে মাইক, এরিক্ জেসিকা বাদেও আরও যারা বসলো, তাদের প্রত্যেকের চেহারা আমার চেনা, নামও এখন স্মরণ করতে পারছি। নিজেকে আমার বহমান পানির মতো মনে হলো, নিশ্চয়ই আমি বদ্ধ জলাশয়ের পানির মতো নই।

দিনটা খারাপ কাটলো এ কারণে বলবো যে, আমি প্রচণ্ড ক্লান্ত; বাড়ির চারদিক ঘিরে সোঁ সোঁ আওয়াজের কারণে রাতে আমি ভালোভাবে ঘুমোতে পারিনি।

দিনটাকে খারাপ বলবো এ কারণে যে, আমি হাত না তুললেও ত্রিকোণমিতি ক্লাসে মিস্টার ভ্যানার আমাকে তার কাছে ডেকে নিলেন এবং আমি মিস্টার ভ্যানারের প্রশ্নের ভুল জবাব দিলাম। এটা দুঃখজনক, কারণ আমাকে ভলিবল খেলতে হলো, এবং একবারও বলটাকে নেটের ওপাশে পাঠাতে পারলাম না। বরং বলটা আমার টিম-ম্যাটের মাথায় ছুড়ে মারলাম। দিনটাকে আরও খারাপ বলবো এই কারণে যে, এ্যাডওয়ার্ড কুলিন আজ স্কুলে আসেনি।

সমস্ত সকাল, এমনকি লাঞ্চের সময়েও বিক্ষিপ্তভাবে তার কথা মনে হতে লাগলো। অবচেতন মনের একটা অংশ তার মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করছে যেন—জানতে চাইছে কোন ধরনের সমস্যায় সে পতিত হয়েছে। বিছানায় যতোক্ষণ আমার নির্ঘুম কাটলো, ততোক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করতে লাগলাম, তার সাথে কীভাবে আলাপ জমানো সম্ভব। কিন্তু ভালোভাবেই জানি, যা আমি চিন্তা করি, তা কখনোই কাজে পরিণত করতে পারি না। কাজে নেমে আমি একটা ভীতু সিংহ হয়ে যাই।

কিন্তু জেসিকাকে নিয়ে যখন আমি ক্যাফেটেরিয়ায় প্রবেশ করলাম, দৃষ্টি আমার ইতস্তত তাকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু এই খুঁজে বেড়ানো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো—আমি দেখতে পেলাম তার সাথে সার্বক্ষণিক যুক্ত হয়ে থাকা বারজন গতদিনের টেবিলটাতে এক সাথে বসে আছে এবং এ্যাডওয়ার্ড কুলিন তাদের সাথে নেই।

মাইক আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো এবং তার টেবিলে টেনে নিয়ে বসালো। মাইকের আমন্ত্রণে জেসিকাকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হলো, ওর বন্ধুরাও দ্রুত এসে আমাদের সাথে যোগ দিলো। কিন্তু আমি তাদের অযথাই বকবকানির সাথে তাল মেলালাম না। আমি প্রচণ্ড অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। আমার মনে হলো ও আসবেই। একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি ওর আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। মনে হলো

অতি সাধারণ কারণে এ্যাডওয়ার্ড কুলিন আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু যখন ও আসবে মোটেও হয়তো সে গতকালের মতো আচরণ করবে না।

ও এলো না। যতোই সময় গড়াতে লাগলো, ধীরে ধীরে আমার স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়তে লাগলো।

লাঞ্চ শেষে আমি বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বায়োলজি ক্লাসে প্রবেশ করলাম। কিন্তু এখানেও তাকে দেখতে পেলাম না। মাইক, আমার পাশে শিকারি কুকুরের মতো হাঁটতে হাঁটতে বকবক করতে লাগলো। মাইক ক্লাস পর্যন্ত একইভাবে আমাকে অনুসরণ করলো। দরজার কাছে এসে আমার নিঃশ্বাস আটকে এলো, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড কুলিনকে ক্লাসে দেখতে পেলাম না। হতাশ হয়ে আমি সিটে গিয়ে বসলাম। মাইক আমাকে একইভাবে অনুসরণ করলো। সামনে সৈকতে বেড়াতে যাওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। ঘন্টি বেজে ওটার আগ পর্যন্ত আমার ঘাড়ের কাছে মুখ এনে বকবক করতে লাগলো। এরপর আমার দিকে একটু মিষ্টি হেসে আরেকটা মেয়ের পাশে গিয়ে বসলো। মাইকের আচরণ দেখে মনে হলো আমি বুঝি ওর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে যাচ্ছি। যদিও বিষয়টা আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। এরকম একটা শহরে, প্রত্যেকই একে অপরের চাইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করে। কুশলী পরিচালনা এখানে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। আমি কখনোই অতিরিক্ত চালাকি দেখাতে পারি না; দেখাতে পারি না, অতিরিক্ত চালাকি; অতিরিক্ত বন্ধুত্বসূলভ ছেলেদের সাথে কেমন আচরণ করতে হয়, আমার তা জানা নেই।

ডেস্কে বসে নতুনভাবে এ্যাডওয়ার্ডের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলাম—ও আজ অনুপস্থিত। নিজের সাথে নিজে এই একই কথা আমি বলে যেতে লাগলাম। কিন্তু কোনভাবেই মাথাতে এমন চিন্তা আনতে পারলাম না যে, আমার কারণেই আজ সে অনুপস্থিত। নিঃসন্দেহে এটা আমার অতি কল্পনা এবং এক ধরনের আত্মদম্ভ। সুতরাং মাথা থেকে এই চিন্তা দ্রুত দূর করে দিলাম। এটা নিঃসন্দেহে অসম্ভব ব্যাপার।

ভলিবল ক্লাস শেষে আমি মেয়েদের লকার রুমে প্রবেশ করলাম। ট্র্যাক-স্যুট পাল্টে দ্রুত জিনস্ এবং নেভি ব্লু রঙের সোয়েটার পরে নিলাম। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। বুঝতে পারলাম খানিকক্ষণের জন্যে হলেও আমার বন্ধুদের চোখকে ফাঁকি দিতে পেরেছি। দ্রুত পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে আমার গাড়িতে চেপে বসলাম। ছাত্র-ছাত্রীরা এখন জায়গাতে ভিড় করে আছে। ট্রাকের পাশের সিটে রাখা ব্যগটা কাছে টেনে নিয়ে ওটার ভেতর হাতড়ে দেখলাম। হ্যাঁ, যা খুঁজছিলাম তা আমি পেয়ে গেছি।

গতরাতে বেশ বুঝতে পেরেছি, চার্লি ডিম ভাজি এবং বেকন ছাড়া আর কোনো রান্নায় তেমন পারদর্শী নয়। আমি তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যতোদিন এখানে আছি, রান্নার ভারটা নিজেই নিতে চাই। তিনি খুশি হয়েই ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। খুঁজে দেখলাম ভালো কিছু রান্না করার মতো কোনো কিছুই তার ভাঁড়ার ঘরে মজুদ নেই। সুতরাং প্রয়োজনীয় একটা তালিকা তৈরি করলাম। “খাবারের জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থ” লেবেল আটকানো জারের ভেতর থেকে টাকাও বের করে নিলাম।

আমার গাড়ির স্তব্ধ ইঞ্জিনটাতে স্পন্দন জাগালাম। সাবধানে গাড়িটা পিছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। আমার সামনে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে যাওয়া গাড়ির দীর্ঘ সারি। যখন বেরুনোর জন্যে অপেক্ষা করছি, তখন একটা গাড়ি থেকে ভেসে আসা ইঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো দুই কুলিন এবং যমজ হল একটা গাড়িতে চাপছে। গাড়িটা একেবারে ঝকঝকে নতুন ভলভো। অবশ্যই বলতে দ্বিধা নেই, এতো সুন্দর পোশাক ইতোপূর্বে তাদের আর দেখিনি—তাদের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলাম। ওদের পোশাকগুলো সাধারণ মনে হলেও আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন—নিঃসন্দেহে বিশেষ ফরমায়েশ দিয়ে তৈরি করে নেয়া। আমার মনে হলো, তাদের মার্জিত চেহারার সাথে খুব সুন্দরভাবেই তাদের স্টাইলের সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছে। এই চাহনী তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব—এই স্টাইলও তাদের নিজস্ব। আভিজাত্য না থাকলে এ ধরনের সমন্বয় সম্ভব নয়।

না, কোনোভাবেই আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না। একা থাকা তাদের আসলে অভ্যেসে পরিণত হয়েছে।

ওদের পাশ কাটিয়ে শব্দ তুলে ট্রাকটা চলে যাওয়ার সময় ওরা এক পলক আমার দিকে তাকালো। অন্যান্যরা যেভাবে আমার দিকে তাকালো ওদের তাকানোও একই রকম। আমার চোখ জোড়া সামনের দিকে নিবদ্ধ রাখলাম। স্কুল-এলাকা থেকে সরে আসতে পেরে এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করলাম।

স্কুল-এলাকা ছেড়ে পালিয়ে দক্ষিণে খানিক দূর এগিয়ে হাইওয়েতে উঠে এলাম। সুপারমার্কেটের ভেতর ঢুকে বেশ ভালো লাগলো; তেমন আহামরি কিছু না হলেও ভালো লাগলো। বাড়িতে থাকতে যেভাবে কেনাকাটা করতাম, এখানেও তেমনই করার সুযোগ পেলাম। স্টোরটা অনেক বড়ো, কারণ এর ভেতর ঢোকার পর বৃষ্টি পড়ার শব্দ মোটেও শুনতে পেলাম না।

বাড়ি ফিরে এসে, মুদি দোকান থেকে কিনে আনা জিনিসগুলো ব্যাগ থেকে বের করে নির্দিষ্ট স্থানে সাজিয়ে রাখতে লাগলাম। এভাবে জিনিসপত্র কিনে আনায় চার্লি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না।

জিনিসগুলো গুছিয়ে নেবার পর বইয়ের ব্যাগটা নিয়ে আমি উপর তলার আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। হোমওয়ার্ক শুরু করার আগে, আধ ভেজা পোশাকগুলো পাল্টে নিলাম। ভেজা চুল আঁচড়ে পেছনে পনি-টেইলের মতো বেঁধে নিলাম, এবং প্রথম বারের মতো কম্পিউটার খুললাম ই-মেইল চেক করার জন্যে। ই-মেইল খোলার পর দেখলাম তিনটা ম্যাসেজ এসেছে আমার নামে।

"বেলা," আমার মা লিখেছেন

> *এই ম্যাসেজ পাওয়ার সাথে সাথে উত্তর দিবি। কেমনভাবে পৌছালি তার কিছুই আমাকে জানাসনি। ওখানে কি খুব বৃষ্টি হচ্ছে? এখন থেকেই তোকে মিস করা শুরু করেছি। আমি ফ্লোরিডায় যাওয়ার গোছগাছ শেষ করে ফেলেছি। কিন্তু আমার গোলাপি ব্লাউসটা খুঁজে পাচ্ছি না। তুই কি জানিস ওটা কোথায় রেখেছিলাম? ফিলকে শুভেচ্ছা জানাস। মা।*

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, পরবর্তী ম্যাসেজটা ওপেন করলাম। এই ম্যাসেজটা আগের খোলা ম্যাসেজের আট ঘণ্টা আগে পাঠানো হয়েছে।

"বেলা," তিনি লিখেছেন

এখানো তুই আমাকে কোনো ই-মেইল পাঠাসনি কেন? তুই কিসের অপেক্ষায় আছিস? মা।

শেষের ম্যাসেজটা এসেছে আজ সকালে।

ইসাবেলা,
আজ বিকাল সাড়ে পাঁচটার ভেতর তুই যদি কোনো খবর না পাঠাস, তাহলে আমি কিন্তু চার্লিকে ফোন করবো।

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। এখনো আমার হাতে ঘণ্টাখানেক সময় আছে। কিন্তু মা যে রকম স্বভাবের মানুষ, অধৈর্য্য হয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

মা, শান্ত হও। এখনই তোমাকে বিস্তারিত সব লিখে জানাচ্ছি। মোটেও ছেলেমানুষী করবে না।
বেলা।

আমি ম্যাসেজটা পাঠিয়ে দিয়ে, বিস্তারিতভাবে আবার লিখতে বসলাম।

মা, এখানকার সব কিছুই খুব সুন্দর। অবশ্যই খুব বৃষ্টি হচ্ছে এখানে। তোমাকে লেখার মতো কোনো ঘটনার অপেক্ষাতে আছি। স্কুলটা তেমন খারাপ নয়। তবে পুরাতন অনেক কিছুই অযথাই পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। বেশ ক'জন বন্ধু তৈরি হয়েছে আমার। ওরা লাঞ্চের সময় আমাকে সঙ্গ দেয়। তোমার ব্লাউস্ ড্রাই ক্লিনাসের ওখানে—সম্ভবত শুক্রবার তুমি ওটা ক্লিনার্স থেকে নিতে পারবে।
চার্লি আমাকে একটা ট্রাক কিনে দিয়েছেন, তোমার কি এটা বিশ্বাস হয়? ওটা খুব পছন্দ হয়েছে। পুরাতন, কিন্তু সবদিক থেকেই মানানসই। এক কথায় চমৎকার। আমার জন্যে ওটাই যথেষ্ট।
আমিও তোমাকে মিস্ করছি। খুব দ্রুত আবার তোমাকে লিখছি। তবে পাঁচ মিনিট পরপর তোমার মেইল আমি চেক্ করতে পারবো না। শান্ত থাকার চেষ্টা করো। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি মা।
বেলা।

আমি ওয়াদরিং হাইটস্ পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম—এই উপন্যাসটা আমাদের ইংরেজি ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে—নতুনভাবে এর রস আস্বাদনের চেষ্টা করতে লাগলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে চার্লি বাড়ি ফিরলেন। বই নিয়ে এতোটাই মগ্ন ছিলাম, এতো সময় যে পার হয়ে গেছে, তা খেয়ালই করিনি। আমি দ্রুত নিচতলায় নেমে এলাম। আলু এবং স্টেকগুলো বের করে গরম করলাম।

"কে বেলা?" আমার পায়ের শব্দে বাবা প্রশ্ন করলেন।

আমি ছাড়া আর কে হতে পারে? আপনমনে চিন্তা করলাম।

"কেমন আছো বাবা? তোমার বাড়িতে আগমন শুভ হোক।"

"ধন্যবাদ।" আমি কিচেনে যখন প্রবেশ করলাম, তিনি গান বেল্ট এবং বুটজুতা খুলে রাখলেন। আমার যতোদূর ধারণা, কর্মজীবনে কখনো তিনি কারও প্রতি গুলি ছুঁড়েননি। কিন্তু ছোঁড়ার জন্যে সবসময় এটা প্রস্তুত রাখতে হয়। ছেলেবেলায় যখন আমি এখানে ছিলাম, তখন দেখেছি, দরজায় পা রাখার সাথে সাথে রিভলভার থেকে গুলিগুলো আনলোড করে ফেলতেন। মনে হয় এখন তিনি আমাকে যথেষ্ট বড়ো বলে মনে করেন নিঃসন্দেহে। সুতরাং রিভলভার নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটাবো না, সে বিষয়ে এখন বোধহয় তিনি একেবারেই নিশ্চিত। এবং নিশ্চিত হতে পেরেছেন, নিজেকে নিজে আমি এমন কোনো ডিপ্রেশনেও ভুগছি না। তেমন কোনো ঘটনার অবতারণা এখন পর্যন্ত ঘটেনি।

"ডিনারে আমার জন্যে আজ কি কি বরাদ্দ রাখা হয়েছে?" বেশ সাবধানে প্রশ্ন করলেন তিনি। মা অসম্ভব ভালো রান্না করতে পারতেন। তবে তার রান্না যে সবসময় সুস্বাদু হতো এমন মোটেও বলা যাবে না। আমি একই সাথে অবাক হয়েছি এবং মর্মাহতও—অবাক এবং মর্মাহত হওয়ার কারণ, এগুলো এতো পূর্বের ঘটনা যে, বাবা হয়তো সেগুলো মনেও রাখেননি।

"স্টেক এবং আলু সেদ্ধ," আমি সাথে সাথে উত্তর দিলাম। আমার উত্তর শুনে মনে হলো তিনি বেশ সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন।

কিচেনে কিছুই করার মতো নেই দেখে বাবা লিভিং রুমে টিভি অন করে বসলেন। এভাবে খানিকক্ষণের জন্যে বোধহয় স্বস্তি অনুভব করতে পারলাম। স্টেকগুলো গরম হওয়ার সময়টুকুতে আমি সালাদ বানিয়ে নিলাম। এরপর সুন্দরভাবে খাবারগুলো টেবিলে পরিবেশন করলাম।

খাবারগুলো পরিবেশনের পর আমি বাবাকে টেবিলে ডাকলাম।

"খুব সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে, বেলা।"

"ধন্যবাদ।"

আমরা খানিকক্ষণের জন্যে আবার চুপ করে রইলাম। এই খানিকক্ষণের চুপ থাকাও আমাদের কাছে তেমন একটা খারাপ লাগলো না।

"তো, স্কুল তোমার কেমন লাগছে? কোনো বন্ধু-বান্ধব তৈরি হলো?" খানিক বাদেই তিনি প্রশ্ন করলেন।

"বেশ ভালো। কয়েকটা ক্লাস এক সাথে করতে গিয়ে আমার একটা মেয়ের সাথে বেশ আলাপ জমে উঠেছে। মেয়েটার নাম জেসিকা। ওর কয়েকজন বন্ধুর সাথে বসে

লাঞ্চ করলাম। ওদের সাথে মাইক নামের একটা ছেলেও আছে। আমার কাছে ছেলেটাকে বেশ চমৎকার মনে হয়েছে।" গত দু'দিনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলাম।

"ও নিশ্চয়ই মাইক নিউটন-ই হবে। খুব ভালো ছেলে—ভালো পরিবারের ছেলে। ওর বাবা শহরের বাইরে 'স্পোটর্স গুডস'-এর ব্যবসা শুরু করেছেন দিন কয়েক হলো। প্রথম থেকেই তিনি এখানকার সবাইকে সহযোগিতা করে আসছেন।"

"তুমি কুলিন পরিবারকে চেনো?" খানিকটা ইতস্তত হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

"ডা. কুলিন পরিবারকে? অবশ্যই চিনি। ডা. কুলিন খুব মহৎ হৃদয়ের মানুষ।"

"ওরা ওই ছেলে-মেয়েগুলো ওরা সবার থেকে কেমন যেন আলাদা ধরনের। আমার মনে হয় ছেলে-মেয়েগুলো স্কুলের সাথে একেবারেই মানানসই নয়।"

চার্লির রেগে ওঠা চোখ-মুখ দেখে আমি সত্যিই অবাক হলাম।

"এই শহরের মানুষ," তিনি বিড়বিড় করলেন।" ডা. কুলিন এতো বড়ো সার্জন, পৃথিবীর এমন কোনো হাসপাতাল নেই যে, সেখানে তিনি কাজ করতে পারবেন না। ইচ্ছে করলে ডা. কুলিন অন্য কোনো হাসপাতালে এখানকার চাইতে দশগুণ বেশি আয় করতে পারেন।" ক্রমশই তার কণ্ঠস্বর চড়তে লাগলো। "এখানে তাকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত—আনন্দিত এ কারণে যে, তার স্ত্রী এই ছোট্ট শহরে থাকতে ইচ্ছে করেছেন। তিনি আমাদের কমিউনিটির এক বড়ো সম্পদ। তাছাড়া ওই ছেলে-মেয়েগুলোও অত্যন্ত ভদ্র এবং মার্জিত। ডা. কুলিন দম্পতি যখন ছেলে-মেয়েগুলোকে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন, তখন ওরা প্রত্যেকেই টিন-এজার। ভেবেছিলাম, বাচ্চাগুলো বোধহয় আমাদের সকলের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। দেখলাম ঠিক তার উল্টোটা—ওই বাচ্চাগুলো এতো কম বয়সেই যেন প্রাপ্ত বয়স্কে উপনিত হয়েছে—এই এলাকায় বাচ্চাগুলো কোনো সমস্যারই সৃষ্টি করলো না। এমনকি আজ পর্যন্ত করেওনি। তাছাড়া এখানে বিভিন্ন জাতির ছেলে-মেয়ে বংশ পরম্পরায় বাস করে আসছে। কিন্তু মনে হয় যেন সবাই একই পরিবারের সদস্য—সাপ্তাহিক ছুটিতে সবাই এক সাথে মিলিত হচ্ছে ... সুখ-দুঃখের আলাপ করছে।"

আমার সামনে চার্লির দীর্ঘক্ষণের কথা বলা। বক্তৃতার মতো মনে হলো। কোনো মানুষের সমালোচনা বোধহয় তিনি সহ্য করতে পারেন না।

খানিক আগে বলা কথাটাকেই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করলাম। "আমার কাছে ওদের চমৎকারই মনে হয়েছে। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি, ওরা নিজেদের মতো থাকতেই বেশি পছন্দ করে। ওরা প্রত্যেকেই খুব আকর্ষনীয়।" সামঞ্জস্য বিধান করতে একটু বাড়িয়েই বললাম।

"তোমাকে তাহলে ডাক্তার সাহেবকে দেখতে হবে," হাসতে হাসতে বললেন চার্লি। "তিনি বিবাহিত জীবনে সম্পূর্ণ সুখি হতে পেরেছেন। হাসপাতালে তাকে প্রচুর নার্স এবং সহকর্মীকে সামলাতে হয়। ফলে তাকে হয়তো তোমার আরও বেশি আত্মকেন্দ্রিক বলে মনে হতে পারে।"

আমরা কোনো কথা না বলে খাওয়া শেষ করে উঠলাম। আমি ডিশগুলো পরিষ্কার করে নেবার সময়টুকুতে তিনি টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেললেন। এরপর আবার টিভি

দেখতে চলে গেলেন। ডিশগুলো আমি নিজ হাতেই পরিষ্কার করলাম—ডিশ-ওয়াশারের প্রয়োজন হলো না—উপরতলার আমার ঘুরে ঢুকে অনেকটা ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ম্যাথ-হোম ওয়ার্ক নিয়ে বসলাম।

ওই রাতকে সত্যিকার অর্থেই নিস্তব্ধ বলে মনে হলো। প্রচণ্ড ক্লান্ত শরীর নিয়ে খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লাম।

সমস্ত সপ্তাহ আমার একই রকম কাটলো। রুটিন মাফিক সমস্ত ক্লাসে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করলাম। শুক্রবার পর্যন্ত ক্লাস করার পর বুঝতে পারলাম, আমার সমস্ত সহপাঠীর নাম কোনোভাবেই মনে রাখা সম্ভব নয়।

এ্যাডওয়ার্ড কুলিন স্কুলে ফিরে এলো না।

এ্যাডওয়ার্ড বাদে কুলিন পরিবারের তিনজনই স্কুলে নিয়মিত আসছে। এরপরও লাঞ্চের সময় সবার সাথে আমি বেশ ভালোভাবেই আলাপ চালিয়ে যেতে পারলাম। মাইক ছুটির দু'দিন ল্যাপস্ ওমান পার্ক-এ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলো। সেখানে আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি অবশ্য বেশ ভালো মনেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। ধারণা করলাম, সাগর সৈকতের কাছটা অবশ্যই শুস্ক এবং উষ্ণ হবে।

শুক্রবারের বায়োলজি ক্লাসে প্রবেশ করে সত্যিকার অর্থেই স্বস্তি অনুভব করলাম। এ্যাডওয়ার্ডের ক্লাসে উপস্থিত হওয়া নিয়ে আমাকে আর বিব্রত হতে হবে না। যতোদূর জানতে পেরেছি, ও স্কুল ছেড়েছে। আমি ওকে নিয়ে আর চিন্তা করতে চাই না বটে, কিন্তু আমার কারণেই তাকে স্কুল ছাড়তে হয়েছে কোনোভাবে তা বিশ্বাসও হতে চাইছে না।

ফরকস্-এ আমাদের প্রথম সপ্তাহ একেবারে ঝামেলামুক্তভাবেই কেটে গেল। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে চার্লি বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই কাটাতে চান এবং সময়টুকু কাটান বাড়ির বিভিন্ন খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকে। আমি বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলাম হোম ওয়ার্কগুলো খানিকটা এগিয়ে রাখলাম এবং মা'কে ই-মেইল পাঠালাম। যদিও এই মেইল-এর বেশিরভাগ তথ্যই ডাঁহা মিথ্যে। শনিবার স্থানীয় লাইব্রেরিতে গেলাম। কিন্তু বইয়ের সংগ্রহ এতো সামান্য যে, লাইব্রেরি কার্ড তৈরি করার ঝামেলা আর পোহাতে চাইলাম না; বরং অলিম্পিয়া কিংবা সিয়াটেলের কোনো ভালো বুক স্টোরে যাওয়ার একটা দিন ঠিক করলাম। ইচ্ছে করলে সেখান থেকেই ভালো কিছু বই কিনে নিতে পারি। আর তৎক্ষণাৎ মনে হলো, খুব বোকার মতো চিন্তা করছি আমি। এতোদূর যেতে হলে যে পরিমাণ গ্যাস খরচ হবে, আর সেই খরচ করে বই কিনতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সপ্তাহ শেষে বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল। সুতরাং নিস্তব্ধ পরিবেশে ঘুমোতে আমার কোনো সমস্যা হলো না। সোমবার সপ্তাহের নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার দিন, পার্কিং লটের কাছে এক গাদা ছেলে-মেয়ে আমাকে ঘিরে ধরলো। যদিও সবার নাম জানা নেই, তবে সকলের সাথে আমি চমৎকার ব্যবহার করলাম। তুলনামূলকভাবে আজ সকালে খুব বেশি শীত পড়েছে। কিন্তু আনন্দের বিষয় এটাই যে, আজ আর বৃষ্টি হচ্ছে না। ইংরেজি ক্লাসে মাইক প্রতিবারের মতো আমার পাশেই বসলো। ইংরেজি ক্লাসের আজকের বিষয়ও "ওয়াদরিং হাইটস।" আমার কাছে কাহিনীটা একেবারেই সহজ-সরল—পানির

মতো সহজ বললেও ভুল হবে না।

যখন আমরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম চারদিক থেকে কেমন যেন সাদাটে বাতাস বইছে। শুনতে পেলাম ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজিত কণ্ঠে একে-অন্যের সাথে কথা বলছে। ঠাণ্ডা বাতাস আমার নাক এবং চিবুকের ওপর যেন কামড়ে ধরলো।

"ওয়াও!" মাইক চেঁচিয়ে উঠলো। "দেখো দেখো কেমন বরফ পড়ছে!"

আমি দেখতে পেলাম পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো কী যেন আকাশ থেকে নেমে এসে সাইডওয়াক ভরিয়ে তুলছে। তুলোর মতো ওই পদার্থ আমার মুখে-চুলেও লেগে গেল।

"ইহ্।" বরফ! সুন্দর দিনগুলোর তাহলে সমাপ্তি-ঘটলো!

মাইক আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালো। "তুমি বরফ পছন্দ করো না?"

"না। বরফ মানেই হচ্ছে ঠাণ্ডা বৃষ্টি।" অবশ্যই। "তাছাড়া, আমার মনে হয় এটা রোঁয়ার মতো নেমে আসে—তুমি জানো নিশ্চয়ই—প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্র। এগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে একেবারে কীউ-টিপস্-এর মতো।"

"তুমি এর আগে কখনো বরফ পড়া দেখোনি?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো আমাকে।

"অবশ্যই দেখেছি।" অল্পক্ষণ থেমে বললাম, "টেলিভিশনে দেখেছি।"

মাইক হেসে উঠলো। এবং এর পরপরই বলের সমান একটা বরফের টুকরো ওর মাথার পেছন দিকে এসে আঘাত করলো। আমরা দু'জনই উপর দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, জিনিসটা এলো কোথা থেকে। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এরিকের দিকে তাকিয়েও জিনিসটার উৎস খোঁজার চেষ্টা করলাম। ওর পেছন দিকটা আমাদের দিকে ফেরানো। এরিকের পরবর্তী ক্লাস যে দিকে, ও এগুচ্ছে ঠিক তার উল্টো দিকে। মাইকও একই ধরনের কাজ করে বসলো। বেশ খানিকটা নরম বরফ হাতের তালুর ওপর রেখে বল তৈরি করলো।

"লাঞ্চের সময় আবার তোমার সাথে দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে?" কথাটা মাইককে জানিয়ে হাঁটতে লাগলাম। "এরপরই সবাই বরফ ছোড়াছুড়ি শুরু করবে। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকতে চাই।"

মাইক ঝাঁকিয়ে সমর্থন জানালো। ওর দৃষ্টি ভয় পাওয়া এরিকের দিকে।

সমস্ত সকাল জুড়ে উত্তেজিত হয়ে সবাই বকবক শুরু করলো। অবশ্যই এই বকবক বরফ পড়া নিয়ে; হাজার হলেও এটা বছরের প্রথম বরফ পড়া। আমি অবশ্য একেবারেই মুখ বন্ধ রাখলাম। কারণ বৃষ্টির চাইতে আমার শুষ্ক আবহাওয়াই বেশি পছন্দ—যতোক্ষণ পর্যন্ত না এই বরফ পড়া বন্ধ না হচ্ছে, ততোক্ষণ আমি স্বস্তি পাবো না।

স্প্যানিশ ক্লাস শেষে জেসিকাকে সাথে নিয়ে খুব সাবধানে আমি ক্যাফেটেরিয়ায় প্রবেশ করলাম। নরম বরফ দিয়ে বানানো বল সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইতোমধ্যে হাতের সাথে একটা বাইন্ডার বেঁধে নিয়েছি আমি। প্রয়োজনের সময় ইচ্ছে করলে এটাকে আমি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। জেসিকা ভেবে বসে আছে, বরফ পড়া নিয়ে আমি বোধহয় উল্লাসিত হয়ে আছি। কিন্তু আমার অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারলো, স্নো বল নিয়ে আমি মোটেও উল্লসিত নই।

দরজার কাছে মাইকের সাথে আমাদের দেখা হয়ে গেল। মজা পেয়ে খুব হাসছে মাইক। গলন্ত বরফ চুল বেয়ে গড়িয়ে নামছে ওর। খাবার কেনার সময় জেসিকা এবং মাইক স্নো-বল নিয়ে কেমন মজা করেছে, সে বিষয়ে আলোচনা শুরু করলো। কোণার দিককার যে টেবিলটাতে আমরা সবসময় এক সাথে বসি, এক নজর সে দিকে তাকালাম। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানেই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাঁচজন টেবিলটা দখল করে বসে আছে।

জেসিকা আমার হাত ধরে দূরে সরিয়ে নিলো।

"হ্যালো? বেলা? তুমি কি করতে চাইছো?"

মাথা নিচু করে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চোখ জোড়া ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো চেষ্টাই আমি করলাম না। বোধহয় কোথাও কোনো আমার ভুল হয়নি।

"বেলার কি হয়েছে?" মাইক জেসিকাকে জিজ্ঞেস করলো।

"কিছুই হয়নি," আমি জবাব দিলাম।" আমি আজ শুধুমাত্র সোডা পান করবো।" সবার শেষে দাঁড়িয়ে বললাম তাকে।

"তোমার খিদে পায়নি?" জেসিকা প্রশ্ন করলো আমাকে।

"সত্যি বলতে, আমার শরীর আজ খুব একটা ভালো লাগছে না।" আমি বললাম। চোখ জোড়া এখনো আমার মেঝের ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে।

আমি ওদের খাবার সংগ্রহ করার সময়টুকুতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খাবার নেয়া হয়ে গেলে, ওদের সাথে টেবিলে গিয়ে বসলাম। অবশ্য এই সময়টুকুতে আমি শুধুই আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সোডার ক্যানে চুমুক দিলাম। খালি পেটে সোডাটুকু পেটের ভেতর কামড়ে ধরলো যেন। মাইক অযথাই দুইবার আমার স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন করলো। অযথা আমার শরীর নিয়ে তাকে উতলা হতে নিষেধ করলাম। তবে এভাবে যদি আমি সবার সামনে অভিনয় চালিয়ে যেতে পারি, তাহলে পরবর্তী ঘণ্টায় নার্সের কাছে যাওয়ার নাম করে স্কুল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো।

হাস্যকর ব্যাপার। আমি নিশ্চয়ই পালিয়ে যেতে চাইছি না।

আমি কুলিন পরিবারের টেবিলের দিকে একবার তাকানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। ও যদি আমার দিকে বিরক্ত চোখে তাকায়, তাহলে অবশ্যই বায়োলজি ক্লাস থেকে পালাবো। তা বিষয়টা যতোই কাপুরুষোচিত হোক না কেন।

মাথা নিচু করে লেসের ফাঁক দিয়ে ওদের দিকে তাকালাম। ওদের ভেতর থেকে কেউই আমার দিকে একবারের জন্যেও তাকালো না। আমি মাথা খানিক উঁচু করলাম।

ওরা বেশ হাসাহাসি করছে। এ্যাডওয়ার্ড, জেসপার এবং এমেট—প্রত্যেকের চুলেই বরফ লেগে আছে। এলিস এবং রোজালে এমেটের ভেজা মাথার কাছে খানিকটা ঝুঁকে আছে। বরফস্নাত দিনটাকে ওরা প্রত্যেকেই বেশ উপভোগ করছে। অন্যান্যরা যেভাবে করছে, সেভাবেই উপভোগ করার চেষ্টা করছে—পার্থক্য শুধু এতোটুকুই, আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে থেকে সবকিছু ওরা নিজেদের মতো করে করার চেষ্টা করছে।

তবে, এর পাশাপাশি অন্য একটা বিষয় লক্ষ করলাম। তাদের আনন্দ উচ্ছ্বাসের ভেতর কোথায় যেন একটু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এই পার্থক্য যে আসলে কোথায়, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারেও তা খুঁজে বের করতে পারলাম না। এ্যাডওয়ার্ডকে দেখলাম—বরাবরের মতো আজও সে সতর্ক। তার চামড়া আগের চাইতে খানিকটা কম ম্লান মনে হলো। ধারণা করলাম—সম্ভবত এতোক্ষণের বরফ বল দিয়ে খেলা করার জন্যেই এমন মনে হচ্ছে—চোখের নিচে বৃত্তাকার দাগ দেখে এমনই ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু এরপরও বোধহয় কিছু একটা আছে। আমি নতুনভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করলাম।

"বেলা, তুমি কি নিয়ে ভাবছো?" জেসিকা আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে খুব অল্পক্ষণের জন্যে ওর চোখ জোড়া আমার ওপর নিবদ্ধ হলো। দু'জনেই আমরা একে অপরের চোখে চোখ রেখে তাকালাম।

সাথে সাথে আমি মাথা নামিয়ে নিলাম। একরাশ চুল এসে ছড়িয়ে পড়লো আমার মুখের ওপর। একটা বিষয়ে অন্তত নিশ্চিত হতে পারলাম, আর দৃষ্টিতে অবন্ধুসুলভ কোনো কিছু নেই। অন্তত শেষবার যেমন তাকে দেখেছিলাম, এখন তার ভেতর অনেক পার্থক্য। একপলক আবার সে আমার দিকে তাকালো। চোখে-মুখে তার একরাশ জিজ্ঞাসা—তবে বিরক্তিও।

"এ্যাডওয়ার্ড কুলিন তোমার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে," জেসিকা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো।

"ওকে মোটেও রেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না, তাই না?" সমর্থন পাওয়ার আসায় কথাটা না বলে আমি পারলাম না।

"না," আমার প্রশ্ন শুনে খানিকটা ভড়কে যাওয়ার ভঙ্গিতে ও জবাব দিলো। "ও কি কোনো কারণে রেগে ছিলো?"

"আমার ধারণা, মোটেও পছন্দ করে না আমাকে।" খানিকটা ইতস্তত করে জবাব দিলাম। টেবিলের ওপর দু'হাত জোড়া বেঁধে রেখে মাথাটা নুইয়ে রাখলাম আমি।

"কুলিনরা কাউকেই পাত্তা দিতে চায় না... মনে হয় নিজেদের চাইতে আর কাউকে পাত্তা দেবার প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত ও কিন্তু মাঝে মাঝেই তোমার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে ..."

"ওর দিকে আর তাকাবে না," হিসহিস করে উঠলাম আমি।

জেসিকা চাপা কণ্ঠে একটু হাসলো। তবে ওর ওপর থেকে ঠিকই দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। তার কথা মতো, মাথা তুলে স্বাভাবিক অবস্থানে আনলাম।

এরপরই মাইক আমাদের মাঝে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করলো—ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল ছুটির পর একটা ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে । ওই যুদ্ধে মাইক আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহবান করলো। জেসিকা অবশ্য এই প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে গেল। ওর দিকে জেসিকা যেভাবে তাকালো, তাতে মনে হলো, ও যা নির্দেশ দিবে তাতেই রাজি হয়ে যাবে। আমি নিজেকে চুপ করে রাখলাম। যতোক্ষণ পর্যন্ত না পার্কিং লট খালি হয়ে যাচ্ছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই আমি নিজেকে জিম-এ লুকিয়ে রাখবো।

লাঞ্চের বাকি সময়টুকুতে খুব সাবধানে নিজের চোখ জোড়াকে খাবার টেবিলের ওপরই নিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার চারপাশ ঘিরে শুধুই একরাশ নিরবতা। এডওয়ার্ডের দৃষ্টিতে মোটেও এখন আর আগের সেই রাগ নেই। আমি তাহলে নিঃসন্দেহে আজ বায়োলজি ক্লাস করতে পারছি। এক ধরনের ভয়ে পেটের ভেতরটা আমার মোচড় দিচ্ছে। ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি, আজও বায়োলজি ক্লাসে আমি তার পেছন সিটটাতেই বসবো।

অন্যান্য দিনের মাইককে সাথে নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করার মোটেও আমার ইচ্ছে নেই—সম্ভবত ও আজ স্নো-বলের আঘাত সইবার অন্যতম লক্ষে পরিণত হতে যাচ্ছে—কিন্তু যখন আমরা দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম আমার আশপাশের সবাই একই বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ ট্যারাস বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে-মুছে ঝকঝক করছে। ওয়াকওয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পাতলা ফিতের মতো বরফ কুঁচি আকাশ থেকে নেমে আসছে। আমার হুড্টা পেছনে সরিয়ে নিলাম। মনে মনে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলাম। জিম থেকে তাহলে বেশ ভালোভাবেই বাড়িতে পালাতে পারবো।

চার-নম্বর বিল্ডিংয়ের যাওয়ার সময় মাইক একবার আমাকে দেখে নিলো।

ক্লাসরুমে প্রবেশের পর এই ভেবে স্বস্তি অনুভব করলাম যে, আমার চেয়ারটা খালিই পড়ে আছে। মিস্টার ব্যানার রুমের ভেতর পায়চারি করছেন। তিনি প্রত্যেকের টেবিলে একটা করে মাইক্রোস্কোপ এবং এক বক্স করে স্লাইড দিয়ে রেখেছেন। মিনিট কয়েকের ভেতর মনে হয় না ক্লাস শুরু হবে। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা এক নাগাড়ে শুধু বকবকই করে চলেছে। দরজার দিক থেকে আমার দৃষ্টি যতোদূর সম্ভব ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম—আমি চুপচাপ নোট-বুকের কভারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম।

পেছনের চেয়ারটা নড়ানোর শব্দ ঠিকই আমার কানে এলো, কিন্তু সেদিকে তাকানোর সাহস আমার হলো না। আগের মতোই আমি সেই নোট-বুকের ছবির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম।

"আমার নাম এ্যাডওয়ার্ড কুলিন," ও বলতে লাগলো। "গত সপ্তাহে তোমার সাথে আমার পরিচয় হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। তুমি নিশ্চয়ই বেলা সোয়ান।"

মাথার ভেতর এক গাদা প্রশ্ন আমার নড়াচড়া করতে লাগলো। সবকিছু কি আমার পক্ষে সামাল দেয়া সম্ভব হবে? ওকে এখন একেবারে শান্ত চরিত্রের একটা ছেলে বলে মনে হচ্ছে। আমি অবশ্যই তার সাথে কথা বলবো; আমার কথা বলার অপেক্ষায় আছে ও। কিন্তু এই মুহূর্তে কী বলবো, সেটাই খুঁজে পেলাম না।

"তু-তুমি আমার নাম জানলে কি ভাবে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে।

ও মৃদু হাসলো।

"আরে, আমার তো ধারণা, তোমার নাম প্রত্যেকেই জানে। শহরের প্রত্যেকটা মানুষই তোমার আগমনের অপেক্ষায় ছিলো।

আমি একটু মুচকি হাসলাম। ওর কথার ভিত্তি আছে।

এ্যাডওয়ার্ডকে খানিকটা বিভ্রান্ত বলে মনে হলো। "ইসেবেলা নামটাই কি তোমার পছন্দের?"

"না। বেলা নামটাই আমি পছন্দ করি," আমি বললাম। "তবে আমার ধারণা চার্লি—অর্থাৎ, আমি বাবার কথা বলছিলাম—তিনি সবখানে বোধহয় আমাকে ইসেবেলা নামেই উল্লেখ করেন—একারণেই বোধহয় এখানকার সবাই আমাকে ইসেবেলা নামেই বেশি চেনে।" আমি তাকে হাসি মুখে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম।

"তাই বলো।" ও বিষয়টার এখানেই নিঃস্পত্তি করতে চাইলো। আমিও আর কথা না বাড়িয়ে সামনের দিকে মনোযোগ দিলাম।

ধন্যবাদ যে, মিস্টার ব্যানার ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লাস শুরুর প্রস্তুতি নিলেন। ল্যাবে আজ তিনি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন, সে বিষয়ে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। তার নির্দেশে স্লাইডগুলো আমরা বাক্স থেকে বের করলাম। তার ল্যাব পার্টনার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমাদের পেঁয়াজের সেঁকড়ের সেল ব্যবচ্ছেদ করতে হলো। সেলের আলাদা আলাদা অংশগুলো স্লাইডের ওপর আটকিয়ে প্রত্যেকটার নাম লিখে রাখতে হলো। এই কাজে বইয়ের কোনো প্রয়োজনই পড়লো না। বিশ মিনিট বাদে কার কাজ একেবারে নিখুঁত হয়েছে তা দেখার জন্যে মিস্টার ব্যানারের টেবিলের সামনে জড়ো হলাম আমরা।

"তাহলে শুরু করা যাক," তিনি মন্তব্য করলেন।

"মেয়েরা প্রথমে, নাকি তাদের সঙ্গীরা?" এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলো। ও চমৎকার ভাবে হাসালো।

"অথবা, ইচ্ছে করলে তুমিও প্রথমে শুরু করতে পারো।" ওর হাসি বিস্তৃত হলো। মানসিকভাবে আমি একটু স্বাভাবিক হওয়ায় বোধহয় খানিক খুশি হতে পেরেছে।

"না," চোখ পাকিয়ে বললাম আমি। "আমিই আগে যাবো।"

আমাকে খুব সামান্যই দেখাতে হলো। ইতোপূর্বেই আমি বিষয়টা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে বসে আছি। এবং আমি জানি যে কী আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। এটা নিঃসন্দেহে খুবই সহজ বিষয়। আমি প্রথম স্লাইডটা মাইক্রোস্কোপের নিচে স্থাপন করলাম। মাইক্রোস্কোপের এ্যাডজাস্টার নব ঘুড়িয়ে জিনিসটাকে চল্লিশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে নিলাম। স্লাইডটা আমি মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম।

আমার পরীক্ষা বেশ নির্ভরযোগ্যই হয়েছে। "নির্ভরযোগ্য।"

"আমি যদি দেখতে চাই, তাহলে কি তুমি কিছু মনে করবে?" স্লাইড সরিয়ে নেবার সময় আমাকে অনুরোধ জানালো। অনুরোধ জানানোর সময় ও আমার হাতটা চেপে ধরলো। ওর আঙ্গুলগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা। মনে হলো ক্লাস শুরুর আগেই ও হয়তো বরফ নিয়ে খেলা করছিলো। তবে ওর মুঠো থেকে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নেবার এটা মূল কারণ নয়। যখন ও হাত স্পর্শ করলো, মনে হলো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ যেন আমার শরীরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল।

"আন্তরিকভাবে দুঃখিত," হাতটা সাথে সাথে সরিয়ে নিয়ে ও বিড়বিড় করে বললো। যাইহোক, ও মাইক্রোস্কোপটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালো। এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এখনো সে বিচলিত বোধ করছে। আমার চাইতেও কম সময়ে এ্যাডওয়ার্ড স্লাইডটা দেখা শেষ করলো।

"একবারে নিখুঁত," ও সমর্থন জানালো। আমাদের ওয়ার্ক-সিটের প্রথম অংশটুকুতে ও পরিষ্কারভাবে নোটবুকে লিখে নিলো। ও খুব দ্রুত প্রথম স্লাইড সরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় স্লাইডটা মাইক্রোস্কোপের নিচে ঢুকিয়ে নিলো। ভ্রু কুঁচকে এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকালো।

"মনে হয় না নির্ভুল হয়েছে," ও বিড়বিড় করলো। মুখে বলা কথাটাই যে লিপিবদ্ধ করলো।

আমার কণ্ঠস্বরে কোনো পরিবর্তন আনলাম না। "আমি কি দেখতে পারি?"

ও বোকার মতো একটু হাসলো। এরপর মাইক্রোস্কোপটা আমার দিকে এগিযে দিলো।

মাইক্রোস্কোপের আইপিসের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে স্লাইডটা পরীক্ষা করে দেখলাম দুইটা স্থানে ভুল হয়েছে। ও আসলে ঠিকই বলেছে।

"তৃতীয় স্লাইড?" ওর দিকে না তাকিয়েই জিনিসটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

স্লাইডটা আমার হাতেই আবার ফিরিয়ে দিলো; আমার হাতে যেন ওর হাতের স্পর্শ না লাগে, এ্যাডওয়ার্ড সেই চেষ্টাই করলো যেন।

আমার বিস্মিত দৃষ্টি, ওর দৃষ্টির কাছ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করলাম।

"মাঝামাঝি পর্যায়ের," ওকে পাশ কাটিয়ে মাইক্রোস্কোপের কাছে এগিয়ে গেলাম। ওকে অবশ্য কিছু বলার সুযোগ দিলাম না। ও দ্রুত হাতে স্লাইডটা তুলে নিলো এবং তারপরই নোট লিখে নিলো। এ্যাডওয়ার্ড—এটা পরীক্ষা করার সময়েই আমি অবশ্য এটা লিখে নিতে পারতাম। কিন্তু ওর পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা আমাকে মুগ্ধ করলো। আমি আর নতুনভাবে তাতে কিছু লিখে নোট বুকের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করতে চাইলাম না।

অন্যান্যরা কাজ শেষ করার অনেক আগেই আমরা শেষ করলাম। আমি দেখলাম মাইক এবং তার সঙ্গী দুটো স্লাইড একের পর এক পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। আরেক দল ছেলে-মেয়ে টেবিলের নিচে বই খুলে উত্তর মেলানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

মাইকের কাণ্ড দেখে আমার কিছুই করার থাকলো না, তবে তার দিকে যেন আমাকে তাকাতে না হয়, সেই চিন্তাই করতে লাগলাম। আমি ওর ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম, কিন্তু ও ঠিকই আমাকে আড়চোখে দেখতে লাগলো। আমি ওর চোখে-মুখে একরাশ হতাশা দেখতে পেলাম। তার মুখের অভিব্যক্তি পরিবর্তন হওয়ার কারণ আমি আকস্মিকভাবে উদ্ধার করতে পারলাম।

"তুমি কি ওর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলে?" আচমকা আমি তাকে প্রশ্ন করে বসলাম।

আমার এই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন শুনে তাকে খানিক বিভ্রান্ত বলে মনে হলো। "নাহ্।"

"ওহ্," আমি বিড়বিড় করলাম। "তোমার চোখই কিন্তু ও কথা বলছে।"

ও শ্রাগ করে অন্যদিকে তাকালো।

সত্যিকথা বলতে, আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি এর-ই মাঝে ভিন্ন ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে গেছে। শেষবার যখন দেখেছিলাম এ্যাডওয়ার্ডের অভিব্যক্তিহীন চেহারার কথা আমি ভুলতে পারবো না। ও তখন আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে

ছিলো। আজ তার চোখ জোড়ার রঙ সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারছি না তা কীভাবে সম্ভব। যদি না মাইক এ্যাডওয়ার্ডের সাথে কোনো মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করে থাকে।

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও আমার হাতটা আবার মুঠো পাকিয়ে ধরলো।

এরপরই মিস্টার ব্যানার আমাদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন, আমরা কাজ বাদ দিয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে আছি কেন। আমাদের কাঁধের ওপর দিয়ে সম্পূর্ণ ল্যাবের ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিলেন, এবং বেশ আগ্রহ নিয়ে আমাদের উত্তরপত্রটা দেখতে লাগলেন।

"তো, এ্যাডওয়ার্ড, তুমি তাহলে মনে করছো, মাইক্রোস্কোপের ব্যাপারে ইসাবেলার ভবিষ্যত অন্ধকার?" মিস্টার ব্যানার প্রশ্ন করলেন।

"বেলা," আপনাআপনি নামটা সংশোধন করে নিলো। "সত্যিকার অর্থে ও পাঁচটার ভেতর থেকে তিনটা সঠিকভাবে করতে পেরেছে।"

মিস্টার ব্যানার আমার দিকে তাকালেন; দৃষ্টি সন্দেহে ভরা।

"ল্যাবের এই কাজ তুমি ইতোপূর্বে করেছো?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

আমি ম্লানভাবে একটু হাসলাম। "পেঁয়াজের কোষ নিয়ে কাজ করিনি অবশ্য।"

"হোয়াইট ফিশ ব্লাস্টুলা?"

"হ্যাঁ।"

মিস্টার ব্যানার মাথা ঝাঁকালেন "ফিনিক্স-এ আসলে তোমরা অনেক কিছু করার সুযোগ পেয়েছো।"

"জ্বী, স্যার।"

"ভালো, খুবই ভালো," সাথে সাথেই তিনি জবাব দিলেন। আমার ধারণা, তোমরা দু'জন বেশ ভালোই ল্যাব পার্টনার হতে পারবে।" কিছু একটা বলতে বলতে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর, আমি আবার আমার নোট বই নিয়ে বসলাম।

"বরফ পড়ার মানেই হচ্ছে, খুব বিশ্রি ব্যাপার, তাই না?" এ্যাডওয়ার্ড প্রশ্ন করলো আমাকে। বুঝতে পারলাম, ছোটো ছোটো বাক্যে ও আমার সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। দম বন্ধ হয়ে আসার অনুভূতিটা আবার আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। লাঞ্চের সময়কার জেসিকার সাথে আমার আলাপ বোধহয় ওর কানে গিয়েছে। এবং সেই বিষয়টাই ভুল প্রমাণের চেষ্টা করছে।

"ঠিক তেমনটা নয়," আমি সত্য কথাটাই বলার চেষ্টা করলাম। অন্যান্যরা যেভাবে বিষয়টার প্রতি উৎসাহ দেখায় তেমনই। বোকার মতো যে অনুভূতি আমাকে এতোদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো, ধীরে ধীরে আমি তা ভুলে যেতে চাইছি। তবে কোনোভাবেই সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছি না।

" আমি জানি তুমি ঠাণ্ডা মোটেও পছন্দ করো না।" এটা কোনো প্রশ্ন নয়।

"অথবা ভেজা আবহাওয়া।"

"ফরকস্ তোমার বসবাসের একেবারে অযোগ্য," ও মন্তব্য করলো।

“তোমার কোনো ধারণাই নেই,” একেবারে কোণাই যায় না, এভাবে বিড়বিড় করলাম আমি।

আমার কথা শুনে ওকে খানিকটা বিব্রত মনে হলো। তার বিব্রতবোধ করার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। ওর অভিব্যক্তি দেখে কোনো সান্তনা দেবারও চেষ্টা করলাম না।

“তাহলে তুমি এখানে এলে কেন?”

এ ধরনের প্রশ্ন এখন পর্যন্ত কেউই আমাকে করেনি—অন্তত ও সরাসরি যেভাবে প্রশ্নটা করলো। এতো জোর দিয়ে কেউই আমাকে এই প্রশ্ন করেনি।”

“বিষয়টা বিষয়টা ব্যাখ্যা করা বেশ মুস্কিল।”

“আমার মনে হয় ফরকস্ তোমার কাছে সহনীয় করে তুলতে পারবো।” ও আমাকে ভরসা দেবার চেষ্টা করলো।

আমি বেশ খানিকক্ষণ একেবারে চুপ করে থাকলাম। এরপর আবার ভুল করে ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিলাম। ওর গাঢ় স্বার্ণাভ চোখে বেশ খানিকটা বিস্ময় লেগে রয়েছে। আর আমি কোনো না ভেবে চিন্তেই তার প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করলাম।

“মা, নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন,” আমি বললাম।

“বিষয়টার ভেতর বিব্রত হওয়ার মতো কিছু নেই,” বিষয়টা যে আমার জন্যে একটা দুঃখজনক ঘটনা, এ্যাডওয়ার্ড প্রথমে তা মানতে রাজি হলো না। তবে অল্পক্ষণের ভেতর ওর চোখে-মুখে এক ধরণের করুণা লক্ষ করলাম। “কবে এই ঘটনা ঘটলো?”

“গত সেপ্টেম্বরে,” আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

“এবং তুমি ওই নতুন মানুষটাকে মোটেও পছন্দ করো না,” অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বললো এ্যাডওয়ার্ড। এখনো তার কণ্ঠস্বর ম্লান কোণালো।

“নাহ্ ফিল খুব চমৎকার মানুষ। সম্ভবত, একটু বেশি ভালো।”

“তাহলে তুমি ওদের সাথে থাকলে না কেন?”

আমার সম্পর্কে তার আগ্রহের কোনো তল খুঁজে পেলাম না। তবে বড়ো বড়ো চোখে ক্রমগতই সে আমার দিকে তাকাতে শুরু করেছে। মনে হলো, আমার জীবন-কাহিনী ক্রমশই তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

“ফিল ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করেন। বেঁচে থাকার জন্যে তাকে বল খেলতে হয়।” আমি মুচকি হেসে বললাম।

“আমি কি তার নাম শুনেছি?” আমার হাসির জবাবে ও পাল্টা হেসে প্রশ্ন করলো।

“কোণার কথা নয়। উনি খুব একটা ভালো খেলেন না। ছোটো দলের সাথেই আটকে আছেন। একস্থান থেকে আরেকস্থানে ঘুরে বেড়ানোই তার শখ।”

“সুতরাং মা তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেন তিনি নতুন বাবার সাথে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারেন।” এটা সে বললো ধারণা থেকে—নিঃসন্দেহে এটাও তার প্রশ্ন নয়।

আমার চিবুকের কাছে তিরতির করে কেঁপে উঠলো। “না, তিনি এখানে আমাকে পাঠাননি। নিজেই নিজেকে এখানে পাঠিয়েছি।

ওর ভ্রজোড়া কুঁচকে গেল। “আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না,” আমার

উত্তর শুনে এ্যাডওয়ার্ড বেশ অবাক হলো—একই সাথে প্রশ্ন করার আগ্রহ বেড়ে গেল যেন।

"মা প্রথমে আমার সাথেই ছিলেন, কিন্তু তিনি ফিলকেও কাছে পেতে চাইছিলেন। দু'জনের দুরত্বের কারণে তিনি অসুখী হয়ে উঠেছিলেন... সুতরাং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম চার্লির সাথে আমি থাকলেই বোধহয় তাদের ঝামেলা অনেকখানি মিটে যাবে।" শেষ পর্যায়ে এসে আমার গলা আবেগে প্রায় বুঁজে এলো।

"কিন্তু এখন তুমি অসুখী।" আমার আসল সত্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো।

"এবং?" আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলাম।

"মনে হয় না তা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে।" এ্যাডওয়ার্ড শ্রাগ করে বললো। কিন্তু তার চোখে এখনো জানার আগ্রহ।

কোনো হাসির ঘটনা না ঘটলেও আমি হাসলাম। "কেউ কি তোমাকে কখনো বলে নি? জীবন ফুলের বিছানা নয়!"

"আমার যতোদূর ধারণা, কথাটা আমি এর আগে অনেকবার শুনেছি।"

"সুতরাং ওইটুকু জানলেই যথেষ্ট," তাকে উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বললাম। ও আগের মতোই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালো।

"তোমাকে দেখে অনেক সুখী বলে মনে হয়," শান্ত কণ্ঠে ও বললো। "কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, সবাই যে রকম দেখছে, তার চাইতে অনেক বেশি কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে তোমাকে।"

আমি তার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালাম। বছর পাঁচেকের বালিকাদের মতো জিভ বের করে ভেংচি কাটলাম।

"আমি কি ভুল বললাম?"

এ্যাডওয়ার্ডকে আমি এড়ানোর চেষ্টা করলাম।

"আমার কিন্তু তেমন মনে হয় না," আপন মনে বিড়বিড় করলো সে।

"তুমি বিষয়টা নিয়ে এতো চিন্তা করছো কেন?" আমি রেগে গিয়ে প্রশ্ন করলাম। আমার দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলাম। দেখলাম আমাদের টিচার রাউন্ড দিচ্ছেন।

"ওটাই তো আসল প্রশ্ন," এতো শান্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করলো যে, মনে হলো ও যেন নিজের সাথেই কথা বলছে। যাইহোক, কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকার পর, আমি ওই একটা উত্তরই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিরক্তভাবে আমি ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

"আমি কি তোমাকে বিরক্ত করছি?" ও জিজ্ঞেস করলো। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো ও আমাকে খুশি করার চেষ্টা করছে।

কোনো কিছু চিন্তা না করেই আমি ওর দিকে তাকালাম ... এবং সত্যটা আবার তাকে বলার চেষ্টা করলাম। "বিষয়টা আসলে তেমন নয়। আমি নিজের ওপর নিজেই বিরক্ত। আমার চেহারা দেখে সবাই সবকিছু বুঝে ফেলে—মা আমাকে সবসময় 'খোলা বই' নামে ডাকেন"

"আমার কাছে উল্টোটাই মনে হয়েছে। তোমার অভিব্যক্তি কখনো আমি বুঝতে পারি না।" আমি যা কিছু বলেছি, কিংবা ও যা কিছু ধারণা করেছে, তা নিয়ে খানিকক্ষণ

চিন্তা করলাম ও যা কিছু বলেছে, বুঝে শুনেই বলেছে।

"তোমার তাহলে মানুষকে বুঝতে পারার বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে।" আমি জবাব দিলাম।

"চেষ্টা করে দেখবো।" একগাল হেসে জবাব দিলো এ্যাডওয়ার্ড। ওর বিস্তৃত হাসির কারণে সাদা ধবধবে দাঁতের অনেকগুলো বেরিয়ে পড়লো।

মিস্টার ব্যানার এরপর ক্লাস শুরু করার নির্দেশ দিলেন। মিস্টার ব্যানারের লেকচারের প্রতি মনোযোগ দিতে পারবো ভেবে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলাম মনে মনে। আমি বিশ্বাসই করতে পারলাম না, আমার জীবনের দুর্লভ অধ্যায়ের অনেকটাই খামখেয়ালের বশবর্তী হয়ে অচেনা একটা ছেলের কাছে প্রকাশ করে বসে আছি। চমৎকার একজন ছেলে—ইচ্ছে করলে সে অবজ্ঞা করতে পারে, আবার অবজ্ঞা না করে ভালোবেসে কাছেও টেনে নিতে পারে। ভেবেছিলাম, আমার সম্পর্কে ওর জানার সমস্ত আগ্রহই বুঝি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, ও আবার আমার দিকে ঝুঁকে এসেছে। টেবিলের কোণাটা শক্তভাবে চেপে ধরে রেখেছে—বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, ও গভীর কোনো চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

আমি মিস্টার ব্যানারের প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। তিনি পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন ট্রান্সপেরেন্সিগুলো ওভারহেড প্রোজেকশনে প্রদর্শন করছেন। মাইক্রোস্কোপের নিচে জিনিসগুলো যেভাবে দেখেছিলাম, ট্রান্সপারেন্সিগুলোতে তা অনেক স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু বিষয়টার প্রতি কোনোভাবে মনোযোগ দিতে পারলাম না।

গত সোমবার এ্যাডওয়ার্ড যেমন আচরণ করেছিলো, শেষ ঘন্টি বাজার সাথে সাথে সে একই রকম আচরণ করলো। যতো দ্রুত সম্ভব ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে গেল, এবং গত সোমবারের মতোই আমি ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মাইক প্রায় লাফিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো, এবং অতি উৎসাহী বন্ধুর মতো আমার হাতের বইগুলো প্রায় এক প্রকার ছিনিয়ে নিলো—ও আমাকে ভার মুক্ত করতে চাইছে। লেজ নাড়ানো জীবের সাথে তাকে তুলনা করার ইচ্ছে হলো আমার।

"এটা নিঃসন্দেহে ভয়ংকর একটা ঘটনা," আর্তনাদের মতো কোণালো মাইকের কণ্ঠস্বর।" প্রত্যেকেই কিন্তু তোমাদের দিকে একইভাবে তাকাচ্ছিলো। তোমার ভাগ্য খুবই ভালো যে, কুলিনের মতো একটা ছেলেকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছো।"

"আমার মনে হয় না তাতে আমি কারও সমস্যার সৃষ্টি করেছি!" আমি তার ধারণাকে খণ্ডন করার চেষ্টা করলাম। "ল্যাবের কাজ আমার খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, তো আমি কি করতে পারি?" ও যেন কিছু মনে না করে, সেই জন্যে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম আমি।

"কুলিনকে আজ বেশ বন্ধুসুলভ বলে মনে হলো," আমি রেইনকোর্টটা শরীরের চাপানোর সময় ও মন্তব্য করলো। মনে হয় না মাইক বিষয়টাতে খুশি হতে পেরেছে।

আমার কথার ধরন পাল্টিয়ে ফেললাম। "আমি ভেবে অবাক হচ্ছি গত সোমবার ওই কুলিন কেমন ব্যবহারটাই না করেছিলো!"

জিমের দিকে এগোবার পথে মাইকের বকবকের প্রতি মোটেও নজর দিলাম না। অবশ্য ফিজিক্যাল এক্সেরসাইজের ক্লাসও আমার বিক্ষিপ্ত মনকে মোটেও শান্ত করতে

পারলো না। মাইকের আজ আমার টিমের হয়ে খেলার কথা।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে—তবে ঝিরঝির করে এখনো ঠিকই পড়ছে। গাড়ির শুকনো কোটরের ভেতর ঢুকতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সুখীই মনে হলো। আমি হিটার চালু করলাম। একবারের বেশি সবাইকে চমকে দেবার মতো ইঞ্জিনে তেমন একটা শব্দ উঠলো না। জ্যাকেটের জীপ খুলে হুড পেছনে নামিয়ে দিলাম। এরপর ব্যান্ড-এ বাঁধা ভেজা চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিলাম। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে হিটারের তাপে নিশ্চয়ই এগুলো শুকিয়ে যাবে।

পরিচিত কাউকে দেখতে পাবো না, এমন আশা নিয়েই চারদিকে একবার দেখে নিলাম। তখনই আমার চোখে একটা সাদা দেহাবয়ব ধরা পড়লো। ভলভোর সামনের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ্যাডওয়ার্ড কুলিন। আমার থেকে তিন গাড়ি সামনেই ওর ভলভো দাঁড় করিয়ে রাখা। আমি যে লক্ষ্যে এগোবো, সম্ভবত সে-ও একই লক্ষ্যে এগোনোর চিন্তা করছে। আমি দ্রুত দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলাম এবং ট্রাকটা পেছন দিকে সরিয়ে আনলাম। একটা টয়োটা করোলার সাথে ধাক্কা লাগতে গিয়েও লাগলো না। টয়োটার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, সময়মতোই আমি ব্রেক চাপতে পেরেছি। এতো ছোটো গাড়ির সাথে আমার ট্রাকের ধাক্কা লাগলে বেচারি টয়োটা দুমড়ে-মুচড়ে একতাল লোহার পিণ্ডে পরিণত হতো। আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস টানলাম গাড়ির উল্টো দিকে এখনো আমার দৃষ্টি আটকে আছে। খুব সাবধানে গাড়িটা পিছিয়ে নিতে পারলাম এবার। ভলভোকে পাশ কাটিয়ে ট্রাকটা নিয়ে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সামান্যক্ষণের জন্যে কুলিনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, আমার কাণ্ড দেখে ও হাসছে।

তিন

সকালে যখন আমি চোখ খুললাম, কিছু একটা ব্যতিক্রম মনে হলো।

উজ্জ্বল আলো। এই মেঘলা দিনেও গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে ধূসর-সবুজ আলোকচ্ছটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোনো কারণে এই আলো অতি উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, জানালার কাচের ওপর মোটেও বরফ জমে নেই।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে, জানালা পথে বাইরে তাকালাম এবং তারপরই আতংকে আমার গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এলো।

সামানের পাকিং লট আর খালি স্থানগুলো পুরু বরফের স্তরে ঢেকে গেছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে আমার ট্রাক এবং সামনের রাস্তাও একইভাবে বরফে ঢেকে আছে। কিন্তু ওখানকার অবস্থা ততোটা শোচনীয় নয়। গতদিন থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টির পানি জমেই শক্ত বরফের সৃষ্টি হয়েছে—সুঁইয়ের মতো গাছের ওপর জমে থাকা বরফগুলো দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম—এককথায় চমৎকার। ভাবলাম বরফ গলে

রাস্তা যখন শুকিয়ে যাবে, তখন মনে হয় না আমার কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করবে। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনেই বিছানায় ফিরে যেতে পারি।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার আগেই চার্লি অফিসের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েছেন। আরেক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলতে হয়, নিজ বাড়ির চাইতেও চার্লির সাথে আমার দিনগুলো বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছে। নিঃসঙ্গতায় কাটাতে হবে এমন ভয় এক সময় আমাকে যেভাবে তাড়া করে ফিরছিলো, এখন সেই ভয় মোটেও আর তাড়া করে ফিরছে না।

আমি দ্রুত একটা গামলায় সিরিয়াল এবং অরেঞ্জ জুস ঢেলে নিলাম। স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবার সময় মনে মনে এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করলাম। অন্য দিকে এক ধরনের ভয়ও তাড়া করে ফিরতে লাগলো। আমি জানি এই ভয় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে নয়, এমনকি নতুন বন্ধুদের কারণেরও নয়। যদি নিজের প্রতি আমি সৎ হতে পারি, তাহলে সহজভাবেই স্কুলে প্রবেশ করতে পারবো, কারণ সেখানে গেলেই আমার সাথে এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের সাক্ষাৎ ঘটবে। এবং তা আমার জন্যে বড়ো—খুবই বড়ো এক চমক।

তাকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়তো আমার এক ধরনের বোকামি। তাছাড়া মূর্খের মতো তার কাছে অনেক গোপন কথা বলে ফেলেছি, যার কারণে হয়তো নিজেকে এখন লজ্জিত মনে হচ্ছে। কুলিনকে নিয়ে আমার ভেতর এক ধরনের সন্দেহ কাজ করছে; ওর চোখে-মুখে এক ধরনের মিথ্যে খেলা করছিলো কেন? ওর ভেতরকার দ্বৈত চরিত্র নিয়ে আমি ভীত। কুলিন যে দ্বৈত চরিত্রের ছেলে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে, তার চরিত্রের এই অসামঞ্জস্যতা যদি আমার কাছে সামান্যতমও ধরা পড়তো, কখনোই আমি মুখ খুলতাম না। আমাদের ব্যবধান অনেকখানি। এই ব্যবধান কখনো ঘুঁচবার নয়। সুতরাং আজ তাকে দেখার জন্যে একেবারে উতলা হয়ে আছি, তেমনটা আমি কোনোভাবেই বলবো না।

পিচ্ছিল ড্রাইভ ওয়েতে ট্রাকটা নামিয়ে আনার সময় সামান্য এক আউন্স মনোযোগের অপব্যবহার করলাম না। এমন পরিস্থিতিতে এক আউন্স মনোযোগের অপব্যবহার করার অর্থই হচ্ছে মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া। কিন্তু এতোকিছুর পরও ড্রাইভয়েতে ট্রাক নামিয়ে আনার পর ভারসাম্য হারাতে গিয়েও কোনোভাবে সামলে নিলাম। বেয়ারভিউ মিররের ওপর থেকে একবারের জন্যেও দৃষ্টি সরালাম না। আজ চার্লিকে রাত্রি পর্যন্ত অফিসেই কাটাতে হবে।

স্কুলে পৌঁছে, মন থেকে সমস্ত ভয় ঝেড়ে ফেললাম। অন্যদিকে এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের চিন্তা বাদ দিয়ে মাইক এবং এরিক-এর কথা চিন্তা করতে লাগলাম। এর থেকে একটা বিষয় বেশ উপলব্ধি করতে পারলাম, এখানকার টিনএজার ছেলেরা আমার প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠেছে। ফিনিক্স-এ যেমন দেখে ছিলাম, এখানে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

রাস্তা ঢেকে রাখা সাদা বরফ, আমার ট্রাকের চলার পথে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করলো না। খুব ধীরে ধীরে আমি চালাতে লাগলাম। প্রধান রাস্তার অতিরিক্ত বাঁকের কারণে ভিন্ন

পথ ধরলাম। অতিরিক্ত আঁকা-বাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হতে চাই না আমি। স্কুলে পৌঁছার পর ট্রাক থেকে যখন নেমে এলাম, বুঝতে পারলাম এতোক্ষণ কেন এক ধরনের অস্বস্থি বোধ করছিলাম। রূপালী রঙের কিছু একটা আমার চোখে ধরা পড়লো; আমি গাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে গেলাম—ট্রাকের একপাশে সাবধানে চেপে ধরে নিচের দিকে উঁকি মারলাম—গাড়ির চাকা পরীক্ষা করে দেখলাম। সরু একটা চেন ওখানে আটকে আছে। চার্লি ভোরে উঠেই ওটা আটকে রেখেছিলেন। নিঃসন্দেহে আমার বিপদের কথা চিন্তা করেই তিনি এমন করেছেন। আমার চিবুক হঠাৎ-ই শক্ত হয়ে উঠলো। আমার ভালো মন্দ নিয়ে কেউ এতোটা উতলা হোক, আমি মোটেই তা চাই না। তাছাড়া চার্লি এ বিষয়ে আমাকে কিছু না জানিয়ে নিঃসন্দেহে অবাক করেছেন।

ট্রাকের পেছন দিককার কোণায় আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। আকস্মিকভাবে এক ধরনের আবেগ আমার মনটা আচ্ছন্ন করে ফেললো। এই আবেগ বরফ চেইনের সাথে আমার পেছন পেছন ধেয়ে এসেছে। চেইনের বিশ্রি শব্দ আমার মনকে আরও খারাপ করে দিলো।

একের পর এক অনেকগুলো বিষয় আমার চোখে ধরা পড়লো। কোনো কিছুই ধীর গতিতে নয়—সাধারণত সিনেমায় যেভাবে দেখা যায় সেভাবে। দ্রুত লেডিস-রুমে গিয়ে তলপেট খালি করার চিন্তা পর্যন্ত মাথা থেকে বাদ দিলাম। বরং দ্রুত কিছু চিন্তা মাথার ভেতর খেলা করতে লাগলো। একই সাথে আমার বেশ কিছু বিষয় একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমার থেকে চারটা গাড়ি সামনেই এ্যাডওয়াড কুলিন দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখটা সাদা ধবধবে দেখাচ্ছে, জবজবে ভেজা একটা মুখোশ আটকে আছে যেন মুখের ওপর। তবে চোখে পড়ার মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নীল শিরা-উপশিরা। ওগুলো স্পষ্টভাবে ফুঁটে উঠেছে মুখ আর দৃশ্যমান শরীরের অংশগুলোর ওপর। পার্কিং লটে জমে থাকা পিচ্ছিল বরফের কারণে ও আর ব্রেক চেপে ধরে রাখতে পারেনি। আর ওটা আমার ট্রাকের পেছন দিকে আঘাত করার জন্যে দ্রুত বেগে ধেয়ে আসছে। ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে দুটো গাড়ির মাঝখানেই আমি দাঁড়িয়ে আছি। মনে হলো চোখ বন্ধ করার সময়টুকু পর্যন্ত আমার হাতে নেই।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রাকের শরীরে কোনো কিছু আঘাতের প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম। কোনো কিছু আমাকে আঘাত করলো, শক্ত কোনো কিছু, যতোটা মারাত্মক আঘাত আসবে, অন্তত ততোটা মারাত্মক নয়। শক্ত বরফের ওপর আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম। শক্ত বরফের সাথে আমার মাথাটা প্রচণ্ডভাবে ঠুকে গেল। তামাটে রঙের গাড়ির সামনের মাটিতে পড়ে গড়াতে লাগলাম—আবার আমি ঠাণ্ডায় জমে উঠলাম। নতুনভাবে এখন আর আমার কিছুই চিন্তা করার নেই। কারণ ভ্যানটা এখনও আমার দিকে ধেয়ে আসছে। ওটা ঘর্ঘর শব্দ তুলে এক পাক খেয়ে ট্রাকের পেছনে এসে আঘাত করলো। তবে গাড়ির চাকা এখনও মোটেও থেমে যায়নি। আমার শরীর আবার হীম শীতল হয়ে উঠলো।

একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম, আমার সাথে কেউ একজন আছে এবং কণ্ঠস্বরটা না চেনার আমি কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। দুটো সাদা হাত আমাকে রক্ষা করার জন্যে দু'দিকে বিস্তৃত করে রেখেছে। ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভ্যানটা আমার মুখের কাছ থেকে এক পা দূরে এসে থেমে গেল। তামাটে ভ্যানের পাশের অগভীর গর্তের ভেতর ওই হাতজোড়া প্রস্তুত হয়েই ছিলো।

এরপর হাতজোড়া এতো দ্রুত এগিয়ে এলো যে, সেগুলো আমার অস্পষ্ট বলে মনে হলো। ওদের ভেতর থেকে একজন ভ্যানের নিচ থেকে আমার দেহটা টেনে বের করার জন্যে আঁকড়ে ধরলো। কোনো কিছু আমাকে সামনের দিকে টেনে আনতে লাগলো। আমার পা দু'টো নড়বড় করতে লাগলো—নিজের কাছে মনে হলো আমি যেন একটা কাপড়ের পুতুল। শক্তভাবে আটকে যাওয়া গাড়ির ওপর তারা ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছে। ক্রমাগত একটা ধাতব শব্দ ভেসে আসছে আমার কানে। কিন্তু ভ্যান সেই আগের মতোই অনড় দাঁড়িয়ে আছে। পিচ-এর পার্কিং লটের ওপর ঝন্‌ঝন্‌ করে কাঁচ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

আমি একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ আগে থেকেই চিৎকার শুরু হয়েছিলো। আকস্মিকভাবে উন্মাদগ্রস্থ কিছু মানুষের চিৎকার। অনেকগুলো মানুষকে আমার নাম ধরে ডাকতে শুনলাম। প্রত্যেক কণ্ঠস্বরই স্পষ্ট শুনতে পেলাম, তবে এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো অতি ক্ষীণভাবে—অতি ক্ষীণ এবং ভীত একটা কণ্ঠস্বর।

"বেলা তুমি কি সুস্থ আছো?"

"আমি ভালো আছি।" নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই আমি চমকে উঠলাম। আমি উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, ও শক্তভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

"খুব সাবধান," উঠে বসার জন্যে জোর করতে গিয়ে ও আমাকে ধমক দিলো। "আমার মনে হয় তোমার মাথায় বেশ জোরে আঘাত লেগেছে।"

কানের ওপর দিকে ব্যথা এবং দপদপ করায় প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগছে।

"ওহ্‌," ভীত কণ্ঠে আমি বললাম।

"সেটাই আমি চিন্তা করছিলাম।"

অদ্ভুত কণ্ঠে ও বললো। মনে হলো অনেক কষ্টে ও হাসি থামানোর চেষ্টা করলো যেন।

"কীভাবে যে ঘটলো..." ওর কথার রেশ ধরে বললো।" এতো দ্রুত তুমি এখানে এসে হাজির হলে কীভাবে?"

"আমি ঠিক তোমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম বেলা" ওর কণ্ঠস্বর গম্ভীর কোণালো।

আমি উঠে বসতে গিয়ে বুঝলাম, বুকের ওপর দিয়ে হাত প্যাঁচিয়ে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে আমাকে। আমরা এতোটাই চাপাচাপি করে বসে আছি যে, দু'জন একসাথে উঠে দাঁড়ানো বেশ কষ্টকর ব্যাপার। আমি ওর অভিব্যক্তি বুঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সহজ-সরল অভিব্যক্তিবাদে কুলিনের চোখে-মুখে কোনো অভিব্যক্তিই

পড়তে পারলাম না। এবারও কুলিন সোনালি চোখে কোনো কিছু প্রকাশ হতে দিলো না। এরকম পরিস্থিতে আমি তাকে কি প্রশ্ন করতে পারি?"

অবশেষে ওরা আমাকে দেখতে পেলো। একগাদা ছেলে-মেয়ের মুখ ভিজে আছে—হ্যাঁ কান্নার পানিতে তাদের সকলের চোখ-মুখ ভেজা। একে অন্যের সাথে উচ্চ কণ্ঠে কী যেন বলছে—একইভাবে উচ্চ কণ্ঠে আমাদের সাথেও কিছু বলছে—যদিও আমি তাদের কথা প্রথম দিকে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

"একটুও নড়বে না," কেউ একজন নির্দেশ দিলো আমাকে।

"ভ্যান থেকে চাকাটা খুলে ফেলতে হবে!" অন্য একটা উচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

আমাদের চারপাশের মানুষগুলোর ভেতর এক ধরনের চাপা আতংক কাজ করছে। আমি আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড ঠাণ্ডা হাতে ঘাড়ের কাছে চেপে আবার বসিয়ে দিলো।

"দয়া করে আপাতত চুপচাপ বসে থাকো।"

"কিন্তু এখানে খুবই ঠাণ্ডা!" অভিযোগ জানালাম আমি।

"তুমি ইচ্ছে করলে তো ওখানেই থাকতে পারো।" হঠাৎ আমার মনে হলো ও একটু মুচকি হাসলো। "তোমার গাড়িতে গিয়ে বসে থাকলেই কিন্তু তুমি ভালো করতে।"

আবার কুলিনের মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। "না। আমি ওখানে যাবো না।"

"আমি তোমাকে দেখে নেবো।" আমার চারপাশ ঘিরে বিশৃংঙ্খল অবস্থা। আমি একটা রূঢ় গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তবে আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকবো এমনই ঠিক করলাম মনে মনে। কোনো ভুল নেই, এবং বিষয়টা নিশ্চয়ই তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

"বেলা, আমি তোমার সাথেই আছি এবং এখন থেকে তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবো।" কুলিন চেপে রাখা মনের ইচ্ছেটা প্রকাশ করলো। ও জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকালো। ওই দৃষ্টিতে অনেক কিছুই প্রকাশ পেতে দেখলাম।

"না।" জোর প্রতিবাদ জানালাম আমি।

কুলিনের সোনালি রঙের চোখ সাদাটে দেখালো। "দয়া করে আমার কথা শোনো বেলা!"

"কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমাকে বিশ্বাস করবে, সেই কারণে," নাছোড়বান্দা ছেলের মতো যুক্তি দেখালো।

এরপর কানে সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এলো। "প্রতিজ্ঞা করো, পরে সবকিছু তুমি আমার কাছে ব্যাখ্যা করবে।"

"বেশ, করবো না হয়,"

"বেশ, করবো না হয়," রাগ করে ওর কথার পুনরাবৃত্তি করলাম আমি।

এ্যামারজেন্সি মেডিকেল টিমের ছয়জন সদস্য এবং তাদের সাথে দু'জন শিক্ষককে দেখতে পেলাম আমি—মিস্টার ব্যানার এবং কোচ-ক্লাপ—ভ্যান থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়ানো এ্যাম্বুলেন্স থেকে একটা স্ট্রেচার বয়ে আনা হচ্ছে। জেদি ছেলের মতো

সে আগের সিদ্ধান্তেই অটল হয়ে রইলো। আমাকে ছেড়ে কোনোভাবেই সে যেতে চাইলো না, আমিও জেদ ধরে রইলাম, ওকে যেতেই হবে। কিন্তু আমার শুভাকাঙ্খি ওদের জানিয়ে দিলো যে, আমি মাথায় আঘাত পেয়েছি এবং সেটা মারাত্মক আঘাত। নেকব্রেস লাগিয়ে আমাকে যখন স্ট্রেচারে তোলা হলো, মনে হলো আমি বুঝি মারাই গেছি। স্কুলের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী দুর্ঘটনা স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় সবাই ভদ্রভাবে দৃশ্যটা দেখতে লাগলো। কাউকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে এ্যাডওয়ার্ড এ্যাম্বুলেন্সের সামনের সিটে উঠে বসলো। এটা এক ধরনের পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ্যামারজেন্সি মেডিকেল টিমের সদস্যরা যখন আমাকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলছেন, তার আগেই চীফ সোয়ান এসে আমাকে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখিন করলেন।

"বেলা!" স্ট্রেচারের ওপর আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি আতংকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

"আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি —বাবা।" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম তাকে। "আমার আসলে কিছুই হয়নি।"

এ্যামারজেন্সি মেডিকেল টিমের সদস্যদের কাছে গিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো আমার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

ওর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমার সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। ওই বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরের দৃশ্যগুলো নিয়ে চিন্তা করেও এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। যখন ওরা আমাকে গাড়ির কাছ থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন আমি তামাটে গাড়ির বাম্পারের ওপর গভীর আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি—এই আঘাতের চিহ্ন এ্যাডওয়ার্ডের কাঁধেও থাকার কথা ছিলো আমার কাছে মনে হয়েছে ও যেন সামনে এসে সর্বশক্তি দিয়ে গাড়িটাকে থামানোর চেষ্টা করেছে। এবং এই শক্তি প্রয়োগের কারণেই গাড়ির বাম্পারের ওপর এই আঘাতের সৃষ্টি হয়েছে ....

এরপর আরও বলতে হয়, তার পরিবারের সদস্যরা—ওরা দূর থেকে আমাকে তাকিয়ে দেখছিলো। ওদের চোখে-মুখে ছিলো রীতিমতো উৎকণ্ঠা কিন্তু তাদের ভাইয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে বোধহয় না কোনো মাথা ব্যথা ছিলো।

কোনো সমস্যা ব্যতিরেকেই পুলিশ পাহারায় কান্ট্রি হাসপাতালে এসে উপস্থিত হলো এ্যাম্বুলেন্সটা। এ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানোর সমস্ত সময়টুকুতে এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম আমি। আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ লেগেছে এ্যাডওয়ার্ডের আমাকে নিয়ে অতি আগ্রহ—ওর প্রতি আমার প্রচণ্ড রাগও হলো। কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করে ও হাসপাতালের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো। দাঁতে দাঁত চেপে আমার রাগ কোনোভাবে সংবরণ করার চেষ্টা করলাম আমি।

ওরা প্রথমে আমাকে এ্যামারজেন্সি রুমে নিয়ে ঢুকালো—বড়ো একটা ঘরে সারিবদ্ধভাবে পাতা রোগিদের বিছানা—প্রত্যেকটা বিছানা প্যাস্টাল-প্যার্টানের পর্দা দিয়ে বিভক্ত করা। একজন নার্স দ্রুত এসে একটা প্রেসার কাফ পরিয়ে দিলেন এবং জিভের নিচে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দেহের তাপমাত্রা মেডিকেল চার্টে লিপিবদ্ধ করে

নিলেন। এখানে আনার পর পর্দা সরিয়ে এখন পর্যন্ত কেউ-ই উঁকি-ঝুকি দিয়ে বিরক্ত করার চেষ্টা করেনি। অন্ততপক্ষে এখানে কিছুটা হলেও আমার গোপনীয়তা রক্ষা পাচ্ছে। আমি ঠিক করলাম, অদ্ভুত দর্শনের নেক-ব্রেসটা কোনোভাবেই আর গলায় আটকে রাখতে দেবো না। নার্স ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই জিনিসটা দ্রুত গলা থেকে খুলে বিছানার নিচে ছুঁড়ে মারলাম।

হাসপাতালের আরেকটা বিষয় আমার নিজস্বতা খর্ব করলো। খানিক বাদেই একটা ট্রলি এনে হাজির করা হলো আমার বিছানার পাশে। ট্রলির ওপর শুয়ে আছে টাইলার ক্রোলে। টাইলারের সাথে আমাকে "সরকার এবং সরকার পদ্ধতি" বিষয়ক ক্লাস করতে হয়েছে এর আগে। ওর মাথায় শক্তভাবে ব্যান্ডেজ বাঁধা। রক্তের দাগ লাগা ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যতোটুকু আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তার চাইতেও শতগুণ বিশ্রি লাগছে তাকে। আমার দিকে তাকিয়ে ও খানিকটা বিব্রতবোধ করলো।

"বেলা, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত!"

"আমি ভালো আছি টাইলার—তোমাকে দেখে খুব অদ্ভুত লাগছে। তুমি কি ভালো আছো?" আমরা যখন কথা বলছি, ঠিক সেই মুহূর্তে নার্স আমাদের রুমে প্রবেশ করলেন। তিনি টাইলারের মাথায় জড়ানো শক্ত ব্যান্ডেজ খোলার পর দেখতে পেলাম, তার মাথা এবং চিবুকে অসংখ্য স্যালো টেপের টুকরো আটকানো।

আমার কথায় ও মোটেও পাত্তা দিলো না। "ভাবলাম, আমি বুঝি তোমাকে মেরেই ফেলতে যাচ্ছি। আমার গাড়ির গতি আসলে একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিলো, এবং বরফের সাথে ধাক্কা লাগার পর " নার্স ওর গালে মৃদুচাপ দিতেই ব্যথায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

"এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই; তুমি আমাকে একটু এলোমেলো করে দিয়েছিলে।"

"ওই রাস্তা থেকে এতো দ্রুত সরলে কীভাবে? তুমি ওখানে ঠিক-ই ছিলে, তারপর দেখলাম একেবারে উধাও হয়ে গেছ ..."

"উমম্ ... এ্যাডওয়ার্ড ধাক্কা দিয়ে ওই রাস্তা থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়েছিলো।"

একরাশ বিস্ময় নিয়ে ও আমার দিকে তাকালো। "কে?"

"এ্যাডওয়ার্ড কুলিন—ও আমার পাশেই দাঁড়ানো ছিলো।" আমি সব সময়ের জন্যেই একজন ভয়ংকর মিথ্যাবাদী; অবশ্য তাকে আমি সন্তুষ্ট করার মতো করে কিছু বললাম না।

"কুলিন? আমি কিন্তু মোটেও তাকে দেখতে পাইনি... ও... হ্। ঘটনাটা আসলে এতো দ্রুত ঘটে গেল! ও কি ভালো আছে?"

"আমার তো মনে হয় ভালোই আছে। এখানেই কোথাও আছে ও। তবে ওকে অনার জন্যে ওরা মোটেও স্ট্রেচার ব্যবহার করেনি"

আমি নিজেকে কোনোভাবেই পাগল বলে স্বীকার করতে রাজি নই। কি ঘটেছিলো? আমি যা দেখেছি তার কোনো ব্যাখা দেয়া সম্ভব নয়।

আমার মাথার এক্স-রে নেবার জন্যে ওরা এক্স-রে রুমের দিকে নিয়ে গেল। আমি

বারবারই ওদের বলতে লাগলাম যে, আমার তেমন কিছুই হয়নি এবং জেনেশুনেই আমি এ কথা বলছি। এমনকি মাথায় আমার সামান্য আঘাতও লাগেনি। আমি হাসপাতাল ছেড়ে যেতে পারবো কিনা নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম। নার্স অবশ্য এর সমাধান দিতে পারলেন না। হাসপাতাল থেকে এই মুহূর্তে আমাকে যেতে চাইলে, অবশ্যই একজন ডাক্তারের অনুমতি নিতে হবে। সুতরাং আমি ওই এ্যামারজেন্সি রুমেই আটকে রইলাম। এভাবে একঘেয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা তো বিরক্তিকর বটেই, তারপর আবার টাইলারের বকবক শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। যতোভাবে সম্ভব ও তার দুঃখ প্রকাশ করার চেষ্টা করতে লাগলো। ওর সাথে সাথে আমাকেও বুঝিয়ে বলতে হলো যে, আমার কোনো ক্ষতিই হয়নি এবং সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে, চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকলাম আমি। সত্যিকার অর্থে এভাবে আমি তাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করলাম।

"ও কি ঘুমোচ্ছে?" একটা মিষ্টি কণ্ঠ প্রশ্ন করলো। সাথে সাথে আমার চোখের পাতা খুলে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড কুলিন আমার বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছে। আমি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। কিন্তু কাজটা আমার পক্ষে সহজ হলো না—বরং আমার দৃষ্টিটা প্রণয়-কটাক্ষের মতো মনে হলো।

"এই যে এ্যাডওয়ার্ড, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত—" টাইলার নতুন করে শুরুর উদ্যগ নিলো।

ওকে থামাতে এ্যাডওয়ার্ড হাত তুললো।

"রক্ত যখন নেই, কোনো অপরাধও সংঘটিত হয়নি," হেসে, বললো এ্যাডওয়ার্ড। হাসির সময় ওর পরিষ্কার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়লো। ও এগিয়ে আমার দিকে মুখ করে টাইলারের বিছানার কোণায় গিয়ে বসলো। আমার দিকে তাকিয়ে আবার সে মুখ টিপে হাসলো।

"তো, ডাক্তাররা কি সিদ্ধান্ত জানালেন?" এ্যাডওয়ার্ড আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

"আসলে আমার কিছুই হয়নি, কিন্তু ওরা এখান থেকে সহজে ছাড়তে চাইছে না," আমি অভিযোগের সুরে বললাম। "তোমাকে দেখি দাদু-দিদার মতো বিছানার সাথে আটকে রাখেনি, ব্যাপার কি?"

"এর সবই তুমি ভালোভাবে জানো," ও জবাব দিলো। "কিন্তু, মন খারাপ করার কিছু নেই। আমি তোমাকে মন চাঙ্গা করতেই এখানে এসেছি।"

এরপর একজন ডাক্তার আমাদের রুমে ঢুকে কোণার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাকে দেখে আমার মুখ হা হয়ে গেল। ভদ্রলোকের বয়স অত্যন্ত কম—একজন তরুণ বললে ভুল বলা হবে না। সোনালি চুল এবং যতোগুলো সিনেমার নায়ক আমি দেখেছি, তাদের কারও চাইতেই কম সুন্দর নন। যদিও তার চামড়া ফ্যাকাশে ধরনের এবং চোখে-মুখে স্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ। চার্লি যেমন বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাতে স্পষ্টই বোঝায় ইনি হচ্ছেন এ্যাডওয়ার্ডের বাবা।

"তো, মিস সোয়ান।" ডা. কুলিন গম্ভীর কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, "এখন তুমি কেমন বোধ করছো?"

"আমি ভালো আছি," আবার আমাকে কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে হলো।

আমার মাথার ওপর দেয়ালের সাথে আটকানো লাইটটা অন করলেন তিনি।

"তোমার এক্স-রে দেখলাম, খারাপ কিছুই পাওয়া যায়নি," ভদ্রলোক বললেন "তোমার মথায় কি কোনো আঘাত লেগেছিল? এ্যাডওয়ার্ড বলছিলো, মাথায় তুমি বেশ ভালোই আঘাত পেয়েছো।"

"আমার মাথায় কোনো ব্যথাই নেই," আবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে হলো আমাকে। আমি ভ্রু কুঁচকে একবার এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম।

ডাক্তার সাহেব তার ঠাণ্ডা আঙুল আমার মাথার ওপর বুলাতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তার হাত বুলানোর কারণে আমি সঙ্কুচিত হয়ে উঠছি।

"ব্যথা লাগছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"না, তেমন নয়।" আমার আসলে মাথায় সুড়সুড়ি লাগছিলো।

আমি হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম এ্যাডওয়ার্ড হাসছে। আবার আমি ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালাম।

"বেশ, তোমার বাবা ওয়েটিং রুম-এ অপেক্ষা করছেন—তুমি ইচ্ছে করলে তার সাথে বাড়ি ফিরে যেতে পারো। তবে মাথা ঘুরলে কিংবা চোখে ঝাঁপসা দেখলে অবশ্যই এখানে চলে আসবে।"

"আমি কি স্কুলে ফিরে যেতে পারি?" জিজ্ঞেস করলাম। সম্ভবত চার্লি আমার এই সিদ্ধান্তে রাজি হবেন না।

"তুমি আজ বিশ্রাম নিলেই ভালো করতে।"

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে একনজর তাকালাম "ও কি আজ স্কুলে ফিরে যাচ্ছে?"

"কেউ স্কুলে এই শুভ সংবাদটা জানিয়ে দিয়েছে যে, আমরা বেঁচে আছি।" এ্যাডওয়ার্ড হাসতে হাসতে বললো।

"সত্যি বলতে," ডা. কুলিন কথাটা সংশোধন করার মতো করে বললেন, "বেশির ভাগ স্কুলকেই মনে হয় যেন একটা ওয়েটিং রুম।"

"ওহ্ নাহ্," মুখ ঢেকে আমি বিড়বিড় করে বললাম।

ডা. কুলিন ভ্রু কুঁচকালেন। "তুমি কি এখানে থাকতে চাইছো?"

"না, নাহ্!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম প্রায়। পা জোড়া বিছানার একপাশে ছুঁড়ে দিলাম দ্রুত নামার জন্যে—আমি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম, ডা. কুলিন আমাকে ধরে ফেললেন। তাকে আমার ব্যাপারে বেশ সচেতন বলে মনে হলো।

"আমি ঠিক আছি," আবার আমি তাকে নিশ্চিত করলাম। তাকে বলার প্রয়োজন বোধ করলাম যে, আঘাত লাগার পর থেকে ভারসাম্য সমস্যায় ভুগছি।

"ব্যথার জন্যে কিছু টাইলেনল নিতে পারো," আমাকে একটু নিরীক্ষণ করে উপদেশ দিলেন।

"আমি তেমন কোনো আঘাত পাইনি," বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম তাকে।

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী," ডা. কুলিন মিষ্টি হেসে বললেন।

"ওই ভাগ্য বয়ে এনেছে এ্যাডওয়ার্ড, ও আমার পাশেই দাঁড়ানো ছিলো," ওর

দিকে কটাক্ষ করে জবাবদিহি করলাম।

"ও, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো," কিছু কাগজ দেখতে দেখতে ডা. কুলিন আমাকে সমর্থন জানালেন। এরপর তিনি দৃষ্টি ফেরালেন টাইলারের দিকে। তিনি টাইলারের বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"আমার ভয় হচ্ছে, তোমাকে বোধহয় আমাদের সাথে বেশ কয়েকদিন থাকতে হবে," তিনি টাইলারের ক্ষতগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললেন।

ডাক্তার সাহেব ঘুরে যাওয়ায় আবার আমি এ্যাডওয়ার্ডের মুখোমুখি হতে পারলাম।

"মিনিট খানিক তোমার সাথে কি আমি কথা বলতে পারি?" ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলে হিসহিস করে বললাম কথাটা। ও আমার কাছ থেকে খানিকটা পিছিয়ে গেল—দেখলাম ওর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে।

"তোমার বাবা অপেক্ষা করছেন," দাঁতের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুতভাবে সে কথাটা উচ্চারণ করলো।

আমি ডা. কুলিন এবং টাইলারকে একবার দেখে নিলাম।

"আমি তোমার সাথে একা কিছু কথা বলতে চাই অবশ্য তুমি যদি কিছু মনে না করো," আমি বেশ জোর দিয়ে বললাম কথাটা।

ও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে পেছন ফিরে দীর্ঘ রুমটার ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। আমাকে প্রায় দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরতে হলো। সাথে সাথে ও হলওয়ের কোণার দিকে খানিকটা সরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ও সরাসরি এবার আমার মুখের দিকে তাকালো।

"তুমি কি চাও?" একরাশ অবজ্ঞা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলো। ওর চোখ জোড়া অনুভূতিহীন।

ওর অবন্ধুসুলভ আচরণে আমি ক্ষুব্ধ হলাম। যেমনভাবে তাকে পাল্টা উত্তর দিতে চেয়েছিলাম, তার চাইতে অবশ্য ভদ্রভাবেই উত্তর দিলাম আমি। "তোমাকে আমার একটা ধন্যবাদ জানানোর অন্ততপক্ষে সুযোগ দেয়া উচিত।" আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

"আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছি—এর ভেতর ধন্যবাদ বা ঋণ স্বীকারের কিছু নেই।"

আমি ওর কথায় আবার ডতক্কতা লক্ষ করলাম। "তুমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলে।"

"বেলা, তুমি মাথায় ব্যথা পেয়েছো। সম্ভবত কী বলছো তুমি তা নিজেই জানো না।" কাটাকাটাভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করলো এ্যাডওয়ার্ড।

আমার রাগ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। আমি ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। "আমার মাতায় কিছুই হয়নি এ্যাডওয়ার্ড।"

পাল্টা একই রকম দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকালো। "বেলা, তুমি আমার কাছে কি জানতে চাও?"

"আমি আসল সত্যটা জানতে চাই," আমি বললাম। "জানতে চাই, তোমার কারণে আমি কেন মাটিতে পড়ে ছিলাম।"

"তোমার কি ধারণা?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো ও।

আমার দ্রুত সব মনে পড়ে গেল।

"আমি যতোটুকু জানি, ওই সময় তুমি আমার ধারে কাছে ছিলে না—এমনকি টাইলার তোমাকে দেখতে পায়নি। সুতরাং তুমি এখন বলতে পারো না যে মাথায় আঘাত লেগে আমার সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ওই ভ্যান আমাদের দু'জনকেই চেপে ভর্তা করে দেবার কথা ছিলো—কিন্তু আমাদের তেমন কিছুই হয়নি—এবং তোমার হাতের আঘাতে ওই গাড়ির বাম দিকে গভীর এক গর্তের সৃষ্টি হয়েছে—এবং তুমি অন্য গাড়িতেও আঘাতের দাগ সৃষ্টি করেছো, এবং তোমার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই—এবং ওই ভ্যান আমার পা একেবারে থ্যাতলে দিতে পারতো, কিন্তু তুমি গাড়িটা উঁচু করে ধরে রেখেছিলে ..." এক নাগাড়ে জোর দিয়ে কথাগুলো বলে আমি চুপ করে গেলাম—আমি আর কিছুই বলতে পারলাম না।

বিভ্রান্তের মতো ও আমার দিকে তাকালো। কিন্তু ওর মুখে আগের মতোই দৃঢ় করে রেখেছে।

"তোমার ধারণা গাড়িটা আমি উঁচ করে ধরে রেখেছিলাম?" আমার কথায় পাত্তা না দিয়ে প্রশ্ন করলো আমাকে। কিন্তু ওর এধরনের অবজ্ঞাসূচক প্রশ্ন শুনে আমার বিভ্রান্তি বরং আরও বেড়ে গেল। ও এমনভাবে আমার কথাগুলো উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে, যা একমাত্র পাকা অভিনেতারাই পারে।

চোয়াল শক্ত রেখে আমি শুধু একটু মাথা নাড়লাম।

"কেউই তোমার কথা বিশ্বাস করবে না, তুমি তা জানো?" ওর কণ্ঠস্বর রীতিমতো এখন এক ধরনের উপহাস।

"আমি কাউকে বলতেও যাচ্ছি না।" রাগ দমন করে, শান্ত কণ্ঠে খুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলাম কথাগুলো।

ওর চোখে-মুখে এক ধরনের বিস্ময় খেলা করে গেল। "এটা কোনো ঘটনা হলো?"

"এটা আমার কাছে ঘটনা," আমি উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বললাম। "আমার মিথ্যে বলার কোনো কারণ নেই—সুতরাং আমার জানার প্রয়োজন আছে, ওই ঘটনাগুলোর বিষয়ে আমি কেন বললাম?"

"তাহলে তুমি আমাকে শুধু ধন্যবাদ জানাতে চাও না, এর চাইতেও বেশি কিছু জানতে চাও।"

"ধন্যবাদ তোমাকে।" আমি ওর ব্যাখ্যা কোণার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম।

"তুমি তাহলে আর এ বিষয়ে কথা বাড়াবে না, নাকি?"

"না।"

"তাহলে, এক্ষেত্রে বলা যায় এক্ষেত্রে বলা যাবে না শুনতেই তুমি বেশি পছন্দ করছো।"

আমরা নিশ্চুপভাবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমিই প্রথম কথা বলার চেষ্টা করলাম, নিজেকে তার সামনে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করলাম। দুর্ঘটনার সময় আমি প্রথম তার সুন্দর মুখ বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখেছি। আমার একবার মনে হয়েছে ও কোনো দেবদূত—উপর থেকে আমাকে উদ্ধারে নিচে নেমে এসেছে।

"তুমি কেন এই বিষয়টা নিয়ে এখনও অস্বস্তিবোধ করছো?" শান্তকণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলাম।

ও খানিকক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলো। মনে হলো, আমি বোধহয় ওর মন জয় করতে পেরেছি।

"আামি বলতে পারবো না," ফিসফিস করে ও বললো।

এরপর পেছন ফিরে ও হাঁটতে লাগলো।

আমি প্রচণ্ড রেগে গেলাম। এমনকি রাগের কারণে খানিকক্ষণের জন্যে আমি নড়তে পর্যন্ত পারলাম না। খানিক বাদে হলওয়ের বাহির পথ দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

যতোটা ভয় পেয়েছিলাম, তারও চাইতে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করার পর। মনে হলো ফরক্স্ শহরের সমস্ত মানুষই যেন এসে হাজির হয়েছে এখানে—সবাই আমার পরিচিত মুখ, সবাই আমার দিকে ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখে চার্লি দ্রুত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

"আমার কোনো ক্ষতিই হয়নি," তাকে ভরসা দিয়ে বললাম। এখনও আমি বেশ ক্ষেপে আছি। কারও সাথে তর্কবিতর্ক করার মোটেও আমার ইচ্ছে নেই।

"ডাক্তার সাহেব কি বললেন?"

"ডা. কুলিন আমাকে দেখেছেন। উনি বলেছেন যে, আমি ভালোই আছি এবং ইচ্ছে করলেই বাড়ি ফিরে যেতে পারি।" আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। মাইক, জেসিকা, এরিক—সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে ওয়েটিং রুমে। প্রথম থেকেই তাদের দৃষ্টি আমাদের ওপর নিবদ্ধ। "চলো যাওয়া যাক" আমি তাগাদা দিলাম।

চার্লি আলতোভাবে আমার পিঠের ওপর হাত রাখলেন, তবে তার হাতের দৃঢ় স্পর্শ অনুভব করলাম না। আমার বেরুবার জন্যে তিনি নিজেই কাচের দরজা মেলে ধরলেন। আমি আড়চোখে বন্ধুদের দিকে তাকালাম—ওদের ভরসা দেবার চেষ্টা করলাম যে আমার কিছুই হয়নি। বাইরে বেরিয়ে এসে বড়ো রকমের স্বস্তি অনুভব করলাম—অনেকক্ষণ বাদে অন্ততপক্ষে একটু হলেও ভালো লাগলো—খানিক দূরে এগিয়ে আমি ক্রুজারে চেপে বসলাম।

চলার পথে আমরা কোনো কথাই বললাম না। চিন্তায় নিজেকে এতোটাই আচ্ছন্ন করে রাখলাম যে, প্রায় ভুলেই গেলাম চার্লি আমার পাশে বসে আছে। এ্যাডওয়ার্ডের আত্নপক্ষ সমর্থনের বিষয়টা নিয়ে আমি এখনও চিন্তা করছি। ও যেভাবে ঘটনাটাকে অস্বীকার করলো, তাতে মনে হলো যেন, আমাকে সমর্থন জানানোর মতো কোনো সাক্ষীই খুঁজে পাবো না।

বাড়ি পৌঁছানোর পর চার্লি প্রথম মুখ খুললেন।

"উম্ প্রয়োজন হলে তুমি রেনিকে ফোন করতে পারো।" অযথাই চার্লি এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগছেন। তিনি মাথাটা নুইয়ে ফেললেন।

আমি আতংকে উঠলাম। "তুমি মাকে জানাবে!"

"দুঃখিত!"

ক্রুজারের দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে তুলনামূলকভাবে আমাকে একটু বেশি-ই শক্তি প্রয়োগ করতে হলো।

মা নিঃসন্দেহে আমার এই সংবাদ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন। তাকে শান্ত করতে কমপক্ষে ত্রিশবার বলতে হবে যে, আমি ভালো আছি। বাড়ি ফেরার জন্যে মা অনুনয় করতে থাকবেন—এই মুহূর্তে যে তার বাড়িটা খালি পড়ে আছে, সে কথাই ভুলে বসে থাকবেন। এ্যাডওয়ার্ডের আকস্মিক আবির্ভাব নিয়ে বিভ্রান্ত,—রীতিমতো আমার কাছে বিষয়টা রহস্যজনক। তার চাইতেও বেশি বিভ্রান্তিকর হচ্ছে ব্যক্তি এ্যাডওয়ার্ড। বোকা। বোকা। বোকা। মানসিকভাবে সুস্থ একজন যেভাবে পালাতে পারবে, ইচ্ছে করলেই আমি এই ফরকস্ থেকে পালাতে পারবো না।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, রাতে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে হবে। চার্লি উৎকণ্ঠিতভাবে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন, বিষয়টাতে আমি শুধু অস্বস্থিই বোধ করছি। বাথরুম থেকে নিয়ে তিনটা টাইলেনল গিলে ফেললে বোধহয় কিছুটা স্বস্তি বোধ করবো। ওগুলো আমার যথেষ্ট উপকারে আসবে—ব্যথা ভুলিয়ে দেবে, আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবো।

এটাই আমার প্রথম রাত, যে রাতে আমি এ্যাডওয়ার্ড কুলিনকে স্বপ্নে দেখলাম।

চার

আমার স্বপ্নটা একেবারেই অস্পষ্ট, এবং মনে হলো এ্যাডওয়ার্ডের শরীর থেকে হালকা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কিন্তু আমি ওর মুখটা দেখতে পেলাম না—শুধুমাত্র পেছন ফিরে ও হেঁটে যাচ্ছে—আমার কাছে থেকে ও দূরে সরে যেতে চাইছে, অথবা অন্ধকারে আমাকে একা রেখে পালিয়ে যেতে চাইছে। জানি না কতো জোরে দৌড়ালাম, কিন্তু ওকে ধরতে পারলাম না; জানি না কতো জোরে ওর নাম ধরে ডাকলাম, ও আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। ঝামেলা বাধলো, মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, কিন্তু শত চেষ্টা করেও আর ঘুমাতে পারলাম না। এরপর থেকে প্রায় প্রতি রাতের স্বপ্নে ওকে আমি দেখতে লাগলাম। অবশ্য প্রতিবারই ও আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেল।

দুর্ঘটনার পর সারা মাসটাই আমার অস্বস্তিতে কেটে গেল, টান টান উত্তেজনা এবং সর্বোপরি বিব্রতকর অবস্থা।

দুর্ঘটনার পর সমস্ত সপ্তাহ জুড়ে আমাকে আতঙ্ক তাড়া করে ফিরলো টাইলার ক্রোলে ক্রমশই দুর্বিসহ হয়ে উঠতে লাগলো। আমার চারদিকে ঘুরঘুর করে শুধু তার অপরাধের কারণে ক্ষমা চাইতে লাগলো। আমিও তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম সবকিছু ভুলে যাওয়ার জন্যে—সত্যিকার অর্থে যেহেতু আমার কোনো ক্ষতিই হয়নি, সেখানে তার এতোবার ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই—কিন্তু তাকে কোনোভাবে নিবৃত্ত করা গেল না। প্রতিটা ক্লাসেই ও আমাকে অনুসরণ করতো বটেই, ঠাসাঠাসি লাঞ্চ টেবিলে আমাদের সাথে নিয়মিতভাবে বসতেও শুরু করলো। মাইক এবং এরিক-এর সাথেও তার গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। এরিক এবং মাইক, দু'জনের ভেতর যে গাঢ় বন্ধুত্ব ছিলো, আমার কাছে মনে হলো তার চাইতেও বেশি গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে টাইলারের

সাথে। বুঝতে পারলাম, আরেকজন অ-আমন্ত্রিত ভক্তের সংখ্যা আমার বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি অনেকবারই এ্যাডওয়ার্ডকে হিরো হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু কেউই আমাকে তেমনভাবে সমর্থন জানালো না—ও কীভাবে ওই গাড়ির সামনে থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়েছিলো, হয়তো আমি যে গাড়ির আঘাতে দুমড়ে-মুচড়ে যেতাম—কিছুই ওদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। অবশ্য আমি ওদের বিশ্বাস স্থাপনের চেষ্টা চালিয়েই যেতে লাগলাম। জেসিকা, মাইক, এরিক, এমনকি অন্যান্যদের ভেতর থেকে কেউই স্বীকার করলো না, গাড়িটা ধেয়ে আসার সময় এ্যাডওয়ার্ড ওখানে উপস্থিত ছিলো।

যতোবারই আমি চিন্তা করলাম, ততোবারই আমার কাছে বিষয়টা রহস্যজনক বলে মনে হলো। ওরা এতো কাছে দাঁড়িয়ে থাকার পরও এ্যাডওয়ার্ডকে দেখতে পেলো না কেন! আকস্মিকভাবে ও যদি পাশে না থাকতো, আমার জীবন রক্ষা করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিলো না। অনেক ভেবে, এর সম্ভাব্য একটা কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম—প্রথম থেকে এ্যাডওয়ার্ডকে আমি আসলে যেভাবে এড়িয়ে চলেছি, স্কুলের কেউ-ই সেভাবে এড়িয়ে চলেনি— যেভাবে দূরত্ব বজায় রেখে আমি তাকে নিরীক্ষণ করেছি, আর কেউ-ই তা করেনি। বিষয়টা আসলেই অদ্ভুত।

ক্লাসে যখন ও এসে বসেছিলো, টেবিলটা তখন সম্পূর্ণ খালি ছিলো। আমার উপস্থিতি মোটেও সে খেয়াল করেনি। মাঝে মাঝে তার আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠতে দেখেছি—চামড়া ভেদ করে সাদা হাড়ও যেন দেখতে পেয়েছি আমি—তার দিন কয়েকের অনুপস্থিতি আমার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ও মনে করছে, টাইলারের ভ্যানের সামনে থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়নি—তার এমন ভাবনার আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই।

তার সাথে কথা বলতে আমি অতি উৎসাহী ছিলাম। এবং ওই দুর্ঘটনার পর এই উৎসাহ বরং বেড়েই গেছে। শেষবার তার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো এ্যামারজেন্সি রুমের বাইরে, আমরা দু'জনেই নিঃসন্দেহে খুব রেগে ছিলাম। আমি এখন পর্যন্ত রেগে আছি এই কারণে যে, সত্য বলার পরও ও আমাকে অবিশ্বাস করেছে—যদিও আমি প্রথমে যে বিশ্বাস নিয়ে ছিলাম, এখনও তাতেই অটল রয়েছি। কিন্তু ও আমার জীবন রক্ষা করেছে, কীভাবে করেছে সেটা বড়ো কথা নয়, এবং রাত বাড়ার সাথে সাথে আমার রাগ ক্রমশই কমতে থাকে।

ও আমার সাথে নিয়মিতভাবেই বায়োলজি ক্লাসে উপস্থিত থাকছে। তবে ওর দৃষ্টি সবসময় সামনের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। আমি বসে বসে চিন্তা করি কখোন আমার দিকে ফিরে তাকাবে। আমি যে ওর পেছনে বসে আছি, ওর আচরণে কখনোই তা প্রকাশ করে না।

"হ্যালো এ্যাডওয়ার্ড," শান্ত কণ্ঠে বললাম তাকে। বুঝাতে চাইলাম, আমি সেই আমার মতোই আছি।

আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই, পেছন ফিরে শুধু একটু মাথা নাড়ালো। এরপর আবার সে ভিন্ন দিকে তাকিয়ে রইলো।

এভাবেই তার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ—যদিও প্রতিদিন ও আমার কাছাকাছিই

থাকে, মাত্র আমার কাছ থেকে ফুট খানিক দূরত্বে। মাঝে মাঝেই আমি ওকে দেখার চেষ্টা করি—নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেও আমার পক্ষে তা সম্ভব হয় না—ক্যাফেটারিয়া কিংবা পার্কিং লট-এ তাকে দেখার চেষ্টা করি। আমি লক্ষ করলাম, দিন দিন তার সোনালি চোখের রঙ গাঢ় হয়ে উঠছে। তবে ক্লাসের ভেতর থাকার সময় তাকে দেখে আমি তেমন কোনো উত্তেজনা বোধ করি না। আমি এক ধরনের বিভ্রান্তির ভেতর আছি। স্বপ্নে ওকে প্রতিরাতেই দেখতে লাগলাম।

ক্রমাগত মিথ্যে বলার কারণে মা'র দুঃশ্চিন্তা ক্রমশ কমে আসতে লাগলো। টেলিফোনে এখন আর তাকে আগের মতো এতোটা উতলা মনে হয় না। তাকে প্রতিবার একই কথা বলি, আবহাওয়ার ছাড়া কোনো কিছুতেই বিরক্তি নেই এখানে।

মাইক ইতোমধ্যে অন্তত পক্ষে আমার একজন ভালো ল্যাব পার্টনার হয়ে উঠতে পেরেছে। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধারের পর মাইককে বেশ খানিকটা উৎকণ্ঠিত মনে হয়েছিলো। বিষয়টা এমন নয় যে, আমি বেঁচে গেছি বলে তার এই উৎকণ্ঠা—আমি এ্যাডওয়ার্ডের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছি ভেবেই এই উৎকণ্ঠা। এখন তার অনেক আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। প্রতিদিন বায়োলজি ক্লাস শুরু হওয়ার আগে, টেবিলের কোণায় বসে আমার সাথে গল্প করে। এ্যাডওয়ার্ড যেমন আমাদের কাউকেই পাত্তা দিতে চায় না, মাইকও তেমনি এ্যাডওয়ার্ডকে পাত্তা দেবার চেষ্টা করে না।

ওই দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে বরফ পড়ার বিষয়টা আমার কাছে বেশ সহনীয় হয়ে এসেছে। মাইক এখন স্নো-বল খেলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে, তবে সুযোগ পেলে বীচ্-এ ঘুরে বেড়ানোর আগ্রহ এখনও হারায়নি। যদিও ইদানিং শহরে খুব বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং বলা চলে সমস্ত সপ্তাহ এই একইভাবে কেটে গেল।

জেসিকা এরই ভেতর একটা বিষয়ে আমাকে বিচলিত করে তুললো—মার্চের প্রথম মঙ্গলবার ও এসে হঠাৎ বললো, সপ্তাহ দুই বাদে মেয়েদের যে বসন্ত নৃত্যের আয়োজন করা হয়েছে, তাতে সে মাইককে আমন্ত্রণ জানাতে চায়। মাইককে আমন্ত্রণ জানানো যাবে কিনা, তার অনুমতি চাইতে এসেছে আমার কাছে।

"ঠিক তো তুমি কিছু মনে করছো না নিশ্চয়ই তোমাদের তাকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা ছিলো না?" তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে আমি কিছুই মনে করবো না বলাতে ও অতি উৎসাহী হয়ে প্রশ্ন করলো আমাকে।

"না, জেস্, আমি কিছুই মনে করবো না," নিশ্চিত করলাম তাকে। নাচ বিষয়টা আমি ভালোভাবে রপ্ত করতে পারিনি।

"বিষয়টা নিঃসন্দেহে এক ধরনের মজা।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও আমার মন রক্ষা করার চেষ্টা করলো। মনে হলো যে জেসিকা আমার সান্নিধ্য লাভের চাইতেও আমার অনির্বচনীয় জনপ্রিয়তার প্রতিই বেশি উৎসাহী।

"তোমরা মাইকের সাথে বেশ ভালো সময় কাটাতে পারবে।" আমি তাকে উৎসাহ দিলাম।

পরদিন আমি অবাক হয়ে দেখলাম, জেসিকা ত্রিকোনমিতি এবং স্প্যানিস ক্লাসে একেবারে চুপ মেরে আছে। নিঃশব্দে ও আমার পাশ দিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করলো। কেন

সে এভাবে চুপ মেরে গেল, তা জিজ্ঞেস করার সাহসও আমার হলো না। মাইক যদি তার প্রতি বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠে, জেসিকা ইচ্ছে করলেই তা আমাকে জানাতে পারতো।

আমার ধারণাই সত্য প্রমাণ হলো। লাঞ্চের সময় জেসিকা যতোটা সম্ভব মাইকের কাছে থেকে দূরে সরে বসলো। এরিকের সাথে বসে অযথাই বকবক করতে লাগলো। সব মিলিয়ে মাইককে অত্যন্ত শান্ত মনে হলো।

ক্লাসেও তাকে অত্যন্ত শান্ত মনে হলো—চোখে-মুখে তার এক ধরনের অস্বস্তি। মাইকের এ ধরনের আচরণ আমার কাছে মোটেও ভালো লক্ষণ বলে মনে হলো না। তবে আমার সিটে বসার পূর্ব পর্যন্ত বিষয়টা নিয়ে একবারের জন্যেও মুখ খুললো না। মাইক আমার ডেস্কের ওপর উঠে বসলো।

"তো," মাইক মেঝের দিকে তাকিয়ে বললো, "জেসিকা আমাকে 'বসন্ত-নৃত্যে' উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।"

"দারুণ ব্যাপার!" যতোটা সম্ভব উৎসাহিত হয়ে বললাম।

"তবে " আমার হাসি দেখে মাইক তালগোল পাকিয়ে ফেললো। সহজেই বুঝতে পারলাম, আমার সমর্থনে ও মোটেও খুশি হতে পারেনি। "আমি ওকে জানিয়েছি যে, বিষয়টা আমি চিন্তা করে দেখবো।"

"তুমি তা করতে গেলে কেন?" যতোটা সম্ভব কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন এনে প্রশ্ন করলাম ওকে। যদিও আমি মনে মনে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলাম। এই ভেবে যে, মাইক প্রায় জেসিকাকে না বলে দিয়েছে।

ওর মুখটা রক্তিম হয়ে উঠলো। আবার সে খানিকক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার মধ্যস্থতায় ওকে খানিকটা মর্মাহত মনে হলো।

"তোমার এ ধরনের পরিকল্পনা নেবার আগে আমাকে অবশ্যই জানানো উচিত ছিলো।"

আমার ভেতর জমে ওঠা রাগটা প্রশমিত হওয়ার জন্যে আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, সামনের টেবিল থেকে এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

"মাইক, আমার মনে হয় তাকে তোমার 'হ্যাঁ' বলা উচিত ছিলো," আমি বললাম।

"তুমি কি ইতোমধ্যে এ বিষয়ে কাউকে জানিয়েছো?" এ্যাডওয়ার্ড কি মাইকের চোখের অভিব্যক্তি লক্ষ করলো?

"না," আমি তাকে নিশ্চিত করলাম, "আমি অন্তত ওখানে নাচতে যাচ্ছি না।"

"কেন নয়?" মাইক জানতে চাইলো।

নাচ পরিবেশন করতে গিয়ে কোনো বিপত্তি বাঁধাতে পারি, সে কথা আর তাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলাম না।

"ওই শনিবার আমি সিয়েটেল যাচ্ছি," আমি কারণ দর্শালাম। যেভাবেই হোক, ওদিন আমাকে শহরের বাইরে থাকতে হবে—আকস্মিক শহরের বাইরে যাওয়ার এটাই আসল সময়।

"সাপ্তাহিক অন্য কোনো ছুটির দিনে কি তুমি ওখানে যেতে পারতে না?"

"আমি আসলে দুঃখিত মাইক, তা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না," আমি বললাম। "সুতরাং তুমি আর জেসিকাকে অযথা আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বলো না—এটা খারাপ দেখাবে।"

"হ্যাঁ..., তোমরাই আসলে ঠিক, বিড়বিড় করে বললো মাইক। এরপর ও মুখ ঘুরিয়ে ডেস্ক থেকে নেমে, নিজের ডেস্কে গিয়ে বসলো। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম—মুষ্ঠিবদ্ধ করে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করলাম। আমার মনে মাইকের প্রতি যে করুণা জেগে উঠেছিলো, তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। মিস্টার ব্যানার তার লেকচার শুরু করলেন। আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চোখ খুললাম।

একই রকম উৎসুক্য দৃষ্টিতে এ্যাডওয়ার্ড খানিক বাদে বাদে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ওর কালো চোখে এক ধরনের স্পষ্ট হতাশা ফুটে উঠেছে।

আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। নিঃসন্দেহে অবাক হওয়ার মতো বিষয়। আশা করলাম ও তার দৃষ্টি ফিরিয়েই রাখুক। কিন্তু তার বদলে খানিক বাদে বাদে আমার দিকে একইভাবে তাকাতে লাগলো। এক্ষেত্রে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। আমার হাত রীতিমতো কাঁপতে লাগলো।

"মিস্টার কুলিন?" একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন টিচার। অবশ্য মিস্টার ব্যানারের প্রশ্নটা আমিও শুনতে পাইনি।

"দ্য ক্রেবস সাইকোল," এ্যাডওয়ার্ড জবাব দিলো। মিস্টার ব্যানারের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিতে পেরে ও স্বস্তিবোধ করলো।

যতো দ্রুত সম্ভব আমি বইয়ের পৃষ্টায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম—হয়তো আমার একটা স্থান খুঁজে নেবার চেষ্টা করলাম। ভীতু মেয়ের মতো ডান বাহুর আড়ালে মুখ লুকালাম। বিশ্বাস করতে চাই না, আমি প্রচণ্ডভাবে আবেগ তাড়িত হয়ে আছি—শুধু একটা কথাই ভাবছি, ইতোমধ্যে আধ-ডজন সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও এ্যাডওয়ার্ড প্রথমবারের মতো আজ আমার দিকে সরাসরি তাকিয়েছে। আমার ওপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ মনে হয় না আমি সেভাবে তাকে দিয়েছি। এটা দুঃখজনক—দুঃখজনক ঘটনার চাইতেও হয়তো বেশি কিছু, এটা অসহনীয়।

বাকি সময়টুকুতে তাকে ভয় না পাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। বিষয়টা প্রথম থেকে আমার জন্যে বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো—অন্তত পক্ষে তাকে যে ভয় পাই সেটা সেখানে আমি জানাতে চাই না। শেষে ঘন্টি যখন বেজে উঠলো, ওর দিকে পেছন ফিরে আমার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে লাগলাম, একই সাথে আশা করলাম এ্যাডওয়ার্ডও ক্লাস ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে যাক।

"বেলা?" ওর কণ্ঠস্বর আমার কাছে মোটেও পরিচিত মনে হলো না।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওর দিকে ফিরে তাকালাম। আমি ঠিক জানি না ওর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন অনুভূতি হবে। এ্যাডওয়ার্ডের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালাম, তবে ওর অভিব্যক্তি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ও আমাকে কিছুই বললো না।

"কি? তুমি কি আমার সাথে আবার কথা বলতে ইচ্ছুক?" বাধ্য হয়েই এ ধরনের প্রশ্ন করতে হলো আমাকে। মনের অজান্তেই রুক্ষ স্বরে কথাগুলো বললাম তাকে।

ওর ঠোঁটজোড়া একটু কেঁপে উঠলো। "না, না-তেমন কিছু নয়," ও জবাবদিহি করার চেষ্টা করলো।

আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। দাঁতে দাঁত চেপে ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। ও কোনো কিছু কোণার আশায় অপেক্ষা করে রইলো।

"তো, এ্যাডওয়ার্ড তুমি আমার কাছে কি চাও?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। আগের মতোই চোখ-জোড়া আমি বন্ধ করে রেখেছি। এভাবে তার সাথে কথা বলাটা আমার কাছে অনেক সহজ মনে হলো।

"আমি দুঃখিত।" আন্তরিক কণ্ঠে ও দুঃখ প্রকাশ করলো। "আমি জানি তোমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছি। তবে, একদিক থেকে বোধহয় ভালোই হয়েছে।

আমি চোখ খুললাম। বুঝলাম, ও গুরুত্ব সহকারেই কথাগুলো বলছে।

"তুমি কি বলতে চাইছো, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না," কণ্ঠস্বরটা যতোটা সম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা করলাম।

"মনে হয় আমাদের বন্ধুত্ব চুকিয়ে ফেললেই ভালো হয়," ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো। "তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।"

ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম। তার এই অভিলাষ আমার আগে থেকেই জানা।

"তোমার এই অভিলাষ আগে থেকে না জানিয়ে বড়ো ধরনের অন্যায় করেছো," দাঁত চেপে কথাগুলো উচ্চারণ করলাম।

"অন্যায় করে তুমি তা সংশোধন করার চেষ্টা করছো।"

"অন্যায় করে সংশোধন করার চেষ্টা?" আমার কথা, আমার কণ্ঠস্বর নিঃসন্দেহে তাকে ভড়কে দিয়েছে। "কোন ধরনের অন্যায়ের সংশোধন?"

"ওই শয়তান ভ্যানটা আমাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিক, তুমি তা চাওনি।"

ও বিস্ময়ে হতবাগ হয়ে গেল। একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে ও আমার দিকে তাকালো।

যখন ও মুখ খুললো, রীতিমতো তাকে বিভ্রান্ত বলে মনে হলো। "তোমার ধারণা, আমি তোমার জীবন রক্ষা করে ভুল করেছি?"

"আমি জানি তুমি সেটাই করেছো," রুক্ষ কণ্ঠে বললাম তাকে।

"তুমি আসলে কিছুই জানো না।" ওকে রীতিমতো পাগলের মতো মনে হলো।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম, তারপর দরজার দিকে রওনা হলাম। কিন্তু দরজার চৌকাঠে গোড়ালি আটকে হোঁচট খেলাম—আমার হাতে ধরা বইগুলো বিক্ষিপ্তভাবে মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়লো। খানিকক্ষণের জন্যে আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। একবার ভাবলাম, ওগুলো ফেলে রেখেই এগিয়ে যাই। এরপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ওগুলো একটা একটা করে তুলে নিতে লাগলাম। ও আমার পাশেই দাঁড়ানো, ইতোমধ্যে অনেক কয়েকটা বই সে গুছিয়ে ফেলেছে। বইগুলো ও আমার হাতে তুলে দিলো, এখনো তার মুখ কঠিন হয়ে আছে।

"অসংখ্য ধন্যবাদ," বরফ শীতল কণ্ঠে তাকে বললাম।

এবারও সে চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকালো।

"তোমাকেও ধন্যবাদ," আমার ধন্যবাদ সে ফিরিয়ে দিলো।

দ্রুত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমি ওর দিক থেকে পেছন ফিরে তাকালাম, এবং সোজা জিম-এর দিকে রওনা হলাম, একবারও ওর দিকে ফিরে তাকালাম না।

জিম আমার কাছে বরাবরই একটা অস্বস্তিকর স্থান। বাস্কেট বল খেলার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম আমরা। টিমের সহখেলোয়াররা সহজে আমার হাতে বল দিতে চায় না। সেটা অবশ্য এক দিক দিয়ে ভালোই, তবে ঝুড়িতে বল ফেলতে আমি নেহায়েত কম পারি না। মাঝে মাঝে লোকজনের সান্নিধ্যে আমার কাছে বেশ ভালোই লাগে। আজকের কথা অবশ্য একেবারেই ব্যতিক্রম, কারণ আমার সমস্ত মাথা দখল করে রেখেছে—এ্যাডওয়ার্ড। আমার পায়ের ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে সচেতন হওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভারসাম্য হারিয়ে আবার পিছলে পড়লাম।

স্কুল ছুটির পর সবসময়ই এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করা যায়। ফিজিক্যাল এক্সেরসাইজ ক্লাসের পর আমিও এই স্বস্তি অনুভব করলাম। ট্রাকের দিকে আমি প্রায় দৌড়েই গেলাম; স্থানটাতে অনেক ছেলে-মেয়ের জটলা—এদের প্রত্যেককে-ই আমি এড়িয়ে যেতে চাই। দুর্ঘটনায় আমার ট্রাকের খুব সামান্যই ক্ষতি হয়েছে। আমাকে টেইল লাইটটা পাল্টাতে হতে পারে, এবং আগের রঙটাকে যদি নিখুঁত রাখতে চাই, তাহলে সামান্য একটু রঙের প্রলেপ লাগাতে হবে।

ট্রাকের কাছে এসে প্রায় আঁতকে উঠলাম। আমি দেখলাম দীর্ঘদেহী আবছা একটা দেহাবয়ব আমার ট্রাকের পাশে ঝুঁকে আছে। অল্পক্ষণেই অবশ্য বুঝতে পারলাম ওই দেহাবয়বটা এরিকের। আবার আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

"এই যে, এরিক," আমি ওকে ডাকলাম।

"হ্যালো, বেলা।"

"কিছু ঘটেছে নাকি?" গাড়ির লক খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলাম আমি। প্রথম দিকে তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন মোটেও লক্ষ করিনি। সুতরাং তার পরবর্তী কথাটা রীতিমতো আমাকে অবাক করলো।

"ওহ, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি ... তুমি নাকি আমার সাথে বসন্ত নৃত্যে অংশ নিতে চাইছো?" কথাগুলো বলতে বলতে শেষ পর্যায়ে এসে তার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে এলো প্রায়।

"আমার মনে হয় এটা মেয়েদের সম্পূর্ণ নিজস্ব অভিরুচি" নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করতে, কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে বললাম।

"বেশ, হ্যাঁ সেটাইতো," লাজুক মুখে, বাধ্য হয়ে ও আমার কথায় সমর্থন জানালো।

নকল গাম্ভীর্য আমি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলাম না—যতটা সম্ভব মিষ্টি হেসে পরিবেশকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। "আমাকে বলার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো তোমাদের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারছি না, ও দিন আমাকে সিয়েটেল যেতে হবে।"

"ও " এরিক হতাশা প্রকাশ করলো, "তাহলে পরবর্তীতে নিশ্চয়ই আমরা এক সাথে হতে পারবো।"

"অবশ্যই," ঠোঁট কামড়ে ধরে তার কথায় সমর্থন জানালাম আমি। এরিকের হতাশা আর বাড়াতে চাইলাম না।

এ্যাডওয়ার্ডকে আমার গাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলাম, দৃষ্টি একেবারে সামনের দিকে নিবদ্ধ—ঠোঁট চেপে চেপে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে গাড়িতে চেপে বসলাম। কানে তালা লাগানো শব্দে ইঞ্জিন চালু করে খোলা স্থানে গাড়িটা পিছিয়ে আনলাম। এ্যাডওয়ার্ড এরই মধ্যে গাড়িতে চেপে বসেছে, মাত্র দুটো গাড়ি পেছনে, অতি ধীরে আমাকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ওখানেই ও থেমে গেল—পরিবারের সদস্যদের জন্যে অপেক্ষা করলো খানিকক্ষণ। একই পথে ওরা গাড়িতে চাপবে বটে, তবে ওই চারজন এখনও ক্যাফেটারিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি একবার ভাবলাম, ওর চকচকে ভলভোটাকে এগিয়ে যেতে দিই, কিন্তু ওখানে অনেক ছেলে-মেয়ের জটলা, তেমন কিছু করতে গেলে বোধহয় তা ওদের চোখ এড়াবে না। রেয়ার ভিউ মিররের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। অনেকগুলো গাড়ি সরাসরি আমার পেছনে বেরুবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। সরাসরি আমার পেছনে টাইলার ক্রোলের সাম্প্রতিক কেনা রিকন্ডিশনড সেনট্রা থেকে নেমে আমার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। ওটা নড়ার ক্ষমতা আমি রহিত করে রেখেছি। একটু এগুতে পারলেই বোধহয় ও মোড় নিতে পারবে।

"আন্তরিকভাবে দুঃখিত টাইলার, আমি কুলিনের পেছনে আটকে গেছি।" জবাবদিহি করলাম আমি—বুঝাতে চাইলাম হঠাৎ আমার এই দাঁড়িয়ে পড়া ইচ্ছেকৃত নয়।

"ও, হ্যাঁ, আমি তা জানি—এখানে আমার আগে থেকেই আসলে তোমাকে একটা কথা বলতে চাইছিলাম" দাঁত বের করে হেসে, ও জবাব দিলো।

আমার মনে হয় না ও একই বিষয় নিয়ে কথা বলবে।

'"বসন্ত নৃত্য' নিয়ে তুমি কোনো প্রশ্ন করতে চাইছো নাকি?" ও প্রশ্ন করলো আমাকে।

"টাইলার ওদিন আসলে আমি শহরে থাকছি না।" আমার কণ্ঠস্বর খানিকটা রুক্ষ কোণালো। আমি বুঝতে পারলাম এতে টাইলারের কোনো দোষ নেই, ইতোমধ্যে আসলে মাইক এরিক আমার ধৈর্য্যচূতি ঘটিয়েছে।

"হ্যাঁ, মাইক বলেছে আমাকে," ও সমর্থন জানালো আমাকে।

"তাহলে কেন অযথা—"

ও শ্রাগ করলো। "আমার ধারণা ছিলো, তুমি ওকে বুঝাতে পারবে।

বুঝতে পারলাম, এটা আসলে তার ভুল।

"দুঃখিত টাইলার," আমার বিরক্তি গোপন করে বললাম। "সত্যিই আসলে আমি ওদিন শহরের বাইরে যাচ্ছি।"

"সবই ভেস্তে যাবে। আমরা এখনও আশা নিয়ে আছি।"

আমি জবাব দেবার আগেই দেখলাম, ও তার গাড়িতে ফিরে গেছে। মর্মাহত হওয়ার ভাব আমার মুখে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম এলিস, রোজালে, এমার্ট এবং জেসপার ভলভোর পেছন পেছন এগোতে শুরু করেছে। ওর রেয়ারভিউ মিররে এ্যাডওয়ার্ডের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ওই মিররেই আমার দৃষ্টিও একই ভাবে নিবদ্ধ হলো। প্রশ্নের কোনো অবকাশই নেই, ও হাসিতে ফেটে পড়তে চাইছে।

মনে হলো টাইলারের সাথে আমার সমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছে। গ্যাস প্যাডালের ওপর চাপ বাড়াতে আমার পা নিশপিশ করতে লাগলো   সামান্য একটু ধাক্কা ওদের কিছুই করতে পারবে না—খুব বেশি হলে রুপালি রঙ সামান্য একটু চটানো সম্ভব হলেও হতে পারে। আমি আবার ইঞ্জিনটা চালু করলাম।

তবে ওরা থেকেই গেল। আমি বাড়ির পথে রওনা হলাম, ধীরে, সতর্কভাবে, খানিক আগের ঘটনা নিয়ে সমস্ত পথ আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগলাম।

বাড়ি ফিরে ঠিক করলাম ডিনারে আমি "চিকেন-এ্যানচিলাডন" রান্না করবো। এটা রান্না করতে অনেক সময় লাগে। সুতরাং দীর্ঘক্ষণ এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা যাবে। গরম তেলে যখন পেঁয়াজ কুঁচি এবং মরিচ গরম করছি ঠিক তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে উত্তর দিতেও ভয় পেলাম যেন, তবে চার্লি অথবা মা-ও হতে পারেন, এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম।

ফোন করেছে জেসিকা। টেলিফোনে ওকে মহাখুশি মনে হলো। স্কুল ছুটির পর মাইক ওর কাছ থেকে অনুষ্ঠানে অংশ নেবার কথা আদায় করে নিয়েছে। তেলে পেঁয়াজ-মরিচ কুঁচি গরম করতে করতে ওকে উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগলাম। ইচ্ছে করলেই ও যেতে পারে, ইচ্ছে করলে ও এঞ্জেলা এবং লুরেনকেও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। ওকে পরামর্শ দিলাম—একেবারে নিরীহের মতো তাকে পরামর্শ দিলাম—এঞ্জেলাকেও তারা আমন্ত্রণ জানাতে পারে, আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে লাজুক মেয়ে হচ্ছে এঞ্জেলা। ও আমার সাথে নিয়মিত বায়োলজি ক্লাস করে, এরিককে বলা যেতে পারে। এবং লুরেনকেও। লুরেন সবসময় একা থাকতে পছন্দ করে, খাবার টেবিলে মেয়েটা আমাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করে। টাইলারকেও বলতে আপত্তি নেই। আমি জানি যে, ওই দিন তার কোনো কাজ নেই। জেস-এর ধারণা আমি তাকে চমৎকার সব বুদ্ধি বাতলে দিয়েছি। তাছাড়া মাইক হয়তো ধরেই নিয়েছে জেস যেতে রাজি হয়েছে বলে আমিও যেতে রাজি হয়ে যাবো। আমি তাকে সিয়েটেল যাওয়ার খোঁড়া যুক্তিটা দেখালাম এবং আমার পক্ষে যে কোনোভাবেই যাওয়া সম্ভব নয়, সেটাও নতুনভাবে জানিয়ে দিলাম।

রিসিভার নামিয়ে রেখে, আমি ডিনারের প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম—মুরগির মাংসগুলো বিশেষ আকারে টুকরো করলাম; আমার আর দ্বিতীয়বার এ্যামরজেন্সি রুম-এ যাওয়ার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এখনও আমার মাথায় বিচিত্র সব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, এ্যাডওয়ার্ড যা কিছু আজ বলেছে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। ও আজকের কথায় কি বুঝাতে চাইলো? আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকুক সেটাই কি চাইছে না?

ও আসলে কি বুঝাতে চেয়েছে বুঝতে পেরে পেটের ভেতর রীতিমতো মোচড় দিয়ে উঠলো আমার। ও আসলে বুঝাতে চাইছিলো, আমি তাকে কীভাবে গ্রহণ করি; ও কোনোভাবেই আমাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেনি   সুতরাং, আমরা পরস্পর বন্ধু হতে পারি না... কারণ আমার প্রতি ও মোটেও আগ্রহী নয়।

অবশ্যই আমার প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। সবকিছু চিন্তা করে আমার রাগ ক্রমশ বাড়তেই লাগলো, চোখে যন্ত্রণা অনুভব করলাম—মনে হলো পেঁয়াজ ভাজা হতে

খুব বেশি সময় লাগছে। আমি আগ্রহী ছিলাম না। এবং সেও। খুব মজার ব্যাপার এবং চমৎকার এবং রহস্যজনক এবং নির্ভুল এবং খুবই সুন্দর এবং সম্ভবত এক হাতে একটা ভ্যান তুলে ফেলাও বিচিত্র কোনো ব্যাপার নয়।

বেশ, সেটাই ভালো। ওকে আমি মুক্তি দেবো। আমি ওকে মুক্তি দিতে পারি। নিজেকে নিজেই আমি এখানে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করবো, এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ-পূর্বের কোনো স্কুলে সহজেই ভর্তি হতে পারবো, অথবা হাওয়াই-তেও সহজেই হয়তো একটা বৃত্তি জোগাড় করে ফেলতে পারবো। রৌদ্রজ্জ্বল সাগর সৈকত এবং পাম গাছের সারির ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম আমি। এরই ভেতর আমার এ্যানেচিলাডস্ রান্না শেষ হয়ে এলো এবং গরম করার জন্যে ওভেনে ঢুকিয়ে রাখলাম।

বাড়ি ফিরে চার্লি একটু অবাক হলেন। নিঃসন্দেহে তা কাঁচা মরিচের গন্ধ পেলেই হবে। তাকে অবশ্য দোষ দেয়া যাবে না—এ ধরনের খাবারের সাথে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষরাই হয়তো বেশি পরিচিত। তবে তিনি একজন পুলিশ, শুধু তা-ই নয়, ছোটো এক শহরের পুলিশ, সুতরাং প্রথম কোনো খাবারের ব্যাপারে আগ্রহ থাকা উচিত। মনে হয় তার এটা ভালোই লাগবে। কিচেনে ঢোকার পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করেছেন।

"বাবা?" খাবারটা যখন প্রায় শেষ করে এনেছেন, আমি তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলাম।

"উঃ বেলা?"

"উম্, আমি শনিবার এক দিনের জন্যে সিয়েটাল যেতে চাই... ঠিক আছে?" আমি তার অনুমতি নেবার অপেক্ষা করলাম না। কেন যাবো, স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন—কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রশ্ন শুনতেই আমার ভালো লাগলো না।

"কেন?" অবাক হয়ে চার্লি জানতে চাইলেন। তার কাছে মনে হলো ফরকস্ ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজনই থাকতে পারে না।

"তা, আমার কিছু নতুন বইয়ের প্রয়োজন—এখানকার লাইব্রেরিতে তেমন কিছুই নেই—এবং সম্ভব হলে কিছু পোশাক কেনারও ইচ্ছে আছে।" যতোটা প্রয়োজন তার চাইতে অনেক বেশি টাকা আমার কাছে জমা আছে। চার্লিকে অসংখ্য ধন্যবাদ, গাড়ির জন্যে আমাকে একটা টাকাও ব্যয় করতে হয়নি।

"ওই গাড়িটা বোধহয় খুব বেশি গ্যাস খায়," আমার চিন্তার রেশ ধরেই যেন তিনি প্রশ্ন করলেন।

"আমি জানি। সে কারণেই মনটেস্যানো এবং অলিম্পিয়ায় আমার দাঁড়ানোর ইচ্ছে আছে—এবং সম্ভব হলে ট্যাকোমাতেও আমি দাঁড়াবো।"

"এতোটা পথ তুমি কি একাই যাচ্ছো?" তিনি প্রশ্ন করলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, তিনি সন্দেহ করে বসেছেন, আমার সাথে কোনো ছেলে-বন্ধু যাচ্ছে।

"হ্যাঁ।"

"সিয়েটেল খুব বড়ো শহর—তুমি খেই হারিয়ে ফেলবে," ভীত কণ্ঠে তিনি বললেন।

"বাবা ফিনিক্স সিয়েটেল থেকে পাঁচগুণ বড়ো—এবং আমি ম্যাপ পড়তে পারি,

এটা কোনো ব্যাপারই নয় আমার কাছে। তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নেই।"

"তুমি আমার সাথে গেলে কোনো অসুবিধে আছে?"

আমার আতংক কোনোভবেই প্রকাশের সুযোগ দিলাম না।

"নাহ্, না না বাবা, ঠিক আছে তুমি সাথে থাকলে মনে হবে সমস্ত দিন আমি ড্রেসিং রুমে বসে আছি—খুবই বিরক্তিকর একটা ব্যাপার।"

"ওহ্, ঠিক আছে।" মেয়েদের কাপড়ের দোকানে তাকে সারাদিন বসে থাকতে হয়েছে, এমন চিন্তা করেই চার্লি তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার চিন্তা করলেন।

"অসংখ্য ধন্যবাদ!" আমি তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলাম।

"ফিরে এসে কি তুমি নাচের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে?"

গ র র। পৃথিবীর এটাই বুঝি একমাত্র শহর, যেখানে বাবারাও হাই-স্কুলের নাচের আসরের খবর রাখে।

"না—বাবা আমি মোটেও নাচের আসরে অংশ নিচ্ছি না।" তিনি সব ধরনের মানুষকে চড়িয়েছেন, সুতরাং আমার সমস্যা বুঝতে তার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়—আমার ভারসাম্য রক্ষার সমস্যা মোটেও মায়ের কারণে ঘটেনি।

তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন। "ওহ্, তাইতো," সমর্থন জানালেন তিনি।

পরদিন সকালে, যখন আমি পাকিং লটে প্রবেশ করলাম, রূপালি রঙের ভলভো থেকে যতোটা দূরে সম্ভব আমার গাড়িটা পার্ক করলাম। ওর গাড়ির সামনে আমার গাড়িকে এগিয়ে দিয়ে ইচ্ছে নেই উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলি। তাছাড়া নতুন গাড়ি নিয়ে গর্বও করতে দিতে চাই না। গাড়ি থেকে খুলে আঙুলে ঝুলিয়ে নিলাম চাবিটা, এবং তারপরই সেটা ফেলে দিলাম পায়ের কাছে। চাবিটা তুলে নেবার জন্যে একটু ঝুঁকেছি, কিন্তু তার আগেই একটা সাদা হাত সেটা তুলে নিলো। সাথে সাথে আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ট্রাকে হেলান দিয়ে এ্যাডওয়ার্ড কুলিন আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি কাজটা কীভাবে করতে পারলে?" রাগের সম্পূর্ণ বর্হিপ্রকাশ ঘটালাম আমি।

"কোন বিষয়ে বলছো?" কথা বলতে বলতে চাবিটা বাড়িয়ে ধরলো ও। নেবার জন্যে হাত বাড়াতেই ওটা সে আমার হাতের তালুর ওপর ফেলে দিলো।

"এক ধরনের ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।"

"বেলা, সবকিছু বিবেচনা না করে এ ব্যাপারে তোমার দোষ দেয়া উচিত নয় আমাকে।" যেমন সবসময় থাকে, তেমনই কণ্ঠস্বর ওর—ম্লান, ধীর কণ্ঠস্বর।

ওর চমৎকার মুখের দিকে আমি সরাসরি তাকালাম। ওর চোখের ঔজ্জ্বল্য আজকেও লক্ষ করলাম, গাঢ়, সোনালি মধুর মতো রঙ। এরপরই দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম আমি—বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোর প্রতি মনোসংযোগের চেষ্টা করলাম।

"গত সন্ধ্যায় যানজটের সৃষ্টি হলো কেন?" অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রেখেই জানতে চাইলাম আমি। "আমার মনে হয়েছে তুমি ইচ্ছে করেই ও রকম করেছিলে, যেন আমি বেরুতে না পারি—মেরে ফেলা নয়, যন্ত্রণা দেয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য।"

"সেটা টাইলারের কারণে, আমার নয়। আমি শুধু তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়েছি।" ও খিকখিক করে হেসে উঠলো।

"তুমি..." আমার মুখ হা হয়ে গেল। আমি তেমন কোনো খারাপ গালি খুঁজে বের করতে পারলাম না। মনে হলো দৃষ্টি দিয়েই ওকে পুড়িয়ে মারি, কিন্তু আমার এই রেগে ওঠায় ওকে খুশিই মনে হলো।

"এবং মিথ্যে বলবো না, আমি চেষ্টা করছিলাম তুমি যেন বেরুতে না পারো," আগের কথার খেই ধরে ও বললো।

"সুতরাং তোমরা আমাকে উত্তেজিত করে মেরে ফেলতে চাইছিলে? ইতোপূর্বে টাইলারের ভ্যান কি সেই কাজটা করার চেষ্টা করেনি?"

এ্যাডওয়ার্ডের তামাটে চোখে রাগ ঝলসে উঠলো। তার ঠোঁটজোড়া এমনভাবে চেপে ধরলো, দেখে মনে হলো যেন সেখানে শুধুই একটা রেখার অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই। এতোক্ষণ চোখে-মুখে যে কৌতুকের ছাপ ছিলো, তা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে।

আমার হাতের তালু ঘেমে উঠতে লাগলো—কোনো কিছু দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করতে ইচ্ছে করলো আমার। অবশ্য মারামারি আমার মোটেও ভালো লাগে না। আমি পেছন ফিরে সোজা হাঁটতে লাগলাম।

"দাঁড়াও!" ও চেঁচিয়ে উঠলো। আমি অবশ্য আগের মতোই হাঁটতে লাগলাম, কাদা মাটি মাড়িয়ে বৃষ্টির ভেতর হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু ও আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো।

"আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমি আসলে তোমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি।" আমার সাথে হাঁটতে হাঁটতে ও বললো। "এটা যে সত্য নয় তা আমি বলছি না," আগের মতোই ও বকবক করতে লাগলো, "কিন্তু এতো রুঢ়ভাবে না বললেও পারতে।"

"তুমি কেন আমাকে একা থাকতে দিচ্ছো না?" আমি রাগে গোঁ গোঁ করতে লাগলাম।

"আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই, কিন্তু প্রতিবারই তুমি আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছো," মুখ দিয়ে ও আদর সূচক শব্দ করলো। মনে হলো, তার হাসি-খুশি ভাবটা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

"তুমি কি মাল্টিপল পারর্সোনালিটি ডিসওর্ডারে ভুগছো?" আমি বিক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন করলাম তাকে।

"তুমি কিন্তু আবার শুরু করলে!"

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। "আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তুমি আমার কাছে কি জানতে চাইছো?"

"যদিও আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, শনিবার আসতে আর মাত্র সাতদিন বাকি—তুমি নিশ্চয়ই জানো, বসন্ত নৃত্যের কথা বলছিলাম—"

"তুমি কি আমার সাথে মজা করতে চাইছো?" ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম। ওর দিকে তাকিয়ে অনুভূতি বুঝতে চেষ্টা করলাম।

ওর চোখে আবার কৌতুহল খেলা করে গেল। "তুমি কি আমার কথা শেষ করতে দেবে?"

ঠোঁট কামড়ে ধরে, এক হাতের সাথে আরেক হাতের আঙুলগুলো শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলাম। আচমকা ওর ওপর আঘাত করে বসি, এ কারণেই আমাকে এরকম করতে হলো।

"আমি জানতে পারলাম, ওদিন তুমি সিয়েটেল যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছো, এবং এই ভেবে আনন্দ হচ্ছে যে তুমি ওখানে যাওয়ার জন্যে একটা রাইড আশা করছো।"

বিষয়টা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

"কি?" আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না, ও আসলে কি বলতে চাইছে।

"তুমি কি সিয়েটেল পর্যন্ত একটা রাইড পেতে চাইছো?"

"কার সাথে রাইডে যাচ্ছি?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে।

"অ ব শ্য ই আ মা র সা থে।" প্রতিটা শব্দ সে আলাদা আলাদাভাবে এবং জোর দিয়ে উচ্চারণ করলো। কথা শুনে মনে হলো ও যেন কোনো বুদ্ধি প্রতিবন্ধির সাথে কথা বলছে।

আমি এখনও বিভ্রান্ত। "কেন?"

"পরের সপ্তাহে এমনিতেই আমার সিয়েটেল যাওয়ার কথা ছিলো, এবং আমি নিশ্চিত বলতে পারি, তোমার পক্ষে ওই ট্রাক নিয়ে কোনোভাবেই যাওয়া সম্ভব নয়।"

"আমার ট্রাক চমৎকার কাজ করছে, তোমার দুশ্চিন্তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।" আবার আমি হাঁটাতে লাগলাম। কিন্তু আগের মতো মোটেও রেগে উঠতে পারলাম না।

"কিন্তু তোমার ট্রাকের ট্যাঙ্কে এতো কি গ্যাস নেবার জায়গা আছে?" ও আগের মতোই আমার সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে লাগলো।

"এটা নিয়ে তোমার তো মাথা ব্যথার কোনো কারণ দেখছি না।" বোকার হদ্দ, চকচকে ভলভো গাড়ির মালিক।

"সীমিত সম্পদের অপব্যবহার হলে সকলের-ই মাথা ব্যথা করে।"

"সত্যি বলছি এ্যাডওয়ার্ড," একই সাথে তার নাম উচ্চারণ করতে আমি উত্তেজনা এবং ঘৃণা বোধ করলাম। "আমি তোমার সাথে আর নিজেকে জড়াতে চাই না। মনে হয় তুমি আমার সাথে আর বন্ধুত্ব রাখতে চাইছো না।"

"আমিও সেটাই বলতে চাইছিলাম যে, আমাদের বন্ধুত্ব আর না থাকলেই বোধহয় ভালো হবে।

"ওহ্, ধন্যবাদ, এখন সবই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।" এটা আমার কাছে এক ধরনের মারাত্মক উপহাস। বুঝতে পারলাম, হাঁটতে হাঁটতে আমি আবার থেমে গেছি। এখন আমরা ক্যাফেটেরিয়ার ছাদের নিচে এসে দাঁড়ালাম, সুতরাং খুব স্পষ্টভাবে ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম। কিন্তু এভাবে তাকিয়েও চিন্তার জট ছাড়াতে পারলাম না।

"এটা বাড়তেই থাকবে কারও দূরদর্শিতার অভাব থাকলে, তার সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়," ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো। "সুতরাং তোমার কাছে থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেই বোধহয় আমার উপকার হবে।"

শেষ কথাগুলো বলার সময় তার চোখ আবার জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো, আগুন ছাড়াই ওর কণ্ঠের উষ্ণতা অনুভব করলাম যেন। কীভাবে আমি নিঃশ্বাস নেবো, সেটাও

ভুলে গেলাম।

"তুমি কি আমার সাথে সিয়েটেল যাবে?" ও জিজ্ঞেস করলো। ওর কণ্ঠে এখনও আবেগে জড়ানো।

এই মুহূর্তে তার সামনে কোনো কথাই উচ্চারণ করতে পারলাম না, শুধুই মাথা নাড়ালাম।

ও সামান্য একটু হাসলো, কিন্তু তারপরই মুখটাকে স্বাভাবিক করে ফেললো।

"তুমি সত্যিই আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে," ও আমাকে সাবধান করে দিলো। "ক্লাসে তোমার সাথে আমার দেখা হবে।"

ও হঠাৎ ঘুরে আমরা যে পথে এসেছিলাম সে দিকেই হাঁটতে লাগলাম।

পাঁচ

হতবুদ্ধি অবস্থায় আমি ইংরেজি ক্লাসের দিকে রওনা হলাম। ক্লাস-রুমের সামনে উপস্থিত না হলে বুঝতেও পারতাম না যে ক্লাস অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে।

"আমাদের সাথে অংশ নেবার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিস সোয়ান" অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন মিস্টার ম্যাসন।

আমি দ্রুত সিটে গিয়ে বসলাম।

ক্লাস শেষ হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারলাম, মাইক যেখানে প্রতিদিন বসে, সেখানে আজ সে অনুপস্থিত। খানিকক্ষণের জন্যে আমি তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। কিন্তু এরিক এবং মাইকের সাথে প্রতিদিনকার মতো দরজার কাছে দেখা হয়ে গেল। ওদের সাথে দেখা হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, এখনও আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করা হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে মাইক আলাদাভাবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করলো। পরম আগ্রহে ও সপ্তাহান্তের আবহাওয়া কেমন থাকবে, তার বিবরণ দিতে লাগলো। খানিক সময়ের জন্য বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকতে পারে। হয়তো বুঝাতে চাইলো, ও সহজেই বীচ্ ট্রিপে যেতে পারছে।

সকালের বাকি সময়টুকু আমার একঘেয়ে মনে হলো। এ্যাডওয়ার্ড যা কিছু বললো, এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না এবং তার চোখের ভাষাও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। সম্ভবত ওটা আমার কোনো স্বপ্ন ছিলো, যাকে আমি বাস্তব মনে করে গুলিয়ে ফেলেছি।

সুতরাং একরাশ উৎকণ্ঠা এবং ভয় নিয়ে জেসিকার সাথে ক্যাফেটেরিয়ায় প্রবেশ করলাম। ওর চেহারাটা আবার দেখতে ইচ্ছে হলো—একজন ব্যতিক্রম ধর্মী ব্যক্তি, গত কয়েক সপ্তাহে আমি তাকে যেমন দেখেছি। অথবা বলা যেতে পারে এক ধরনের অলৌকিক ঘটনা, যা কিছু চিন্তা করেছি, আজ সকালে আমাকে সেটাই শুনতে হয়েছে। জেসিকা নাচের অনুষ্ঠান নিয়ে বকবক শুরু করলো—লরেন এবং এঞ্জেলা ইতোমধ্যে অন্যান্যদের সাথে আলাপ সেরে নিয়েছে এবং ওরা এক সাথেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে

যাচ্ছে—আমার অনুপস্থিত থাকা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই।

একরাশ অস্বস্তি নিয়ে টেবিলের দিকে তাকালাম। অন্য চারজন ওখানেই বাসে আছে, কিন্তু ও টেবিলে অনুপস্থিত। ও কি বাড়ি ফিরে গেছে? আমি লক্ষ করলাম এখনও জেসিকা আগের মতোই বকবক করে চলেছে। আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম—আজ সাথে একটা লেমোনেডের বোতল ছাড়া কিছুই আনা হয়নি। আমার শুধুই ইচ্ছে করছে কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকি।

"এ্যাডওয়ার্ড কুলিন আবার প্রধান অভিনেতারূপে আবির্ভূত হয়েছে," জেসিকা বললো। ওর নাম শুনে আমি আবার আবিষ্ট হয়ে পড়লাম। "আমার অবাক লাগছে, ও আজ একা বসে ছিলো কেন!"

মনে হলো আমার মাথায় কে যেন আঘাত করেছে। লক্ষ করলাম ওর দৃষ্টি এ্যাডওয়ার্ডের ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে—এ্যাডওয়ার্ডের মুখে রহস্যপূর্ণ হাসি। ক্যাফেটেরিয়ার যে টেবিলে সচরাচর বসে, তারই বরাবর আরেকটা টেবিলে সে বসে আছে। এক সময় আমাদের চোখে চোখ পড়তেই ও হাত তুলে তর্জনি দিয়ে আমাকে ইশারা করে ওর কাছে ডাকলো। অবিশ্বাস নিয়ে তাকাতে দেখলাম, ও চোখ পিটপিট করছে।

"তোমার উদ্দেশ্যেই কি আঙ্গুল নাড়লো?" বিব্রতভাবে প্রশ্ন করলো জেসিকা। ও খানিকটা অবাকও হয়েছে।

"মনে হয় বায়োলজি হোমওয়ার্কের বিষয়ে আমার সাহায্যের প্রয়োজন ওর," জেসিকাকে চিন্তা মুক্ত করতে আমি বললাম। "উম্, আমার মনে হয় গিয়ে দেখে আসি, ও কি বলতে চাইছে।"

উঠে যাওয়ার পর জেসিকা যে অবাক হয়েছে, আমি সহজেই বুঝতে পারলাম।

ওর টেবিলের কাছে গিয়ে একটা চেয়ারের পেছনে আমি দাঁড়ালাম।

"তুমি আজ আমার সাথে বসলে না কেন?" হেসে জিজ্ঞেস করলো।

আমি আপনাআপনি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পরলাম। বসে, সাবধানে ওকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। এখনও সে আগের মতোই হাসছে। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো, একজন মানুষ বাস্তবের চাইতেও সুন্দর কীভাবে হতে পারে! একবার ভয় হলো, পাছে ও সিগারেটের ধোঁয়ার মতো উড়ে যায়। চেয়ার ছেড়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

মনে হলো, কিছু একটা বলি, এ্যাডওয়ার্ড সে অপেক্ষাতেই আছে।

"সেটা অন্য কারণে," কোনোভাবে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম।

"ভালো..." কথা সম্পূর্ণ না করেই ও একটু থামালো। তারপর বাকি কথাটুকু শেষ করলো, "আমার কাছে নরক যন্ত্রণা ভোগ করার মতো মনে হচ্ছিলো, সমস্ত সময় আমার কাছে একইরকম মনে হয়েছে।" কথাগুলো সে দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বললো।

ওর মন ভালো হওয়ার মতো কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম আমি। এটা আমার দ্বিতীয় কৌশল।

"তুমি জানো, তুমি আসলে কি বলতে চাইছো তার কিছুই বুঝতে পারছি না,"

আমি এ্যাডওয়ার্ডকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

"আমি জানি।" ও আবার একটু হাসলো। এবং এরপরই ও প্রসঙ্গ পাল্টালো। "মনে হয়, তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব নতুনভাবে জোড়া লাগায় সবাই খুব রেগে আছে।"

"রেগে থাকলেও ক্ষতি নেই, ওদের কিছুই হবে না।" আমার আড়ালে ওদের হতাশা আমি ঠিকই অনুভব করতে পারলাম।

"যদিও তোমাকে আমি মোটেও ফিরতে দিচ্ছি না," ও চোখ পাকিয়ে বললো

আমি ঢোক গিললাম।

ও হাসলো। "তোমাকে দেখে খুব ভীত মনে হচ্ছে।"

"না," আমি বললাম। আমার গলা প্রায় ভেঙ্গে এলো। "আসলে খুব অবাক হয়েছি এগুলো সৃষ্টি হলো কীভাবে?"

"আমি বলতে চাইছিলাম—আসলে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সবকিছু আমি বাদ দিতে চাইছি।" এখনও সে হাসছে। কিন্তু চোখ দেখে মনে হলো, যা বলছে, জেনে-শুনেই বলছে।

"সবকিছু বাদ দিতে চাইছো?" একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম।

"হ্যাঁ—সবকিছু বাদ দেয়াটাই ভালো। এখন যা বললাম সেটাই আমি করতে যাচ্ছি। এবং দেখতে চাই কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।" কথাগুলো বলার সময় ধীরে ধীরে ওর মুখ থেকে হাসি মুছে যেতে লাগলো। একই সাথে ওর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

"তুমি আমাকে আবারও বিভ্রান্ত করতে শুরু করেছো।"

নিঃশ্বাস নেবার ফাঁকে আবার ওর বাঁকা হাসি লক্ষ করলাম।

"তোমার সাথে কথা শুরু করলে অতিরিক্ত বলা হয়ে যায়—ওটা আমার বড়ো সমস্যা।"

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই—আমি এর এক বর্ণও বুঝতে পারি না," বাঁকা মুখ করে বললাম আমি।

"কয়টা কথা বুঝতে পারলে না, আমাকে গুণে দেখতে হবে।"

"তো, এখন সহজ ভাষায় বলছি, আমরা কি এখনও বন্ধু আছি?"

"বন্ধু   " বিড়বিড় করলো ও। দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো খানিকটা।

"অথবা নেই," আমিও পাল্টা বিড়বিড় করলাম।

একটুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলো এ্যাডওয়ার্ড। "ভালো কথা, বন্ধুত্ব অটুট রাখতে আমরা চেষ্টা করবো, মনে হয় আমরা সেই আগের মতোই আছি। তবে এখনই সাবধান করে দিচ্ছি আমি কিন্তু তোমার ভালো বন্ধু কখনোই হতে পারবো না!" হাসির আড়ালে ওর সাবধানবাণী সত্যি বলেই মনে হলো।

"তুমি অনেক বেশি বলে ফেললে," আমি সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম।

"হ্যাঁ, কারণ তুমি মোটেও আমার কথায় পাত্তা দিতে চাওনি। এটা বিশ্বাস করানোর জন্যে এখন পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে। তুমি যদি বুদ্ধিমান

হতে, নিশ্চয়ই আমাকে এড়িয়ে চলতে।"

"আমার মনে হয় তুমি আমার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছো।" চোখ কুঁচকে আমি বললাম।

অপরাধ স্বীকার করে নেবার ভঙ্গিতে ও হাসলো।

"তো, যেমন আমি, তেমনই... মোটেও আমি বুদ্ধিমান নই। তাতে কি হয়েছে? এর জন্যে কি আমাদের বন্ধুত্ব আবার নতুনভাবে গড়তে হবে?" দু'জনের ভেতর যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনের আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।

"এখন কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছে।"

আমি অবশ্য কিছুই বলতে পারলাম না। কী করতে হবে সেটাও আমার জানা নেই। শুধু হাতে ধরা লেমোনেডের বোতলের দিকে তাকিয়ে থাকলাম খানিকক্ষণ।

"কি চিন্তা করছো এতো?" ঔৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলো এ্যাডওয়ার্ড।

আমি ওর গাঢ় সোনালি চোখের দিকে তাকালাম। ওর চোখে আসলে সত্য খোঁজার চেষ্টা করলাম।

"তুমি আসলে কেমন, তা বুঝবার চেষ্টা করছি।"

ওর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলেও, হাসি মুখে তা সামলে নিলো।

"বিষয়টার সাথে তোমার ভাগ্য জড়িয়ে আছে নাকি?" অভদ্রের মতো প্রশ্ন করলো আমাকে।

"খুব বেশি নয়।"

ও মুখ টিপে হাসলো। "এ বিষয়ে তোমার ধারণা কি?"

আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। গতমাস থেকে আমি ক্রুশ ওয়েন এবং পিটার পার্কারকে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। কোনোভাবেই আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।

"আমার কাছে বলা যাবে না?" এক পাশে মাথা কাত করে ও প্রশ্ন করলো।

আমি মাথা নাড়লাম। "বিষয়টা খুবই বিব্রতকর।"

"কিন্তু তুমি যদি না বলো, আমি আরও হতাশ হবো," অভিযোগের সুরে ও বললো।

"নাহ্," সাথে সাথে আমি প্রতিবাদ জানালাম। ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করে নিলাম একটুক্ষণ। "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এতে তুমি হতাশ হবে কেন—কেউ তো তার চিন্তার বিষয়ে তোমাকে নাও বলতে পারে।"

"মনে হচ্ছে তুমি বেশ খানিকটা রেগে আছো, তাই নয় কি?"

"আমি দোদুল্যমান অবস্থা পছন্দ করি না।"

বিরস মুখে আমরা একে অপরের দিকে তাকালাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো। দেখলাম ও মুখ টিপে হাসছে।

"কি?"

"আমার মনে হয় কোনো ছেলে-বন্ধু তোমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু ওর কারণে নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি।" ও মুখ টিপে আবার হাসলো।

"আমি ঠিক জানি না তুমি কার কথা বলছো," বিরক্তভাবে বললাম। "কিন্তু

তোমার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, তুমি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছো?"

"মোটেও আমি ভুল বলছি না। তোমাকে বলতে পারি, বেশিরভাগ মানুষের মনের কথা বুঝা সম্ভব।"

"অবশ্যই আমাকে বাদ দিয়ে।"

"হ্যাঁ, তোমাকে বাদ দিয়ে।"

হঠাৎ-ই ওর মনে খারাপ হয়ে গেল। চোখ বড়ো বড়ো করে বললো, "কেন যে পারি না, সেটাই আমাকে অবাক করে।"

ওর কৌতুহলী চাহনী থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। দৃষ্টি ফিরিয়ে আমি মুখ না খোলা লেমোনেডের বোতলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ খুলে তাতে চুমুক দিলাম।

"তোমার খিদে পায়নি?" হঠাৎ ও প্রশ্ন করলো।

"না।" তাকে এ কথা বললাম না যে, আমার পেট ইতোমধ্যে ভরে গেছে—এক গাদা অস্বস্তি পেটের ভেতর জমা হয়ে আছে। "তোমার?" তার সামনের শূন্য টেবিলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"না, আমার খিদে পায়নি।" তার প্রকাশ ভঙ্গি দেখে অবশ্য আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না—মনে হলো স্থূল কোনো কৌতুক উপভোগ করছে।

"তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে?" একটু ইতস্তত করে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

আমার প্রশ্ন শুনে ওকে খানিকটা ভীত বলে মনে হলো। "তুমি কি চাইছো সেটা তার ওপর নির্ভর করছে।"

"খুব বেশি কিছু নয়।" আশ্বস্ত করলাম তাকে।

আমার চাওয়া সম্পর্কে জানতে ও অপেক্ষায় থাকলো বটে, কিন্তু কী তা জানতে চোখে-মুখে প্রচণ্ড উৎসাহও লক্ষ করলাম আমি।

"আমি শুধু বলতে চাইছিলাম—এরপর থেকে তুমি উপেক্ষা করতে শুরু করার আগে একটু সাবধান করে দেবার চেষ্টা করবে। যেন তাতে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারি।" লেমোনেডের বোতলের দিকে তাকিয়ে এর মুখের খাঁজগুলোর ওপর গোলাপি আঙুল বুলাতে লাগলাম।

"তোমার কথাগুলো শুনে ভালো লাগলো।" ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আবার সে হাসার চেষ্টা করছে।

"ধন্যবাদ।"

"তাহলে কি আমি একটা প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি?" এ্যাডওয়ার্ড প্রশ্ন করলো আমাকে।

"একটা।"

"আমাকে এর একটা তত্ত্ব শিখিয়ে দাও।"

উপোস। "এটা কিন্তু ঠিক নয়।"

"তোমার কিন্তু দু'ধরনের কথা হয়ে যাচ্ছে। তুমি বলেছিলে একটা মাত্র উত্তর জানাতে চাও!"

"কিন্তু তুমিও কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারছো না।" তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"শুধু একটা তত্ত্ব—আমি মোটেও হাসবো না।"

"হ্যাঁ, তুমি হাসবে।" আমি নিশ্চিত হয়ে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড একবার মুখ নামিয়ে নিয়ে আবার আমার দিকে তাকালো।

"দয়া করে বলবে কি?" আমার দিকে ঝুঁকে এসে ও গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো।

আমি চোখ পিটপিট করে ওর দিকে তাকালাম। আমার মাথাটা ভোঁতা হয়ে এলো, সুতরাং আমি নতুনভাবে কিছুই চিন্তা করতে পারলাম না। বিস্ময়কর ব্যাপার, ও কাজটা করলো কীভাবে?

"এ্যাড, কি হলো? বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে।

"দয়া করে একটা তত্ত্ব বাতলে দাও।" এখনো ওর দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ।

"উমম্, বেশ বলো তো রেডিও এ্যাকটিভ মাকড়সার কখনো কামড় খেয়েছো?" এ্যাডওয়ার্ডও কি সম্মোহন বিজ্ঞানী? অথবা কোনো কারণ ছাড়াই আমি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আছি?

"এর থেকে কোনো ধারণা পাওয়াই সম্ভব নয়।" ব্যঙ্গ করলো এ্যাডওয়ার্ড।

"দুঃখিত, এর বেশি আর আমি কিছুই জানি না," বিরক্ত হয়ে বললাম আমি।

"তোমাদের একে-অপরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগও হয়নি?" ও ঠাট্টা করে বললো।

"কোনো মাকড়সার সাথেই নয়?"

"নাহ্।"

"এবং কোনো রেডিও এ্যাকটিভিটিও নয়?

"একেবারেই নয়।"

"শয়তান," দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম।

"অবশ্য ক্রাইপটোনাইট (বর্ণহীন গ্যাস, যা কোনো কিছুর সাথেই প্রতিক্রিয়া করে না। সাধারণত ফ্লুরোসেন্ট লাইট এবং লেসারে ব্যবহার করা হয়) নিয়ে আমি কখনো বিব্রতবোধ করি না।" ও আবার হেসে উঠলো।

"তোমার কোনোভাবেই হাসার কথা ছিলো না, মনে আছে?"

এ্যাডওয়ার্ড তার মুখকে স্বাভাবিক করে তুলতে একটু কষ্টই করতে হলো।

"আমি অবশ্য ঠিকই এগুলো খুঁজে বের করতে পারবো।

"আমি আশা করবো, তুমি তার চেষ্টা করবে না।" আবার তাকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখলাম।

"কারণ ...?"

"কেন না, আমি সুপারহিরো নই? আমি একজন খারাপ মানুষ?" ওর দৃষ্টি আমি পড়তে পারলাম না বটে, তবুও ওকে আমি হাসতে দেখলাম।

"ওহ্," আমি বললাম, আমি বুঝতে পারছি।"

"তোমার বুঝার ক্ষমতা আছে?" ওর মুখ দেখে মনে হলো, খুব বেশি কিছু বলে

ফেলেছি বুঝি।

"তুমি কি ভয়ংকর কোনো ব্যক্তি?" আমি আমার প্রশ্নের ভেতরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলাম যেন।

ও শুধু আমার দিকে তাকিয়েই থাকলো। ওর চোখে-মুখে প্রচণ্ড আবেগ লক্ষ করলাম আমি।

"কিন্তু খারাপ নও," মাথা নেড়ে আমি ফিসফিস করে বললাম। "না, আমি মোটেও বিশ্বাস করি না তুমি খারাপ মানুষ।"

"তুমি সম্পূর্ণ ভুল।" ওর কণ্ঠস্বর প্রায় কোণাই গেল না। ও মাথা নিচু করে আমার নেমোনেডের বোতলের দিকে তাকিয়ে থাকলো। এরপর বোতলের খাপটা নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে ঘুরাতে লাগলো। ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম, মোটেও আমার তাকে ভয় লাগছে না। ও যা কিছু বলেছে, বুঝে-শুনেই বলেছে—সে বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত। তবুও আমার ভেতর এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করছে। ওর কাছাকাছি হলে যে ধরনের অস্বস্তি কাজ করে সে ধরনের অস্বস্তি এখনো অনুভব করছি।

ক্যাফেটেরিয়া যতোক্ষণ পর্যন্ত না খালি হয়ে এলো, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো কথাই বললাম না।

আমি হঠাৎই প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। "অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমাদের এখন যাওয়া প্রয়োজন।"

"আজ আমি আর ক্লাসে যাচ্ছি না," এ্যাডওয়ার্ড বললো।

"কেন?"

"মাঝে মাঝে ক্লাস ফাঁকি দেয়া ভালো।" ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। কিন্তু দৃষ্টির অসামঞ্জস্যতা এখনো লক্ষ করলাম আমি।

"ভালো, কিন্তু আমি যাচ্ছি,"

"তাহলে তোমার সাথে আমার পরে দেখা হচ্ছে।"

আমি ইতস্তত করলাম। ওর কাছ থেকে সরে যেতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু পরবর্তী ঘন্টি বাজার সাথে সাথে আমি দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম—শেষ বার তাকিয়ে দেখলাম টেবিল থেকে ও একটুও নড়েনি।

প্রায় দৌড়ে ক্লাসে এসে উপস্থিত হলাম। এ্যাডওয়ার্ডের ঘুরানো সেই বোতলের ক্যাপের চাইতেও জোরে মাথা ঘুরছে আমার। সুতরাং কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সাথে সাথে আবার নতুন প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করছে। আমার কাছে একটা বিষয়ে ভালো লাগলো এই ভেবে যে, বৃষ্টি ইতোমধ্যে থেমে গেছে।

ভাগ্য ভালোই বলতে হবে; ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার পর মিস্টার ব্যানারকে দেখতে পেলাম না। আমার নির্দিষ্ট আসনে আমি বসে পড়লাম। ভয়ের একটাই কারণ দেখলাম, মাইক এবং এঞ্জেলা—উভয়েই আমার কাছের সিটগুলো দখল করে বসেছে। মাইককে দেখলাম কোনো কারণে বিরক্ত হয়ে আছো অন্যদিকে এঞ্জেলাকে কোনো কারণে বিস্মিত মনে হচ্ছে—খানিকটা আতঙ্কিতও বটে।

খানিকবাদেই মিস্টার ব্যানার ক্লাসে প্রবেশ করলেন। নিয়ম মাফিক রোল-কল করলেন। ভদ্রলোক কিছু কার্ড-বোর্ডের বাক্স এনেছেন সাথে করে। বাক্সগুলো মাইকের

টেবিলের ওপর রেখে, তাকে প্রত্যেককে একটা বাক্স বিতরণ করার জন্যে নির্দেশ দিলেন।

"ঠিক আছে, আপনারা সকলে প্রতিটা বাক্স থেকে একটা করে টুকরো তুলে নিন।" কথাগুলো বলতে বলতে তিনি ল্যাব জ্যাকেট থেকে একজোড়া রাবারের গ্লাভস্ বের করে পরে নিলেন। গ্লাভস্-এর রাবার ব্যান্ড কব্জির কাছে আটকে যাওয়ার সময় যে তীক্ষ্ণ শব্দ হলো, তা আমার কাছে কেন যেন অশুভ বলে মনে হলো। "প্রথমটা হচ্ছে ইন্ডিকেটর কার্ড," তিনি বলে যেতে লাগলেন। একটা সাদা কার্ড আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সাদা কার্ডে কালো রঙের চৌকোকৃতির চিহ্ন আঁকা। "দ্বিতীয় কার্ডে চারটা কাঁকড়ার দাড়ার মতো চিহ্ন আঁকা—" তিনি যা তুলে ধরলেন, সেটা দেখে দাঁতবিহীন মাড়ির মতো মনে হলো "—এবং তৃতীয়টা হচ্ছে একটা সাধারণ শল্যচিকিৎসার ছুরি।" তিনি একটা নীল প্লাস্টিকের টুকরো ধরে রেখেছেন। ওই ছুরি দিয়ে তিনি জিনিসটা খুললেন। এই দুরত্ব থেকে কাঁটার মতো দাঁড়াগুলো সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো পেটের ভেতর কেমন যেন অনুভূতি হচ্ছে আমার।

"আমি আপনাদের কার্ডগুলো পানির ড্রপার দিয়ে ভিজিয়ে দিবো। সুতরাং আমি না আসা পর্যন্ত দয়া করে কেউ কিছু শুরু করবেন না।" মিস্টার ব্যানার মাইকের টেবিল থেকে শুরু করলেন। চৌকোকৃতির কালো রঙগুলো খুব সাবধানে ড্রপার দিয়ে ভিজিয়ে দিলেন। "এখন চাইবো আপনি খুব সাবধানে ছুরির ওপর আঙ্গুল বুলাতে থাকুন " তিনি মাইকের হাত আঁকড়ে ধরলেন এবং আকস্মিকভাবে ওই কাঁটা মাইকেই মধ্যমায় ফুঁটে গেল। হায় ঈশ্বর! আপনাআপনি আমার কপাল ঘামে ভিজে উঠতে লাগলো।

"প্রতিটা চৌকোর ওপর সাবধানে এক ফোঁটা করে রক্ত ফেলুন।" কীভাবে করতে হবে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। মাইকের আঙ্গুল মুচড়ে ধরলেন যতোক্ষণ পর্যন্ত না রক্ত বেরিয়ে আসে। আমি ঢোক গিললাম—আবার পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো।

"এখন আপনি রক্তে ফোঁটাগুলো কার্ডের ওপর প্রয়োগ করুন," কাজটা শেষ হওয়ার পর তিনি রক্ত মাখানো কার্ডটা তুলে ধরলেন আমাদের দেখার জন্যে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। কতোক্ষণে আমার কানে ঘন্টির শব্দ ভেসে আসবে সেই অপেক্ষাতেই থাকলাম।

"পরের উইকেন্ডে 'রেডক্রশ' রক্ত সংগ্রহের জন্যে পোর্ট এঞ্জেলাতে আসছে, সুতরাং আমার মনে হয় আপনারা সবাই আপনাদের ব্লাড-টাইপ জেনে নিতে পারবেন।" বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে তিনি কথাগুলো বললেন। "আপনাদের ভেতর থেকে এখনো যাদের বয়স আঠারো পূর্ণ হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অনুমতি নেবার প্রয়োজন হবে—আমার ডেস্কে স্লীপ রাখা আছে।"

মিস্টার ব্যানার ক্লাস-রুম ঘুরে ঘুরে পানির ফোঁটা দিয়ে কার্ডের চৌকো অংশগুলো ভিজিয়ে দিতে লাগলেন। কালো কাঠের ঠাণ্ডা টেবিলের ওপর থুতনি নামিয়ে চুপচাপ বসে থাকলাম।

"বেলা, আপনি কি সুস্থ আছেন?" মিস্টার ব্যানার প্রশ্ন করলেন। তার কণ্ঠস্বরটা একেবারে মাথার কাছে শুনতে পেলাম। এবং মনে হলো এটা যেন এক ধরনের

সতর্কবাণী।

"আমার ব্লাড টাইপ জানা আছে মিস্টার ব্যানার।" ভীত কণ্ঠে আমি তাকে জানালাম। এমনকি মাথা তুলে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমার ভয় হলো।

"তোমার কি মাথা ঘুরছে?"

"হ্যাঁ স্যার," বিড়বিড় করে বললাম আমি, সাথে সুযোগটাকে হাতছাড়া করতেও ভুললাম না।

"আপনাদের ভেতর থেকে কেউ কি বেলাকে নার্সের কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন?" আমাকে সাহায্যে করতে কাউকে তিনি আহ্বান জানালেন।

আমি কল্পনাও করতে পারিনি মাইক-ই ভলেনটিয়ারের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে।

"তুমি কি হেঁটে যেতে পারবে?" মিস্টার ব্যানার জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ," আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম। শুধু আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

আমাকে সাহায্য করতে পেরে অতি উৎসাহে মাইক এগিয়ে এলো। আমার বুকের কাছে ও হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো আর আমি ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে ভারসাম্য রক্ষা করে এগোতে থাকলাম। ক্লাস থেকে বেরুবার সময় প্রায় সম্পূর্ণ ভারটাই ওর ওপর ছেড়ে দিলাম।

মাইক ক্যাম্পাসের দিকে আমাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। ক্যাফেটেরিয়ার কোণায় এসে ভালোভাবে দেখে নিলাম ক্লাস থেকে মিস্টার ব্যানার আমাকে দেখার সম্ভাবনা আছে কিনা। যখন দেখলাম, তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"দয়া করে আমাকে মিনিটখানেক বসতে দেবে?" অনুরোধ জানালাম মাইককে।

সাইড ওয়াকের এক পাশে বসতে সাহায্য করলো মাইক।

"যা করার করেছো, এখন তোমার হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে রাখো।" আমি তাকে সাবধান করে দিলাম। এখনো সবকিছু আমার এলোমেলো লাগছে। সাইড ওয়াকের চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলাম। ধীরে ধীরে আবার আমার চিবুক ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে। সাইড ওয়াকের ভেজা সিমেন্ট অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। আবার আমার চোখ বুজে আসতে লাগলো। এভাবে চোখ বুঁজে রেখে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলাম আমি।

"ওয়াও, তোমার শরীর সবুজ হয়ে উঠেছে," ভীত কণ্ঠে বললো মাইক।

"বেলা?" দূর থেকে ভিন্ন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

ওই ভয়ংকর কিন্তু পরিচিত কণ্ঠস্বরটা আমি চেনার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"কি হলো—ও কি আঘাত পেয়েছে?" ওর কণ্ঠস্বর অনেক কাছ থেকে কোণা গেল। আমার দুর্দশা দেখে ও খুব মর্মাহত হয়েছে। আমি কিছুই কল্পনা করতে চাইলাম না, বরং শক্তভাবে চোখ বন্ধ করে রাখলাম। মনে হলো, আমার বুঝি মৃত্যু ঘটেছে। ওই স্থান ছেড়ে একেবারেই উঠতে ইচ্ছে করলো না আমার।

মনে হলো মাইক প্রচণ্ড মানসিক চাপের ভেতর আছে। "আমার মনে হচ্ছে ও

অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ওর কী হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখো, ও আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত সোজা করতে পারছে না।"

"বেলা।" আমার পাশে দাঁড়ানো এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর শোণালো, "তুমি কি আমার কথা শুনতে পারছো?"

"না," আমি সোঁ-সোঁ করে উঠলাম। "তুমি চলে যাও!"

ও শব্দ করে হেসে উঠলো।

"ওকে নিয়ে আমি নার্সের কাছে যেতে চাইছিলাম," জবাবদিহি করার ভঙ্গিতে বললো মাইক, "কিন্তু ও একেবারেই যেতে চাইছে না।"

"আমি-ই ওকে নিয়ে যাচ্ছি," এ্যাডওয়ার্ড বললো। এখনো আমি ওর হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। "তুমি ক্লাসে ফিরে যেতে পারো মাইক।"

"না," মাইক প্রতিবাদ জানালো। "কাজটা আমি করতে পারবো।"

হঠাৎ-ই মনে হলো সাইডওয়াকের আশপাশের দৃশ্যগুলো আমার চোখের সামনে থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। সামান্য একটু চোখ খুলতেও ভয় পেলাম। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে আলতোভাবে ওর কোলে তুলে নিয়েছে। আমার একশ দশ পাইণ্ড ওজনের শরীরটা বোধহয় ওর কাছে মাত্র দশ পাইণ্ড মনে হচ্ছে।

"আমাকে নিচে নামাও!" ওর শরীরে আমি বমি করে ফেলতে চাই না। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই এ্যাডওয়ার্ড হাঁটতে লাগলো।

"এই যে!" মাইক ছুটে ইতোমধ্যে আমাদের দশ পা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ্যাডওয়ার্ড ওকে মোটেও পাত্তা দিলো না। "তোমাকে খুবই ভীত মনে হচ্ছে," ও দাঁত বের করে হেসে বললো।

"সাইডওয়াকের কাছে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও," আমি গোঙ্গাতে লাগলাম। ওর হাঁটার তালে তালে আমার শরীর দুলতে থাকায় মোটেও ভালো লাগলো না। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ওর শরীর থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে ধরলো। কোনো রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে আমার দেহটা ওর দুই হাতের ওপর নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে ধরলো এবং এভাবেই সে এগোতে লাগলো—অবশ্য এতে আমি মোটেও বিব্রতবোধ করলাম না।

"তো, সামান্য রক্ত দেখেই তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে?" ও প্রশ্ন করলো আমাকে। মনে হলো বিষয়টাতে এ্যাডওয়ার্ড বেশ মজা পেয়েছে।

আমি কোনো জবাব দিলাম না, বরং আবার চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সমস্ত মনোসংযোগ একিভূত করে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম। দুই ঠোঁট শুধুমাত্র শক্তভাবে চেপে ধরে রাখলাম।

"এমনকি তোমার নিজের রক্তও নয়," কথাগুলো বলতে গিয়ে মনে হলো এখনো সে আনন্দ উপভোগ করছে।

আমাকে কোলে নিয়ে ও কীভাবে দরজা খুললো, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু হঠাৎ আমার শরীরে উষ্ণ একটা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগলো। বুঝতে পারলাম আমরা কোনো ঘরের ভেতর প্রবেশ করেছি।

"হায় ঈশ্বর," পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি।

"বায়োলজি ক্লাসে হঠাৎ ও অজ্ঞান হয়ে পড়েছে," এ্যাডওয়ার্ড ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো।

আমি চোখ খুললাম। নিজেকে অফিস রুমে আবিষ্কার করলাম। দেখলাম, ফ্রন্ট কাউন্টার বরাবর নার্সের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মিস কোপ্। লাল চুলো অফিস রিসেপশনিস্ট মিস কোপ্ ছুটে এসে দরজা মেলে ধরলেন। দাদীমার মতো দেখতে নার্স একটা নভেলের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকালেন। মহিলা রীতিমতো বিস্মিত হয়ে গেছেন। এ্যাডওয়ার্ড দুমড়ানো কাগজের মতো আমাকে অতি সাবধানে একটা ভেনাইল বোর্ডের টেবিলের ওপর আলতোভাবে শুইয়ে দিলো। এরপর ও এক চিলতে ঘরের একপাশে সরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। এ্যাডওয়ার্ডের চোখ জোড়া চকচক করছে। কোনো কারণে সে উত্তেজিত হয়ে আছে।

"ও শুধুমাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো," ব্যস্ত নার্সকে উদ্দেশ্য করে ও বললো। "ওরা বায়োলজি ক্লাসে ব্লাড-টাইপিং নিয়ে কাজ করছিলো।"

নার্স শুধু একটু মাথা নাড়ালেন। "সবসময় একজন না একজন এরকম অজ্ঞান হয়েই পড়ে।"

এ্যাডওয়ার্ড নাক দিয়ে গভীরভাবে বাতাস টেনে নিলো।

"মিষ্টিসোনা, শুধু মিনিট কয়েক চুপচাপ শুয়ে থাকো, সবঠিক হয়ে যাবে; একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে।"

"আমি জানি," দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। বমিবমি ভাবটা আমার ইতোমধ্যে কেটে গেছে।

"তোমার কি এরকম খুব ঘন ঘন হয়?" নার্স জিজ্ঞেস করলেন।

"মাঝে মাঝে," আমি স্বীকার করে নিলাম। এ্যাডওয়ার্ড কাশতে কাশতে কোনো ভাবে হাসি সামলানোর চেষ্টা করলো।

"তুমি এখন ক্লাসে ফিরে যেতে পারো," এ্যাডওয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে নার্স বললেন।

"আমার মনে হয় ওর সঙ্গে থাকলেই ভালো হবে।" ও কথাটা এমনভাবে বললো। যেন আমার ওপর তার বিশেষ এক ধরনের অধিকার আছে। এমন কি নার্স মুখ টিপে হাসি সামলানোর চেষ্টা করলেন। অবশ্য নার্স এরপর আর যুক্তি তর্কে যাওয়ার চেষ্টা করলেন না।

"প্রিয়, কপালে দেবার জন্যে আমি তোমাকে কিছু বরফ দিচ্ছি," ভদ্র মহিলা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন। কথাটা বলেই তিনি রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"তুমিই আসলে ঠিক," চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বললাম আমি।

"আমি সাধারণত ঠিকই বলি, কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্নের অবতারণা কেন?"

"স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।" স্বাভাবিকভাবে আমি নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"ওখানে আমার কারণে তুমি খানিকক্ষণের জন্যে ভীত হয়ে পড়েছিলে," একটু চুপ করে থেকে ও আমাকে সমর্থন জানালো। "আমি তো মনে করেছিলাম নিউটন বুঝি তোমার মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে বনের ভেতর নিয়ে যাচ্ছে কবর দেবার জন্যে।"

"হা হা।" এখনো আমি চোখ বন্ধ করে রেখেছি বটে, কিন্তু ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছি।

"সত্যি বলছি– খুব সুন্দর রঙের একটা লাশ দেখতে পেলাম আজ। মনে হচ্ছিলো তোমার হত্যার দায়ভার হয়তো আমাকেই বহন করতে হবে।"

"বেচারা মাইক। বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার ওই বন্ধুর মাথায় গোলমাল আছে।"

"ও আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না," উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো অ্যাডওয়ার্ড।"

"তুমি মোটেও তা বলতে পারো না," আমি পাল্টা যুক্তি দেখালাম বটে কিন্তু অবাকও হয়ে গেলাম, কথাটা সে বললো কীভাবে!

"আমি ওকে দেখেছিলোম– ওর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।"

"এখন কেমন দেখছো তুমি আমাকে? ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ওই বিপদের ভেতর আমাকে ফেলে রেখেই চলে যাবে।" আমার এখন বেশ ভালো লাগছে। তবে সামান্য লাঞ্চ করতে পারলে বোধহয় ভালোই লাগতো।

"আমি গাড়িতে বসে সিডিতে গান শুনছিলাম।" স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড– ওর স্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে একটু অবাক হলাম।

দরজা খোলার শব্দ শুনে আমি চোখ খুললাম। দেখলাম নার্স হাতে একটা আইস ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করছেন।

"সোনা মানিক খানিকক্ষণেই তোমার ভালো লাগবে।" তিনি ব্যাগটা কপালের ওপর চেপে ধরলেন। "তোমাকে দেখে এখন বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে।"

"মনে হয় আমি এখন বেশ ভালোই আছি।" টেবিলের ওপর উঠে বসে আমি বললাম। কানের মধ্যে সামান্য একটু পিন্‌পিন্ শব্দ হচ্ছে এখন। এখন আর আগের মতো মাথা ঘুরছে না। হালকা সবুজ রঙের দেয়াল যে অবস্থানে থাকার কথা ছিলো, দেখতে পেলাম সেটা ওই একই অবস্থানে আছে।

তিনি আমাকে পেছন দিকে হেলান দিয়ে বসালেন। কিন্তু এর পরপরই দরজাটা খুলে গেল এবং মিস কোপে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

"আরেকজন এসে হাজির হয়েছে," সতর্কভাবে তিনি বললেন।

পরবর্তী অসুস্থ্যের জন্যে স্থান ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। নার্সকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "এখানে আর আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

এরপরই দেখতে পেলাম দরজা ঠেলে মাইক আবারো ভেতরে প্রবেশ করছে। এবার ওর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লী স্টিফেন্স– আমাদের বায়োলজি ক্লাসের আরেক ছাত্র। এ্যাডওয়ার্ড এবং আমি দেয়ালের দিকে বেশ খানিকটা সরে গিয়ে ওদের জায়গা করে দিলাম।

"ওহ্ না," এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করলো। বেলা, আমাদের অফিস থেকে বেরুনো উচিত।"

আমি ওর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালাম।

"আমাকে বিশ্বাস করতে পারো– বোলো।"

দরজাটা বন্ধ হওয়ার আগেই আমি এবং এ্যাডওয়ার্ড অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

"তোমার আসলে আমার কথা কোণা উচিত ছিলো।" ও বেপরোয়াভাবে বললো।

"আমার নাকে রক্তের গন্ধ এসে লেগেছিলো," নাক কুঁচকে বললাম আমি। আমার মতো আরেকজনের রক্ত বেরুতে দেখে লী নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়নি।

"মানুষ কখনো রক্তের গন্ধ পায় না," ও আমার সাথে একমত হতে পারলো না।

"ভালো কথা, কিন্তু আমি পেয়েছি– সে কারণেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। অনেকটা জং ধরা লোহার মতো গন্ধ এবং নোনতা নোনতা গন্ধ।"

ও আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। দেখে মনে হলো আমার কথার মমার্থ উদ্ধার করতে পারছে না কোনোভাবেই।

"কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কিছুই না।"

এরপরই দেখলাম মাইক দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমার এবং এ্যাডওয়ার্ডের দিকে আড়চোখে দেখে নিলো। এ্যাডওয়ার্ড যেমন বলেছিলো, তেমনই এক ধরনের ঘৃণা লক্ষ করলাম ওর দৃষ্টিতে। এরপর ও আমার দিকে তাকালো। ওর চোখ রীতিমতো বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে।

"তোমাকে এখন বেশ ভালো দেখাচ্ছে," কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললো মাইক।

" তোমার হাত পকেটে ঢুকিয়ে রাখো," আমি তাকে সাবধান করে দিলাম।

"বিষয়টা নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করে লাভ নেই," ও বিড়বিড় করলো। "তুমি কি ক্লাসে ফিরে যাচ্ছো?"

"তুমি ছেলে মানুষ? আমি মাত্র বেরিয়ে এলাম, একটু ভালো লাগার কারণে এখন আবার বলছো ফিরে যাবার জন্যে।"

"হ্যাঁ, আমি ধারণা করতে পারছি তো এই উইকেন্ডে তুমি কি আমাদের সাথে যাচ্ছো? বীচ-এ যাবার কথা বলছি।" কথা বলতে বলতে আরেকবার সে কঠোর দৃষ্টিতে এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে নিলো।

আমি যতোটা সম্ভব তার সাথে বন্ধুত্বসূলভভাবে আচরণ করার চেষ্টা করলাম।" অবশ্যই, অবশ্যই আমি উপস্থিত থাকবো।"

"তোমরা তাহলে বাবার দোকানে দশটার ভেতর চলে আসবে।" ও এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আরেকবার ভ্রু নাচালো। আমি অবাক হয়ে গেলাম, ও খুব বেশি বকবক করছে আজ। ওর শরীরের নড়াচড়া দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এটা তার সহজ-সরল আমন্ত্রণ নয়।

"আমি ওখানে উপস্থিত থাকবো," আমি অঙ্গিকার করলাম।

"এরপর তোমার সাথে আমার জিম-এ দেখা হচ্ছে," কথাটা বলেই ও দরজার দিকে রওনা হলো।

"আবার দেখা হবে," আমি জবাব দিলাম। ও আমাকে আরেকবার দেখে নিলো। কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে ওর ফোলা মুখ আরেকটু ফুলে আছে। ওর প্রতি এক ধরনের করুণা অনুভব করলাম আমি। বেচারার ফোলা মুখ আবার আমাকে জিম-

এ দেখতে হবে।

"জিম!" আমি মৃদু আর্তনাদ করে উঠলাম।

"আমি ওটার ঠিকই যত্ন নিতে পারবো।" বুঝতেও পারিনি এ্যাডওয়ার্ড কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন আমার কানের পাশেই তার কথা শুনতে পাচ্ছি। "ওখানে গিয়ে বসো। আমি তোমাকে শান্ত দেখতে চাই।" ও বিড়বিড় করলো।

শুনতে পেলাম এ্যাডওয়ার্ড কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে।

"মিস কোপে?

"হ্যাঁ?" তার কথা কোণার জন্যে ডেস্কের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

"এরপর বেলার জিম ক্লাস। কিন্তু আমার মনে হয় না ও এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে। সত্যি বলতে, আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছিলাম। দয়া করে কি ওর পরের ক্লাস মওকুফ করা সম্ভব?" ওর কণ্ঠ থেকে যেন মধু ঝরে পড়ছে।

"এ্যাডওয়ার্ড, তুমিও তাহলে ছুটি চাইছো?" মিস কোপেকে চিন্তিত মনে হলো। আমি অবশ্য এর কারণ বুঝতে পারলাম না।

"না, আমি মিসেস গফ্ এর সাথে কথা বলে নিবো। তিনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না"

"ঠিক আছে, শরীরের প্রতি যত্ন নিও। বেলা এখন বোধহয় তোমার একটু ভালো লাগছে," তিনি আমাকে কাছে ডেকে বললেন। আমি শুধু দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন জানালাম।

"তুমি হাঁটতে পারবে, নাকি আবার কোলে করে নিয়ে যেতে হবে?" রিসেপশনিস্টের পেছনে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ করে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"আমি হেঁটেই যেতে পারবো।"

আমি খুব সাবধানে দাঁড়ালাম। এখন অবশ্য আমি সুস্থই বোধ করছি। আমার বেরুতে সাহায্য করতে ও দরজা মেলে ধরলো। এখন ওর হাসি অনেকটা ভদ্রচিত মনে হলেও, এখনো ওর চোখে-মুখে এ ধরনের উপহাস লেগেই আছে। আমি ঠাণ্ডার ভেতরই বেরিয়ে এলাম। পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো তুষারপাত মাত্র শুরু হয়েছে। অবশ্য এই হালকা তুষারপাত ভালোই লাগলো– প্রথমবারের মতো আকাশ থেকে নেমে আসা ভেজা পদার্থগুলো আমার ভালো লাগলো– ভেজা পদার্থগুলো দিয়ে আমার আঠালো মুখ মুছে নিলাম।

"ধন্যবাদ," আমার সাথে বেরিয়ে আসার পর ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

"মিস জিমকে আমার অসুস্থতার কথা বলে ভালোই করেছো।"

"এটা আসলে কোনো ব্যাপারই নয়।" সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে ও জবাব দিলো।

"তাহলে তুমি যাচ্ছো? আমি শনিবারের কথা বলছিলাম, বুঝতে পারছো তো?" ও হ্যাঁ বলবে, এমন আশা নিয়েই প্রশ্নটা করলাম। যদিও তার হ্যাঁ বলার সম্ভাবনা একেবারেই সামান্য। স্কুলের অন্যান্যদের গাড়ি বহরে নিজের গাড়ি নিয়ে এ্যাডওয়ার্ড

কোথাও যাচ্ছে, এমন দৃশ্য কল্পনা করাও কষ্টকর।

"আসলে তোমরা সবাই যাচ্ছো কোথায়?" অভিব্যক্তিহীনভাবে এখনো সে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

"ফার্স্ট বীচ থেকে সোজা লা-পস্ এর দিকে রওনা হবো।" আমি সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম।

আড়চোখে ও আমাকে দেখে নিলো। হাসি চেপে বললো, "আমার তো মনে হয় না কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।"

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। "আমি-ই তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

তুমি আর আমি এ সপ্তাহে বেচারা মাইককে আর খোঁচাবো না। আমাদের ওকে এড়িয়ে যাওয়া মোটেও উচিত নয়।" ওর চোখজোড়া একটু কাঁপতে দেখলাম। যতো না উচিত, তার চাইতে একটু বেশিই উপভোগ করলো যেন বিষয়টা।

"মাইক," আমি বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণ করলাম। তবে এ্যাডওয়ার্ডের বলা "তুমি আর আমি," কথাটা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। যাতোটা না ভালো লাগার কথা, তার চাইতে অনেক ভালো লাগলো তার বলা কথাগুলো।

এখন আমরা পার্কিং লটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। দিক পরিবর্তন করে আমি ট্রাকের দিকে রওনা হলাম। তবে কোনো কিছু আমার জ্যাকেট আঁকড়ে ধরলো। জিনিসটা আমাকে পেছনে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।

"তুমি কোথায় যাওয়ার কথা চিন্তা করছো?" প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে প্রশ্ন করলো এ্যাডওয়ার্ড। ও আমার জ্যাকেটের পেছনের একটা কোণা খামচে ধরে রেখেছে।

নিজেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে মনে হলো। সহজভাবে জানালাম, "আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

"তুমি কি আমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলে? আমি বলেছিলাম তোমাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিবো। তুমি কি ভেবেছো এ অবস্থায় আমি তোমাকে গাড়ি চালাতে দেবো?" ওর কথায় এখনো রাগ মেশানো।

"কিসের আবার অবস্থা? আর ট্রাকে আসার কিসের সমস্যা হলো?" আমি অভিযোগের সুরে বললাম।

"স্কুল ছুটির পর এলিসকে ড্রপ করার কথা।" ও আমাকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। জ্যাকেট ধরে সামনের দিকে একটু টেনে নিলো। পেছন দিকে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিতে পারলাম।

"তাহলে যাওয়া যাক," উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে আমি বললাম। তবে আমার কথায় ও কোনো পাত্তা দিলো না। ভেজা সাইড ওয়াকের দিকে তাকিয়ে সোজা হাঁটতে লাগলো। ভলভোর কাছে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত ও একইভাবে হেঁটে এলো। অবশেষে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে মুক্তি দিলো– প্যাসেঞ্জার ডোরের দিকে আমি এগিয়ে গেলাম।

"তুমি খুব আদর প্রিয়!" অসন্তুষ্ট হয়ে বিড়বিড় করলাম আমি।

"এটা খোলাই আছে," আমার কথায় কোনো মন্তব্য না করেই বললো। এ্যাডওয়ার্ড ড্রাইভিং সিটে চেপে বসলো।

"আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি যাওয়ার ক্ষমতা রাখি এ্যাডওয়ার্ড।" গাড়ির পাশে

দাঁড়িয়ে আমি ইতস্তত করলাম। এখন অবশ্য জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রেইনকোটের হুড মাথায় না চাপানোর কারণে, মাথা জবজবেভাবে ভিজে গেছে, আর সেই বৃষ্টির পানি মাথার দিক থেকে চুইয়ে নেমে আসছে।

অটোমেটিক উইন্ডো গ্লাস নামিয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে এলো। "গাড়িতে ওঠো বেলা!"

আমি কোনো জবাব দিতে পারলাম না। মনে মনে একবার সিদ্ধান্ত নিলাম, দৌড়ে আমরা ট্রাকের কাছে পৌঁছে যাবো – ও আমাকে ধরার আগেই বোধহয় পৌঁছে যেতে পারবো। তবে বুঝতে পারলাম এমন সিদ্ধান্ত নেয়া মোটেও যুক্তি সঙ্গত হবে না।

"আমি কিন্তু তোমাকে ধাক্কিয়ে ভেতরে ঢুকাবো," আমার মনের চিন্তাগুলো বুঝতে পেরেই বোধহয় ও আমাকে হুমকি দিলো।

ওর গাড়িতে চেপে, সাধারণ ভদ্রতাটুকু রক্ষা করার চেষ্টা করলাম। আমার ইচ্ছে মাফিক কাজ করতে গিয়ে বোধহয় না খুব বেশি সফল হতে পারতাম – এখন আমাকে ডোবায় চুবানো বেড়ালের মতো মনে হচ্ছে, আমার জুতাজোড়া ভেজা ন্যাকড়ার মতো হয়ে আছে।

"এটার আসলে কোনো প্রয়োজনই ছিলো না," কঠিন কণ্ঠে আমি তাকে বললাম। আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে এ্যাডওয়ার্ড কন্ট্রোল প্যানেলগুলো ঠিক করে নিতে লাগলো। হিটারের নবটা ঘুরিয়ে বাড়িয়ে নিলো এবং সিডি প্লেয়ারটা চালিয়ে দিলো। পার্কিং লট থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, মোটেও কোনো কথা না বলে ওকে এক ধরনের চাপের ভেতর রাখবো– আমি সম্পূর্ণ মুখ গোমড়া করে রাখলাম– কিন্তু পরক্ষণেই আবিস্কার করলাম চমৎকার একটা গান বাজছে সিডি প্লেয়ারে, এবং গানের ব্যাপারে আমার উৎসাহ আর ধরে রাখতে পারলাম না।

"ক্লেয়ার দ্য লুন্?" অতি উৎসাহে জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি দ্য বিজি সম্পর্কে জানো?" এ্যাডওয়ার্ডও অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো আমাকে।

"খুব ভালোভাবে নয়," স্বীকার করলাম আমি। "বাড়িতে মাকে একগাদা ক্ল্যাসিক্যাল-মিউজিক বাজাতে শুনি– আমার ভালো লাগা মিউজিক নিয়েই বেশি আগ্রহী।"

"এটাও কিন্তু আমার একটা প্রিয় মিউজিক।" ও সোজা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকলো

হালকা ধূসর রঙের নরম চামড়ার সিটে বসে আমি মিউজিকটা উপভোগ করতে লাগলাম। এ ধরনের মিউজিক শুনতে গিয়ে কোনো মন্তব্য করা একেবারেই দূরূহ ব্যাপার। বাইরের গাছগুলো বৃষ্টিতে ভিজে অতিরিক্ত সবুজ মনে হচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম গাড়িটা অতি দ্রুত চলছে, গাড়িটায় কোনো ধরনের ঝাঁকুনি অনুভব করলাম না। তবে কতো গতি সীমায় আমরা চলেছি, তা বুঝতে পারলাম না।

"তোমার মা কি পছন্দ করেন?" হঠাৎ ও প্রশ্ন করলো আমাকে।

ও উৎসুক চোখে আমাকে পর্যবেক্ষণ করলো।

"আমার সাথে মা'র অনেক মিল আছে। তবে তিনি বোধহয় আমার চাইতেও বেশি

ছেলেমানুষ," আমি বললাম। ও ভ্রু কুঁচকে একবার আমাকে দেখে নিলো। "আমি খুব চটপটে স্বভাবের। আমার চাইতে অনেক বেশি তিনি বাইরে ঘুরতে বের হন। তাছাড়া আমার চাইতে সাহসও তার অনেক বেশি। তাকে খানিকটা দায়িত্বহীন এবং খামখেয়ালি স্বভাবের বলা যেতে পারে। রান্নার ব্যাপারে তিনি খুবই খুঁতখুতে স্বভাবের। মা হচ্ছেন আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।" আমি থামলাম। তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি খানিকটা অস্থির হয়ে উঠলাম।

"তোমার বয়স কতো বেলা?" কোনো কারণে ওর কণ্ঠস্বরে হতাশা লক্ষ করলাম। অবশ্য এর কারণ ঠিক বুঝতে পারলাম না। ও চার্লির বাড়ির সামনে গাড়ি থামালো। এরপর এমন মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হলো যে, আমার সামনের বাড়িটা পর্যন্ত ভালোভাবে দেখতে পেলাম না। মনে হলো আমাদের গাড়িটা বুঝি নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে।

"আমার এখন সতেরো চলছে," খানিক ইতস্তত করে জবাব দিলাম।

"তোমাকে দেখে কিন্তু মোটেও সতেরো বলে মনে হয় না।"

ওর কণ্ঠে এক ধরনের বিদ্রুপ। অবশ্য ওর কণ্ঠ শুনে আমার হাসি-ই পেলো।

"কি?" উৎসুক কণ্ঠে আবার সে প্রশ্ন করলো।

"মা সবসময় বলেন যে, জন্মের সময় আমার বয়স ছিলো নাকি পয়ঁত্রিশ এবং সে কারণেই প্রতি বছর আমি মধ্যবর্তী একটা বয়স পেয়ে যাই।" আমি হাসলাম এবং পরক্ষণেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। "ভালো কথা, কাউকে কাউকে তো একটু বয়স্ক মনে হতেই পারে।" আমি একটুক্ষণের জন্য থামলাম। "জুনিয়র স্কুলের ছাত্র হিসেবে তোমাকেও নিশ্চয়ই খুব একটা কম বয়সী বলে মনে হয় না," ওকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড তার প্রসঙ্গ পাল্টালো।

"তো, তোমার মা ফিলকে বিয়ে করলেন কেন?"

ও নামটা মনে রাখতে পেরেছে ভেবে আমি অবাক হয়ে গেলাম। নামটা মাত্র আমি একবার উল্লেখ করেছিলাম। সেটাও মাস দু'য়েক আগে। এর জবাব দিতে আমার খানিক সময় লাগলো।

"আমার মা... বয়সের তুলনায় মা'কে অনেক কম বয়সী বলে মনে হয়। আমার মনে হয় ফিল তাকে আরও কম বয়সী বলে মনে করেন। যে কোনো কারণেই মা ফিলের জন্যে পাগল।" আমি মাথা নাড়লাম। দু'জনের এই আকর্ষণ আসলেই আমার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হয়।

"তুমি বিষয়টা সমর্থন করো?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"এটা কি খুব বড় কোনো ব্যাপার?" পাল্টা প্রশ্ন করলাম। "আমি তাকে সুখী দেখতে চাই... এবং ফিলের নিশ্চয়ই তাকে সুখি করতে পারার কথা।"

"বিষয়টা নিঃসন্দেহে মহত্ত্বের পরিচায়ক... আমি সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছি," এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বললো।

"কি?"

"তোমার কি মনে হয়, তিনি তোমার সাথেও একই রকম ব্যবহার করেছেন? তোমার পছন্দ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন কখনো?" হঠাৎ-ই তাকে বেশ উত্তেজিত মনে

হলো। একবার ও আমার ওপর নজর বুলিয়ে নিলো।

"আমি— আমি তো তেমনই মনে করি," আমতা - আমতা করে বললাম। "কিন্তু হাজার হলেও তিনি আমার অভিভাবক। কিছুটা পার্থক্য তো থাকতেই পারে।"

"কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কেউ অতিরিক্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে," ও টিটকারী দিয়ে বললো।

আমি এর পাল্টা জবাব দিতে ছাড়লাম না। "ভয়ঙ্কর বলতে তুমি কি বুঝাতে চাইছো? মুখের বিভিন্ন স্থানে নাসিং করা এবং ভয়াল দর্শন ট্যাটু?"

"আমার মনে হয়, সেটা শুধু এক ধরনের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা।"

"তাহলে তোমার সংজ্ঞাটা কি রকম?"

কিন্তু ও আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো। "আমাকে কি তোমার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হয়?" ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলো এ্যাডওয়ার্ড। ওর মুখের হাসি আমার কাছে অনেকটাই ম্লান মনে হলো।

আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করলাম। চিন্তা করে দেখলাম কোনটার পক্ষে আমার থাকা উচিৎ সত্য নাকি মিথ্যে। সিদ্ধান্ত নিলাম সত্যের পক্ষেই আমাকে থাকতে হবে। হুম... আমার মনে হয় তুমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারো— ইচ্ছে করলেই তুমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারো।"

"এখন কি আমাকে তোমার ভয় লাগছে?" ওর মুখ থেকে হাসিটুকু সম্পূর্ণ মুছে গেছে। ওর সুন্দর মুখে রীতিমতো চিন্তার ছাপ।

"না।" সাথে সাথে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলাম। ওর মুখের হাসি আবার ফিরে এলো।

"তাহলে তুমি আজ আমাকে তোমার পরিবার সম্পর্কে বলছো?" মন ভালো করার জন্যে তাকে বললাম।" আমার কাহিনীর চাইতে নিশ্চয়ই তোমার কাহিনী আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়।"

সাথে সাথে তার ভেতর এক ধরনের উৎসাহ লক্ষ করলাম। "তুমি আমার সম্পর্কে কি জানতে চাও?"

"কুলিন পরিবার তোমাকে দত্তক নিয়েছিলেন?" কাহিনীর সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করলাম আমি।

"হ্যাঁ।"

আমি খানিকটা ইতস্তত করলাম।

"তোমার মা-বাবার কি হয়েছিলো?"

"উনারা অনেক বছর আগে মারা গেছেন।"

"আমি দুঃখিত," বিড়বিড় করে বললাম।

"ওদের চেহারা আমার ভালোভাবে মনেও নেই। কার্লিসলে এবং এসমে'র পিতা হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করছেন অনেক দিন থেকেই।"

"এবং তুমি ওদের খুব ভালোবাসো।" এটা কোনো প্রশ্ন নয়। তার কথার ভেতরই এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়।

"হ্যাঁ।" ও ম্লানভাবে হাসলো। "ওই দু'জন কতোটা ভালো হতে পারেন, তা

কল্পনাও করতে পারি না।"

"তোমরা খুবই সৌভাগ্যবান।"

"আমি তেমনইতো মনে করি।"

"এবং তোমার ভাই বোন?"

ও ড্যাসবোর্ডের ঘড়ির দিকে একবার তাকালো।

"আমার ভাই-বোন, জেসপার এবং রোজালেকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজতে হচ্ছে বলে ওরা বোধহয় খানিকটা বিব্রতবোধ করছে। ওরা আমার অপেক্ষায় আছে।"

"ওহ্ হ্যাঁ, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমার ধারণা এখনই তোমার যাওয়া উচিত।" অবশ্য আমার গাড়ি থেকে মোটেও বেরুতে ইচ্ছে করলো না।

"এবং বোধহয় তুমি ট্রাকটা ফিরিয়ে আনার কথা চিন্তা করছো। চীফ সোয়ান তোমার বায়োলজি ক্লাসের দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানুক, নিশ্চয়ই তুমি তা চাইছো না।" ও আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলো।

"আমার তো মনে হয় তিনি ইতোমধ্যে সবকিছু জেনে বসে আছেন। এই শহরে গোপন কিছুই থাকে না।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমি বললাম।

ও হেসে উঠলো।

"বীচ্ এ বেশ মজা করা যাবে... সান বাথ করার জন্যে চমৎকার আবহাওয়া দেখতে পাচ্ছি।" মুষলধারায় ঝরেপড়া বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলো এডওয়ার্ড।

"কাল কি তোমার সাথে আমার দেখা হচ্ছে না?"

"না। এমেটের সাথে আগে থাকতেই উইকএন্ডের প্রোগ্রাম ঠিক করে নিয়েছি।"

"তোমরা কি করবে বলে ঠিক করেছো?" বন্ধু হিসেবে অবশ্যই তার এটা প্রকাশ করা উচিত, তাই নয় কি? অবশ্য কণ্ঠস্বরে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করলাম না আমি।

"গোটা রকস্ ওয়াইলডারনেস-এর পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছি আমরা। রেইনারের দক্ষিণে এই পাহাড় অবস্থিত।"

মনে পড়লো, চার্লি আমাকে বলেছিলেন, কুলিন পরিবার খুব ঘনঘন ক্যাম্পেইং করতে ভালোবাসেন।

"ওহ, খুব ভালো কথা, নিঃসন্দেহে খুব মজা হবে।" যথা সম্ভব আমার হতাশা প্রকাশ না করে আমি তাকে সমর্থন জানালাম। এক ধরনের অদ্ভুত হাসি তার ঠোঁটে লটকে থাকতে দেখলাম।

"তুমি কি এই উইকএন্ডে আমাকে নিয়ে কিছু চিন্তা করছিলে?" আমার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে ও প্রশ্ন করলো। ওর বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে আমার মনের চিন্তাগুলোকে বুঝার চেষ্টা করলো যেন।

আমি অসহায়ের মতো মাথা নাড়লাম শুধু।

"তোমার উল্টা-পাল্টা কিছু করা উচিত নয়। কিন্তু তোমাকে এমন কিছু মানুষ চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে, যারা শুধু তোমাকে বিপদেই ফেলতে পারে। সুতরাং... সমুদ্রে ডোবার কথা চিন্তা বাদ দাও অথবা যাতে তোমার ক্ষতি হতে পারে, এমন কিছুর পেছনে ছোটোর চেষ্টা করো না। বুঝতে পারলে কিছু?" হাসিমুখে ও উপদেশ দিলো বটে, কিন্তু ওর হাসি একেবারেই শুষ্ক মনে হলো।

ওর কথার ভেতর এক ধরনের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেলো। আমি কঠোর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম।

"আমি যা করার বুঝে শুনেই করবো।" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে.কথাটুকু বলে বৃষ্টির ভেতরই লাফিয়ে নেমে পড়লাম। যতটা জোর দিয়ে সম্ভব ধাক্কা দিয়ে গাড়ির দরজাটা লাগিয়ে দিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড হাসি মুখেই গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

ছয়

আমার রুমে বসে যখন আমি ম্যাকবেথের তৃতীয় অঙ্কের প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় ট্রাকের শব্দ শুনতে পেলাম– স্পষ্ট শব্দ। আমার চিন্তার ভেতর কোনো ভুল থাকার কথা নয়। এমনকি বৃষ্টির শব্দ স্পষ্ট কানে ভেসে আসছে, আর ট্রাকের ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন পর্দাটা সরালাম– আবার – ট্রাকটা আমি নির্দিষ্ট স্থানেই দাঁড়ানো দেখলাম।

গত শুক্রবারের বিষয়ে আমি আর ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করলাম না, এবং বিষয়টা আমার প্রত্যাশিতও নয়। অবশ্য এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য শুনতে হয়েছে আমাকে। জেসিকাই প্রথম গল্পটা খুঁজে বের করেছে। ভাগ্য ভালো, এখন পর্যন্ত মাইক তার মুখ বন্ধ রেখেছে। ফলে এ্যাডওয়ার্ড সম্পর্কে তেমন কিছু কেউ জানতে পারেনি। যদিও লাঞ্চের সময় জেসিকা এ বিষয়ে প্রচুর প্রশ্ন করে সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেছে।

"তো, গতকাল এ্যাডওয়ার্ড তোমার কাছ থেকে কি চাইছিলো?" জেসিকা সরাসরি প্রশ্ন করলো।

"আমি জানি না," সত্য কথাই বললাম। "ও মোটেও আসল বিষয়ে মুখ খুলেনি।"

"তোমাকে প্রায় পাগলের মতো মনে হচ্ছিলো," জেসিকা ওর কথাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলো।

"তেমনই করেছিলাম নাকি?" আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ হতে দিলাম না।

"তুমি ভালোভাবেই জানো, পরিবারের সদস্য ছাড়া ও কারও সাথেই বসে না। সেটাই অস্বাভাবিক।"

"অস্বাভাবিক," আমি সমর্থন জানালাম। মনে হলো ও প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে আছে। জেসিকা তার কার্ল করা কালো চুল ঝাঁকিয়ে পেছনে সরিয়ে নিলো– আমার ধারণা, ও এমন কিছু কোণার আশা করছে, যার থেকে ভালো একটা গল্প তৈরি করতে পারবে।

রাতে ডিনারের সময় ল্যা-পস্-এর ভ্রমণের ব্যাপারে আবার কথা উঠলো। আমি ভেবেছিলাম চার্লিকে বাড়িতে একা ফেলে যাচ্ছি বলে বোধহয় তিনি অস্বস্তিবোধ করবেন। কিন্তু তিনি এতে কিছুই মনে করছেন না। তাকে এই ইটের বাড়িতে দীর্ঘ

সময় একাই কাটাতে হয়। সুতরাং এটা তার জন্যে নতুন কোনো ব্যাপার নয়। ল্যা-পস্ এ কারা যাচ্ছে, প্রত্যেক ছেলে মেয়েকেই তিনি চেনেন তাদের বাবা-মাকে জানেন, সম্ভবত তাদের প্র-পিতামহদেরও জানেন। কোনো রকমের দ্বিধা না করেই এই ট্রিপের ব্যাপারে চার্লি সমর্থন জানিয়েছেন। আমি অবাক হলাম এই ভেবে যে, এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের সাথে সিয়েটেল যাওয়ার বিষয়েও তিনি বোধহয় কিছু ধারণা করতে পেরেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাকে আমার কিছুই জানানোর ইচ্ছে নেই।

"বাবা, তুমি কি গেট্ রকস্ অথবা এ ধরনের কোনো জায়গা চেনো? আমি যতোটুকু জানি জায়গাটা মাউন্ট রেইনারের দক্ষিণে অবস্থিত," খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে জায়গাটা সম্পর্কে আমি জানতে চাইলাম।

"হ্যাঁ– কেন?"

আমি শ্রাগ্ করলাম। "কিছু ছেলে-মেয়ে ওখানে ক্যাম্পিং করার বিষয়ে আলোচনা করছিলো।"

"ক্যাম্পিং করার জন্য তো ওটা মোটেও ভালো জায়গা নয়!" বিস্মিত কণ্ঠে তিনি মন্তব্য করলেন। "ওখানে প্রচুর ভাল্লুক। বেশির ভাগ মানুষই ওখানে যায় শিকারের মৌসুমে শিকার করতে।"

"ওহ্!" আমি বিড়বিড় করলাম। "সম্ভবত আমি ভুল কিছু শুনেছি।"

বিছানায় শুয়ে খানিক্ষণের ভেতরেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম, কিন্তু অতি উজ্জ্বল আলোয় জেগে গেলাম। চোখ খুলে দেখলাম, জানালা পথে অদ্ভুত এক ধরনের হলুদ আলো এসে সমস্ত ঘর ভরিয়ে তুলেছে। আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। আসল ঘটনা দেখার উদ্দেশ্যে জানালার কাছে ছুটে গেলাম, এবং নিশ্চিত দেখতে পেলাম এটা সূর্যের আলো। আকাশের একেবারে ভিন্ন স্থানে সূর্যটা দেখতে পেলাম, এবং অনেক নিচেও নেমে এসেছে। অন্যদিকে খুব কাছেও মনে হচ্ছে না। তবে একেবারে নিশ্চিত যে, আমি সূর্যই দেখতে পাচ্ছি। দিগন্তসীমায় গোলাকৃতিভাবে মেঘ জমে আছে, কিন্তু তারই মাঝে বেশ অনেক অংশ জুড়ে নীল রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। যতোটুকু সম্ভব, জানালার ওপর ঝুঁকে আমি দেখার চেষ্টা করলাম। মাঝে আমার ভয় হলো নীল রঙটা বুঝি আবার হারিয়ে যাবে।

দ্য নিউটন অলিম্পিক আউটফিটারস্ স্টোরটা শহরের একেবারে উত্তরে অবস্থিত। দোকানটা আমি দেখেছি, কিন্তু কখনো ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। পার্কিং লট-এ আমি মাইকের সাবারবান এবং টাইলারের সেন্ট্রা দেখেই চিনতে পারলাম। গাড়িটা নিয়ে একটু এগুতেই দেখলাম সাবারবানের সামনে ছেলে মেয়েরা জটলা করে আছে। আমাদের ক্লাসের দু'জন ছেলের সাথে এরিক্কে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম; ওই দু'জনের নাম আমার বেশ মনে আছে। ওদের একজন বেন এবং অন্যজন হচ্ছে কোণার। জেসও ওখানে উপস্থিত। এঞ্জেলা এবং লরেনের সাথে বেশ জমিয়ে গল্প করছে। ওদের সাথে আরও তিনটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাক থেকে নেমে আসার সময় ওদের একজন আমার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালো, এবং লরেনকে ফিসফিস করে কিছু একটা বললো। লরেন সিল্কের মতো নরম চুলগুলো পেছন দিকে

সরিয়ে নিয়ে মাথা নাড়লো।

তাহলে অন্যান্য দিনের মতোই আরেকটা দিনের শুরু হলো।

অন্তত মাইক আমাকে দেখে খুশি হলো।

"তুমি তাহলে এলে!" উৎফুল হয়ে মাইক বললো।

"তোমাকে কিন্তু বলেছিলাম, আজকের দিনটা রৌদ্রজ্জ্বল হবে, বলেছিলাম না?"

"আমি যে আসবো তোমাকে তো বলেইছিলাম," মাইককে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"আমরা লী এবং সামান্থার জন্যে অপেক্ষা করছি যদি না আর তুমি কাউকে দাওয়াত করে থাকো।" মাইক বললো।

"নাহ্," হালকাভাবে আমি মিথ্যে বললাম। আশা করলাম আমার মিথ্যে কেউ ধরতে পারবে না। তবে এটাও আশা করছি, অত্যাশ্চার্য কোনো ঘটনা ঘটবে, এবং হঠাৎ-ই এখানে এ্যাডওয়ার্ড এসে হাজির হবে।

মাইককে দেখে বেশ সন্তুষ্ট মনে হলো।

"তুমি কি আমার গাড়িতে আসবে? আমার গাড়িতে না আসতে চাইলে তুমি লী'র মায়ের মিনিভ্যানে চাপতে পারো।"

"অবশ্যই।"

পরম আত্মতৃপ্তিতে ও একটু হাসলো। তবে চিন্তা করে দেখলাম একই সাথে জেস এবং মাইককে খুশি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাইকের সাথে হেসে কথা বলতে দেখে জেসিকা চোখ বড়ো বড়ো করে আমাদের দেখতে শুরু করেছে।

ফরকস্ থেকে ল্যা-পস্ মাত্র পনেরো মাইলের পথ। রাস্তার দু'ধারে ঘন সবুজ গাছের সারি। একবার চোখে পড়লো কুইলাইট নদীটা সাপের মতো আঁকাবাঁকাভাবে রাস্তার ধার দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্য ভালো জানালার পাশে বসার সুযোগ হয়েছে আমার। তাছাড়া সবকিছু দেখার সুবিধার্থে আমরা জানালার কাচ নামিয়ে রেখেছি– সাবারবানের এই ছোটো পরিসরে নয়জন বসার কারণে দম বন্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে– এবং এ কারণে আমি যতোটা সম্ভব শরীরে সূর্যের আলো লাগানোর চেষ্টা করছি।

গ্রীষ্মের ছুটিতে ফরক্স্ এ বেড়াতে এসে চার্লির সাথে অনেকবারই আমি ল্যা-পস এর বীচ্ এ বেড়াতে এসেছি। সুতরাং স্থানটা আমার কাছে একেবারে নতুন নয়। সূর্যের আলো পড়ার পরও সমুদ্রের পানি গাঢ় ধূসর বর্ণের দেখাচ্ছে। পানির প্রান্ত ছুঁয়ে বালির রেখা খুব সামান্যই দেখা যায়, বরং বালির স্থান জুড়ে ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ পাথর– ছোটো বড়ো বিভিন্ন আকারের পাথর। দূর থেকে ওগুলোর প্রত্যেকটাকেই দেখে মনে হচ্ছে ধূসর বর্ণের, কিন্তু কাছ থেকে এগুলোর বিভিন্ন বর্ণ: ট্যারা-কোটা, সাগর-সবুজ, ল্যাভেন্ডার, নীলচে ধূসর, ম্যাড়ম্যাড়ে সোনালি ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক বর্ণ।

মাঝে মাঝে সমুদ্রের দিক থেকে ঠাণ্ডা এবং লোনা বাতাসের ঝাপ্টা এসে লাগছে শরীরে। একদিকে পেলিকান যখন পানিতে সাঁতার কাটছে, অন্যদিকে সী-গল এবং নিঃসঙ্গ ঈগল আকাশে চক্কর মারছে। এখনো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে– যে কোনো মুহূর্তে ওগুলো গলে নিচে নেমে আসবে। তবে মধ্য আকাশে এখনো সেই আগের মতোই সূর্য জ্বল জ্বল করছে।

আমরা সৈকতের দিকে হাঁটতে লাগলাম। সাগর পানিতে ভেসে আসা বিভিন্ন কাঠের টুকরো এক জায়গায় সাজিয়ে রাখা, মাইক আমাদের নিয়ে সেদিকেই এগিয়ে গেল। সহজেই অনুমান করা যায়, আমাদের মতোই কেউ পার্টিতে এসে ওগুলো জমা করে রেখেছে। কাঠের চারপাশ ঘিরে কালো ছাইও দেখতে পেলাম। এরিক এবং বেন নামের ছেলেটা ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কাঠ এবং জঙ্গলের ধার থেকে কাঠের টুকরো এনে জড়ো করতে লাগলো।

"সাগর পানিতে ভেসে আসা মাইক কাঠে কখনো তুমি আগুন জ্বালাতে দেখেছো?" মাইক আমাকে জিজ্ঞেস করলো। আমি একটা সাদা রঙের বেঞ্চির ওপর বসে আছি; অন্যান্য মেয়েরা আমার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে গল্পে ব্যস্ত। মাইক হাঁটু গেড়ে বসে একটা লাঠিতে সিগারেট লাইটার দিয়ে আগুন ধরালো।

"না," টী-পি বরাবর তাকিয়ে আমি জবাব দিলাম।

"খানিক বাদে ব্যাপারটা দেখে বেশ ভালো লাগবে– শুধু আগুনের রঙটার দিকে লক্ষ রাখবে।" কথাটা বলে ও আরেকটা টুকরোয় আগুন ধরালো।

"আগুনের রঙটা একেবারে নীল মনে হচ্ছে," অবাক হয়ে বললাম আমি।

"এগুলোতে লবণ মেশানো আছে। সামান্য হলেও লবণ মেশানো তাই নয় কি?" মাইক একের পর এক বেশ কয়েকটা কাঠিতে আগুন ধরিয়ে আমার পাশে এসে বসলো। ধন্যবাদ দিতে হয়, জেস মাইকের অন্য পাশ দখল করে নিলো। ওর দিকে জেস এমনভাবে তাকালো, দেখলে সহজেই বুঝা যায় মাইকের মনোযোগ আকর্ষণ করাই হচ্ছে জেসের মূল উদ্দেশ্য।

আধ ঘন্টা বাদে জনা কয়েক ছেলে গল্প-গুজব সেরে এসে প্রস্তাব জানালো তারা টাইডাল-পুল দেখতে আগ্রহী। এটা এক ধরনের উভয় সঙ্কট অবস্থা। একভাবে বলতে গেলে টাইডাল-পুল আসলেই আমার ভালোলাগে। যখন একেবারে শিশু, তখন থেকেই বিষয়টার প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ। গ্রীষ্মের ছুটিতে ফরকস্-এ বেড়াতে এলে প্রতিবারই এগুলো দেখতে এসেছি। অন্যদিকে অনেকবারই এতে আমি নাকানি-চুবানি খেয়েছি। বছর সাতেক বয়সে এ ধরনের নাকানি-চুবানি খাওয়া তেমন কোনো ব্যাপার নয়, তারপরও যদি বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে বাবা সাথে থাকেন। কিন্তু এ বয়সে বোধহয় বিপদ থেকে উদ্ধার করার মতো আমার সাথে কেউ-ই নেই। তাছাড়া এ্যাডওয়ার্ডের অনুরোধের কথাও মনে পড়ে গেল– আমি যেন সাগরে পড়ে না যাই।

লরেন আমার মতোই একজন। ওরও আমার মতো টাইডাল-পুল দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। টাইডাল-পুল দেখতে হাঁটার জন্য যে ধরনের জুতোর প্রয়োজন, লরেন সে ধরনের জুতো পরে আসেনি। এঞ্জেলা এবং জেসিকার পাশাপাশি অন্যান্য মেয়েরাও বীচেই থেকে যেতে আগ্রহী। আমি এরিক এবং টাইলারের মতামতের অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু মাইক আমার দিকে তাকিয়ে সমর্থনের ভঙ্গিতে মিষ্টি করে হাসাতে আমি ওদের সাথে যেতে রাজি হয়ে গেলাম।

টাইডাল-পুল বেশি দূরের পথ নয়। তবে গাছপালার আড়ালে নীল আকাশ হারিয়ে যাওয়ায় মোটেও ভালো লাগলো না। বরং অদ্ভুত এক সবুজ আলো আমার চারদিক ঘিরে নাচানাচি করতে লাগলো। উঁচু হয়ে থাকা গাছের শেঁকড়গুলো এড়িয়ে আমি খুব

সাবধানে এগুতে লাগলাম। তাছাড়া অতিরিক্ত সাবধানতার কারণে কোনোভাবেই পুলগুলোর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম না।

অবশেষে ছেলেরা ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠায় ফিরে যাওয়ার তাগাদা অনুভব করলো। আমি ওদের পেছন পেছন অতি সাবধানে হাঁটতে লাগলাম। স্বাভাবিকভাবেই ওদের কাছ থেকে খানিকটা পিছিয়ে পড়তে হলো আমাকে। আমার হাত শ্যাওলায় মাখামাখি হয়ে গেছে। তাছাড়া জীনসের হাঁটু পর্যন্ত শ্যাওলার দাগ লেগে সবুজ রঙ ধারণ করেছে।

বিচ্ছিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আমরা প্রথম বীচ-এ ফিরে এলাম। ফিরে এসে দেখতে পেলাম নতুন একটা ছেলে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে। ছেলেটার চকচকে কালো চুল, আর শরীরের রঙ তামাটে।

দেখতে পেলাম এরই মধ্যে খাবার পরিবেশন শুরু হয়েছে। অন্যদিকে এরিক নতুন আসা ছেলেটার সাথে সবাইকে পরিচিত করে দিলো। অবশ্য আমি এবং এঞ্জেলাই সবার শেষে এসে পৌঁছলাম স্থানটাতে। আর আমরা পৌঁছবার পর এরিক নতুনভাবে আমাদের পরিচিত করে দিলো। আমাদের নাম বলাতে নতুন আসা কম বয়সী ছেলেটা ঘন ঘন আমার দিকে তাকাতে লাগলো। আমি এঞ্জেলার পাশে গিয়ে বসলাম। মাইক আমার পছন্দ মাফিক স্যাণ্ডউইচ এবং সোডা এনে দিলো। অপরিচিত সাতজনের সাথে একটু বয়স্ক একটা ছেলেও যোগ দিয়েছে।

এঞ্জেলার সাথে বসে আমার বেশ ভালো লাগলো। অন্যান্যদের মতো অযথা বকবক করে নীরবতার সৌন্দর্যকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে না। ও মুক্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দিলো আমাকে। এবং সুযোগকে আমি ভালোভাবেই কাজে লাগাতে পারলাম– ফরকস্-এর দিনগুলো আমার কীভাবে কেটে যাচ্ছে, তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম।

লাঞ্চের সময় মেঘ ধেয়ে আসতে লাগলো, নীল আকাশ চকচকে হয়ে উঠলো। সূর্যকে আড়াল করে দিয়ে সমস্ত বীচকে হালকা অন্ধকারে ঢেকে ফেললো। খাওয়া-দাওয়া শেষে, দু'তিনজনের ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সবাই আশপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। জনাকয়েক একেবারে সাগরের তীর পর্যন্ত এগিয়ে গেল। পাথরের বড়ো বড়ো টুকরোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগুতে লাগলো। অন্যান্যরা দ্বিতীয়বারের মতো টাইডাল-পুলের দিকে যাত্রা করলো। মাইক–জেসিকার সাথে ছায়ার মতো লেপ্টে আছে। ওরা গ্রামের একটা দোকানের দিকে রওনা হলো। স্থানীয় কিছু ছেলে-মেয়ে ওদের সঙ্গ দিতে রাজি হয়ে গেলো। অল্প সময়ের ভেতর সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো।

মিনিট কয়েক বাদে এঞ্জেলা অবশ্য ফিরে আমার পাশে এসে বসলো। আর এর খানিক বাদে জ্যাকব এসে বসলো এঞ্জেলার পাশে। জ্যাকবকে দেখে অতিরিক্ত কম বয়সী মনে হয়— খুব জোর চৌদ্দ কিংবা পনেরো। জ্যাকবের চকচকে কালো চুল পেছন দিকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে পনি টেইলের মতো করে বাঁধা। ওর গায়ের রঙটাও বেশ চমৎকার, লালচে বাদামি রঙের, চোখ চুলের মতোই কালো। তাছাড়া চিবুকের

হাড় খানিকটা উঁচু হওয়ায় ওর সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। জ্যাকবের চেহারার ভেতর যেমন সারল্য আছে, তেমনি এক ধরনের ছেলেমানুষীও আছে। অবশ্য ওর মুখ থেকে প্রথম কথাটা বেরুবার সাথে সাথে ওকে নিরীক্ষা করার খেই হারিয়ে ফেললাম।

"তুমি হচ্ছো ইসেবেলা সোয়ান, তাই নয় কি?"

বিষয়টা আমার কাছে স্কুলের প্রথম দিনের মতো।

"বেলা," আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম।

"আমি হচ্ছি জ্যাকব ব্যাক," বন্ধুত্বসূলভভাবে ও হতে মেলালো আমার সাথে। "তুমি আমার বাবার ট্রাকটা কিনেছো।"

"ওহ্," আমি বললাম। ওর সাথে হাত মিলিয়ে আন্তরিকতা প্রকাশ করলাম।" তুমি তাহলে বিলির সন্তান। সম্ভবত তোমার কথা আমার মনে আছে।"

"না, আমি হচ্ছি পরিবারের সবার ছোটো– আমার বড় বোনের কথা বোধহয় তোমার মনে আছে।"

"র‍্যাচেল এবং রেবেকা," হঠাৎ-ই আমার মনে পড়ে গেল। ফরকস্-এ বেড়াতে এসে চার্লি এবং বিলি আমাকে নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন। নতুনভাবে বন্ধুত্ব হওয়ায়, উভয়ে আমরা একটু লজ্জা পেলাম। তাছাড়া এগারো বছর বয়সের সময়কার মাছ ধরতে যাওয়ার ঘটনাটা মাথা থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করলাম।

"ওরা কি এখানেই আছে?" সাগরের পাড়ে দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"না," জ্যাকব মাথা নাড়লো। "র‍্যাচেল ওয়াশিংটন স্টেট-এ একটা স্কলারশীপ পেয়েছে, আর রেবেকা একজন স্যামন সার্ফারকে বিয়ে করেছে। ও আছে এখন হাওয়াই-তে।"

"বিবাহিত! ওয়াও!" আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওই যমজ দু'বোন আমার চাইতে বছর খানেকেরও বড়ো হবে না।

"তো ট্রাকটা তোমার কেমন লাগছে," ও প্রশ্ন করলো আমাকে।

"আমি ওটা ভালোবেসে ফেলেছি। খুব ভালো ওটা।"

"হ্যাঁ-হ্ কিন্তু ওটা খুব আস্তেই চলে।" ও হাসলো। "চার্লি যখন ওটা কিনলেন, আমি কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিলাম।"

"ট্রাকটা মোটেও আস্তে চলে না," আমি প্রতিবাদ জানালাম।

"তুমি কি ষাট দশকে ফিরে যেতে চাইছো?"

"না-তো," আমি সমর্থন জানালাম না জ্যাকবকে।

"ভালো কথা। মোটেও ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে না।" ও দাঁত বের করে হাসলো।

আমি অবশ্য হাসিটা পাল্টা ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। "প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ওটা আমার জন্যে যথেষ্ট।"

"আমার তো মনে হয় না, একটা ট্যাঙ্কের পক্ষেও ওই পুরাতন দানবটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।" ও আবার দাঁত বের করে হাসলো।

"তাহলে তুমি গাড়ি তৈরি করছো?" সন্তুষ্ট হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

"সময় পেলে এবং প্রয়োজনীয় পার্টস হাতে পেলে। তুমি কি জানো, আমি প্রথম হাত পাকিয়েছি ১৯৮৬ মডেলের ফোক্সওয়াগন ব্যাবিটের ওপর দিয়ে?" অনেকটা বিদ্রুপের ভঙ্গিতেই বললো যেন কথাগুলো।

জ্যাকবের মুখে আমি চমৎকার হাসি দেখতে পেলাম। কোনো মন্তব্য কোণার আশায় ও আমার দিকে তাকালো।

"বেলা, তুমি কি জ্যাকবকে চেনো?" লরেন প্রশ্ন করলো– ওর কণ্ঠস্বর আমার কানে ম্লান কোণালো।

"জন্মের পর থেকেই আমাদের ভেতর একটু জানাশোনা আছে।" সশব্দে হেসে উঠে ও আমার দিকে তাকালো।

"খুব মজার ব্যাপার তো!" অবশ্য লরেনের কণ্ঠস্বর শুনে মোটেও মনে হলো না যে আমাদের কথার ভেতর কোনো মজা খুঁজে পেয়েছে।

"বেলা," লরেন আবার আমাকে ডাকলো। মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখে নিলো, "আমি টাইলারকে এতোক্ষণ এ কথাই বুঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে, কুলিনরা আমাদের সাথে যোগ না দিয়ে মোটেও শোভনীয় কাজ করেনি। কেউ-ই কি ওদের আমন্ত্রণ জানায়নি?" ওর কথাগুলো বলার ভঙ্গিতে মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

"তুমি কি ডা. কালির্সল কুলিন পরিবারের কথা বলছো?" আমি কিছু বলার আগেই দীর্ঘদেহী ছেলেটা জিজ্ঞেস করলো। লরেনের খোঁচামারা কথায় ও খানিকটা মর্মাহত হয়েছে। ওকে ছেলে না বলে, পূর্ণ বয়স্ক মানুষ বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে। তাছাড়া পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মতোই ওর ভরাট কণ্ঠস্বর।

"হ্যাঁ, তুমি কি তাদের চেনো?" ছেলেটার দিকে খানিকটা এগিয়ে, উৎফুল হয়ে প্রশ্ন করলো লরেন।

"কুলিন পরিবারের কেউ-ই এখানে আসবে না," ওর প্রশ্নটাকে উপেক্ষা করে প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করলো ছেলেটা।

টাইলার লরেনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলো। হাতে ধরা একটা সিডি সম্পর্কে তার মন্তব্য জানতে চাইলো ও।

আমি দীর্ঘদেহী ছেলেটার দিকে তাকালাম, কিন্তু ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলাম। ও সোজা তাকিয়ে আছে আমাদের পেছনের ঘন জঙ্গলের দিকে।

ও বললো যে, কুলিন পরিবারের কেউ-ই এখানে আসবে না, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে ভিন্ন কিছু ছিলো– যা ওরা মোটেও বুঝতে পারেনি। ওর আচরণে আমার ভেতর ভিন্ন এক ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অনুভূতিটা কী যতোক্ষণ না বুঝতে পারছি, ততোক্ষণ আমি বিষয়টা ভুলে থাকতে চাই।

জ্যাকব আমার চিন্তার জাল ছিন্ন করে দিলো। "তাহলে তুমি ফরকস্-এর রাস্তায় পাগলের মতো গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছো?"

"আমি ওটা কথার কথা বলেছি।" আমি মুচকি হাসলাম। পাল্টা ও দাঁত বের করে হাসলো।

কুলিনদের সম্পর্কে মন্তব্য নিয়ে এখনো আমি চিন্তা করছি। নতুনভাবে চিন্তা করার

উৎসাহও পেয়েছি মনে হচ্ছে। যদিও এটা একটা বোকার মতো পরিকল্পনা, কিন্তু এছাড়া বিকল্প কিছু খুঁজে বের করতে পারলাম না। আমার মনে হলো কমবয়সী জ্যাকব আশপাশের মেয়েদের ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞ। সুতরাং তাকে কজা করা বোধহয় না খুব একটা কঠিন ব্যাপার হবে।

"তুমি কি সাগরপারের দিকে আমার সাথে যেতে রাজি আছো?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। এ্যাডওয়ার্ড যেমন ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছিলো, মনে হলো জ্যাকবও বুঝি সেভাবেই ভ্রু কুঁচকে তাকাবে আমার দিকে। কিন্তু আমি দেখলাম ঠিক উল্টো, আমার প্রস্তাব শুনে ও লাফিয়ে উঠলো প্রায়।

বিভিন্ন আকারের পাথর ডিঙ্গিয়ে আমরা সরাসরি উত্তরের সাগর সৈকতের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

"তাহলে তোমার বয়স কতো হলো, ষোলো?" আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। অবশ্য টেলিভিশনের মেয়েদের যেমন দেখা যায়, তেমন বোকার মতো তার দিকে তাকালাম না।

"আমার এখন পনেরো চলছে," ও ইতস্ততভাবে জবাব দিলো।

"সত্যি?" চোখে-মুখে কৃত্রিম অভিব্যক্তি এনে বিস্ময় প্রকাশ করলাম। "আমার ধারণা ছিলো, তোমার বয়স বুঝি আরেকটু বেশিই হবে।"

"বয়সের তুলনায় আমি একটু বেশিই বেড়ে উঠেছি," ও ব্যাখ্যা করলো।

"ফরকস্-এ তুমি কি খুব ঘন ঘন আসো?" পাল্টা আমি প্রশ্ন করলাম।

"খুব বেশি একটা নয়," দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও বললো। "কিন্তু যখন আমার গাড়ি বানানো শেষ হবে, আমি যেমন ইচ্ছে তেমন ঘুরে বেড়াতে পারবো– তাছাড়া আমার একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রয়োজন, তার কথা শুধরে নিয়ে বললো।

"লরেন যে ওই ছেলেটার সাথে কথা বলছিলো, তুমি কি তাকে চেনো? দেখে মনে হলো ওর বয়স আমাদের চাইতে বেশ খানিকটা বেশিই হবে।" নিজেকে কম বয়সী প্রমাণ করার জন্যেই আমি এ ধরনের মন্তব্য করলাম। তাছাড়া বুঝাতে চাইলাম, আমার বয়স কম বলে জ্যাকবকে পছন্দ করতে শুরু করেছি।

"ও হচ্ছে স্যাম–ওর বয়স প্রায় উনিশ," গোপন তথ্য জানানোর ভঙ্গিতে ও বললো।

"ও ডা. সম্পর্কে কী যেন বললো?" নিরীহর মতো প্রশ্ন করলাম তাকে।

"কুলিন পরিবার সম্পর্কে? ওহ্, আমার মনে হয় না, ওরা কোনো এ ধরনের পার্টিতে অংশ নেবে।" আমার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ও সোজা জেমস আইল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হলো স্যামের কথাগুলো কোণার পর আমি কী ধরনের চিন্তা করছি, তা বুঝে নেবার চেষ্টা করছে।

"কেন নয়?"

ও আমার দিকে সরাসরি তাকালো। খানিকক্ষণ ঠোঁট কামড়ে ধরে বললো, "ওপস্। আমার মনে হয় না এ বিষয়ে আমি সঠিক কিছু বলতে পারবো।"

"আরে, আমি কাউকে এ বিষয়ে বলতে যাচ্ছি না। শুধু একটু জানতে ইচ্ছে হলো আর কি।" আমি আগের মতোই হাসিটা ধরে রাখার চেষ্টা করলাম।

ও পাল্টা একটু হাসলো। বুঝতে পারলাম আমাকে দেখে ও মুগ্ধ হয়েছে। এরপর ও একটু ভ্রু কুঁচকালো। তবে আগের চাইতে ওর কণ্ঠস্বর একটু কর্কশ কোণালো আমার কানে।

"তুমি কি ভয়াল গল্প পছন্দ করো?" ভীত কণ্ঠে ও প্রশ্ন করলো আমাকে।

"আমি ওধরনের গল্প পছন্দ করি।" ওর সামনে প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ করলাম। ধীরে ধীরে ওকে উত্তপ্ত করে তোলাই আমার উদ্দেশ্য।

জ্যাকব সাগর পারে গজিয়ে ওঠা গাছগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

"তুমি কি আমাদের পুরাতন কাহিনী সম্পর্কে জানো, কোথা থেকে আমরা এসেছি– আমি ক্যুইলিউটস বিষয়ে বলতে চাইছিলাম?" ও বলতে শুরু করলো।

"ঠিক বলতে পারছি না," আমি স্বীকার করে নিলাম।

"ঠিক আছে, আমরা কিন্তু অনেক সাধু (নবী) সম্পর্কে জানি। এদের কেউ কেউ মহাপ্লাবনেরও আগেকার– সে রকমই ধারণা করা হয়, প্রাচীন ক্যুইলিউটেসের ঢেউ ছিলো বিশাল বিশাল। ওদের ক্যানুগুলো ঢেউয়ের তোড়ে সবচেয়ে উঁচু গাছের ওপর উঠে গিয়েছিলো। কিন্তু নোয়ার সেই আর্কের মতো সবাই অবশ্য বেঁচে গিয়েছিলো।" জ্যাকব মৃদু হাসলো। ওর ইতিহাসের জ্ঞান থেকে সামান্য কিছু বিতরণের চেষ্টা করলো। কিছু কিছু উপগাঁথায় দাবী করা হয়েছে যে, নেকড়ে থেকে নাকি আমাদের উদ্ভব হয়েছে– এবং ওই নেকড়েরা এখনো আমাদের ভাই হয়েই আছে। আদিবাসীদের আইনে এদের হত্যা করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

"এরপরই হচ্ছে কাহিনীর শিহরণ জাগানো অংশ।" ওর কণ্ঠস্বর খানিকটা ম্লান কোণালো

"শিহরণ জাগানো অংশ?" মিথ্যে বিস্ময় নয়, সত্যিকার বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম তাকে।

"হ্যাঁ। কাহিনীগুলো সেই নেকড়েদের নিয়ে উপগাঁথার মতোই ভয়ঙ্কর। এগুলোর ভেতর বেশকিছু সাম্প্রতিক কাহিনীও আছে। উপগাঁথা অনুসারে, এগুলোর কিছু কিছু আমাদের প্র-পিতামহও জানতেন। আমাদের এলাকায় অনেকগুলো কাহিনী প্রচলিত আছে, যেগুলো উনি সংগ্রহ করেছিলেন।" ও চোখ পাকালো।

"তোমার প্র-পিতামহ?" আমি উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, তিনি ছিলেন আমাদের এলাকার দলপতি, আমার বাবার মতোই একজন।"

"মায়া নেকড়ের কথা যে কোণা যায়, সেগুলোর কোনো শত্রু আছে?"

"শুধুমাত্র একটাই শত্রু।"

আরো কিছু জানতে পারবো এমন আশা নিয়ে ওর দিকে তাকালাম।

"সুতরাং বুঝতেই পারছো," জ্যাকব বলতে লাগলো, "ওই সব ভয় জাগানো উপগাঁথাগুলোই হচ্ছে আমাদের সনাতন শত্রু। কিন্তু আমার প্র-পিতামহের সময় উপগাঁথাগুলো প্রচলিত হয়েছিলো, তখন কিন্তু অন্যরকমের ছিলো। তারা কখনোই অন্যান্য শিকারের মতো তাদের হত্যা করতো না– ওগুলো আদিবাসীদের জন্যে মোটেও ভয়াল কোনো কিছু ছিলো না। সুতরাং প্র-পিতামহ ওগুলোর সাথে এক ধরনের অহিংস নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিলেন– অকারণে তাদের হত্যা করা যাবে না।

যদি গুগুলো আমাদের ভূমিতে অবস্থান করতেই চায়, তাহলে ওগুলোর সাদা প্রকাশ করতে দেয়া যাবে না।" ও চোখ পিট পিট করে আমার দিকে তাকালো।

"যদি ওগুলো ভয়ঙ্কর না-ই হয়ে থাকে, তাহলে কেন...?" বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করলাম। তাছাড়া, তার ভৌতিক গল্পে আমি কতোটা মনোযোগি হয়ে উঠেছি, সেটাও প্রকাশ করতে চাইলাম।

"ওদের নিয়ে সবসময় এক ধরনের ভয়ের ঝুঁকি থেকেই গেছে, এমনকি ওরা আমাদের মতো সভ্য হওয়ার পরও। কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কখন থেকে নিজ অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়ে উঠলো।"

"সভ্য– বলতে তুমি আসলে কি বুঝাতে চাইছো?"

"দাবী করে যে, ওরা নাকি কখনো মানুষদের হত্যা করেনি। সাধারণ জীব-জন্তুই তাদের শিকার।"

আমার কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম। "তো, এগুলোর সাথে কুলিন পরিবারের সম্পর্ক কোথায়? তোমার সেই প্র-পিতামহের সাথে তাদের কোথাও কি মিল খুঁজে পাওয়া গেছে?"

"না।" ও নাটকীয়ভাবে হঠাৎ থেমে গেল। "ওরা একই ধরনের।"

ও অবশ্যই আশা করছে, এ ধরনের গল্প শুনে আমি আঁতকে উঠবো। জ্যাকব একটু হেসে আবার বলতে শুরু করলো।

"ওদের এখন এর চাইতেও বেশি কিছু বলা যেতে পারে; একজন নতুন মহিলা এবং একজন নতুন পুরুষ, কিন্তু যেভাবেই বলা হোক না কেন, ওই একই কথা। আমার প্র-পিতামহের সময় থেকেই নেতা কার্লিসলকে তারা জেনে এসেছে। তোমাদের মতো মানুষরা আসার আগে তিনি এখানে এসেছিলেন, এবং তোমাদের এখানে আসার আগে তিনি এখান থেকে চলেও গেছেন।" ভীতভাবে ও একটু হাসলো।

"তো, ওদের কি বলা যেতে পারে?" আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই প্রশ্ন করলাম। "ওদের ভয় পাওয়ার কি আছে?"

ও রহস্যময়ভাবে হাসলো।

"রক্তপান কারি," শীতল কণ্ঠে ও জবাব দিলো। "তোমাদের মতো মানুষরা যাদের ভ্যাম্পায়ার নামে জানো।"

জবাব কোণার পর ওর দিকে আমি সরাসরি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম।

"তোমার গুজ-বাম পড়া আছে নিশ্চয়ই," জ্যাকব খানিকটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে হাসলো।

"তুমি খুব সুন্দর গল্প বলতে পারো," কটাক্ষ করে আমি বললাম। এখনো আমি তার দিকেই তাকিয়ে আছি।

"শুনতে একেবারে বিস্ময়কর মনে হচ্ছে, তাই নয় কি? এ কারণেই বাবা কারও সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে দিতে চান না।"

ওর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার অভিব্যক্তি লুকানোর চেষ্টা করলাম। "চিন্তার কোনো কারণ নেই, এই গল্পগুলো সবার মাঝে আমি ছড়াতে যাচ্ছি না।"

"মনে হয় আমি আমার শর্ত ভঙ্গ করেছি।"

"তোমার বলা সবকিছু কবর চাপা দিয়ে দেবো।" জ্যাকবের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম আমি।

"অবশ্যই কিন্তু গোপন রাখার চেষ্টা করবে,– চার্লিও এর বাইরে নন।"

"কথা দিচ্ছি উনি কিছুই জানতে পারবেন না।"

সুতরাং তুমি ধরে নিতে পারো আমরা হচ্ছি একগাদা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের সহজাত, নাকি অন্য কিছু?" ও নাটুকে কণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করলো। এখন পর্যন্ত আমি সাগরের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারিনি।

যেমন সাধারণতভাবে, ঘুরে হাসি মুখে আমি ওর দিকে তাকালাম।

"না। আমি ভাবছি তুমি খুব সুন্দর গল্প বলতে পারো। গুজ-বাম-এর বাইরে এখনো কিন্তু আমি কিছুই খুঁজে বের করতে পারছি না, বুঝলে কিছু?"

"বলার আর অপেক্ষা রাখে না।" ও মিষ্টি করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

এরই ভেতর কারও এগিয়ে আসার পদশব্দ শুনতে পেলাম। শব্দের উৎসের দিকে দু'জনেই একসাথে দৃষ্টি ফেরালাম। দেখতে পেলাম জেসিকা এবং মাইক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

"এই যে বেলা তুমি ওখানে," মাইক আমাকে দেখতে পেয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আমাকে উদ্দেশ্য করে ও ঘন ঘন হাত নাড়তে লাগলো।

"ওকি তোমার প্রেমিক?" মাইকের ঈর্ষাকাতর কণ্ঠ শুনে, জ্যাকব খুব সাবধানে প্রশ্ন করলো আমাকে।

"না, একেবারেই নয়," আমি ফিসফিস করে বললাম। জ্যাকবের প্রতি যে অনুরক্ত হয়ে পড়েছি, আপ্রাণভাবে তা প্রকাশের চেষ্টা করলাম। মাইকের দৃষ্টি এড়িয়ে আমি জ্যাকবকে উদ্দেশ্য করে চোখ টিপলাম। আমার এই আচরণে ওকে সন্তুষ্টই মনে হলো।

"তো, যখন আমি লাইসেন্স পাবো " ও আবার নতুনভাবে শুরু করলো।

"তুমি আমাকে অবশ্যই ফরক্স্-এ দেখাতে আসবে। কিছু সময়ের জন্যে আমরা একে অপরের সাথে কাটাতে পারবো।" যদিও কথাগুলো বলে নিজেকে আমার অপরাধী বলে মনে হলো। অন্যায়ভাবেই ওকে আমি নাচাচ্ছি। তবে এটাও ঠিক, জ্যাকবকে আমার ভালো লেগেছে। ও এমন একজন ছেলে, যার সাথে সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা যায়।

ইতোমধ্যে মাইক আমাদের কাছে এসে হাজির হয়েছে। জেসিকা মাইকের কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দৃষ্টি দেখে মনে হলো জ্যাকবকে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

"তুমি কোথায় বলো তো?" মাইক আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলো। উত্তর ওর সামনে থাকা সত্বেও অযথাই প্রশ্নটা করলো।

"জ্যাকব স্থানীয় কিছু গল্প কোণাচ্ছিলো আমাকে," ওকে আস্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললাম। "এগুলো খুবই চমকপ্রদ সব গল্প।"

মাইকের দিকে আমি আন্তরিকভাবে তাকালাম। অবশ্য সাথে সাথেই ও পেছন ফিরে তাকালো।

"খুব ভালো কথা," মাইক চুপ করে পারিপার্শ্বিক বুঝে নেবার চেষ্টা করতে

লাগলো, সম্ভবত জ্যাকবের সাথে আমাদের পরিপার্শ্বিক সম্পর্ক বুঝে নেবারই চেষ্টা করলো। আমরা গোছগাছ শুরু করে দিয়েছি। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সহসাই বৃষ্টি শুরু হবে।"

সবাই কালো মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে তাকালাম। দেখে মনে হচ্ছে, বৃষ্টি শুরু হতে বোধহয় না খুব একটা দেরি হবে।

"ঠিক আছে।" আমি লাফিয়ে উঠলাম। "আমি এক্ষুনি আসছি।"

"তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে," জ্যাকব বললো। আমার কাছে অবশ্য মনে হলো মাইককে বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যেই হয়তো আকস্মিকভাবে এই কথাটা সে বললো।

"সত্যিই, আমিও খুব খুশি হয়েছি। এরপর বিলির সাথে দেখা করতে এলে আমিও তোমার সাথে দেখা করবো।"

ওর হাসি সম্পূর্ণ মুখে বিস্তৃত হলো।" বিষয়টি খুব মজার হবে।

"তোমাকে তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে," আমি আন্তরিকভাবে বললাম।

"হুডটা মাথার ওপর টেনে নিয়ে আমি সাবধানে পাথরগুলো এড়িয়ে পার্কিং লটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সাদা পাথরের যেখানে পড়ছে, সেখানে কালো দাগের সৃষ্টি হচ্ছে। সাবারবানের আমরা চাপার আগেই জিনিসপত্রগুলো গাড়ির পেছনে সাজিয়ে নেয়া হয়েছে। কোনোভাবে পেছন সিটে এঞ্জেলা এবং টাইলারের মাঝখানে নিজের একটা জায়গা করে নিলাম। এঞ্জেলা গাড়ির জানালা বাইরে পথে তাকিয়ে আছে। ঝড় কীভাবে ধীরে ধীরে ফুঁসে উঠছে, ও হয়তো সেটাই দেখার চেষ্টা করছে মনোযোগ দিয়ে। লরেন সামনের সিটে মাথা ঘুরিয়ে টাইলারের দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করছে। আমার করার মতো অবশ্য কিছুই খুঁজে পেলাম না, সিটের পেছনে মাথা এলিয়ে ঝিমুতে লাগলাম।

সাত

আমি চার্লিকে বললাম যে আমার প্রচুর হোমওয়ার্ক করার আছে, সুতরাং রাতে খাওয়ার মতো হাতে মোটেও সময় নেই। টেলিভিশনে বাস্কেটবল খেলা দেখা নিয়ে তিনি ভীষণ উত্তেজিত। সুতরাং কী বললাম কিংবা আমার মুখে কী ধরনের অনুভূতি প্রকাশ পেলো, কিছুই তার লক্ষ করার কথা নয়। যদিও আমি ঠিক বুঝতে পারি না, এই খেলার ভেতর এমন কী উত্তেজনার আছে।

বেডরুমে ঢুকে, দরজার লক ভালোভাবে আটকে দিলাম। ডেস্ক হাতড়ে আমি পুরাতন হেডফোনটা খুঁজে বের করে সিডি পেয়ারের সাথে সংযুক্ত করলাম। বড়োদিনে ফিলের উপহার দেয়া একটা ডিস্ক আমি প্লেয়ারে চাপিয়ে দিলাম। এটা তার প্রিয় এক সঙ্গীত দলের এ্যালবাম, কিন্তু গানগুলো আমার তেমন একটা ভালো লাগলো না।

হেডফোন কানে লাগানো অবস্থাতেই আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কানে পীড়া দেয়, এমনভাবে সিডি প্লেয়ারের ভলিউম বাড়িয়ে দিলাম। আমি চোখ বন্ধ করে রাখলাম, কিন্তু আলো চোখে লাগায় তেমন সুবিধা করতে পারলাম না। পাশ থেকে বালিশ টেনে নিয়ে চোখের ওপর চাপা দিলাম।

গানটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। ড্রামের তালেতালে গাওয়া গানের কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু ড্রামের অতিরিক্ত শব্দের কারণে কথাগুলো বুঝে ওঠা বেশ কষ্টকর। তৃতীয়বারের মতো সিডিটা চালানোর পর অন্তত এতোটুকু বুঝতে পারলাম, গানটা গাওয়া হচ্ছে সমবেত কণ্ঠে। আমি অবাক হলাম এই ভেবে যে, শেষ পর্যন্ত ব্যান্ডের গানগুলো আমার বেশ ভালোই লাগতে শুরু করেছ। নতুনভাবে আমি আবার ফিলকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

সিডিটা আমি এক নাগালে শুনতে লাগলাম, যতোক্ষণ না গানগুলো নিজে থেকে গাইতে পারলাম, ততোক্ষণ সিডিটা শুনেই গেলাম। অবশ্য বেশিক্ষণ আর কোণা হলো না, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে লাগলো।

চোখ খুলে আমি পরিচিত একটা জায়গা দেখতে পেলাম অবচেতন মনে যদিও বেশ ভালোভাবেই জানি যে আমি স্বপ্ন দেখছি, তবুও আমার কাছে সবকিছু মনে হচ্ছে একেবারে বাস্তব– জঙ্গলের সেই সবুজ আলো আবার আমি দেখতে পেলাম। কাছেই কোথাও পাথরের তীরের ওপর ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পেলাম। এবং মনে হলো একটু চেষ্টা করলে সাগরটাও দেখতে পাবো, চেষ্টা করলে সূর্যটাও দেখা যাবে। আমার কানে একটা শব্দ ভেসে এলো, কিন্তু শব্দটা কোথা থেকে আসছে তা বুঝে ওঠার আগেই জ্যাকব ব্ল্যাককে দেখতে পেলাম। আমার একটা হাত ওর মুঠোয় শক্তভাবে ধরে জঙ্গলের অন্ধকার অংশের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।

"জ্যাকব? এটা কি হচ্ছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। ওর চোখেমুখে রীতিমতো আতঙ্ক লক্ষ করলাম। কোনো কারণে ও এতোটাই ভয় পেয়েছে যে, সজোরে আমার হাত চেপে ধরে অন্ধকারের দিকে এগুতে লাগলো। কিন্তু অন্ধকারে মোটেও আমি যেতে চাইলাম না।

"পালাও! বেলা পালাও! তোমাকে পালাতে হবে!" আতঙ্কে ও ফিসফিস করে বললো।

"এদিক দিয়ে তুমি পালাও!" মাইকের গলা আমি চিনতে পারলাম। গাছপালার অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ থেকে মাইক চিৎকার করে আমাকে সাবধান করার চেষ্টা করলো, কিন্তু ওকে মোটেও দেখতে পেলাম না।

"কেন?" আমি জানতে চাইলাম। জ্যাকব এখনো সেই আগের মতোই আমাকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু সূর্য দেখার জন্যে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম।

কিন্তু জ্যাকব আগের মতোই হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করতে লাগলো। হঠাৎই ও কাঁপতে লাগলো। প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এমনভাবে গড়াগড়ি খেতে লাগলো যে, আমি তা দেখে ভয়ে শিউরে উঠলাম।

"জ্যাকব।" আমি চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু ও আমার সামনে থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। বরং সেখানে দেখতে পেলাম লালচে বাদামি রঙ আর কালো চোখের একটা বিশালাকৃতির নেকড়ে। নেকড়েটা আমার থেকে মুখ ঘুরিয়ে সাগর সৈকতের দিকে তাকালো। ঘন পশমে আবৃত ঘাড় নাড়িয়ে শ্বদন্তের গোঁ গোঁ শব্দ করে উঠলো।

"বেলা দৌড়াও!" আমার পেছন থেকে মাইক আবার চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু আমি নড়তে পারলাম না। দেখতে পেলাম সাগরের দিক থেকে অদ্ভূত ধরনের একটা আলো আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

এরপরই দেখতে পেলাম এ্যাডওয়ার্ডকে– ও গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে। ওর শরীরের চামড়া চকচক করছে, আর কালো চোখ জোড়া ভয়ঙ্করভাবে জ্বলজ্বল করছে। ও আমার হাত চেপে ধরে নিজের দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করলো। নেকড়াটা আমার প্রায় কাছেই দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে উঠলো।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে এক পা পিছিয়ে এলাম। ও হেসে উঠলো। তখন লক্ষ করলাম ওর দাঁতগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং ধারালো।

"আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।" মধু মাখানো কণ্ঠে আমাকে আস্বস্ত করার চেষ্টা করলো এ্যাডওয়ার্ড।

আমি আরেক পা সরে দাঁড়ালাম।

নেকড়েটা আমার এবং ভ্যাম্পায়ারের মাঝ বরাবর এসে দাঁড়ালো। স্বদন্তগুলোর আকার এখন আরো বেড়ে গেছে।

"না!" আমি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলাম– এতোটাই জোরে লাফিয়ে উঠলাম যে ঘুম ভেঙে নিজেকে আমি বিছানার নিচে আবিস্কার করলাম।

বিছানার থেকে আমার এই পড়ে যাওয়ায় হেডফোনে টান লেগে সিডি প্লেয়ারটা টেবিলের পাশের কাঠের মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে গেল।

ঘরের লাইটটা এখনো আমার অন করাই আছে। রাতে বাইরের পোশাক জুতা পরা অবস্থাতেই শুয়ে পড়েছিলাম। ড্রেসারের ওপর রাখা টেবিল ঘড়িটার দিকে তাকালাম। ঘড়িটা সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় নির্দেশ করছে।

যন্ত্রণায় আমি গুঙিয়ে উঠলাম। গড়িয়ে মুখ ঢেকে উবু হয়ে শুয়ে পড়লাম। এরপর লাথি মেরে পা থেকে জুতাজোড়া খুলে ফেললাম। যেখানেই হোক তন্দ্রাচ্ছন্নতা আমি সহ্য করতে পারি না। আবার গড়িয়ে জীনসের বোতাম খুলে ওটা সরাসরি সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম খোঁপাটা এখনো বাঁধাই আছে, ফলে মাথার পেছনে ব্যথা করছে আমার। মাথা ঘুরিয়ে রাবার ব্যান্ড খুলে চুলগুলোর ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে যতোদূর সম্ভব চুলগুলো সোজা করে নেবার চেষ্টা করলাম। আগের মতোই বালিশটা চোখের ওপর চাপিয়ে আলোর যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করলাম।

অবশ্যই এগুলোর কোনো অর্থ নেই। যে দৃশ্যকল্পগুলো এতোক্ষণ আমাকে পীড়া দিয়ে এসেছে, অবচেতন মন অবশ্যই সেগুলো মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে।

আমি উঠে বসলাম। উপর থেকে নিচের দিকে দ্রুত রক্ত প্রবাহের কারণে খানিকক্ষণ মাথা ঘুরতে লাগলো। আগের কাজ আগে করতে হবে মনে মনে ভাবলাম।

যতোটা সম্ভব এই দুঃচিন্তাগুলো মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবো, তাতেই মঙ্গল। বাথরুম ব্যাগটা আমি টেনে নিলাম।

যেমনভাবে মনে করেছিলাম বাথরুমে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ শরীর ভেজাবো, তেমন অবশ্য করলাম না। এমনকি ড্রায়ার দিয়ে চুলও ভালোভাবে শুকানোর প্রয়োজন বোধ করলাম না। মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে শোবার ঘরে প্রবেশ করলাম। চার্লি এখনো ঘুমাচ্ছেন নাকি কাজে বেড়িয়ে পড়েছেন, কিছুই বলতে পারছি না। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম পার্কিং লটে ক্রুজারটা নেই।

ধীরে সুস্থে পোশাক পাল্টিয়ে বিছানা গুছিয়ে নিলাম- যদিও ভালোভাবে গুছাতে পারলাম না। কিছু বিষয় আছে যেগুলো মোটেও আমি ভালোভাবে করতে পারি না। সুতরাং বিছানা গুছানোর কাজে নিজেকে বেশিক্ষণ ব্যস্ত রাখতে পারলাম না। ডেস্কের কাছে গিয়ে আমার পুরাতন কম্পিউটারটা অন করলাম।

এটাতে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে মোটেও ভালো লাগে না। কম্পিউটারের মোডেমটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশ পুরাতন মডেলের। ফ্রি সাবস্ক্রাইবের কাছে ডায়াল করার পর ইন্টারনেটের সংযোগ পেতে হয়।

আমি খুব ধীরে ধীরে খেতে লাগলাম। প্রতি খাদ্যের টুকরো মনে হলো যেন যত্ন করে চিবুচ্ছি। খাবার শেষ করে থালা-বাসনগুলো ধুয়ে-মুছে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলাম। ক্লান্তিতে ওপরতলার সিঁড়ি ভাঙতেও আমার বেশ কষ্ট হতে লাগলো। প্রথমেই সিডি প্লেয়ারটার কাছে গিয়ে সেটা যথাস্থানে তুলে রাখলাম। প্লেয়ার থেকে হেডফোন খুলে ডেস্কের ড্রয়ারের ভেতর রেখে দিলাম। এরপর আবার সিডিটা চালালাম। কয়েকটা গান পার হয়ে নির্দিষ্ট গান সিলেক্ট করলাম। এই গানের ব্যাক গ্রাউন্ডে বিশেষ কিছু শব্দ যুক্ত করা হয়েছে।

আরেকবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমি কম্পিউটার অন করলাম। স্বাভাবিক স্ক্রীনে পপ্-আপ এ্যাডভারটাইজমেন্ট ভেসে উঠলো। ফোল্ডিং চেয়ারে বসে প্রথমেই ছোটো ছোটো উইন্ডোজগুলো বন্ধ করে দিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি প্রিয় সার্চ ইঞ্জিনে প্রবেশ করলাম। এরপর নতুনভাবে কিছু পপ্-আপ বেছে নিলাম এবং এরপর একটা শব্দ টাইপ করলাম।

"ভ্যাম্পায়ার।"

শব্দের তথ্যগুলো সুবিন্যস্তভাবে আসতে খানিকক্ষণ সময় লাগলো। একই শব্দের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশিষ্টতা লক্ষ করলাম- এর বেশিরভাগই মুভি এবং টিভি-শো সংক্রান্ত, কিছু কম্পিউটার গেম, এমনকি কসমেটিক কোম্পানি সংক্রান্ত তথ্যও।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কাঙ্খিত সাইটটা আমি খুঁজে পেলাম- ভ্যাম্পায়ার এ টু জেড। অধৈয্য হয়ে আমি এটা লোড হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। দ্রুত কাজ করার সুবিধার্থে স্ক্রীনের অনেক অংশ দখল করে রাখা বিজ্ঞাপনগুলো বন্ধ করে দিলাম। অবশেষে স্ক্রীনটা সম্পূর্ণভাবে দেখতে পেলাম- সাধারণ সাদা ব্ল্যাকগ্রাউন্ডের ওপর কালো অক্ষরে লেখা - অনেকটা যেমন শিক্ষামূলক কোনো বিষয় উপস্থাপন করা হয়। হোম পেজের দুটো কোটেশন আমার বেশ নজর কাড়লো।

এই বিশাল পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে অশরীরী, প্রেতাত্মা, ভূত কিংবা

শয়তান। এদের যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এদের প্রত্যেককেই কিন্তু চেহারার দিক থেকে ভয়ঙ্কর, আতঙ্কজনক কিংবা বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী বলা যাবে না। অন্যদিকে মনোরোম সাজপোশাক পরা সব ভ্যাম্পায়ারই কিন্তু আমাদের এক কথায় মুগ্ধ করে। কোনোভাবেই তাদের ভূত প্রেত কিংবা শয়তান বলা যাবে না। কিন্তু এরপরও তারা ডার্ক নেচার-এর চর্চা করে, অলৌকিক সব কর্মকান্ড সম্পাদন করতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই তারা অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে।

– রেভারেন্ড মন্টেগু সামারস্

যদি কোনো কারণে পৃথিবীর কোনো কিছুকে নির্দ্বিধায় স্বীকৃতি প্রদান করতে হয়, তাহলে প্রথমে ভ্যাম্পায়ারের কথাই উল্লেখ করতে হয়। এর ভেতর কোনো ঘাটতি থাকার কথা নয়: অফিসের কোনো রিপোর্ট প্রদান, খ্যাতিমান ব্যক্তির মুচলেখা, সার্জনের সার্টিফিকেট, যাজক কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট; বিধানতান্ত্রিকভাবে সম্পূর্ণ বৈধ হিসেবেই ধরে নেয়া যায়। তাহলে ভ্যাম্পায়ার বলে কিছু থাকতে পারে তা কে বিশ্বাস করবে?

– রুশো

এর পরবর্তী অংশে, ভ্যাম্পায়ার সংক্রান্ত যতো ধরনের মিথ পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, সেগুলো আক্ষরিকভাবে সাজানো হয়েছে। প্রথমবার যেটাতে আমি ক্লিক করলাম, সেটা ভ্যানাগ। ভ্যানাগ হচ্ছে ফিলিপাইনের ভ্যাম্পায়ার। এই ভ্যাম্পায়ারই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ট্যারৌ নামক গাছগুলো (গ্রীষ্মপ্রধান দেশ–বিশেষত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মানো এক ধরনের উদ্ভিদ, যার মূল খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়) প্রথম রোপন করেছিলেন। এটা অনেক দিন আগেকার ঘটনা। মিথ্–এ উল্লেখ পাওয়া যায়। ভ্যানাগ মানুষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে প্রচুর সংস্কারমূলক কাজ করেছিলেন। কিন্তু মানুষের সাথে এর সম্পর্ক নষ্ট হলো একটা ঘটনার পর থেকে। একদিনের ঘটনা এক মহিলার হঠাৎ হাত কেটে গেল। মহিলার কাটা হাত থেকে যখন রক্ত ঝরতে লাগলো, তখন একটা ভ্যানাগ ছুটে এসে সেই রক্ত চেটে চেটে খেতে লাগলো। সে এতোটাই তৃপ্তি নিয়ে রক্তপান করলো যে, তার সমস্ত শরীরে সেই রক্ত ছড়িয়ে পড়লো।

বর্ণনাটা আমি খুব ভালোভাবে পড়তে লাগলাম। খুব ভালোভাবে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম, বিষয় সংশিষ্ট আর কিছু খুঁজে বের করা সম্ভব কি না। বেশির ভাগ মিথ-এ উল্লেখ করা হয়েছে মহিলারাই হচ্ছে শয়তান এবং শিশুরা তাদের শিকার; এমনকি অতিরিক্ত শিশু মৃত্যুর কারণ হিসেবেও এদেরই দায়ী করা হয়। অনেকগুলো কাহিনীতে অশরীরী আত্মার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কবর দেবার ক্ষেত্রে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। গুটি কয়েকবাদে এ ধরনের খুব একটা ছবি দেখার সুযোগ হয়নি আমার। এর ভেতর হিব্রু ছবি এসট্রি এবং পোলিশ ছবি উপিয়ার অন্যতম। এই দুই ছবির সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই রক্তপানের বিষয় উঠে এসেছে।

অনেক খুঁজে, মাত্র তিনটা বর্ণনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো: রোমানিয়ান এক

ভ্যাম্পায়ারের নাম হচ্ছে– ভ্যারাকোলাসি। অলৌকিক সব ঘটনা ঘটতে পারতো সে। চমৎকার চেহারা, মসৃণ চামড়ার সুদর্শন পুরুষ হিসেবে তিনি জনসমুক্ষে উপস্থিত হতেন। এদের দ্বিতীয় জন হচ্ছে স্লোভাকের নিলাপ্সি। অতিশয় ক্ষমতার অধিকারী অদ্ভুত এক জীব। মধ্যরাত্রীর পর মাত্র ঘণ্টাখানেকের ভেতর এই জীব একটা গ্রাম সম্পূর্ণভাবে তছনছ করে ফেলে। আর এই তিনজনের ভেতরকার আরেকজন হচ্ছে স্টেরিগোনি বেনেফিশি।

শেষের এই তিনজনের ব্যাপারে খুব সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। স্টেরিগোনি বেনেফিশি একজন ইতালীয় ভ্যাম্পায়ার। এর পাশাপাশি ধার্মিকতার কারণেও বেশ সুনাম ছিলো। তিনি ছিলেন সমস্ত শয়তান ভ্যাম্পায়ারের প্রাণঘাতী শত্রু।

একটা বিষয়ে স্বস্তিবোধ করলাম এই ভেবে যে প্রায় শ'খানেক মিথ-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভ্যাম্পায়াররা প্রকৃত পক্ষে সৎ চরিত্রেরই হয়ে থাকে। আমার নিজস্ব অভিমত তো বটেই, জ্যাকব যে গল্পগুলো বলেছিলো, তাতেও একই রকম ইঙ্গিত পেয়েছি আমি। মনে মনে আমি একটা ক্যাটালগের মতো তৈরি করলাম। এরপর একের সাথে আরেক ভ্যাম্পায়ারের তুলনা করে দেখার চেষ্টা করলাম। সাফল্য, শক্তি, সৌন্দর্য্য, মসৃণ চামড়া, চোখের রঙের পরিবর্তন ইত্যাদি; এবং এরপর বলা যেতে পারে জ্যাকবের বলা বৈশিষ্ট্যগুলোঃ রক্তপিপাসু, ওয়্যারউলফের প্রধান শত্রু, শীতল ত্বক এবং অবিনশ্বর। আমার সাজানো বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে জ্যাকবের বলা বৈশিষ্ট্যগুলোকে কোনোভাবেই মেলানো সম্ভব নয়।

এরপরও আরেকটা সমস্যা থেকেই যায়, আমি যে কয়েকটা ভূতের ছবি দেখেছি, সেগুলোর আজকের পড়া বিষয়গুলোর সাথে মেলানোর চেষ্টা করলাম– একটা পার্থক্য লক্ষ করলাম যে, দিনের আলোয় ভ্যাম্পায়ার কখনো জনসমুক্ষে আসে না। ওরা সূর্যের আলোয় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দিনের বেলা ভ্যাম্পায়াররা কফিনের ভেতর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় আর রাত্রিবেলা কফিন ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

বিরক্ত হয়ে আমি সরাসরি কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচটাই বন্ধ করে দিলাম, সাইটটা বন্ধ হওয়ার সুযোগও দিলাম না। এগুলোর সবকিছুই এখন আমার বিরক্তিকর মনে হচ্ছে– মনে হচ্ছে সবকিছুই বোকার প্রলাপ। আমার শোবার ঘরে বসে ভ্যাম্পায়ার নিয়ে আবার নতুনভাবে চিন্তা শুরু করলাম। আমার সমস্যা কোথায়? মনে হলো প্রায় প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে বিষয়টা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি।

আমার বাইরে বেরুতে খুব ইচ্ছে করলো, কিন্তু কোনোভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না কোথায় যাওয়া যেতে পারে। যাইহোক, জুতাজোড়া ঠিকই পরে নিয়ে নিচে এলাম। বাইরে বৃষ্টি কিংবা ঝড় হচ্ছে কিনা সেটা না দেখেই, শ্রাগ করে আমি রেইন কোটটা টেনে নিলাম।

আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে আছে। কিন্তু মনে হয় না সহসাই বৃষ্টি নামবে। আমি ট্রাক নেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না, বরং পায়ে হেঁটে পূর্ব দিকে রওনা হলাম। চার্লির বাড়ির সীমানা থেকে কোণাকোনি সহজে প্রবেশ করা যায় এমন একটা জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগলাম। পায়ের নিচে কাদার শব্দ ছাড়া তেমন কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না।

জঙ্গলের এই অংশ এক চিলতে ফিতের মতো মনে হচ্ছে আমার কাছে। অবশ্য এখানে এসে আনন্দে অতিশষ্য হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না, বরং চারদিকে নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো। যতোই এগুচ্ছি ততোই জঙ্গলটা গভীর থেকে গভীরতর মনে হচ্ছে, যতোই পূর্বে এগুবে জঙ্গল যে আরও গভীর হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চারদিকে সব বিচিত্র গাছের সারি– সাপের মতো মসৃণ সিট্কা, হেমলক, বিভিন্ন জাতের চির সবুজ বৃক্ষ এবং ম্যাপলস। আশপাশের গাছগুলো সম্পর্কে আমার জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। তবে আমার মনে আছে গত দিন চার্লি ক্রুজারের জানালা দিয়ে বেশ কিছু গাছের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর অনেকগুলোই আমি ইতোমধ্যে ভুলে গেছি। এরই ভেতর আরো কিছু গাছ আছে যেগুলোকে ঠিক চিনতে পারলাম না, কারণ গাছগুলোকে পেঁচিয়ে এতোটাই পরগাছা জন্মেছে যে প্রকৃত গাছকে চেনার কোনো উপায় নেই।

মনের ভেতর দানা বেঁধে ওঠা রাগটা কোনোভাবে প্রশমিত করতে পারলাম না বলেই একগুঁয়ে স্বভাবের মেয়ের মতো আমি সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। রাগটা কিছু প্রশমিত হলে আমার হাঁটার গতি কমিয়ে দিলাম। পাতার শামিয়ানার ওপর থেকে কয়েক ফোঁটা পানি আমার শরীরে ঝরে পড়লো, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না আদৌ এগুলো বৃষ্টির পানি কিনা। তবে এমনও হতে পারে গতদিনের জমে থাকা বৃষ্টির পানিই হয়তো আমার শরীরে ঝরে পড়েছে। সদ্য পড়ে যাওয়া একটা গাছের ওপর আমি বসলাম– আমি জানি গাছটা সম্প্রতি পড়ে গেছে। গাছে জন্মানো সদ্য ছত্রাকগুলো দেখলে সহজেই তা অনুমান করা যায়। ফার্ণ গাছগুলো এড়িয়ে পড়ে থাকা গাছটার ওপর গিয়ে বসলাম। বুঝতে পারলাম, জ্যাকেটটা নিয়ে ভেজা অংশের ওপরই বসে পড়েছি। জ্যাকেটের সাথে সাথে আমার কাপড়ও ভিজে উঠছে। মৃত গাছের গুঁড়ির ওপর বসে জ্যাকেটের হুডটা নামিয়ে নিয়ে চারদিকের জীবন্ত গাছগুলো দেখতে লাগলাম।

আমি সম্পূর্ণ ভুল জায়গায় এসে পড়েছি। গতরাতে দেখা স্বপ্নের মতোই গাছপালাগুলো ঘন সবুজ, এতো সবুজের ভেতর এলে এমনিতেই মন ভালো হয়ে যায়। অনেকক্ষণ থেকেই আমার ভেজা পায়ের শব্দ শুনতে হচ্ছে না, তবে অতিরিক্ত নীরবতাও স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলছে। এমনকি পাখিরাও এখন নীরব হয়ে আছে। পানির ফোঁটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, সুতরাং জমে থাকা বৃষ্টির পানি নয়, সত্যিকার অর্থে বৃষ্টিই শুরু হয়েছে। ফার্ণগুলো আমার মাথা ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে। বসে থাকার কারণে আমি সম্পূর্ণভাবে ফার্ণগুলোর আড়াল হয়ে গেছি। আমি জানি কেউ একজন রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে, খুব জোর ফুট তিনেক দূরে হবে, তবে নিশ্চিত ও আমাকে দেখতে পায়নি।

আমি দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করলাম, তবে অনেকটা মনের বিরুদ্ধেই বলা যেতে পারে।

প্রথমত, কুসিনদের সম্পর্কে জ্যাকব যেমন বলেছে তার সবই হয়তো সত্যি।

সাথে সাথেই আমি বিষয়টা ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলাম। বিষয়টাকে কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাহলে কি হতে পারে? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন

করলাম। এই মুহূর্তে আমি কীভাবে বেঁচে আছি তার যুক্তিযুক্ত কোনো কারণ বের করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাথার ভেতর যে তথ্যগুলো ধারণ করেছিলাম, সেগুলো নতুনভাবে ঝালাই করে নিতে লাগলাম: অতিরিক্ত গতি এবং শক্তি, চোখের রঙের দ্রুত পরিবর্তন– কালো থেকে সোনালি এবং পুনরায় কালো, আমানবীয় সৌন্দর্য্য, পান্ডুর, বরফ শীতল ত্বক। এবং আরো কিছু বলতে গেলে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র অনেক বিষয়ই এগুলোর সাথে সাথে চলে আসতে পারি– ওরা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া কি বেঁচে থাকতে পারে? ও মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে কথা বলে। ওর কথার ভেতর এক ধরনের ছন্দ আছে। ও যে ধরনের বাক্য ব্যবহার করে তা সাধারণ কোনো সাহিত্যে বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না– খুঁজলে দেখা যাবে তা একবিংশ শতাব্দীর কোনো গল্প-উপন্যাসেই পাওয়া যাচ্ছে। ব্লাড-টাইপিং-এর দিন ও ক্লাস পালিয়েছিলো। যতোক্ষণ পর্যন্ত না জানানো হলো আমরা বীচ্-এ যাচ্ছি, ততোক্ষণ পর্যন্ত ও আমাকে কিছুই বলেনি। ওকে ঘিরে সবাই কী আলোচনা করছে, তার সবই বোধহয় ও জানে, এর ব্যতিক্রম শুধু আমি। কুলিন আমাকে বলেছিলো যে ও নাকি পাজি প্রকৃতির, ভয়ঙ্কর।

কুলিন কি ভ্যাম্পায়ার হতে পারে?

ভালো কথা, ওরা হয়তো অন্য রকম। আমার দিব্য দৃষ্টিতে সবকিছু যেমন দেখি তার বাইরে অন্য রকমের কোনো কিছু। জ্যাকবের বলা গল্পানুসারে ও "ভয়ঙ্কর"ও হতে পারে, অথবা আমার কল্পনার "সুপার-হিরো" তত্ত্ব। এ্যাডওয়ার্ড কুলিন হয়তো সাধারণ মানুষ নয়...। ও হয়তো সাধারণের চাইতেও বেশি কিছু।

তো এরপর? এরপর আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে বের করতে হবে। অবশ্য আমি সত্য খুঁজে বের করার চেষ্টাই বা করছি কেন?

যদি এ্যাডওয়ার্ড একজন ভ্যাম্পায়ার হয়েই থাকে, অবশ্য কথাটা চিন্তা করতে আমার কষ্টই হচ্ছে– তাহলে আমার কি করার আছে? এ বিষয়ে কারও কাছে সাহায্য চাইবো, তা চিন্তা করাই সম্ভব নয়। আমি নিজেই যেখানে বিশ্বাস করতে পারছি না, আর কাউকে কি বিষয়টা বিশ্বাস করানো সম্ভব? তাছাড়া জ্যাকবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, বিষয়টা নিয়ে কারও সাথে আমি আলোচনা করবো না।

আমার মাথায় দুইটা পরিকল্পনা খেলা করছে, সম্ভবত এগুলোকে আমি কার্য্যকারী করতে পারবো। প্রথমত হচ্ছে তার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা: বুদ্ধিমানের মতো তাকে যতোটা সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা। ওর সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত মাথা থেকে তাড়িয়ে যতোটুকু এড়িয়ে চলা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। মনে হলো আমরা এমন এক স্থানে অবস্থান করছি, যেখানে দুর্ভেদ্য এক কাঁচের দেয়াল দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে দু'জনকে। ওকে বলতেই হবে আমাকে বিরক্ত না করার জন্যে, এবং সেটা বলার সময় এখনই।

আকস্মিক এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিকল্প কোনো উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। মন থেকে যন্ত্রণাটুকু মুছে ফেলে পরবর্তী করণীয় কী হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম।

আমি ব্যতিক্রম কোনো আচরণ করছি না। যাই হোক, সে যদি তেমন কিছু হয়েই থাকে অশুভ কোনো কিছু, আমি কোনোভাবেই বিশ্বাস করি না, ও আমার বড়ো

কোনো ক্ষতি করতে পারে। সত্যি বলতে এ্যাডওয়ার্ড যদি সেদিন রক্ষা না করতো, তাহলে টাইলারের গাড়ির ধাক্কায় আজ হয়তো স্বর্গে বসবাস করতে হতো আমাকে। খুব দ্রুত, নিজের সাথে যুক্তিতে অবতীর্ণ হলাম, আমি আসলে যা কিছু করছি, তা সম্পূর্ণ ইচ্ছের বিরুদ্ধেই করতে হচ্ছে। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করেনি। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কি কখনো কারও জীবন রক্ষা করে? আর কেউ যদি কারও জীবন রক্ষা করেই থাকে, তাহলে তাকে ভয় পাওয়ার কি আছে? আমি এর সমুচিত জবাব খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তেমন কোনো উত্তরই খুঁজে বের করতে পারলাম না।

চেষ্টা করলে যদি সব বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে একটা বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। জ্যাকব ভয়ের কথাগুলো বলেছিলো বলেই গতরাতের স্বপ্নে আবছা আবছা এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে আমার ভয় লেগেছিলো, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড নিজে আমাকে কোনো ভয় দেখায়নি।

আমি উত্তরটা খুঁজে বের করতে পরলাম। সত্যিকার অর্থে এর কোনো বিকল্পও নেই। ইতোমধ্যে আমি আসলে ওর সাথে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছি। এখন আমি বুঝতে পারছি–বুঝতে পারছি, ভয় পেলেও আসলে আমার কিছু করার নেই। কারণ যখন আমি তাকে নিয়ে চিন্তা করি, তার কণ্ঠস্বর, অন্যকে আকর্ষিত করা তার চোখ, তার যাদুমন্ত্রের মতো মুগ্ধ করা ব্যক্তিত্ব– এগুলোর বাইরে তাকে নিয়ে অন্য কোনো চিন্তা করাই সম্ভব নয়। এমনকি যদি ... কিন্তু তা আমি চিন্তা করতে চাই না। একাকী ঘন এই জঙ্গলের ভেতর কোনোভাবেই এমন কিছু চিন্তা করতে চাই না। বৃষ্টির চাঁদোয়ার নিচে চাঁদের আলো যেভাবে ম্লান হয়ে আসে সেভাবে নয়, এবং ওই চাঁদোয়ার নিচ দিয়ে ধূসর মাটির ওপর দিয়ে ছোটো ছোটো পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। যেভাবেই হোক এক্ষেত্রে পথ হারানোর সম্ভাবনা থেকেই যায়।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না, সবকিছু নিরাপদই মনে হলো আমার কাছে। সবুজ গাছপালার ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এ কারণে আমি দ্রুত চলার তাগিদ অনুভব করলাম। তাছাড়া বাতাসের ঝাপ্টা থেকে মুখটা রক্ষা জ্যাকেটের হুড দিয়ে মাথা ঢেকে নিলাম। এক সময় বিস্মিত হয়ে দেখলাম মনের অজান্তেই গাছপালার ভেতর দিয়ে আমি প্রায় দৌড়াতে শুরু করলাম। আমি ভাবতেও পারলাম না এতো স্বল্প সময়ে এতোটা পথ কীভাবে চলে এলাম। আরেকটা বিষয়ে আমি অবাক হলাম, একেবারে না চিনলেও এতোটা পথ আমি ঠিকই চলে আসতে পেরেছি। মারাত্মক ভয়ে আক্রান্ত হওয়ার আগে কোনো খোলা স্থান খুঁজতে লাগলাম, অবশ্য সামান্য গাছে ঘেরা একটা খোলা স্থান পেয়েও গেলাম। এর পরপরই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলার শব্দ শুনতে পেলাম এবং নিজেকে এখন আমার একেবারে মুক্ত বলে মনে হলো। চার্লির লনটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বাড়ি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে– ভেজা কাপড় এবং মোজা শুকিয়ে উষ্ণ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

বাড়িতে প্রবেশের সময় আকাশে পূর্ণ চাঁদের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। ওপর তলায় উঠে আমি দিনের পোশাক পরে নিলাম– জিনস এবং টি-শার্ট, যদিও এখন আমার বাইরে কোথাও যাওয়ার কথা নয়। আজকের হোমওয়ার্ক এর প্রতি তেমন

মনোযোগ দিতে হবে না– ম্যাকবেথের ওপর একটা পেপার-ওয়ার্ক করতে হবে, তাও সেটা জমা দিতে হবে আগামী বুধবার। শুধু অ্যাসাইনমেন্টটার একটা আউট লাইন তৈরি করে নিলাম প্রথমে। আগের চাইতে এখন আমি অনেকটাই শান্ত... ভালো, গত বৃহস্পতিবার থেকে কাজের প্রতি অনেকখানি একাগ্র হয়ে উঠেছি।
অবশ্য আমার স্বভাবই এরকম। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়, এভাবে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকি। কিন্তু একবার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলতে পারলে আর কোনো চিন্তার কারণ থাকে না, খুব সহজেই আমি সেই মতো চলতে থাকি– অবশ্য তেমন কোনো ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার কারণে আমি স্বস্তিই অনুভব করি। মাঝে মাঝে অবশ্য ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে স্বস্তি নয় বরং বিষয়টা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন এই ফরক্স্-এ আসার সিদ্ধান্তের কথাই ধরা যাক। তবে অন্য কিছুর সাথে রেসলিং-এ অবতীর্ণ হওয়ার চাইতে বরং এটাকে অনেক ভালো বলেই মনে করি।

দিনটাকে আমার কাছে বেশ ভালো বলেই মনে হলো, পরপর বেশকিছু কাজ সেরে নিতে পারলাম। আটটা বাজার আগেই আমার লেখার কাজ শেষ হয়ে গেল। বড়ো একটা মাছ নিয়ে চার্লি বাড়ি ফিরলেন– মাছটা তিনি নিজেই ধরেছেন। বই থেকে একটা মাছের রেসিপি মনে করতে করতে আগামী সপ্তাহের সিয়েটেল ভ্রমণের ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলাম। গরম তেলে মরিচগুলো ছেড়ে দিতেই খানিকটা গরম তেল ছিটকে উঠলো। জ্যাকবের সাথে হাঁটতে হাঁটতে সিয়েটেল ভ্রমণ নিয়ে আমার ভেতর যে ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিলো, এখন তা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। আমি ভেবে দেখলাম, ওরা বোধহয় খানিকটা অন্য ধরনের হতে পারে। আমি অবশ্যই ভয় পেয়েছি– জানি যে ভয় পেয়েছি, কিন্তু মনে হলো না আমার ওই ভয় যথার্থ ছিলো।

দিনের শুরু থেকেই পরিশ্রমের কারণে বেশ আগেই বিছানায় গেলাম এবং সম্পূর্ণ স্বপ্নবিহীন একটা রাত কাটালাম। ফরক্স্-এ আসার পর দ্বিতীয়বারের মতো রৌদ্রজ্জ্বল একটা দিন দেখতে পেলাম। আমি জানালার কাছে ছুটে গেলাম। পর্দা সরিয়ে দেখলাম আকাশে একটুও মেঘ জমে নেই– মাঝে মাঝে শুধু পেঁজা তুলোর মতো সামান্য কিছু মেঘ জমে আছে। অবশ্য ওই মেঘ থেকে কোনোভাবেই বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না আমি। আমি জানালাটা খুললাম– অবাক হয়ে দেখলাম, একেবারে নিঃশব্দে পাল্লাটা খুলে গেল, আমি ঠিক জানি না, কতো বছর এ জানালা মোটেও খোলা হয়নি– শুষ্ক বাতাসের সাথে পাল্লাগুলো ধাক্কা খেল। উষ্ণ প্রায়, বেশ জোর একটা বাতাসের ঝাপ্টা এসে লাগলো আমার শরীরে। শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণে মনে হলো আমি তড়িতাহত হয়েছি।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার পর দেখলাম, চার্লি মাত্র তার ব্রেকফাস্ট শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছেন। চমৎকার আবহাওয়া দেখে আমি যে আনন্দিত, তিনি তা সহজেই বুঝতে পারলেন।

“বাইরে কিন্তু চমৎকার আবহাওয়া”, মন্তব্য করলেন চার্লি।

“হ্যাঁ, তেমনই দেখলাম” মিষ্টি হেসে তার কথার সমর্থন জানালাম আমি।

চার্লি পাল্টা হাসলেন। ওর বাদামি চোখে চারদিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিলেন।

চার্লি যখন মিষ্টি করে হাসেন, তখন ঠিকই বুঝতে পারি, মা এতো কম বয়সে কেন তাকে বিয়ে করার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছিলেন। যতোদিন থেকে চার্লিকে জানি, আমি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম, একসময় যে কমবয়সী তরুণীরা চার্লিকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছেন, তাদের কাউকেই তিনি আজ স্মরণে রাখেননি। তার আগের চেহারা আমার বেশ মনে আছে, ঢেউ খেলানো বাদামি চুল- শরীরের রঙও একই রকমের, আমার চাইতেও সুন্দর বললে ভুল বলা হবে না- ক্রমে ক্রমে তার চেহারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন তার কপালের চামড়া চকচকে হয়ে এসেছে।

আমি উৎফুল মনে ব্রেকফাস্ট করতে লাগলাম, দেখতে পেলাম পেছন জানালায় উজ্জ্বল রোদের আলো এসে পড়েছে। চার্লি শুভেচ্ছা জানিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, এর পরপরই শুনতে পেলাম বাড়ির সামনে থেকে ক্রুজারটা চলে যাওয়ার শব্দ। খানিকটা ইতস্তত করে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাইরে বেরুলাম। ইতস্তত করার কারণ জ্যাকেট পরে আসলে আজ বাইরে বেরুবার দিন নয়। তবুও যেহেতু একবার নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছিই, এটা ভাঁজ করে হাতে ঝুলিয়ে নিলাম। এরপর মাসের সবচেয়ে রৌদ্রজ্জ্বল দিনের রাস্তায় পা বাড়ালাম।

সূর্যের প্রখর আলোয় চোখে রীতিমতো যন্ত্রণা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমি ট্রাকের উভয় দিকের কাঁচ নামিয়ে দিলাম। স্কুলে পৌঁছে দেখতে পেলাম এখন পর্যন্ত সেখানে কেউই উপস্থিত হয়নি। তাড়াহুড়ার কারণে আমি সময় দেখার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করিনি। গাড়িটা পার্ক করে ক্যাফেটেরিয়ার দক্ষিণ দিককার পিকনিক বেঞ্চগুলোর দিকে রওনা হলাম। বেঞ্চগুলো এখনো খানিকটা ভিজে আছে। সুতরাং জ্যাকেটটাকেই এবার কাজে লাগালাম। বেঞ্চের ওপর পেতে তাতে বসে পড়লাম আমি। বাড়ির যে কাজগুলো দেয়া হয়েছিলো, সেগুলো গতরাতেই শেষ করে নিয়েছি। আমার অ্যাসাইনমেন্টের বিষয় ছিলো- "স্থবির সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী" এতে এমন কিছু বিষয় উপস্থাপন করেছি, আদৌ আমি জানি না এগুলো কতোটা যুক্তিযুক্ত। বিষয়গুলো মেলানোর জন্যে ব্যাগ থেকে বইটা বের করলাম। কিন্তু প্রথম সমস্যা নিয়ে বইয়ের মাঝামাঝি অংশে এসে খেই হারিয়ে ফেললাম- আমি দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগলাম- বই থেকে চোখ তুলে, লাল পাতায় ছাওয়া গাছগুলোর ওপর কীভাবে রোদের আলো খেলা করছে তা দেখতে লাগলাম। আনমনে হোম-ওয়ার্ক-এর মার্জিনের ওপর আঁকিবুকি করতে লাগলাম। খানিকবাদে দেখতে পেলাম, মনের অজান্তে পাঁচজোড়া কালো চোখ এঁকে ফেলেছি— ওগুলো কাগজের পাতা থেকে সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ইরেজার দিয়ে ওগুলো দ্রুত মুছে ফেলতে লাগলাম।

"বেলা!" কাউকে আমি ডাকতে শুনলাম। কণ্ঠ শুনে মনে হলো মাইক-ই বোধহয় আমাকে ডাকছে।

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম বেঞ্চে বসে থাকার সময়টুকুর ভেতর স্কুলে অনেকে এসে হাজির হয়েছে। প্রত্যেকেরই পরনে টি-শার্ট। এমনকি অনেকে শর্টও পরে এসেছে। তাপমাত্রা ষাটের বেশি হওয়ার কারণেই সবার এই পোশাকের পরিবর্তন। মার্ককে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ওর পরনে খাকি শর্ট এবং রাগবী টি-শার্ট।

"এই যে মাইক," খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে ওকে শুভেচ্ছা জানালাম। সত্যি বলতে এতো সুন্দর একটা দিনে কারও মনে দুঃখ দিতে চাই না।

ও আমার পাশে এসে বসলো। ওর খাড়া খাড়া চুল সূর্যের আলোয় সোনার মতো জ্বলজ্বল করছে। বুঝতে পারলাম আমাকে দেখতে পেয়ে ও বেশ খুশি হয়েছে। আমি তাকে সাহায্য করতে পারলাম না বটে, কিন্তু ওকে খুশি হতে দেখে এক ধরনের সন্তুষ্টি অনুভব করলাম।

"আগে কিন্তু কখনো লক্ষ করিনি, তোমার চুল লালচে ধরনের," ও মন্তব্য করলো। ওর আঙ্গুলের ভাঁজে রেশমের সুতো দিয়ে বুনানো একটা দড়ি। সূর্যের আলোয় ওটা চকচক করে উঠলো।

"হয়তো সূর্যের আলোর কারণেই ও রকম মনে হচ্ছে।"

কানের কাছে মুখ এনে মার্ক অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করায় আমি খানিক অস্বস্তি বোধ করলাম।

"খুব সুন্দর দিন, তাই না?"

"আমার ভালো লাগা একটা দিন" ওকে সমর্থন জানালাম আমি।

"গতকাল কি করলে তুমি?" ওর কণ্ঠে জবাবদিহি চাইবার ভঙ্গি লক্ষ করলাম আমি।

"বেশিরভাগ সময় অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।" আমি বললাম না যে কাজটা শেষ করতে পেরেছি- এ ধরনের কিছু বলে আলাদাভাবে স্বস্তি অনুভব করার চেষ্টা করলাম না।

ও কপালে চাপড় দিলো। "আরে হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম- ওটা তো বৃহস্পতিবার জমা দিতে হবে তাই না?"

"উমম্... আমি তো জানি বুধবার।"

"বুধবার?" ও ভ্রু-কুটি করলো।

"এটা তো মোটেও ভালো কথা নয়... তো এ বিষয়ে তুমি কি লিখলে?"

"শেক্সপিয়ার মহিলা চরিত্রগুলোকে বিবাহ বিদ্বেষী হিসেবে দেখিয়েছেন সেই বিষয়টাই বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।"

ও আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি জঘন্য ল্যাটিন ভাষায় কথা বলছি।

"মনে হয় আজরাতে কাজটা শুরু করতে পারবো।" নিজেকে প্রবোধ দেবার মতো করে বললো মাইক। "আমি এসেছিলাম তুমি বাইরে যাবে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে।"

"ওহ্।" নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করলাম আমি। এগুলো বাদে মাইকের সাথে অন্য আলোচনার সুযোগ পেলে তা ছেড়ে দিবো কেন?

"ভালো কথা, আমরা ডিনার কিংবা ইচ্ছে করলে অন্য কোথাও বেড়াতে যেতে পারি... এবং ইচ্ছে করলে এর ওপর কাজ আমি পরেও করতে পারবো।" বেশ আশা নিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

"মাইক..." দ্রুত ওই স্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। "তোমার এই বুদ্ধিটা আমার কাছে খুব একটা যুক্তি সম্মত মনে হচ্ছে না।"

ওকে প্রচণ্ড হতাশ মনে হলো। "কেন?" চোখ পাকিয়ে ও প্রশ্ন করলো। আমার মাথায় যেখানে এ্যাডওয়ার্ডের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, সেখানে তাকে নিয়ে চিন্তা করার কি আছে।

"আমি ভাবছিলাম... আসলে তুমি যদি বলো, তোমার সাথে মরতে যেতেও রাজি আছি," আমি ওকে ভয় দেখালাম। "কিন্তু আমার মনে হয় জেসিকা এতে খুব দুঃখ পাবে।"

ওকে বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত মনে হলো। স্বাভাবিকভাবেই ও এভাবে বিষয়টা চিন্তা করেনি। "জেসিকা?"

"আসলেই মাইক, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারো না?"

"ওহ্," ও গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললো– বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, ওর একেবারে হতবুদ্ধি অবস্থা। অন্যদিকে এতে আমি পালানোর একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম।

"এখন ক্লাসের সময়, সুতরাং মোটেও এখানে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে নেই আমার।" বই-খাতাগুলো গুছিয়ে ব্যাগে ভরতে লাগলাম আমি।

তিন নম্বর বিল্ডিং-এ হেঁটে আসা পর্যন্ত আমরা একটা কথাও বললাম না। বুঝতে পারলাম ওর মাথায় বিক্ষিপ্ত সব চিন্তা খেলা করছে। আমার কাছে মনে হলো ওকে বোধহয় একটা সঠিক পথের খেই ধরিয়ে দিতে পেরেছি।

ত্রিকোণমিতি ক্লাসে জেসিকাকে বেশ কৌতুহলী মনে হলো। ও, এঞ্জেলা এবং লরেন আজ পোর্ট এনজেলস্ যাচ্ছে ডান্স পার্টির পোশাক কেনার উদ্দেশ্যে। আমার পোশাক কেনার প্রয়োজন আছে কিনা, সেটা না ভেবেই ও আশা করেছিলো, ড্রেস কিনতে আমাকেও সাথে নিয়ে যাবে। আমি এক ধরনের সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম। কিছু মেয়ে বন্ধুর সাথে শহরের বাইরে যেতে পারলে মন্দ হতো না অবশ্য, কিন্তু লরেনও ওদের সাথে থাকছে। তাছাড়া কে জানে আজরাতে আমার জন্যে কী অপেক্ষা করছে... কিন্তু সেটাও যে আমার সঠিক সিদ্ধান্ত তেমন মোটেও বলা যাবে না। অবশ্যই আজকের এই রৌদ্রজ্জ্বল দিন নিয়ে আমি আনন্দিত। তবে ওর সাথে যেতে পারলে আমার এই আনন্দ বাড়বেও না কমবেও না বৈকি।

সুতরাং তার সাথে যাওয়ার ব্যাপারে আমি রাজি হলেও হতে পারি। অবশ্য সবচেয়ে আগে চার্লির অনুমতি নিতে হবে আমাকে।

নাচের ব্যাপারে জেসিকা আমাকে কোনো রকমের ধারণাই দেয়নি। কোনো রকম বিপত্তি ছাড়াই মিনিট পাঁচ দেরি করে স্প্যানিশ ক্লাস শেষ হলো, এবং সবাই আমরা লাঞ্চের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অবশ্য ও আমাকে বিস্তারিত কিছু বলেনি তাতে কিছু যায় আসে না– ও আমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছে সেটাই যথেষ্ট।

ক্যাফেটেরিয়ার এসে এ্যাডওয়ার্ড বাদে কুলিন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখে খানিকটা মর্মাহত হলাম– মনের ভেতর যে শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে, তার সাথে ওদের আমি মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। ক্যাফেটেরিয়ার দরজা পেরুনোর সময় তীব্র একটা আতঙ্ক এসে গ্রাস করলো আমাকে। আতঙ্কের একটা অদ্ভুত অনুভূতি সমস্ত মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে পেটের কাছে এসে খাঁমচে ধরলো। ওদের দেখে এভাবে

আতঙ্কিত হওয়া এটাই আমার প্রথম। আমি চিন্তা করছি ওদের পক্ষে কি তা জানা সম্ভব? এরপরই আরেকটা চিন্তা এসে মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো– এ্যাডওয়ার্ড কি আবার কখনো আমার পাশে এসে বসবে?

নিয়মিত অভ্যেসে প্রথমেই আমি কুলিন পরিবারের সদস্যদের বসে থাকা টেবিলটার দিকে আড়চোখে আরেকবার তাকালাম। কিন্তু এবারো আতঙ্কে পেটের কাছে মোচড় দিয়ে উঠলো। কুলিন ব্রাদার্সরা যেখানে মুহূর্তখানিক আগেও বসে ছিলো, সেটা এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা। ক্যাফেটেরিয়ার চারদিকে আমি নজর বুলিয়ে নিলাম– মনে ক্ষীণ আশা, হয়তো কোথাও এ্যাডওয়ার্ড আমার জন্যে একাকী বসে আছে। ক্যাফেটেরিয়া এখন প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে– স্প্যানিশ ক্লাস আমাদের দেরি করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড কিংবা তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

জেসিকার সাথে পা মিলিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম। ওর কোনো কথাই আমার কানে ঢুকলো না।

আমরা এতোটাই দেরি করে ফেলেছি যে প্রায় প্রত্যেকেই আমাদের টেবিলে এসে ভিড় জমিয়েছে। মাইকের পাশে জেসিকাকে বসার সুযোগ করে দিয়ে এঞ্জেলার পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, মাইক খুব ভদ্রভাবে তার পাশের চেয়ারে জেসিকাকে বসার জন্যে অনুরোধ জানালো।

ম্যাকবেথ পেপার নিয়ে এঞ্জেলা আমাকে বেশকিছু প্রশ্ন করলো। চরম দুর্দশার মধ্যেও আমাকে একে একে তার প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। এঞ্জেলাও আজ রাতে ওদের সাথে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। ওর প্রস্তাবে এখন রাজি হয়ে গেলাম। আসলে আমি যে বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে চাই, সেগুলোকেই আমার আঁকড়ে ধরতে হয়।

যতোটুকু আশা ছিলো, বায়োলজি ক্লাসে ঢুকে ততোটুকুও মন থেকে মুছে গেল, আমি ওর চেয়ারটা খালি দেখতে পেলাম এবং নতুনভাবে আমাকে হতাশা ঘিরে ধরলো।

দিনের বাকিটা সময় আমার ধীর এবং হতাশায় কেটে গেল। জিম্-এ ব্যাডমিন্টনের ওপর আমাদের একটা লেকচার কোণানো হলো। এটাও আমার কাছে আরেক ধরনের অত্যাচার বলে মনে হলো। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে লেকচার কোণা অত্যাচার ছাড়া আর কি হতে পারে! এর চাইতে চুপচাপ বসে থাকা অথবা লেকচার কোণা বাদ দিয়ে কোর্টের চারদিকে ঘুরে বেড়ানো অনেক আনন্দের। ব্যাডমিন্ট খেলার আসল কলা-কৌশল সম্পর্কেই আজ আর কিছু বললেন না কোচ। সুতরাং আগামীকালও জিম্-এ হয়তো আমার একইভাবে কাটাতে হবে। তবে এই লেকচারের চাইতে সমস্ত ক্লাসে যদি আমার হাতে র‍্যাকেট ধরিয়ে দেয়, তাহলে সেটাতে আমি বেশি খুশি হবো।

ক্যাম্পাস ছাড়তে পেরে আমার প্রচণ্ড ভালো লাগলো। আজরাতে জেসিকা এবং তার বন্ধুদের সাথে দোকানে যাচ্ছি পোশাক কেনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু চার্লির বাড়িতে পা রাখার সাথে সাথে জেসিকা ফোস করে জানিয়ে দিলো যে, তাদের পোশাক কিনতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেছে। মাইক আমাকে ডিনারে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো ভেবে নতুনভাবে ভালো লাগলো– একই সাথে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলাম এই

ভেবে যে, শেষ পর্যন্ত ও আসল সত্য অনুধাবন করতে পেরেছে– কিন্তু নিজেকে মুক্ত রাখার জন্যে জেসিকাকে নিয়ে যে মিথ্যে বলেছি, তা এখনো আমার কানে বাজছে। জেসিকা অবশ্য তাদের পোশাক কিনতে যাওয়ার পরিকল্পনা একদিন মাত্র পিছিয়ে দিয়েছে।

বিষয়টা আমাকে খানিকটা হতাশই করলো। এরই মধ্যে ডিনারের জন্যে আমি মেনিরেট তৈরি করতে শুরু করলাম। আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলাম ডিনারে রুটি এবং সালাদ ছাড়া আর তেমন কিছুই করবো না, সুতরাং এতে পরিশ্রমের তেমন কিছুই নেই। ডিনারের প্রস্তুতি সেরে আধ ঘণ্টা হোম-ওয়ার্ক- এর প্রতি মনোযোগ দিলাম। ই-মেইল চেক করে, মার লেখা আগের চিঠিগুলো পড়তে লাগলাম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি দ্রুত জবাব দিতে বসলাম।

মা,
দুঃখিত। আমি বাইরে ছিলাম। কয়েকজন বন্ধুর সাথে আমি বীচ্-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। তাছাড়া আমাকে একটা লেখার কাজও শেষ করতে হয়েছে। আমার জবাবদিহি অবশ্য হয়তো তোমার কিছুটা দুঃখ লাঘব করবে।

আমার ধারণায় এখানে আসার পর সবচেয়ে সুন্দর একটা দিন এরই ভেতর অতিবাহিত করলাম। তবুও আমি খুবই মর্মাহত– সুতরাং আমাকে বেরুতে হচ্ছে। কেন? যতোটা সম্ভব শরীরটাকে ভিটামিন-ডি-এর ভেতর চুবিয়ে নেবার জন্যে। আমি তোমাকে ভালোবাসি মা।

বেলা।

ঠিক করলাম, ঘণ্টাখানিক আমি গল্প-উপন্যাস কিছু একটা পড়ে কাটিয়ে দিবো। ফরক্স্-এ আসার সময় ওগুলো আমার সাথে এসেছে। এর ভেতর জেন্ অস্টিন-এর রচনা সমগ্র অন্যতম। সমগ্রের ভেতর থেকে একটা খণ্ড বেছে নিয়ে পেছন দিকে রওনা হলাম।

বাড়ির বাইরে চার্লির ছোটো একটা আঙ্গিনা। গাছের ছায়ায় মাদুর পেতে নিলাম। ঘন ঘাসে আবৃত লন সবসময়ই আমার কাছে খানিকটা আদ্র মনে হয়। তা যতোই সূর্যের আলো থাকুক না কেন। পেটের ওপর উবু হয়ে বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলাম, আর একই সাথে পা-জোড়া দোলাতে লাগলাম। এই খণ্ডে অনেকগুলো উপন্যাস। কোনটা আগে শুরু করবো, তা নিয়ে খানিকক্ষণ আমাকে ভাবতে হলো। জেন্ অস্টিনের আমার প্রিয় দুই উপন্যাস হচ্ছে "প্রাইড এ্যান্ড প্রেজুডিস" এবং "সেনস্ এ্যান্ড সেনসিবিলিটি"। প্রথমটা আমি অতি সম্প্রতি শেষ করেছি, সুতরাং দ্বিতীয়টাই পড়তে শুরু করলাম। তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পড়ার পর বুঝতে পারলাম এখানে কাহিনীর কেন্দ্রিয় চরিত্রের নাম হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ড। উত্তেজিত এবং খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে "সেনস্ এ্যান্ড সেনসিবিলিটি" পড়া বাদ দিয়ে শুরু করলাম "ম্যানস্ফিল্ড পার্ক" কিন্তু এই কাহিনীর কেন্দ্রিয় চরিত্র হচ্ছে এ্যাডমুন্ড, এবং তা নিঃসন্দেহে এ্যাডওয়ার্ড-এর কাছাকাছি একটা

নাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ ধরনের নাম ছাড়া আর কি কোনো নাম ছিলো না? ধুপ্ করে বইটা বন্ধ করে এক পাশে রেখে উঠে বসলাম। জামার হাতা যতোটা সম্ভব গুটিয়ে নিয়ে আমি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ করে আমি মাথায় কোনো চিন্তা না আনার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু চামড়ায় উষ্ণতা অনুভব করায় বিড়বিড় করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম। এখনো মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, কিন্তু ওই হালকা বাতাসেই বারবার চুল উড়ে এসে পড়ছে আমার মুখের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই বেশ বিরক্ত লাগছে এতে। চুলগুলো জড়ো করে মাথার পেছন দিকে নিয়ে গেলাম। ওগুলো মাথার ওপর পাখার মতো উড়তে লাগলো। চোখের পাতা, চিবুক, নাক, ঠোঁট, কুনুই, গলা, হালকা স্বচ্ছ জামার ওপর বাতাসে আবার উড়ে এসে চুলগুলো হালকা পরশ বুলিয়ে দিতে লাগলো...

এরপরই শুনতে পেলাম ইটের রাস্তার ওপর দিয়ে চার্লির ক্রুজার এগিয়ে আসার শব্দ। আমি অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সূর্যের আলো পেছনের গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম আমি আসলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হতবুদ্ধের মতো চারদিকে একবার নজর বুলালাম, অদ্ভূত এক ধরনের অনুভূতি হলো আমার ভেতর। আমি এখন মোটেও একা নই।

"চার্লি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু আমি সামনের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি লাফিয়ে উঠলাম, অযথাই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, স্যাঁতস্যাঁতে মাদুর এবং বইগুলো গুছিয়ে নিলাম। দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকে স্টোভের ওপর কিছু তেল গরম করার জন্যে চাপিয়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম ডিনার তৈরি হতে অনেক সময় লেগে যাবে। ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম চার্লি গান বেল্ট হুকে ঝুলিয়ে রেখে জুতা খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

"বাবা দুঃখিত, এখনো কিন্তু ডিনার তৈরি করা হয়নি– বাইরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" আড়চোখে তাকিয়ে আমি তাকে বললাম।

"ওটা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না," চার্লি বললেন। "আমি খেলার ফলাফল জানার চেষ্টা করছি আপাতত।"

ডিনারের পর চার্লির সাথে বসে টিভি দেখতে বসলাম– আসলে কিছু একটা করা দরকার। আমার অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো অনুষ্ঠান দেখার নেই, কিন্তু তিনি ভালোভাবে জানেন বেসবল আমার পছন্দের নয়। সুতরাং খেলা পাল্টিয়ে তিনি অন্য সব অনুষ্ঠান দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এগুলোর কোনোটাই আমাদের আনন্দ দিতে পারলো না। তবে তাকে খানিকটা আনন্দিত মনে হলো এই ভেবে যে, আমরা অন্তত একসাথে বসে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি। এভাবে হয়তো আমার মন খানিকক্ষণের জন্যেও ভালো লাগবে।

"বাবা" একটা কমার্শিয়াল ব্রেকের মাঝখানে আমি কথাটা বলার সুযোগ পেলাম। "আমার বান্ধবীরা কালকের রাতের ডান্স পার্টির জন্যে পোর্ট-এঞ্জেলেস থেকে কিছু পোশাক কিনতে চাইছে। কিছু পোশাক নির্বাচন করে দেবার জন্যে ওরা আমাকে সাথে নিয়ে যেতে চায়... আমি যদি ওদের সাথে যাই, তাহলে কি তুমি কিছু মনে করবে?"

"জেসিকা স্টেন্‌লি?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

“এবং এঞ্জেলা ওয়েবার।” দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিস্তারিত জানালাম।

তাকে খানিকটা বিভ্রান্ত মনে হলো। “কিন্তু তুমি তো ডান্স পার্টিতে যেতে চাইছো না, ঠিক কিনা?”

“না না বাবা, যেতে চাইছ না বটে, কিন্তু ওদের আমি ড্রেস পছন্দ করতে সাহায্য করবো– তুমি তো জানোই ওদের সমালোচনা করার একটা সুযোগ পেয়েছি, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত।”

“ভালো কথা, তুমি যেতে পারো।” তাকে দেখে মনে হলো এসব মেয়েলি ব্যাপার এড়াতে পারলেই যেন তিনি বেঁচে যান। “স্কুল শেষে রাতেই যাচ্ছো নিশ্চয়ই?”

“আমরা স্কুল শেষ হওয়ার সাথে সাথে রওনা হবো। তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরেও আসতে পারবো। তুমি কষ্ট করে ডিনারের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে আশাকরি?”

“বেলা, তুমি এখানে আসার সতেরো বছর আগে থেকেই আমার নিজের খাবারের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারি,” চার্লি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

“আমি ঠিক জানি না তুমি কীভাবে বাঁচবে!” আমি বিড়বিড় করলাম। এরপর স্পষ্টভাবে বললাম, “আমি ফ্রিজে কিছু স্যান্ডুইচ তৈরি করে রেখেছি। ফ্রিজের ওপর তাকে আছে, ওগুলো ঠাণ্ডা। গরম করে নিতে হবে, বুঝেতে পারলে?”

পরদিনও রৌদ্রজ্জ্বল একটা সকাল পেলাম আমি। স্কুলে ফিরে হতাশ হতে হবে না এমন আশা নিয়ে আমার ঘুম ভাঙলো। উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে আমি আজ পোশাক হিসেবে নির্বাচন করেছি একটা গাঢ় নীল রঙের ভী-কাট ব্লাউজ। ফিনিক্সে থাকতে শীতের শেষে এ ধরনের পোশাক পরতাম।

ক্লাসের যেন দেরি না হয় সেই চিন্তা করে একটু আগেই স্কুলে এসে উপস্থিত হলাম। ভগ্ন হৃদয়ে, স্কুলের খোলা জায়গাটার চারদিকে নজর বুলিয়ে ওকে খুঁজতে লাগলাম। পার্কিং লট-এ রুপালি রঙের ভলভোটাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কাঙ্খিত ব্যক্তি কিংবা গাড়ি কোনো কিছুই নজরে এলো না আমার। শেষ সারিতে আমি গাড়িটা পার্ক করে ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসে প্রবেশ করলাম। শেষ ঘণ্টা বাজা পর্যন্ত প্রায় নিঃশ্বাস চেপে বসে থাকলাম।

আজকের দিনটাও গতকালের মতোই কেটে গেল– আমার মনে সামান্য একটু আশার আলোও জাগাতে পারলাম না। লাঞ্চরুম থেকে ফিরে আমার খালি বায়োলজি টেবিলে এসে বসলাম।

আজরাতে পোর্ট এঞ্জেলসে যাওয়ার চিন্তাটা আবার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। সবই ঠিক আছে, শুধু লরেনকে নিয়ে আমার যা চিন্তা। শহর থেকে বেরুবার জন্যে আমিও উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। সুতরাং চারদিকে তাকিয়ে আগের মতোই তাকে খুঁজতে লাগলাম। যথা সম্ভব মনটা চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করলাম যেন এঞ্জেলা অথবা জেসিকার পোশাক কিনতে যাওয়ার সময় যেন মন খারাপ না হয়। সম্ভবত আমিও তাদের সাথে কয়েকটা নতুন পোশাক কিনতে পারি। এই উইকেন্ডে একাএকা সিয়েটেল থেকে পোশাক কেনা যেতে পারে, এমন চিন্তা মন থেকে ঝেরে ফেললাম। আগে যেমন চিন্তা করেছিলাম, এখন আর তা চিন্তা করছি না। অবশ্য মনে ক্ষীণ আশা থেকেই গেছে যে,

আমাকে কিছু না বলে হয়তো সে পরিকল্পনাটা বাদ দেবে না।

স্কুল ছুটির পর ও আমার পেছন পেছন ওর মার্কারি নিয়ে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এলো। বইপত্র এবং গাড়িটা রাখার জন্যে। বাড়িতে ঢুকে দ্রুত চুল আঁচড়ে নিলাম ফরক্স্ থেকে বেরুতে পেরে মনের ভেতর আবার খানিক উত্তেজনা কাজ করছে। চার্লির জন্যে টেবিলের ওপর একটা নোট রেখে দিলাম, নোটে আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম কোথায়, কীভাবে আমি ডিনারের ব্যবস্থা করে রেখেছি। এরপর দ্রুত ব্যাগের ভেতর থেকে টাকা ভর্তি পার্সটা বের করে নিলাম। এটা আমার খুব কমই ব্যবহার করা হয়। জেসিকাকে নিয়ে এরপর আমাকে এঞ্জেলার ওখানে যেতে হবে, ও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ফরক্স্ সীমানা থেকে বেরুতে পেরে আমার ভেতর আলাদা এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করতে লাগলো।

আট

জেস চিফের চাইতেও অনেক দ্রুত গাড়ি চালায়, সুতরাং আমরা বারোটার ভেতরেই পোর্ট এঞ্জেলেস্ পৌঁছে যেতে পারলাম। বড়ো হওয়ার পর এবারই বোধহয় প্রথম আমি রাতের অনেকটা সময় বাইরে কাটাবো। ইস্টোজেনের কারণে নিজের ভেতর যে উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে, ইতোপূর্বে কখনো তা হয়নি। জটলা পাকানো কতোগুলো ছেলের পাশ দিয়ে জেসিকা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় রক-মিউজিক শুনতে পেলাম। মাইকের সাথে জেসিকা ডিনার পর্ব বেশ ভালোভাবেই কাটিয়েছে এবং আশা রাখে, আসছে শনিবার রাতে তাদের সম্পর্কটা প্রথম চুমু পর্যন্ত গড়াতে পারে। আমি সন্তুষ্ট হয়ে মনে মনে হাসলাম। নাচের আসরে যেতে পেরে এঞ্জেলাকে নিঃসন্দেহে খুশিই মনে হচ্ছে, তবে এরিকের ব্যাপারে তার ভেতর তেমন কোনো আগ্রহ লক্ষ করলাম না। জেসের যেমন স্বভাব, তেমনভাবেই বকবক করতে লাগলো। আমি অবশ্য পোশাকের প্রসঙ্গ টেনে এনে ওর আলোচনার মোড় ঘুরানোর চেষ্টা করলাম। এঞ্জেলা আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো।

পোর্ট এঞ্জেলেস্‌কে পর্যটক ধরার ফাঁদ বলা যেতে পারে। তাছাড়া ফরক্স্ থেকে এই শহর অনেক বেশি সুবিন্যস্ত এবং পরিচ্ছন্ন। কিন্তু জেসিকা এবং এঞ্জেলা এই শহরে নতুন নয়। সুতরাং রাস্তার পাশের বিজ্ঞাপন বোর্ডগুলো দেখে ওদের সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হলো না। শহরের অন্যতম বড়ো একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে সরাসরি গিয়ে গাড়ি দাঁড় করলো জেস্।

ওরা যাতে অংশ নিতে যাচ্ছে, তা একটা উপ-আনুষ্ঠানিক নাচের আসর। আমরা অবশ্য এর সঠিক অর্থ জানি না। ফিনিক্স-এ কখনো আমি কোনো নাচের আসরে অংশ নেইনি শুনে জেসিকা এবং এঞ্জেলা উভয়েই বেশ অবাক হলো।

"তুমি কি কখনোই কোনো ছেলে বন্ধুর সাথে কোথাও বেড়াতে যাওনি কিংবা তেমন কোনো কিছুই করোনি?" স্টোরের সামনের দরজার দিকে হেঁটে যাওয়ার সময়

জেস আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

“সত্যিই,” আমি বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করলাম। আমার যে নাচতে ভালো লাগে না সেটা বলে আর তাকে বিভ্রান্ত করতে চাইলাম না। “আমার কখনোই কোনো ছেলে বন্ধু কিংবা তেমন কিছু ছিলো না। বাড়ির বাইরেও আমি খুব একটা বেড়াতে বের হই নি।”

“কেন?” জেসিকা জানতে চাইলো।

“কেউ আমাকে যাবার জন্যে বলেনি,” যা সত্যি সেটাই বললাম তাকে।

জেসিকা ভ্রু কুঁচকে তাকালো আমার দিকে। “এখানকার লোক তোমাকে বাইরে বেরুবার প্রস্তাব জানাবে,” ও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলো, “এবং তুমি এককথায় তাদের প্রস্তাব অস্বীকার করবে।” জেসিকা উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বললো। আমরা এখন স্টোরের জুনিয়র সেকশনে অবস্থান করছি।

“শুধুমাত্র ব্যতিক্রম টাইলার,” এঞ্জেলা শান্ত কণ্ঠে মন্তব্য জানালো।

“ক্ষমা করবে?” আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস টানলাম। “তুমি কি যেন বললে?”

“টাইলার সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, যে কোনো সময় তোমাকে নিয়ে ও বেড়াতে বেরুতে পারে।” সন্দেহজনক চোখে জেসিকা তথ্যটা জানালো।

“কি বলেছে টাইলার?” ভয়ে আমি প্রায় কথাই বলতে পারলাম না।

“আমি এমনি এমনি বললাম। তোমাকে মিথ্যে বলেছি আমি।” জেসিকার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করলো এঞ্জেলা।

আমি একেবারে চুপ মেরে গেলাম। আকস্মিক একটা মানসিক ধাক্কার পর সেটাই মানসিক যন্ত্রণা হয়ে মনের ভেতর খচ্‌খচ্ করছে। কিন্তু এরপরও আমরা র‍্যাকের পোশাকগুলো দেখতে লাগলাম। অবশ্য এখন সেটাই আমাদের মূখ্য কাজ।

“এ কারণেই লরেন তোমাকে পছন্দ করে না,” জেসিকা চোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে রাগটা প্রশমিত করার চেষ্টা করলাম। “তোমার কি মনে হয় টাইলারের ওপর আমার ট্রাকটা যদি চাপিয়ে দিতে পারি, তাহলে ওর বিব্রতবোধ খানিকটা কমবে?”

“সম্ভবত” জেস্ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। “সেটার অপেক্ষাতেই ও আছে বোধহয়।”

পোশাক নির্বচন করতে তেমন একটা সময় লাগলো না, তবে ওরা অন্যান্য কিছু জিনিসও দেখতে লাগলো। ড্রেসিং রুমের পাশে রাখা একটা চেয়ারে আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। স্থানটার তিনদিকে আয়নায় ঘেরা। আমি ওই চেয়ারে বসে মনের ভেতর চেপে বসা উত্তেজনা প্রশমিত করার চেষ্টা করতে লাগলাম শুধু।

জেসের দুইটা পোশাক পছন্দ হয়েছে। কোনটা নেবে, সেটা নিয়েই এখন দোটানায় আছে। একটা দীর্ঘ ঘের ওয়ালা ফিতা ছাড়া গাঢ় কালো রঙের পোশাক, অন্যটা উজ্জ্বল সমুদ্র নীল রঙের ঘাগড়া। তবে পোশাকটা একটু খাটো হাঁটুর ওপর পর্যন্ত। আমি তাকে নীলটাই পছন্দ করতে বললাম। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো পোশাক হলে আপত্তি কোথায়? এঞ্জেলা পছন্দ করেছে হালকা গোলাপি রঙের একটা পোশাক। ঘন মধুর মতো সোনালি চুল আর দীর্ঘ দেহের সাথে আমার ধারণায় পোশাকটা ওকে

চমৎকার মানাবে। মন থেকেই আমি ওদের পোশাকের ব্যাপারে মন্তব্য করলাম, তাছাড়া অপছন্দের কাপড়গুলো র‍্যাকে ফিরিয়ে রাখতেও তাদের সাহায্য করলাম। রেনি'র সাথে বাড়িতে থাকতে যতোটা সহজে এবং কম সময়ে কেনাকাটা করতাম, তেমনই কম সময়ে আমরা কেনাকাটা শেষ করতে পারলাম। আমার ধারণায় ছোটোখাটো পছন্দের ক্ষেত্রে তেমন কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন হয় না।

এরপর আমরা জুতা এবং অন্যান্য উপকরণগুলো কেনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ওদের পছন্দগুলোর দিকে সামান্যই তাকালাম, তেমন কোনো মন্তব্যও করলাম না। আজ আর নিজের জন্যে কোনো কিছুই কেনার ইচ্ছে নেই, যদিও আমার নতুন একটা জুতার প্রয়োজন ছিলো।

"এঞ্জেলা," যখন ও গোলাপি হাই-হীল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পছন্দের চেষ্টা করছে, আমি ইতস্তত করে কথাগুলো বলার চেষ্টা করলাম– ডেট্‌-এর সময় তাকে অতিরিক্ত লম্বা দেখাবে এ কারণে সম্ভবত সে বেশ খানিকটা উৎফুল হয়ে আছে। জেসিকা বর্তমানে জুয়েলারি কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে শুধু আমরা দু'জনই দাঁড়িয়ে আছি।

"হ্যাঁ বলো?" ও তার পা জোড়া সোজা করে বাড়িয়ে ধরে, পা মুচড়িয়ে তার গোড়ালি আমাকে দেখানোর চেষ্টা করলো। আসলে জুতাজোড়া দেখতে কেমন লাগছে, সেটাই তার দেখানোর উদ্দেশ্য।

আমি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলাম। "ওগুলো আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"

"আমার মনে হয় ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো– যদিও ওগুলোকে সব ধরনের পোশাকের সাথে মেলানো খুব কঠিন, কিন্তু একটাই তো পোশাক," গভীরভাবে চিন্তা করে ও কথাগুলো বললো।

"আরে চিন্তার কিছু নেই, সামনে চলো– ওগুলো 'সেল্‌'-এ বিক্রি হচ্ছে," আমি তাকে উৎসাহ দিলাম। ও হাসলো, জুতাজোড়া আগের বাক্সে ফিরিয়ে রাখলো। ওতে অনেকগুলো সাদা জুতা।

আমি আবার চেষ্টা করলাম। "উম্‌... এঞ্জেলা..." ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো।

"কুলিনের ব্যাপারে বলছিলাম... এটা কি স্বাভাবিক?" জুতোগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললাম– "ও কি খুব বেশি স্কুলের বাইরে কাটায়?" অনেক চেষ্টা করেও আমার কণ্ঠের কৌতুহল চাপতে পারলাম না।

"হ্যাঁ, যখন আবহাওয়া ভালো থাকে, ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে সমস্ত সময় ওরা বাইরে বেরিয়ে পড়ে– এমনকি ডাক্তার সাহেবও। ওদের প্রত্যেকেই আসলে ভবঘুরে ধরনের," ওর জুতো পছন্দ করতে করতে শান্ত কণ্ঠে ও আমাকে তথ্যটা জানালো। জেসিকা যেমন সমস্ত গোপন তথ্য বের করার আশায় হাজারটা প্রশ্ন করে, তেমনভাবে ও আমাকে কোনো প্রশ্নই করলো না। এঞ্জেলাকে ধীরে ধীরে আমি পছন্দ করতে শুরু করলাম।

"ওহ্‌!" পাথরের জুয়েলারি দেখে জেসিকাকে ফিরে আসতে দেখে প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করলাম।

আমরা ঠিক করেছিলাম কোনো ছোটো ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে ডিনার সেরে নেবো, কিন্তু কেনাকাটা এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। জেস এবং এঞ্জেলা তাদের নতুন কেনা পোশাক গাড়িতে রেখে এলো। এরপর ওরা উপসাগরের দিকে হাঁটতে লাগলো। আমি ওদের জানালাম যে, ঘণ্টাখানেক পর রেস্টুরেন্টে ওদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে– আমি বইয়ের দোকানগুলো একটু ঘুরে দেখতে চাই। ওরা অবশ্য আমার সাথে আসতে চাইছিলো, কিন্তু আমি তাদের মতো করে মজা করার জন্যে উৎসাহ জানালাম– বইয়ের রাজ্যে একবার ঢুকে পড়লে, ওগুলো কীভাবে আমাকে মোহিত করে ফেলে, তা ওরা মোটেও জানে না; বই পছন্দের কাজ আমি একা একাই করতে চাই। আনন্দে বকবক করতে করতে ওরা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো, এবং জেসিকার দেখিয়ে দেয়া পথে বইয়ের দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

বইয়ের দোকান খুঁজে বের করতে আমাকে তেমন বেগ পেতে হলো না, অবশ্য যেমন খুঁজছিলাম এটা তেমন নয়। দোকানের সমস্ত জানালা ক্রিস্টালে ঢাকা। হালকাভাবে দেখতে পেলাম আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর বেশকিছু বই সাজানো। এই অবস্থায় আমার ভেতরে ঢুকতে পর্যন্ত ইচ্ছে করলো না। যদিও ঝাপসা কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম পঞ্চাশ উর্ধ্ব এক ভদ্র মহিলা পেছন ফিরে বসে আছেন। মহিলার ধূসর দীর্ঘ চুল পিঠের ওপর সমান্তরালভাবে ছড়িয়ে আছে। মহিলার পরনে যে পোশাক নিঃসন্দেহে তা ষাট দশকের। আমাকে দেখতে পেয়ে কাউন্টার থেকে তিনি আমন্ত্রণ সূচকভাবে একটু হাসলেন। আমার মনে হলো তার সাথে কথা না বললেও বোধহয় না তেমন কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে। এই শহরে সাধারণ কোনো বইয়ের দোকান নিশ্চয়ই আছে।

আমি রাস্তার দিকে তাকালাম, কর্ম দিবসের কারণে রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে। মনে মনে ঠিক করলাম ডাউন টাইনের দিকে কোনো বইয়ের দোকানের খোঁজ করবো। অবশ্য আমি কোন্ দিকে যাচ্ছি, সে দিকে আমার কোনো মনোযোগই নেই; আমি বোধহয় অদৃশ্য হওয়ার চেষ্টা করছি। ওর সম্পর্কে আমার মোটেও চিন্তা করার ইচ্ছে নেই, তবে এঞ্জেলা যেমন বললো... এবং শনিবার নিয়ে আমার যতোটুকু আশা ছিলো, তা আরো স্তীমিত হয়ে এসেছে। পরক্ষণেই আমি ভয়ে প্রায় শিউরে উঠলাম। রাস্তার পাশে কেউ একজন রুপালি রঙের একটা ভলভো এনে দাঁড় করালো। শুধুমাত্র একটা বিষয়ই আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো, অবিশ্বাসী ভ্যাম্পায়ারটা নয়তো?

দ্রুত আমি দক্ষিণে রওনা হলাম। কাঁচ ঘেরা কয়েকটা দোকান দেখে আমার ভালো লাগলো– আশা করলাম, সেখান হয়তো ভালো লাগা কিছু পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু কাছে গিয়ে একেবারে হতাশ হতে হলো– বুঝতে পারলাম, ওগুলো মেরামতের দোকান, তার ভেতর আবার কিছু খালিও পড়ে আছে।

জেস এবং এঞ্জেলাকে খুঁজতে যাওয়ার এখনো সময় হয়নি, কিন্তু খুব দ্রুত ওদের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে আমার। চুলের ভেতর খানিকক্ষণ চিরুনীর মতো আঙ্গুলগুলো চালিয়ে নিলাম এবং কোণার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকবার গভীরভাবে নিঃশ্বাস টেনে নিলাম।

বুঝতে পারলাম আমি ভুল রাস্তা পার হয়ে এসেছি, ফলে ভুল দিকে এগুচ্ছি। উত্তর

দিকে কিছু মানুষ হেঁটে চলেছে। চারদিকে তাকিয়ে মনে হলো এগুলোর বেশিরভাগই হয়তো ওয়্যার হাউস। পরবর্তী কোণায় এসে আমি পূর্বদিকে মোড় নিলাম এবং কয়েক ব্লক পার হয়ে, ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন একটা পথ ধরলাম।

কোণার দিকে এগুনোয় দেখতে পেলাম, চারজন ছেলে জটলা পাকিয়ে আছে, অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সাধারণ পোশাক সব, কিন্তু ওদের টুরিস্ট বলে মনে হলো না আমার কাছে। কাছাকাছি এগিয়ে আসার পর বুঝতে পারলাম, আমার চাইতে ওদের বয়স খুব একটা বেশি হবে না– খুব জোর বছর চারেকের বড়ো। নিজেদের ভেতর ওরা হাসি-তামাশা করছে এবং একজন আরেক জনের হাত ধরে টানাটানি করছে। যতোটা সম্ভব সাইড ওয়াকে আমি চেপে দাঁড়ালাম যেন ওরা আমার পাশ কাটিয়ে যেতে পারে। ওদের আমি কোণার দিকে চলে যেতে দেখলাম।

"এই যে ওখানে যাবে?" পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় একজন আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো। ও যখন এ ধরনের প্রস্তাব জানালো, দেখলাম আশপাশে কেউই নেই। স্বাভাবিকভাবেই আমি তার দিকে তাকাতে বাধ্য হলাম। ওদের দু'জন ইতোমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর দু'জনের হাঁটার গতি কমিয়ে এনেছে। কাছের ছেলেটার মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল। পরনে একটা ময়লা টি-শার্টের ওপর ফ্লেনালের জামা, ছেঁড়া জিনসের প্যান্ট এবং স্যান্ডেল। ও খানিকটা আমার দিকে এগিয়ে এলো।

"হ্যালো," আমি বিড়বিড় করে বলতে বাধ্য হলাম, যদিও হাঁটুর কাছে আমার খানিকটা কাঁপতে লাগলো। এরপর চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে দ্রুত কোণার দিকে হাঁটতে লাগলাম। আমার পেছনে উচ্চ স্বরে ওদের হাসতে শুনলাম।

"এ্যাঁই, দাঁড়াও!" ওদের একজন আবার আমাকে ডাকলো, কিন্তু আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে কোণার দিকে হাঁটতে লাগলাম। খানিকক্ষণের জন্যে আমি স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার পেছনে এখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেই যাচ্ছে।

আমি দেখতে পেলাম সাইড-ওয়াকের যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার পেছনে অনেকগুলো বিভিন্ন রঙের ওয়্যার হাউস। ট্রাকের জিনিস নামানোর জন্যে প্রত্যেকটাতেই বিশাল সব জালের দরজা—রাতের নিরাপত্তার জন্যে দরজার সাথে প্যাডলক আটকানো। দক্ষিণের রাস্তায় কোনো সাইড ওয়াক নেই, শুধুমাত্র চেইন দিয়ে ঘেরা খোলা একটা অংশে বেশকিছু যন্ত্রপাতি রাখা। বুঝতে পারলাম চারদিক ঘিরে আবার অন্ধকার নেমে আসছে। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো মেঘগুলো পুঞ্জিভূত হতে শুরু হয়েছে– পশ্চিমে মেঘগুলো পুঞ্জিভূত হয়ে সূর্যাস্তকে ত্বরান্বিত করে আনছে। পূর্বের আকাশ অবশ্য এখনো পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছি তবে খানিকটা ধুসর বর্ণের, তার মাঝে মাঝে গোলাপি এবং কমলার রেখা। জ্যাকেটটা আমি গাড়িতে রেখে এসেছি। হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হওয়ায় হাতজোড়া আমি বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে চেপে ধরলাম। অনেকক্ষণ বাদে মাত্র একটা ভ্যান আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল এবং এরপরই রাস্তাটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল।

অল্পক্ষণের ভেতর আকাশ আরো ঘন কালো হয়ে এলো। ঘাড় উঁচু করে আকাশের প্রকৃত অবস্থা বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম। আমি আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করলাম, ওদের দু'জন ফুট বিশেক দূরত্ব বজায় রেখে আমার পেছন পেছন হেঁটে আসছে।

কোণার দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় যাদের আমি দেখেছিলাম, এ দু'জন ওদের দলেরই সদস্য। যদিও অন্ধকারের কারণে বুঝতে পারলাম না কোন জন আমার সাথে কথা বলেছিলো। আমি সাথে সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম, নিজেকে যতোটা সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম। ঠাণ্ডা দমকা বাতাসে আমি আবার শিঁউরে উঠলাম। আমার টাকা ভর্তি পার্সটা বুকের সাথে ফিতা দিয়ে ভালোভাবে আটকানো আছে। ফলে সহজে কেউ ওটা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আমার মরিচের গুড়ো মেশানো পিচকারী কোথায় আছে, এখন মনে পড়ছে— ওটা একটা ব্যাগের ভেতর বিছানার নিচে রাখা আছে, ওটা এখন পর্যন্ত খোলাই হয়নি। সাথে আমার খুব বেশি টাকাও নেই, খুব জোর বিশ কিংবা তার চাইতে সামান্য কিছু বেশি হবে। একবার মনে করলাম ইচ্ছেকৃতভাবে টাকার ব্যাগটা ফেলে হাঁটতে থাকবো। কিন্তু মনের অজান্তে কে যেন আমাকে সাবধান করে দিল, ওদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ছিনতাই নয়, ওদের মনে হয়তো খারাপ কোনো উদ্দেশ্য আছে।

আমার পেছনে ওদের ধীর পদশব্দ শুনতে পেলাম। আগের সেই হৈ-হুলার তুলনায় এই শব্দ তুলনামূলকভাবে অনেক শান্ত, তাছাড়া ওরা তাদের গতি বাড়ানোর চেষ্টাও করছে না, অথবা আমার একেবারে কাছে এগিয়ে আসার চেষ্টাও করছে না। অযথাই হয়তো ভয় পাচ্ছি, মনে মনে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করলাম। আসলেই আমি জানি না, আদৌ ওরা আমাকে অনুসরণ করছে কিনা। দৌড়ের গতিতে নয়, তবে যতোটা সম্ভব দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। যতোটা দূরত্ব মেপে আমার পেছন পেছন আসছিলো, তেমন ভাবেই আসছে বটে, তবে ওদের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। দক্ষিণের রাস্তা থেকে একটা গাড়ি দ্রুত ছুটে এসে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। একবার ভাবলাম ওই গাড়ির ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই আমাকে খানিকটা ইতস্তত করতে হলো, কোনোভাবেই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় এতেই আমার বিপদ কেটে যাবে, তাছাড়া অনেক দেরিও হয়ে গেছে এতোক্ষণে।

অবশেষে কোণার দিকের একটা স্থানে এসে পৌছলাম, কিন্তু দ্রুত চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নেবার পর বুঝতে পারলাম কয়েকটা বাড়ি পার হয়ে গলির পথ এখানেই শেষ হয়ে গেছে। খানিক ঘুরে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করলাম; যা করার খুব দ্রুত করতে হবে। এখন সোজা গাড়ি চলার সরু পথটার দিকে ছুটে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। তারপর সেখান থেকে আবার সাইড ওয়াক্-এ উঠতে হবে। ওই রাস্তা আবার পরের কোণায় গিয়ে শেষ হয়েছে। দেখতে পেলাম ওখানে একটা "স্টপ্" সাইনবোর্ড" লাগানো। পেছনে এগিয়ে আসা পায়ের শব্দের দিকে আবার মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম, চিন্তা করলাম, যেমন এগুচ্ছি তেমনভাবেই এগুতে থাকবো, নাকি সোজা দৌড় দিবো। আবার তারা আগের মতোই উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার জুড়েছে। আমি বুঝে ফেলেছি ওরা সহজে আমার পিছু ছাড়বে না। মনে মনে ভাবলাম পাখির মতো যদি উড়ে যেতে পারতাম! উড়তে পারলাম না বটে, তবে ছুটতে শুরু করলাম। মনে হলো পেছনের পায়ের শব্দ দূরে ফেলে আসতে পেরেছি। ঘাড় উঁচু করে চারদিকে আরেকবার নজর বুলিয়ে নিলাম, এখন প্রায় ওদের কাছ থেকে চলিশ ফুট দূরে সরে আসতে পেরেছি, খানিকটা হলেও স্বস্তিবোধ করছি এখন। কিন্তু এখনো ওরা আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

মনে হলো সারাজীবন বুঝি আমাকে এই কোণায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমার হাঁটার গতি কমিয়ে আনলাম। এখন ওদের পায়ের প্রতিটা পদক্ষেপের শব্দ কানে ভেসে আসছে। সম্ভবত বুঝতে পেরেছে, ওরা আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছে। আমি দেখতে পেলাম দুটো গাড়ি উত্তরের ইন্টারসেকশনের দিকে চলে গেল, আমি ওগুলোর দিকে তাকালাম। খানিকটা হলেও স্বস্তি অনুভব করলাম। একটু চেষ্টা করলেই হয়তো আশপাশে কিছু মানুষ পেয়ে যেতে পারি। মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ রাস্তার ভেতর কাউকে খুঁজে পাবো না এমন তো হওয়ার কথা নয়! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমি আবার কোণার দিকে এগিয়ে গেলাম।

এরপর আবার থেমে গেলাম।

রাস্তার উভয়দিকই ফাঁকা, দরজাবিহীন, জানালাবিহীন দেয়ালের সারি। দূরে, ইন্টারসেকশনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম স্ট্রীট্ল্যাম্পস, গাড়ি এবং বেশ কিছু স্তম্ভ, কিন্তু এর সবই আমার কাছে বেশ দূরে বলে মনে হলো। কারণ পশ্চিম দিকের মাথা উঁচু করে থাকা বাড়িগুলো এক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে রেখেছে। রাস্তার মাঝামাঝি এসে, অন্য দু'জনও তাদের সাথে যোগ দিলো। আমি সাইডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছি। আর ওরা আমার দিকে তাকিয়ে উচ্চ কণ্ঠে হাসছে। আর আমাকে ভয় তাড়া করে ফিরছে।

আমি কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম, কিন্তু মনে হলো অনেকক্ষণ বুঝি দাঁড়িয়ে আছি। এরপর ঘুরে রাস্তার অন্যদিকে রওনা হলাম। যদিও মনে হলো এই চেষ্টা করে আসলে কোনো লাভই হবে না। পেছনের পায়ের শব্দ এখন বেশ জোরে শুনতে পাচ্ছি আমি।

"এই যে শোনো!" গাট্টাগোট্টা শরীরের কালো চুলের ছেলেটা গম্ভীর কণ্ঠে বললো। ধীরে ধীরে ও আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। সাথে সাথে আমি লাফিয়ে উঠলাম। জমে থাকা অন্ধকারের ভেতরও মনে হলো ইতোপূর্বে হয়তো ও আমাকে দেখেছে।

"হ্যাঁ," পেছন থেকে কে যেন আমাকে ডাকলো। আতঙ্কে আবার প্রায় লাফিয়ে উঠলাম, দ্রুত রাস্তার দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। "আমরা সামান্য একটু দেহের বাঁক দেখতে চাইছিলাম।"

আমার গতি এখন অনেক কমে গেছে, ফলে অলসভাবে এগিয়ে দু'জনের সাথে আমার দূরত্বও ক্রমশই হ্রাস পেতে শুরু করেছে। আমি খুব জোরে চিৎকার করতে পারি, গভীরভাবে নিঃশ্বাস টেনে একবার খুব জোরে চিৎকার করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার গলা এতোটাই শুকিয়ে গেছে যে, ঠিক বুঝতে পারলাম না আদৌ কতোটা জোরে চিৎকার করতে পারবো। খুব দ্রুত মাথার ওপর দিয়ে পার্সটা বের করে এনে ফিতাটা শক্তভাবে চেপে ধরলাম। প্রস্তুতি নিলাম, হয় জিনিসটা ওদের হাতে তুলে দিবো, নয়তো জিনিসটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবো।

আমি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে যাওয়ায়, হোৎকা শরীরের ছেলেটা দেয়ালে হেলান দিয়ে শ্রাগ্ করলো। আমি খানিকটা সরে রাস্তায় নেমে এলাম।

"আমার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করো!" নির্ভীক ভরাট কণ্ঠে আমি সাবধান

করে দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমার ধমক তেমন জোরালো হলো না। গলা শুকিয়ে আসায় আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুতে চাইলো না।

"মিষ্টি মেয়ে, এমন করতে হয় না," অশালীল মন্তব্য করলো আমার প্রতি, আর সাথে সাথে পেছনে হাসির হুলোড় শুনতে পেলাম আমি।

আমি পা দুটো ফাঁক করে থমকে দাঁড়ালাম। মনে মনে স্মরণ করার চেষ্টা করলাম আত্মরক্ষার কোন কোন কৌশল আমার জানা আছে। সোজা আপার-কাট হাত চালিয়ে নাক ভেঙে ফেলা সম্ভব, অথবা মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা যেতে পারে– তেমনভাবে আঘাত করতে পারলে মাথার ভেতরকার মগজ এলোমেলো হয়ে যায়। আঙ্গুল সোজা রেখে চোখের ভেতর বিঁধিয়ে দেয়া– অথবা সজোরে চোখের ওপর খাঁমচি মারা। এ ধরনের আঘাতে চোখের মণি ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া অবশ্যই হাঁটুর ওপর মোক্ষম আঘাত। যে মস্তিষ্ক আত্মরক্ষার কৌশলগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে আমাকে সাহায্য করেছিলো, সেই মস্তিষ্কই আবার আমাকে সাবধান করে দিলো। এইসব আত্মরক্ষার কৌশল একজনের ওপর খুব সহজেই হয়তো প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু একারপক্ষে চারজনের ওপর কখনোই নয়। চুপ করো! নতুনভাবে আতঙ্ক এসে আমাকে ঘিরে ধরার আগেই নিজেকে নিজেই শাসন করার চেষ্টা করলাম। আমার সাথে আর কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিবো না। আমি জোরালো যে চিৎকারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তা গিলে ফেললাম যেন।

হঠাৎ কোণার দিকে হেডলাইটের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠলো, হঠাৎ ছুটে এসে গাড়িটা গাট্টাগোট্টা একজনকে সজোরে ধাক্কা মারলো। আকস্মিক ওই ভোট্‌কু সাইডওয়াকের ওপর ছিটকে পড়লো। আমি রাস্তার ওপর গড়িয়ে পড়লাম– হয় গাড়িটা থেমে যাবে, নয়তো আমাকে আঘাত করবে। কিন্তু রূপালি রঙের গাড়িটা কয়েকবার পাক খেয়ে থেমে গেল এবং সাথে সাথে প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে গেল।

"ভেতরে এসো," কঠিন কণ্ঠে কে যেন আমাকে নির্দেশ দিলো।

এটা একেবারে অদ্ভূত ব্যাপার নিমেষেই আমার ভেতরকার ভয়টা দূর হয়ে গেল, এক ধরনের নিরাপত্তার বেষ্টনিতে আমি আবদ্ধ হলাম– এমনকি বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সত্বেও আমি তার কণ্ঠ শুনতে পেলাম, লাফিয়ে গাড়ির সিটে চেপে বসে পাশের দরজা লাগিয়ে দিলাম।

গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার হয়ে আছে। এমনকি দরজা খোলার সময়ও কোনো আলো ভেতরে দেখতে পেলাম না। ড্যাসবোর্ডের কাছের জ্বলজ্বলে সামান্য আলোতে তার মুখ আবছাভাবে দেখতে পেলাম। চাকার তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে গাড়িটা ঘুরে গেল। তারপর সোজা রওনা হলো উত্তর দিকে। বাইরে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম পোতাশ্রয়ের দিকে রওনা হয়েছি।

"তোমার সিট বেল্ট বেঁধে নাও।" ওর নির্দেশ কোণার পর বুঝতে পারলাম, এতোক্ষণ আমি সিট দু'হাতে আকঁড়ে ধরে আছি। ওর নির্দেশমাফিকই কাজ করলাম; অন্ধকারের ভেতরও ঠিকই সিট বেল্ট আটকে নিতে পারলাম আমি। বামদিকে দ্রুত মোড় নিয়ে সোজা এগুতে লাগলো, অনেকগুলো লাল আলো দেখার পরও কোথাও সে একটুও দাঁড়ালো না কিংবা গাড়ির গতি কমানোর প্রয়োজন বোধ করলো না।

কিন্তু এখন পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলেই মনে হচ্ছে, যদিও আমি একেবারেই জানি না, কোথায় যাচ্ছি। একটু স্বস্তি পাওয়ার আশায় ওর চেহারা দেখার চেষ্টা করলাম।

"তুমি কি ঠিক আছো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। নিজেও বুঝতে পারলাম না আমার কণ্ঠ এতোটা রুক্ষ কোণালো কেন?

"না," শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো ও। ওর কণ্ঠ বেশ ম্লান কোণালো।

আমি নিশ্চুপ বসে থাকলাম। সোজা সামনে দিকে তাকিয়ে থাকা ওর মুখের দিকে তাকালাম, যতোক্ষণ পর্যন্ত না গাড়িটা দাঁড়ালো, আমি ততোক্ষণ একইভাবে তাকিয়ে থাকলাম। আমি চারদিকে একবার নজর বুলালাম, কিন্তু বাইরে এতোটাই অন্ধকার যে, রাস্তার পাশের ঝাপসা কিছু গাছ ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। তবু এতোটুকু বুঝতে পারলাম যে, আমরা শহরের বাইরে চলে এসেছি।

"বেলা?" ও জিজ্ঞেস করলো। ওর কণ্ঠ এখনো রূঢ় কোণালো বটে, তবে অনেকটাই সংযত।

"হ্যাঁ?" আমার কণ্ঠ এখনো রুক্ষই কোণালো। সংযতভাবে গলাটা আমি পরিষ্কার করে নেবার চেষ্টা করলাম।

"তুমি কি ভালো আছো?" এখন পর্যন্ত ও আমার দিকে তাকায়নি, তবে ওর কণ্ঠের কৌতুহল এড়াতে পারলো না।

"হ্যাঁ," ভাঙা কণ্ঠে কোনোভাবে জবাব দিলাম।

"দয়া করে তুমি আমার পিছু ছাড়ো।" ও আদেশের সুরে বললো।

"দুঃখিত, তুমি কি বললে আমি ঠিক বুজতে পারলাম না!"

ও ঘন ঘন কয়েকবার নিঃশ্বাস ফেললো।

"আমাকে শান্ত করার জন্যে অযথাই আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে তখন থেকে," চোখ বন্ধ করে ও আমাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো। একই সাথে ও নাকের ওপর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘষতে লাগলাম।

"উম্," আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। "গতকাল স্কুল শুরু হওয়ার আগে আমি কি টাইলার ক্রোলির ওপর গাড়ি চাপিয়ে দিবো?"

এখন পর্যন্ত ও চোখ বন্ধ করেই রেখেছে, কিন্তু মুখের একপাশে আগের মতোই কাঁপতে লাগলো।

"কেন?"

"টাইলার সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে, ও নাকি ইচ্ছে করলেই নাচের আসরে আমাকে নিয়ে যেতে পারে– হয় সে কাণ্ডজ্ঞানহীন, নয়তো এভাবে আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে... ভালো, তোমার তো সবই মনে আছে, মনে হয় এভাবে ও আমার ওপর মাতাব্বরী করার চেষ্টা করছে। অথবা ভাবছে, আমি যদি তার বড়ো কোনো ক্ষতি করতে পারি তাহলে সমানে-সমান হয়ে যাবে। আমার সাথে কারো শত্রুতা হোক, আমি তা চাই না। টাইলার যদি আমার পিছু ছাড়ে, তাহলে লরেন হয়তো খানিকটা ভরসা পায়... " বকবক করে আমি সবকিছু খুলে বলার চেষ্টা করলাম।

"আমি সবই শুনেছি।" চাপা কণ্ঠে ও জবাব দিলো।

"তুমি সব জানো?" একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করলাম ওকে। আমার আগের দুশ্চিন্তাগুলো আবার মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগলো। "প্যারালাইজড্ হয়ে ওর যদি ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়, তাহলে আর কাউকে নাচের আসরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে খোঁচাতে আসবে না," পরিকল্পনাটা মনে মনে সাজিয়ে নিয়ে আমি বিড়বিড় করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অবশেষে চোখ খুললো।

"খুব কি ভালো হবে?"

"বোধহয় না খুব একটা ভালো হবে।"

আমি ওর মন্তব্য শুনতে চাইলাম, কিন্তু নতুনভাবে ও কিছুই বললো না। সিটের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে ও গাড়ির সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকলো শুধু। আগের মতো আবার মুখটা কঠিন হয়ে উঠছে।

"কি হলো?" ফোঁপানোর মতো আমার কণ্ঠ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এলো।

"বেলা, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত রাগের কারণে মাথা ঠিক রাখতে পারি না।" আমার মতো করেই ও কথাগুলো বললো। "কিন্তু এতে কোনো উপকার হয়নি আমার এবং ওদের খুঁজে বের করে যে..." ও তার কথাটা শেষ করলো না। অনেক কষ্টে তার রাগটা সংযত করার চেষ্টা করলো। "অন্তত পক্ষে" আবার সে বলতে লাগলো, "এভাবে নিজেকে আমি প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছি।"

"ওহ্" যদিও জানি এ ধরনের উত্তর অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তবুও এ ছাড়া এই মুহূর্তে আর বলার মতো কিছুই খুঁজে পেলাম না।

আবার আমরা চুপচাপ বসে থাকলাম। ড্যাসবোর্ডের ঘড়ির দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিলাম। ওখানে সাড়ে ছ'টা নির্দেশ করছে।

"জেসিকা এবং এঞ্জেলা হয়তো দুশ্চিন্তা করছে," আমি বিড়বিড় করলাম। "ওদের সাথে আমার দ্রুত দেখা করা প্রয়োজন।"

একটা কথাও না বলে ও ইঞ্জিন চালু করলো, খুব ধীরে মোড় ঘুরিয়ে পেছনের শহরের দিকে রওনা হলো। স্ট্রীট্লাইটগুলো জ্বলে ওঠায় আমাদের দেরি করার অবকাশ নেই, সুতরাং ও খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। ও আড়াআড়িভাবে এমন একস্থানে গাড়িটা পার্ক করলো, আমার ধারণায় ভলভো পার্ক করার ক্ষেত্রে স্থানটা একেবারেই বোধহয় অপ্রতুল। তবে একবারের চেষ্টাতেই সহজভাবে গাড়িটা পার্ক করতে পারলো ও। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ল্যা বেলা ইতালিয়ার আলো দেখতে পেলাম। তারপরই দেখতে পেলাম জেস এবং এঞ্জেলা ওখান থেকে মাত্র বেরিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

"তুমি কীভাবে জানলে কোথায়...?" আমি শুরু করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কিছুই বলতে না পেরে শুধু একটু মাথা নাড়লাম। আমি দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম এবং দেখলাম ও গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে।

"তুমি কি করতে চাইছো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি তোমাকে ডিনারে নিয়ে যেতে চাই," ও একটু মুচকি হাসলো, কিন্তু চোখ জোড়া এখনো আগের মতোই কঠিন হয়ে আছে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সজোরে দরজাটা লাগিয়ে দিলো।

আমি কিছু বলার আগেই ও মুখ খুললো।" জেসিকা এবং এঞ্জেলাকে তুমি দাঁড় করাও। আমি যদি ওদের ডাকতে যাই তাহলে বোধহয় না ভালো দেখাবে।"

ওর কথায় আবার এক ধরনের আদেশের সুর লক্ষ করলাম আমি।

"জেস! এঞ্জেলা!" ওদের পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে ডাকতে লাগলাম। ওরা দ্রুত আমার দিকে ফিরে তাকালো। ওদের চোখে-মুখে রীতিমতো বিস্ময় লক্ষ করলাম।

"কোথায় ছিলে তুমি?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো জেসিকা।

"আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম," জবাবদিহি করার মতো করে বললাম। "এরপর এ্যাডওয়ার্ডের খপ্পরে পড়েছিলাম।" ওর দিকে তাকিয়ে বললাম।

"তোমাদের সাথে আমি যোগ দেয়াতে দোষের কিছু করিনি তো?" মোলায়েম কণ্ঠে ও প্রশ্ন করলো।

"এ্যাড্... অবশ্যই" জেসিকা গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললো।

"উম্, সত্যি বলতে বেলা, তোমার জন্যে অনেক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে শেষ পর্যন্ত খেয়ে নিয়েছি– আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।" এঞ্জেলাকে বিব্রত মনে হলো।

"ভালোই করেছো– আমার কিন্তু মোটেও খিদে পায়নি।" আমি শ্রাগ্ করলাম।

"আমার মনে হয় তোমার কিছু খাওয়া উচিত।" শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড, কিন্তু কণ্ঠের কৃতত্ব ভাবটা এড়াতে পারলো না। ও জেসিকার দিকে তাকিয়ে খানিকটা গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করলো। "যদি রাতে আমি বেলাকে বাড়ি পৌঁছে দিই, তাহলে তোমরা কি কিছু মনে করবে? তাহলে ওর খাবার সময়টুকুতে তোমাদের আর অপেক্ষায় থাকতে হবে না।"

"উহ্, কোনো সমস্যাই নেই, আমার ধারণা..." ও ঠোঁট কামড়ে আমার দিকে তাকালো। আমি আসলে কী চাইছি, সেটাই বুঝে নেবার চেষ্টা করলো জেসিকা। আড়চোখে জেসিকার দিকে একবার তাকালাম। আমার আকস্মিক ত্রাণকর্তার সাথে বেশিক্ষণ আর কাটাতে চাইছি না। এতোক্ষণ একসাথে থাকার পরও, এখন পর্যন্ত এ্যাডওয়ার্ডকে একটা প্রশ্নও করতে পারিনি।

"ঠিক আছে।" জেসিকা কিছু বলার আগেই এঞ্জেলা সমর্থন জানালো। "আগামীকাল আবার আমাদের দেখা হচ্ছে বেলা... এ্যাডওয়ার্ড।" ও জেসিকার হাত আঁকড়ে ধরে খানিক দূরে পার্ক করা গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। ওরা গাড়িতে ওঠার সময় জেস্ মুখ ঘুরিয়ে একবার আমাদের দেখে নিয়ে হাত নাড়লো। ওর চোখে-মুখে একই সাথে রাগ এবং কৌতূহল খেলা করছে। আমিও পাল্টা হাত নাড়লাম, ওদের গাড়ি আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

"সত্যি বলছি, আমার মোটেও খিদে পায়নি," এ্যাডওয়ার্ডের মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করে, অতি উৎসাহ নিয়ে তাকে বললাম। আমি ওর মনের অভিব্যক্তি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"তুমি আমার সাথে তামাশা করছো।"

রেস্টুনেন্টের কাছে পৌঁছে, এ্যাডওয়ার্ড ভাবলেশহীনভাবে দরজাটা আমার জন্যে খুলে ধরলো। অবশ্য, এরপর আর ওর সাথে কোনো তর্ক-বিতর্ক করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ওর পাশ কাটিয়ে আমি রেস্টুরেন্টের ভেতরে প্রবেশ করলাম।

রেস্টুরেন্টে মোটেও ভিড় নেই– পোর্ট এঞ্জেলস্-এর জন্যে বলা চলে এখন অফ-সিজন। পরিবেশনের দায়িত্বে যে আছে, সে একজন তরুণী। লক্ষ করলাম, বারবার ওর চোখ এ্যাডওয়ার্ডের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। যতোটা প্রয়োজন, তার চাইতে একটু বেশিই যেন আতিথ্য দেখানোর চেষ্টা করলো তরুণী। একবার ভাবলাম, আমাকে আর কতোটা বিব্রত হতে হবে! তরুণী আমার চাইতেও দীর্ঘদেহী, তাছাড়া স্বর্ণকেশী– এতো সুন্দর সোনালি চুল আমি খুব কমই দেখেছি।

"দু'জন বসার মতো কোনো টেবিল পাওয়া যাবে?" এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠে এক ধরনের প্রলোভনের সুর। ওর বলার ভঙ্গি এমন যে, দু'জন বসার মতো খালি টেবিল পেয়ে গেলে ভালো, কিন্তু না পেলেও কোনো ক্ষতি নেই। ওই তরুণী আড়চোখে একবার আমাদের দেখে নিলো। আমার সাধারণ বেশভুষা দেখে হয়তো ধারণা করলো এ্যাডওয়ার্ডের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়। ডাইনিং ফ্লোরের মাঝখানে বারোজনের বসার মতো একটা টেবিল আমাদের জন্যে বরাদ্দ করে দিলো তরুণী। দেখতে পেলাম, তুলনামূলকভাবে কাস্টমাররা এখানেই সবচেয়ে ভিড় করে আছে।

আমি বসলাম বটে, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো।

"এর চাইতে নিরিবিলি কোনো জায়গা ছিলো না?" উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো তরুণীকে। যদিও আমি নিশ্চিত নই, তবুও মনে হলো যেন ও তার হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিলো বকসিস হিসেবে। বয়স্ক একজনকে টেবিল ছেড়ে যাওয়া ছাড়া কোনো টেবিলই আমি খালি হতে দেখলাম না।

"অবশ্যই।" তরুণী আমার মতোই অবাক হলো। আমাদের ও পর্দা টাঙ্গানো ছোটো একটা বুথ দেখিয়ে দিলো। একই রকম দেখতে পাশাপাশি অনেকগুলো বুথ–এর সবগুলোই দেখতে পেলাম খালি। "এটা কেমন?" প্রশ্ন করলো ও।

"একেবারে মনের মতো।" হাসি মুখে এ্যাডওয়ার্ড সমর্থন জানালো।

"উম্" চোখ পিটপিট করে তরুণী মাথা নাড়লো– "তোমাদের খাবার খানিকক্ষণের ভেতর পরিবেশন করছি" কথাগুলো বলে, দৃঢ় পদক্ষেপে ও বুথ থেকে বেরিয়ে গেল।

"মানুষের সাথে তোমার এমন আচরণ করা উচিত নয়," আমি মন্তব্য করলাম" এটা একেবারে অনুচিত।"

"কোন প্রসঙ্গে বলছো তুমি?"

"ওদেরকে ওভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো– ওই মেয়েটা সম্ভবত কিচেনে গিয়ে হাইপারটেনশনে ভুগতে শুরু করেছে।"

এ্যাডওয়ার্ডকে খানিকটা বিভ্রান্ত মনে হলো।

"আরে বাদ দাও তো," সন্দেহজনকভাবে বললাম। "তোমার আচরণে কার কেমন মনোভাব হওয়ার কথা তুমি তা ভালোভাবেই জানো।"

ও মাথা একপাশে এলিয়ে দিলো। একই সাথে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলো, "আমি মানুষকে চমকায়ে দিই?"

"তুমি আগে বুঝতে পারোনি? তুমি কি মনে করো সবার জীবনই খুব সহজ সরল?"

ও আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল। "আমি কি কখনো তোমাকে চমক দেখানোর চেষ্টা করেছি?"

"একের পর এক চমক দেখিয়ে যাচ্ছো।" আমি প্রতিবাদ জানালাম।

এরপর পরই আমাদের খাবার চলে এলো। খাবার পনিবেশনের সময় তরুণী অযথাই হাসলো।

"হ্যাল্লো, আমার নাম হচ্ছে আমবার এবং আজ রাতে তোমাকে পরিবেশনের দায়িত্ব আমার ওপরই ন্যস্ত হয়েছে। তোমার জন্যে কি ধরনের ড্রিঙ্ক পরিবেশন করবো?" বুঝতে অসুবিধে হলো না, ও শুধুমাত্র এ্যাডওয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলছে।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকালো।

"আমি শুধুই একটা কোক নেবো।"

"দুটো কোক," এ্যাডওয়ার্ড বললো।

"আমিও তেমনই ধারণা করেছিলাম," নিশ্চিন্ত হওয়ার ভঙ্গিতে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আমবার একবার হাসলো। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড তা লক্ষ করলো না। ও শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

"কি?" তরুণী চলে যাওয়ার পর আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

ওর চোখ আমার মুখের ওপর স্থির হলো। "তোমার কেমন লাগছে?"

"আমি ভালোই আছি," জবাব দিলাম তাকে। তার উৎসাহ দেখে আমি বেশ অবাক হলাম।

"মাথা ঝিম্‌ঝিম, অসুস্থ বোধ কিংবা ঠাণ্ডা লাগছে...?"

"আমাকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে?"

খানিকবাদে তরুণী আবার ফিরে এলো।

"তুমি কি এখন অর্ডার দেবে?" তরুণী এ্যাডওয়ার্ডকে প্রশ্ন করলো।

"বেলা?" ও জিজ্ঞেস করলো। অনিচ্ছুকভাবে তরুণী আমার দিকে তাকালো।

মেনুতে প্রথম যা নজরে এলো সেটাই আমি বললাম। "উম্ আমি নিবো মাসরুম রিভোলি।"

"আর তুমি?" এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ফিরে তরুণী হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি কিছুই নেবো না," ও বললো। অবশ্যই নয়।

"আমার মনে হয় তুমি তোমার মত পাল্টাবে।" তরুণীর ঠোঁটে এখনো হাসি ঝুলে আছে, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড ওর দিকে মোটেও তাকালো না। ও অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো।

"ড্রিঙ্ক," তরুণী ফিরে যাওয়ার আগে এ্যাডওয়ার্ড অর্ডার দিলো।

বাধ্য মেয়ের মতো সোডার গ্লাসে চুমুক দিলাম। এরপর পানীয়টুকুতে বড়ো করে চুমুক দিলাম। বুঝতে পারলাম এতোক্ষণ আমি কতোই না তৃষ্ণার্ত ছিলাম। গ্লাসটা ও আমার দিকে এগিয়ে দেবার সাথে সাথেই আমি তা শেষ করে ফেলেছি।

"ধন্যবাদ," বিড়বিড় করে বললাম। যদিও আমি এখন পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে আছি। শীতল সোডা আমার বুকের ভেতর দিয়ে নেমে গেল যেন, এবং আমি একবার কেঁপে উঠলাম।

“তোমার কি ঠাণ্ডা লাগছে?”

“কোক পান করার কারণে,” ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। ঠাণ্ডায় আবার আমি কেঁপে উঠলাম।

“সাথে কোনো জ্যাকেট আনো নি?” ওর কণ্ঠে এক ধরনের অসন্তুষ্টি।

“হ্যাঁ, ছিলো,” সামনের একটা খালি টেবিলের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম। “ওহ্- ওটা ভুলে জেসিকার গাড়িতেই থেকে গেছে।”

এ্যাডওয়ার্ড দ্রুত তার জ্যাকেটটা খুলে ফেললো। এতোক্ষণে খেয়াল হলো, ও কি পোশাক পরেছে, আমি তা লক্ষই করিনি- শুধুমাত্র আজ রাতেই নয়, কখনোই আমার লক্ষ করা হয় না।

চিন্তার জাল ছিন্ন করে, জ্যাকেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলো।

“ধন্যবাদ,” কথাটা আবার তাকে বললাম। আমি ওর দেয়া জ্যাকেটটা পরে নিলাম। জ্যাকেটা ঠাণ্ডা হয়ে আছে- বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় আমারটাও এরকম ঠাণ্ডা হয়েছিলো। আরেকবার ঠাণ্ডায় আমি কেঁপে উঠলাম। জিনিসটা থেকে অদ্ভুত এক ধরনের গন্ধ বেরুচ্ছে। অবশ্যই কোনো পারফিউমের গন্ধ- গন্ধটা আমি চেনার চেষ্টা করলাম। অবশ্য এটা যে কোলনের গন্ধ নয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত।

“ওই নীল রঙ তোমার শরীরের রঙের সাথে চমৎকার মিশে গেছে।” আমার দিকে তাকিয়ে ও বললো। আমি বিস্মিত হয়ে মাথা নিচু করলাম। লজ্জায় অবশ্যই রক্তিম হয়ে উঠলাম আমি।

ব্রেডের বাস্কেটটা ও আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

“সত্যিই, আমি আর চমক পেতে চাই না,” প্রতিবাদের সুরে তাকে বললাম।

“সবকিছুই তোমার কাছে চমক মনে হতে পারে- একজন সাধারণ মানুষের কাছে সবকিছুই চমক বলে মনে হতে পারে। ও আমার চোখের দিকে তাকালো। আমি দেখলাম ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে। এতো জ্বলজ্বলে চোখ ইতিপূর্বে আর দেখিনি।

“তোমার সাথে আমি বেশ নিরাপদ বোধ করছি,” এক ধরনের মুগ্ধতায় আবিষ্ট হয়ে সত্য কথাটা আবার স্বীকার করে নিলাম।

সম্ভবত আমার কথাটা তার পছন্দ হলো না। ভ্রু কুঁচকে ও মাথা নাড়লো।

“আমি যেমন পরিকল্পনা করেছিলাম, তার চাইতেও দেখছি বিষয়টা বেশি জটিল,” আপনমনে ও বিড়বিড় করলো।

একটা ব্রেডস্টিক্ তুলে নিয়ে ওটার ওপর আঙ্গুল বুলাতে লাগলাম। আসলে ও কী চিন্তা করছে, তা বুঝার চেষ্টা করলাম।

“তোমার চোখে যখন আলো থাকে, তখন বোধহয় তুমি বেশ ভালো মুডে থাকো।”

এ্যাডওয়ার্ড বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকালো। “কি?”

“তোমার চোখ যখন কালো থাকে, তখন তোমাকে বুনো স্বভাবের মনে হয়- আমি পরবর্তীতে এমনই আশা করবো,” আমি বলে যেতে লাগলাম। “এ বিষয়ে আমার একটা তত্ত্ব আছে।”

ওর চোখ কুঁচকে গেল। “আরো তত্ত্ব?”

"মম্... ম..." ব্রেডের একটা টুকরো মুখে পুরে কোনোভাবে কথাটার সমর্থন জানানোর চেষ্টা করলাম।

"আমার মনে হয় ইদানিং তোমার বেশ বুদ্ধি খুলেছে... অথবা এগুলো কি তুমি কমিক্স বই থেকে পেয়েছো?" আমার দিকে তাকিয়ে ও বিদ্রুপ করলো।

"ভালো, না আমি এগুলো কমিক্স বই থেকে পাইনি, তবে নিজের ইচ্ছেতেও করছি না।"

"এবং?" সাথে সাথে ও জিজ্ঞেস করলো।

কিন্তু এরপরই ওয়েট্রেস আমার খাবার নিয়ে এলো। আমি বুঝতে পারলাম, মনের অজান্তেই টেবিলের ওপর দিয়ে দু'জনের একান্ত সান্নিধ্যে চলে এসেছি। আমরা সাথে সাথে সোজা হয়ে বসলাম। ওয়েট্রেস আমার সামনে খাবার নামিয়ে রাখলো– খাবারটা দেখে আমার বেশ ভালোই মনে হলো। ওয়েট্রেস সাথে সাথে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ফিরে তাকালো।

"তুমি কি মত পাল্টেছো?" তরুণী জিজ্ঞেস করলো। "তোমার জন্যে উৎসর্গ করার মতো কিছুই কি এখানে নেই?" তরুণীর প্রশ্ন শুনে মনে হলো এর দু'ধরনের অর্থ হতে পারে।

"না, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তবে আরো কিছু সোডা হলে বেশ ভালো হয়।"

"অবশ্যই।" খালি গ্লাসগুলো নিয়ে ও চলে গেল।

"হ্যাঁ, তুমি কি যেন বলছিলে?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"আমি কথাটা গাড়িতে বলতে চেয়েছিলাম। যদি আমি কথাটা সম্পূর্ণ করলাম না।

"এতে কোনো শর্ত আছে নাকি?" ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলো এ্যাডওয়ার্ড।

"অবশ্যই আমার কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে!"

"অবশ্যই।"

আরো দুইগ্লাস কোক নিয়ে ওয়েট্রেস ফিরে এলো। টেবিলে গ্লাস দুটো নামিয়ে রেখে এবার আর কোনো কথা না বলে বুথ থেকে বেরিয়ে গেল।

গ্লাসে আবার চুমুক দিলাম।

"হ্যাঁ, যা বলছিলে, চালিয়ে যাও," এ্যাডওয়ার্ড আগের মতোই কঠিন কণ্ঠে বললো।

বলার যদিও ইচ্ছে ছিলো না, তবুও আমি বলতে বাধ্য হলাম।

"তুমি পোর্ট এঞ্জেলেসে কি করছো?"

ও নিচের দিকে মুখ করে হাতের বিশাল থাবা টেবিলের ওপর বিছিয়ে কী যেন দেখতে লাগলো। এরপর আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

"তারপর।"

"আসল প্রশ্নই তুমি এড়িয়ে গেলে," আমি প্রতিবাদ জানালাম।

"তারপর।" একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো ও।

আমি হতাশ হয়ে মাথা নিচু করলাম। সীলভারওয়্যার খুলে কাঁটা চামচ তুলে নিলাম এবং খুব সাবধানে একটা রেভোলিতে গেঁথে মুখে পুরলাম। এখনো আমি মাথা

নিচু করেই রেখেছি। খাবারটুকু চিবুতে চিবুতে চিন্তা করতে লাগলাম। মাশরুমগুলো মন্দ নয়। চিবানো খাবারটুকু গিলে ফেলে কোকের গ্লাসে আবার চুমুক দিলাম। এরপর আমি মুখ তুলে ওর দিকে তাকালাম।

"ঠিক আছে, তারপর।" আমি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলাম। "অবশ্যই বিচার বিশ্লেষণ করেই বলতে হবে, সেটা কেউ একজন ... অন্য মানুষ কী ভাবছে বলে দিতে পারে, মনের কথা পড়তে পারে, তুমি ভালোভাবেই জানো– আমার কাছে এগুলো সবই অদ্ভূত মনে হয়েছে।"

"শুধু একটু অন্যরকম," ও কথাটা সংশোধন করে দিলো, "বিচার বিশ্লেষণ করে মতামত পেশ করা।"

"ঠিক আছে, এরপরও কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতে পারে হয়তো।" ও একা একাই আমাকে নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করছে, তবুও আমি এক ধরনের পুলক অনুভব করলাম। এরপর ও নিজেকে যতোটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো। "ওই কাজটা কীভাবে করা সম্ভব? সীমাবদ্ধতা কতোটুকু? কীভাবে সম্ভব একজন কাউকে একেবারে সঠিক সময়ে কীভাবে খুঁজে পেতে পারে? কীভাবে একজন জানতে পারে তার বান্ধবী বিপদে পড়েছে?" পর পর প্রশ্ন করার সাথে সাথে আমার চিন্তার জট কীভাবে খুলে গেল, আমি তা নিজেও জানি না।

"প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে সত্য বলে বিবেচনা করা?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"অবশ্যই।"

"ভালো, যদি ... যদি কোনো ব্যক্তি

"জো'কে ডাকা উচিত," আমি উপদেশ দিলাম।

ও ম্লানভাবে হাসলো। "জো, তারপর। যদি জো কোনোভাবে মনোযোগ দেয়-ও, ওর সাথে ঠিক সময় মেলানো সম্ভব হবে না," চোখ পাকিয়ে ও মাথা নাড়লো। "এ রকম শহরে তুমি ছোটোখাটো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, এখানকার অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

"আমরা প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে সত্য বলার বিষয়ে আলোচনা করছিলাম।" এ্যাডওয়ার্ডকে আমি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। ওর চোখ এখন অনেকটাই স্থির-শান্ত।

"হ্যাঁ, আমরা তেমনই আলোচনা করছিলাম," আমাকে সমর্থন জানালো ও "আমরা কি তোমাকে 'জেন্' নামে ডাকতে পারি?"

"তুমি কিভাবে জানলে?" মনের কৌতুহল যতোটা সম্ভব চেপে রেখে প্রশ্ন করলাম তাকে। বুঝতে পারলাম, টেবিলের ওপর দিয়ে আবার আমি তার কাছাকাছি হয়ে পড়েছি।

"ভালোভাবেই জানো, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো," আমি বিড়বিড় করলাম। টেবিলের ওপর রাখা হাত স্পর্শ না করেই আমি পিছিয়ে গেলাম। সাথে সাথে আমার হাতও গুটিয়ে নিলাম।

"আমি জানি না এছাড়া আমার আর কোনো পছন্দ আছে কিনা," ওর কণ্ঠ রীতিমত হিস্‌হিস্ করে উঠলো। "আমিই আসলে ভুল– আমি যতোটা নই তার চাইতে

অনেক বেশি ক্ষমতাবান বলে মনে করছো তোমরা।"

"আমার ধারণা তুমি সবসময় ঠিকই বলো।"

"আমি ঠিক বলার চেষ্টা করি," ও আবার নড়েচড়ে বসলো। "কোনো কোনো ব্যাপারে আমি তোমাকে বুঝতেও পারি না। তুমি নিশ্চয়ই চৌম্বক শক্তির বলে দুর্ঘটনা ঘটাও নি– এর কোনো বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। তুমি মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিলে। মাত্র দশ মিলিমিটারের এদিক ওদিক হলে তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যেতো না। তোমাকে এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে।"

"কিন্তু তুমি আমাকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছিলে নয় কি?" আমি ধারণা করলাম।

ও চেহারা অভিব্যক্তিহীন বলে মনে হলো।

আবার আমি টেবিলের ওপর হাত বিছিয়ে রাখলাম– এ্যাডওয়ার্ড সামান্য একটু পিছিয়ে গেল, কিন্তু সেটা লক্ষ করার চেষ্টা করলাম না– আলতোভাবে ওর আঙ্গুলের আগায় স্পর্শ করলাম। ওর আঙ্গুলগুলো পাথরের মতো শক্ত এবং অতিরিক্ত শীতল বলে মনে হলো।

"ধন্যবাদ তোমাকে," আমার কণ্ঠে উষ্ণ আন্তরিকতা প্রকাশ পেলো। "এখন পর্যন্ত দু'বার হলো।"

ওর চেহারা ম্লান মনে হলো "ঘটনা আর তিন-এ উত্তীর্ণ করো না।"

আমি মুখে কিছু বললাম না বটে, তবে মাথা নাড়লাম। আমার হাতের নিচ থেকে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে টেবিলের নিচে নামিয়ে রাখলো। কিন্তু ও আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এলো।

"পোর্ট এঞ্জেলেস্ তোমাকে আমি অনুসরণ করে এসেছিলাম," ও স্বীকার করলো। "ইতিপূর্বে কারও ত্রানকর্তা হয়ে আমি আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করিনি। আমার বিশ্বাস এতে অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু সম্ভবত তোমার জন্যেই আমি এরকম ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়েছি। সাধারণ মানুষ হলে, বিষয়টা নিয়ে সারাদিন মুখরোচক গল্প ছড়িয়ে বেড়াতে।" এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে ও থামলো। আমি ভেবে অবাক হলাম, ও আমাকে অনুসরণ করে এখান পর্যন্ত এসেছে বলে এক ধরনের বিব্রতবোধ করছি আমি। অথচ এরকম পরিস্থিতিতে আমার সন্তুষ্ট হওয়াই উচিত ছিলো। আমার ঠোঁটের কোণায় হাসি দেখে ও একটু অবাক হলো। "তোমার কি কখনো ধারণা হয়েছে, ওই গাড়ি দুর্ঘটনার পর আবারো আমার কোনো বিপত্তি ঘটবে?"

"ওটাই প্রথম নয়," ও জবাব দিলো, আমার কানে ওর কণ্ঠস্বর কঠিন কোণালো। ওর মন ভালো করার জন্যেই আমি কথাটা বলেছিলোম, কিন্তু ওকে বরং বিরক্তই মনে হলো। "তোমার সাথে প্রথম পরিচয়ের সময়ই জানতাম একের পর এক তুমি বিপত্তি ঘটাবে।"

ওর কণ্ঠ শুনে খানিকটা আমার ভয় লাগলো– আবার বলা যায় এক ধরনের সন্তুষ্টিও বোধ করলাম।

"তোমার মনে আছে?" ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ," শান্ত কণ্ঠে আমি জবাব দিলাম।

"এবং তুমি এখন পর্যন্ত এখানে বসে থাকার সুযোগ পেয়েছো ...," ওর কণ্ঠে এক ধরনের সন্দেহের সুর লক্ষ করলাম। এক চোখ কুঁচকে ও আমার দিকে তাকলো।

"হ্যাঁ, আমি এখানে বসে আছি এর কারণ অবশ্যই তুমি।" আমি একটু থামলাম। "কারণ তুমি কোনোভাবে জানতে পেরেছিলে আজ আমাকে কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে, তাই নয় কি ?" সাথে সাথে জবাব দেবার চেষ্টা করলাম।

ও খানিকক্ষণ ঠোঁট কামড়ে থাকলো। চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে কী যেন দেখার চেষ্টা করলো। মনে হলো নতুনভাবে কিছু একটা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমার খাবার ভর্তি প্লেটের ওপর একবার নজর বুলালো।

"তুমি খাবার শেষ করো, আমি কথা বলি।"

আমি দ্রুত আরেক টুকরো টাভিলি মুখে পুরলাম।

"যতোটা সহজ মনে হয়েছে, কাজটা তার চাইতে বেশ কঠিন– তোমার পিছু লেগে থাকা। সাধারণত কিছু মানুষ আছে, যাদের পেতে চাইলে, খুব সহজে খুঁজে বের করতে পারি। এ ধরনের মানুষ হচ্ছে তারাই যাদের মন আমি ইতোপূর্বে পড়তে পেরেছি।" এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে কঠিন চোখে তাকালো, ওর চাহনীতে আমি প্রায় জমে গেলাম। ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করে আরেক টুকরো রেভোলি মুখে পুরলাম।

"আমি শুধু জেসিকার ওপর নজর রাখছিলাম– আমি বলতে চাইছি, আমার মনে হয়েছে শুধুমাত্র তুমিই পোর্ট এঞ্জেলেস্-এ এসে সমস্যায় পড়বে– ওদের সাথে থাকার সময় তোমার প্রতি আমার নজর দেবার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু যখন দেখলাম তুমি ওদের সাথে নেই, তখনই মনে হলো তোমার ওপর নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন। তোমাকে বুক স্টোরের সামনে দেখতে পেলাম, ওই মহিলাকেও দেখতে পেলাম। স্টোরের ভেতর ঢুকতে আমি নিষেধ করতে পারতাম অবশ্য তুমি নিজে থেকেই ওখানে ঢুকলে না বরং দক্ষিণে চলে গেলে আমি মনে করেছিলাম খুব দ্রুত তুমি ফিরে আসবে। সুতরাং কতোক্ষণে ফিরো সেই অপেক্ষাতেই ছিলাম রাস্তার ভিঁড়ে তোমাকে খুঁজতে লাগলাম– জেসিকাদের ভেতর থেকে যে কেউ তোমাকে খুঁজে বের করতে পারলে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ ছিলো না কিন্তু আমার বেশ চিন্তা হতে লাগলো... " মনে হলো এরই মধ্যে ও চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলেছে। আমার চারপাশে কি যেন খুঁজতে লাগলো, কিন্তু কি খুঁজছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"আমি গোলচক্করে গিয়ে পৌঁছলাম, অপেক্ষা করতে লাগলাম কোণার চেষ্টা করলাম। তখন সূর্য ডুবতে বসেছে, এবং গাড়ি থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে তোমাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। এবং তারপর–" ও থামলো, কথাগুলো বলে, ও বোধহয় খানিকটা স্বস্তিবোধ করলো।

"তারপর?" আমি ফিসফিস করে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমার মাথার ওপর দিয়ে অন্য দিকে তাকালো।

"ওরা কি চিন্তা করছে, আমি শুনতে পেলাম," ও রাগ সামলাতে পারলো না। ওপরের ঠোঁট একটুক্ষণ কামড়ে ধরলো। "ওর মনে আমি তোমার চেহারা দেখতে পেলাম।" ও হঠাৎ পেছন দিকে হেলান দিয়ে একচোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকালো। ওর অভিব্যক্তিগুলো এতো দ্রুত পরিবর্তন হলো যে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"এটা খুবই কঠিন তুমি চিন্তাও করতে পারবে না কতোটা কঠিন– তোমাকে সরিয়ে নেয়া খুবই সহজ ব্যাপার ছিলো এবং ওদের ছেড়েও দিতে পারতাম... জীবন্ত।" ও কথা বলার সাথে সাথে হাত নাড়লো। "জেসিকা এবং এঞ্জেলার সাথে আমি তোমাকে যেতে বলতে পারতাম। কিন্তু আমাকে একা রেখে তুমি চলে যাবে, ভেবে আমার খুব ভয় হচ্ছিলো, এ কারণে ওদের আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম," দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

আমি শান্তভাবে বসে থাকলাম, বিভ্রান্ত, আমার চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। কোলের ওপর হাতজোড়া আমি ভাঁজ করে সিটের ওপর ঘাড় এলিয়ে দিলাম। এখন পর্যন্ত হাতের ভেতর ও মুখ গুঁজে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত ও মুখ তুলে চাইলো, যেন আমার মনের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে।

"তুমি কি এখনই বাড়ি ফিরতে চাও?" এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলো।

"আমি এখনই যেতে প্রস্তুত," সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম। সত্যি বলতে ওর সান্নিধ্যে আরো ঘণ্টাখানেক থাকতে পারবো, তাতেই আমি মনে মনে উৎফুল্ল।

ডাকার সাথে সাথে ওয়েট্রেস এসে হাজির হলো। অথবা হয়তো ও আগে থেকেই আমাদের ওপর নজর রাখছিলো।

"তোমাদের জন্য কি করতে পারি?"

তরুণী এ্যাডওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করলো।

"ধন্যবাদ, আমরা এখন উঠতে চাচ্ছি," ওর কণ্ঠ খানিকটা শীতল বলে মনে হলো।

"অব–অবশ্যই," তরুণী খানিকটা তোতলালো। "তোমার ইচ্ছে করলেই যেতে পারো।" তরুণী সামনের পকেট থেকে একটা চামড়ার ফোল্ডার বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিলো।

ফোল্ডারে রাখা বিল এ্যাডওয়ার্ড হাতে তুলে নিলো। ফোল্ডারের ভেতর টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে তরুণীর হাতে ফিরিয়ে দিলো।

"চেঞ্জের প্রয়োজন নেই।" এ্যাডওয়ার্ড ম্লানভাবে হাসলো। এরপরই ও উঠে দরজার দিকে রওনা হলো, আমিও তার সাথে পা মেলালাম।

এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে তরুণী আরেকবার অনিশ্চিতভাবে হাসলো। "তোমার একটা ভালো সন্ধ্যা কাটলো।"

এ্যাডওয়ার্ড আর তার দিকে ফিরে তাকালো না। আমিই বরং তার হাসিটা ফিরিয়ে দিলাম।

আমার গা ঘেঁষে এ্যাডওয়ার্ড দরজার দিকে এগুতে লাগলো, তবে ও মোটেও আমাকে স্পর্শ করলো না। মাইকের সাথে জেসিকার কোন ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমি তা জানি; ওরা কীভাবে প্রথম অবস্থাতেই চুমু খাওয়ার পর্যায়ে চলে যেতে পারে ভেবে অবাক হলাম। আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। এ্যাডওয়ার্ড নিশ্চয়ই এই দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনতে পেলো এবং অবাক দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকালো। ওর দৃষ্টি আড়াল করতে সাইড ওয়াকের দিকে তাকালাম। আমি কী চিন্তা করছি মনে হয় না ও বুঝতে পেরেছে।

ভেতরে ঢোকার অপেক্ষায় প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে এ্যাডওয়ার্ড দাঁড়িয়ে রইলো। আমি গাড়িতে ওঠার সাথে সাথে ওটা বন্ধ হয়ে গেল, এরপর এক প্রকার ছুটে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসলো। ও যে কতোটা চটপটে তা ভেবে আরেকাবার অবাক হলাম। ওর আচরণের সাথে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিলো এতোদিনে- কিন্তু মোটেও পরিচিত হয়ে উঠতে পারিনি। আমার মনে হলো, এ্যাডওয়ার্ড এমন একজন যাকে সহজে বুঝে ওঠা বোধহয় কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

ড্রাইভিং সিটে বসে ও ইঞ্জিন চালু করলো, তারপর হিটারটা বাড়িয়ে দিলো। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই আমার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগছিলো, বুঝতে পারলাম ভালো আবহাওয়ার দিন শেষ হয়েছে। যদিও ওর জ্যাকেট আমাকে উষ্ণ করে রেখেছিলো। তাছাড়া ওর দৃষ্টি এড়িয়ে জ্যাকেটের চমৎকার গন্ধটা কয়েকবার শুঁকেও নিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড ট্রাফিকের জট এড়িয়ে ফ্রি-ওয়ের দিকে রওনা হলো।

"এখন," ও বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে বললো, "এবার তোমার পালা।"

নয়

"আমি কি তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করতে পারি এ্যাডওয়ার্ডকে অনুনয়ের সুরে প্রশ্ন করে শান্ত রাস্তায় নেমে এলাম। মনে হলো না রাস্তার দিকে ওর কোনো মনোযোগ আছে।

ও একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

"একটা?" ও রাজি হয়ে গেল। ও ঠোঁট কামড়ে ধরলো।

"ভালো বলছিলে যে তুমি নাকি জানতে আমি বুক স্টোরে ঢুকবো না, বরং দক্ষিণের দিকে যাবো। আমি শুধু অবাক হচ্ছি, তুমি তা জানলে কীভাবে?"

এ্যাডওয়ার্ড অন্যদিকে তাকালো, দেখে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হলো।

"আমার ধারণা এগুলোর সবই আমরা কৌশলে এড়ানোর চেষ্টা করেছি," আমি অসন্তুষ্ট হয়ে বিড়বিড় করলাম।

ওকে শুধু হাসতে দেখলাম আমি।

"এরপরও তুমি আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলে না..." আমি নীরস কণ্ঠে বললাম।

ও আমার দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকালো। "কোন প্রশ্ন?"

"এটা কীভাবে ঘটলো- মাইন্ড রিডিং-এর ব্যাপারটা বলছিলাম? তুমি কি যে কোনো স্থানে যে কারও মন পড়তে পারো? তুমি এটা কীভাবে করো? পরিবারের অন্যান্যরাও কি ?" হালকা ধরনের প্রশ্ন হলেও আমি তাকে এগুলো করতে এক প্রকার বাধ্য হলাম।

"এগুলো কিন্তু একের চাইতে বেশিই বলে মনে হচ্ছে," আমাকে ও স্মরণ করিয়ে

দিলো। আমি পাল্টা কোনো জবাব দিলাম না, শুধু ওর দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল মটকাতে লাগলাম।

"না, এ ধরনের ক্ষমতা শুধু আমার ভেতরই আছে। তাছাড়া সবখানে সবার কথা আমি শুনতেও পাই না। খুব পরিচিত যদি কেউ হয়... পরিচিত কণ্ঠস্বর, তাহলেই কেবল আমার পক্ষে কোণা সম্ভব হয়। তবে এটাও ঠিক, কয়েক মাইল দূর থেকেই কেবল সম্ভব।" চিন্তিত মুখে ও খানিকক্ষণের জন্যে থামলো। "এটা অনেকটা বিশাল একটা হল-রুমের মতো, যেখানে একসাথে প্রচুর লোক কথা বলছে। বিষয়টা অনেকটা গুণগুণ করে গান গাওয়ার মতো– পেছন দিকে অনেকগুলো মানুষের গুঞ্জনের মতো। এর ভেতর থেকে শুধুমাত্র একজনের প্রতি যদি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করি তাহলে তার চিন্তা আমি পরিষ্কারভাবে পড়তে পারি।

"বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই চিন্তাগুলোকে অনেকটা টিউন করে নেবার মতো করে নিতে হয়– প্রথম দিকে এলোমেলো মনে হতে থাকে। একটু চেষ্টার পর বিষয়টা আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে আসে,"– কথাগুলো বলার সময় ও নাক দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো–"এ সময় আমি তার কথার চাইতে চিন্তাকেই বেশি বুঝতে পারি।"

"আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে না, এমন চিন্তা তোমার মাথায় এলো কেন?" একরাশ কৌতুহল নিয়ে প্রশ্ন করলাম তাকে।

ও আমার দিকে তাকলো। ওর চোখে এক ধরনের বিভ্রান্তি লক্ষ করলাম।

"আমি ঠিক বলতে পারবো না," এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করলো। "আমার ধারণা, তুমি যখন কোনো কাজ করো অথবা কথা বলো, তখন তোমার চিন্তাগুলো ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। ধরা যেতে পারে তোমার চিন্তাগুলো প্রবহিত এ.এম. ফ্রিকুয়েন্সিতে, আর আমি শুধুমাত্র এফ.এম. ফ্রিকুয়েন্সির বিষয়গুলোই পেয়ে থাকি।" ও আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলো, হঠাৎ ওকে বেশ আমুদে মনে হলো।

"আমার মন ঠিকমতো কাজ করে না? আমি খেয়ালি?" কথাগুলো যদিও খুব একটা খারাপ নয়, কিন্তু আমি খুবই বিব্রতবোধ করলাম– সম্ভবত ও আমার দুর্বলতম স্থানে আঘাত করেছে। আমি সবসময় খুব বেশি দুশ্চিন্তা করি এবং এ কারণে ঠিকমতো কোনো কাজ গুছিয়ে করতে পারি না।

"আমি এখন তোমার চিন্তাগুলো পড়তে পারছি– অতিরিক্ত খেয়ালি ভেবে নিজেকে দুষছো তুমি," ও হেসে উঠলো। "চিন্তার কোনো কারণ নেই, এটা শুধুই একটা তত্ত্ব মাত্র " ওর চেহারায় কাঠিন্য লক্ষ করলাম। "এর মাধ্যমেই আমরা আবার একে অপরের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি।"

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। কীভাবে শুরু করা যায়?

"এখন নিশ্চয়ই সবকিছু কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছি না?" ও শান্ত কণ্ঠে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো।

প্রথমবারের মতো ওর ওপর থেকে আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম, উত্তর দেবার মতো মনে মনে কথা খুঁজতে থাকলাম। স্পীড মিটারের ওপর হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো।

"হায় ঈশ্বর!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "ধীরে চালাও!"

"আমি আবার কি ভুল করলাম?" ও বেশ অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু গাড়ির গতি

মোটেও কমলো না।

"তুমি ঘণ্টায় একশ মাইলে গাড়ি চালাচ্ছো।" আমি আগের মতোই চেঁচিয়ে উঠলাম। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে আমি বাইরে তাকালাম, কিন্তু অতিরিক্ত অন্ধকারের কারণে কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধুমাত্র গাড়ির হেডলাইটে বিস্তৃত রাস্ত াটা নীলচে দেখাচ্ছে। রাস্তার উভয় পাশের ঝোপ-ঝাড় এবং গাছপালাগুলোকে মনে হচ্ছে কালো দেয়াল– এই গতিতে ওই দেয়ালের সাথে যদি সংঘর্ষ ঘটে, তাহলে স্টীলের দেয়ালের সাথে সংঘর্ষ ঘটার মতোই ফলাফল ঘটবে।

"বেলা নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকো," চোখ পাকিয়ে বললো, এখনো ওর গাড়ির গতি একটুও কমেনি।

"তুমি কি আমাদের মেরে ফেলতে চাইছো?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমরা নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হতে যাচ্ছি না।"

যথা সম্ভব কণ্ঠটা ম্লান করার চেষ্টা করলাম। "তুমি এতো তাড়াহুড়ো করছো কেন?"

"আমি সবসময় এভাবেই গাড়ি চালাই।" ষড়যন্ত্রকারীর মতো আমার দিকে তাকিয়ে ও হাসলো।

"রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাও!"

"বেলা, আজ পর্যন্ত আমি কোনো দুর্ঘটনা ঘটাইনি– এমনকি পুলিশ কখনো আমাকে টিকেট দেবারও সুযোগ পায়নি।" ও একটু কপাল ঘষে নিয়ে, ওখানটাতে চেপে ধরলো। "বলতে পারো আমার এখানে একটা বিল্ট ইন ডিটেক্টর লাগানো আছে।"

"খুব মজার ব্যাপার।" আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম। "চার্লি কিন্তু একজন পুলিশ, একথাটা মনে আছে? আমি সবসময় ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া এখন যদি গাছের গুঁড়ির সাথে এই গাড়ির একবার ধাক্কা লাগে, তাহলে আমাদের হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।"

"সম্ভবত," খুব জোরে হেসে ও এককথায় রাজি হয়ে গেল। "কিন্তু তুমি তা পারবে না।" ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। স্পীড্ মিটারের কাঁটা আশিতে নামিয়ে আনলো সাথে সাথে। "এখন হলো তো?"

"সম্পূর্ণ নয়, খানিকটা।"

"ধীরে গাড়ি চালাতে আমার খুব খারাপ লাগে," ও বিড়বিড় করে বললো।

"এটাকে তুমি ধীরে বলছো?"

"আমার গাড়ি চালানো নিয়ে অনেক ধারা বিবরণী শুনেছি," ও হাত নাড়লো। "আমি এখনো তোমার পরবর্তী তত্ত্ব কোণার আশায় আছি।"

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। ও আমার দিকে তাকালো। ওর মধু রঙের চোখ জোড়া অতিরিক্ত শান্ত।

"তুমি বলতে পারো, আমি মোটেও হাসবো না।"

"তুমি আমার ওপর রেগে যাচ্ছো দেখে খুব ভয় হচ্ছে।"

"এটা কি অন্যায়?"

"আমার মনে হয় তোমার এই রাগ খানিকটা বেশিই।"

আমি কী বলি তা শোণার জন্যে অপেক্ষা করে রইলো। আমি মাথা নিচু করে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সুতরাং ওর অভিব্যক্তি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"চালিয়ে যাও।" ওর কণ্ঠ অতিরিক্ত শান্ত শোণালো।

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কীভাবে শুরু করবো।"

"প্রথম থেকে কেন তুমি শুরু করছো না   তুমি বলছিলে যে নিজের ইচ্ছেয় এখানে আসো নি।"

"না।"

"তোমাকে তাহলে এখানে কিসে টেনে আনলো– বই? সিনেমা?" আসল সত্য ও খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো।

"না– এটা শনিবারের ঘটনা, বীচ্-এ ঘটেছিলো।" খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে আমি ওর দিকে তাকালাম। ওকে দেখে খানিকটা বিক্ষিপ্ত বলে মনে হলো।

"আমি একজন পারিবারিক বন্ধুর পেছন পেছন ওখানে গিয়েছিলাম– জ্যাকব ব্ল্যাক্," আমি বলতে লাগলাম। "ওর বাবা এবং চার্লির ভেতর আমার সেই ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব।"

এখনো তাকে আগের মতোই বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে।

"তার বাবা ক্যুইলেটদের ভেতর অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি।" আমি খুব সাবধানে ওর দিকে তাকালাম। ওর চোখে-মুখে একইভাবে বিভ্রান্তি লট্‌কে আছে। "আমরা হাঁটতে গিয়েছিলাম–" আমার গল্পটা যথা সম্ভব গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি। "– এরপর ও আমাকে কিছু প্রাচীন উপগাথা শোণালো– আমার মনে হয় ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছিলো আমাকে। ও আমাকে একটা কাহিনী শোণালো   " কথাটা বলতে আমি খানিক ইতস্তত করলাম।

"চালিয়ে যাও," এ্যাডওয়ার্ড বললো।

"ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কে বলছিলো।" বুঝতে পারলাম কথাটা বলতে গিয়ে আমি প্রায় ফুঁপিয়ে উঠেছি। এখন ওর মুখের দিকে তাকানোর সাহস হলো না। কিন্তু স্টেয়ারিং হুইলের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আড়চোখে আমার দিকে তাকালো।

"এবং সাথে সাথে তুমি আমাকে চিন্তা করে বসলে?" এখনো ওকে আগের মতোই শান্ত মনে হলো।

"না। ও আসলে   ও আসলে তোমার পরিবারের কথা বলছিলো।"

ও একেবারে চুপ মেরে গেল। সোজা রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলো।

হঠাৎ আমার ভয় হলো। ভয় হলো জ্যাকবকে নিয়ে। ওকে আমার রক্ষা করা উচিত।

"ওর ধারণা এগুলো মানুষের একেবারে হালকা ধরনের কিছু অন্ধ বিশ্বাস," আমি খুব দ্রুত বললাম। "এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে ও আমাকে নিষেধ করেছিলো।" মনে হলো না এতে যথেষ্ট বলা হয়েছে; ওকে যতোটা সম্ভব সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলাম। "এটা আসলে আমারই ভুল, আমিই তাকে এগুলো বলার জন্যে জোর করছিলাম।"

"কেন?"

"লরেন তোমার সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছিলো আমাকে– সম্ভবত ও আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলো। তাছাড়া ওদের দলের বড়ো একটা ছেলেও এর জন্যে দায়ি। ও বলছিলো যে, তোমাদের পরিবারের কোনো সদস্যই নাকি কোনো পার্টিতে অংশ নেবে না। আমার কাছে মনে হয়েছে, ওই ছেলেটা ভিন্ন কোনো অর্থে হয়তো কথাগুলো বলছে। সুতরাং জ্যাকবকে ধরে বসলাম। কৌশলে ওই ছেলের বলা কথাগুলোর অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম," সমর্থন জানানোর ভঙ্গিতে বললাম আমি।

ও হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকালো।

"ওকে কিভাবে প্রতারণা করলে?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"আমি ওর সাথে একটু মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করে দেখানোর চেষ্টা করলাম– আমি যতোটা ভেবেছিলাম, তার চাইতে অনেক ভালো ফল দিলো।" কণ্ঠস্বরে এক ধরনের অবিশ্বাস ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম।

"আমি দেখতে পেলে বেশ মজা পেতাম।" হালকাভাবে মুখ দিয়ে অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করলো ও। "মানুষকে প্রতারণা করার অভিযোগে আমি কিন্তু তোমাকে অভিযুক্ত করতে পারি– হায়রে বেচারা জ্যাকব ব্ল্যাক্।"

জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে আমি রাতের অন্ধকার দেখতে লাগলাম।

"এরপর তুমি কি করলে?" মিনিট খানিকের ভেতরই ও প্রশ্ন করলো।

"ইন্টারনেট খুলে এ বিষয়ে কিছু জানার চেষ্টা করলাম।"

"আর তাতেই তুমি উৎসুক হয়ে পড়লে?"

ওর কণ্ঠে এক ধরনের উৎসাহ লক্ষ করলাম। কিন্তু ওকে স্টেয়ারিং হুইলটা দু'হাতে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে দেখলাম।

"না। কিছুই আমি মেলাতে পারলাম না। সবই যুক্তিহীন সব তথ্যের সমাহার। এবং তারপর " আমি থেমে গেলাম।

"কি?"

"মনে হলো এইসব তথ্যের আসলে কোনো মূল্যই থাকতে পারে না," আমি ফিস্‌ফিস্ করে বললাম।

"এগুলোর কোনো মূল্যই খুঁজে পেলে না?" ওর কণ্ঠস্বর তার দিকে তাকাতে বাধ্য করলো– আমি অতি সাবধানে তার ক্রোধের মুখোশটা ভাঙার চেষ্টা করলাম। ওর চেহারায় একই সাথে ক্রোধ এবং ভয় মিশে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে রীতিমতো ভয় পেলাম আমি।

"না," শান্ত কণ্ঠে বললাম আমি। "তুমি কি সেটা আমার কাছে কোনো বিষয়ই নয়।"

ওর কণ্ঠে অবশ্য আমি উপহাস লক্ষ করলাম। "আমি যদি দানব হয়ে থাকি, তাহলে তোমার কিছু যায় আসে না? আমি যদি মানুষ না হয়ে থাকি, তাতেও কিছু যায় আসে না?"

"না।"

ও চুপ করে থাকলো। এখন আবার তার সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি। ওর চেহারা থমথম করছে।

"তুমি ক্ষেপে আছো," আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। "আমার আর আসলে কিছুই বলা উচিত নয়।"

"না," ও বললো, কিন্তু ওর কণ্ঠ তার মুখের মতোই কঠিন বলে মনে হলো। "বরং তুমি কি চিন্তা করছো তা নিয়ে আমার ভাবনা হচ্ছে– এমনকি মনের অজান্তে তোমার চিন্তাগুলোও।"

"সুতরাং আমি আবার ভুল করেছি?" চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলাম তাকে।

"আমি নিশ্চয়ই তোমাকে এমন কিছু বলিনি। এটা কোনো ব্যাপারই নয়।" পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করে ও দাঁতে দাঁত চাপলো।

"আমি ঠিক বলেছি?" আমি হা করে নিঃশ্বাস নিলাম।

"এটা কি কোনো বিষয়?"

আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলাম।

"সত্যিকার অর্থে তেমন নয়।" কথাটা বলতে গিয়ে আমি খানিক বিরতি দিলাম। "কিন্তু বিষয়টা নিয়ে আমার খানিক কৌতূহল আছে।" আমার কণ্ঠ যতোটা সম্ভব সংযত করার চেষ্টা করলাম।

আকস্মিক ও আগের মূর্তিতে আবির্ভূত হলো। "তুমি এই বিষয়গুলো নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠলে কেন?"

"তোমার বয়স কতো হলো?"

"সতেরো," দ্রুত ও জবাব দিলো।

"তারপর, তুমি আর কতো দিন সতেরো বছরে ঝুলে থাকবে?"

এ্যাডওয়ার্ডের ঠোঁটজোড়া একবার কেঁপে উঠলো, আবার ও সরাসরি রাস্তার দিকে তাকালো। "খানিকক্ষণ" অবশেষে ও সমর্থন জানালো।

"ঠিক আছে," আমি একটু হাসলাম। সন্তুষ্ট হলাম এই ভেবে যে, ও এখন পর্যন্ত আমার প্রতি বিশ্বাসী। ও পাল্টা একটু হাসলো।

"হাসবে না– কিন্তু তুমি দিনের বেলায় বাইরে বের হও কীভাবে?"

ও আগের মতোই হাসতে লাগলো। "মিথ।"

"সূর্যের আলোয় যন্ত্রণা হয়?"

"মিথ।"

"কফিনের ভেতর ঘুমাও?"

"মিথ।" একটু ইতস্তত করলো এবং ওর কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক পরিবর্তন লক্ষ করলাম। "আমি ঘুমোতে পারি না।"

ওর কথাটা হজম করতে আমার খানিকক্ষণ সময় লাগলো। "একেবারে নয়?"

"কখনোই নয়।" ও বললো। ওর কণ্ঠস্বর আমার কাছে অচেনা বলে মনে হলো। ও চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকালো। ওর সোনালি চোখ আমাকে আকৃষ্ট করে ফেললো। সাথে সাথে আমি চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললাম। এ্যাডওয়ার্ড অন্যদিকে তাকানোর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

“এখন পর্যন্ত তুমি আমাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটাই করোনি।” ওর কণ্ঠস্বর এখন কঠিন কোণালো এবং যখন ও আবার আমার দিকে ফিরে তাকালো– দেখলাম এক শীতল দৃষ্টি।

ওর কথা শুনে আমি চোখের পলক ফেলতেও ভুলে গেলাম।

“কোন প্রশ্নটা?”

“আমার খাবার সম্পর্কে তোমার কোনো ধরণা আছে?” ওর প্রশ্নের ভেতর একরাশ বিদ্রুপ ঝরে পড়লো।

“ওহ্,” আমি বিড়বিড় করে বললাম, “ওই প্রশ্ন?”

“হ্যাঁ, ওই প্রশ্ন।” নীরস কণ্ঠে বললো। “আমি রক্তপান করি কি না তা জানতে চাও না?”

আমি ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। “ভালো, জ্যাকব এ ধরনের কিছু একটা বলছিলো।

“জ্যাকব কি বলছিলো?” ও সরাসরি প্রশ্ন করলো আমাকে।

“ও বলছিলো, তুমি কখনোই– তুমি কখনোই মানুষের ক্ষতি করো না। ও বলছিলো, তোমার পরিবার মনে হয় না ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। কারণ পরিবারের একমাত্র তুমিই হচ্ছো শিকারি প্রকৃতির।”

“ও বললো যে, আমরা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির নই?” ওর কণ্ঠে এক ধরনের সন্দেহ।

“তেমনও ঠিক নয়। ও বলছিলো মনে হয় না তোমার পরিবারের কেউ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারো। তবে ক্যুইলেটেরা এখনো তাদের ভূমিতে থাকতে দিতে রাজি নয়।”

ও সামনের দিকে তাকালো, কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারবো না, আদৌ সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে, নাকি নেই।

“সুতরাং ও-কি ঠিক বলেনি? মানুষ শিকারের প্রসঙ্গে বলছিলোম?” যতোটা সম্ভব আমার কণ্ঠকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম।

“ক্যুইলেটদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে,” ফিস্‌ফিস্ করে বললো।

আমি বিষয়টাকে এক ধরনের সত্য বলে ধরে নেবার চেষ্টা করলাম।

“যদিও এতে তোমার আত্মতৃপ্তি লাভের তেমন কোনো সুযোগ নেই,” ও আমাকে সাবধান করে দেবার ভঙ্গিতে বললো। “ওরা আমাদের কাছ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে ভালোই করেছে। আমরা এখনো ভয়ঙ্কর।”

“আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।”

“আমরা চেষ্টা করছি,” শান্ত কণ্ঠে ও ব্যাখ্যার চেষ্টা করলো। “আমরা সাধারণত খুবই শান্ত প্রকৃতির, সবাই যেমন আমাদের দেখে থাকে। মাঝে মাঝে আমরা ভুলও করি। উদাহরণ হিসেবে আমার কথাই ধরা যাক, তোমার সাথে আমাকে সময় কাটানোর সুযোগ করে দিয়েছো।”

“এটা কি কোনো ভুল?” একরাশ দুঃখ ঝরে পড়লো আমার কণ্ঠ থেকে। তবে আমি জানতাম না, ও এতো ভালো।

“একজন ভয়ঙ্কর মানুষের সাথে অবস্থান করা কি ভুল নয়?” ও বিড়বিড় করলো।

এরপর উভয়েই আমরা চুপ মেরে গেলাম। আমি দেখতে পেলাম হেড-লাইটের

রাস্তায় বাঁধা পেয়ে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আলোর এই ভিন্নতা খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে– অনেকটা যেন ভিডিও গেমের মতো। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে দেখে আমার ভয় হলো– ভয় হলো এ কারণে যে, ওর সাথে একান্ত সান্নিধ্যে থাকার এ রকম সুযোগ হয়তো আর পাওয়া যাবে না– এতোটা খোলামেলা, এখন আর আমাদের মাঝে কোনো দেয়াল নেই। ওর শেষের দিককার কথাগুলো মনে পড়লো, এবং সাথে সাথে নতুন পরিকল্পনা সাজাতে লাগলাম। আমি এক মিনিটও নষ্ট করতে চাইলাম না।

"আমাকে আরো কিছু বলো," হতাশ কণ্ঠে বললাম। ও কী বলছিলো তা আমার কোণার ইচ্ছে নেই, শুধু আরেকবার আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে চাই।

ও এক ঝটকায় আমার দিকে ফিরে তাকালো। "আর কি কি জানতে চাও তুমি?"

"বলো যে, মানুষের বদলে কেন তুমি জীব-জন্তু শিকার করে বেড়াও?" উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে আমি তাকে বললাম। বুঝতে পারলাম আমার চোখ ভিজে উঠেছে।

"আমি কোনো দানব হতে চাই না।" ওর কণ্ঠ শান্ত কোণালো।

"কিন্তু জীব-জন্তুও তো খুব একটা বেশি নেই?"

ও একটু থামলো। "অবশ্যই এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে টফু এবং সয়া সিঙ্কের ওপর নির্ভর করা আমাদের জন্যে অনেক সহজ– ঠাট্টা করে নিজেদের আমরা ভেজিটেরিয়ান বলে থাকি। সবসময় আমাদের ক্ষুধাও অনুভব হয় না– খুব একটা তৃষ্ণাও পায় না। কিন্তু যতোটা শক্তি প্রয়োজন, তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী আমরা শুধুমাত্র এগুলোর ওপর নির্ভর করেই। সবসময়ই আমাদের ভেতর এক ধরনের একটা শক্তি থাকে।" ওর কথাগুলো আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো। "মাঝে মাঝে অন্যান্যদের কাছে এগুলোকে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে।"

"তুমি কি এখনো অদ্ভুত নও?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ও একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমি এখন ক্ষুধার্ত নও," বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বললাম সরাসরি, কোনো প্রশ্ন নয়।

"তোমার এরকম ভাবার কারণ?"

"তোমার চোখ। আমি তোমাকে বলতে পারি, আমার একটা তত্ত্ব আছে। আমি ওই মানুষগুলোকে চিনতে পারি– নির্দিষ্ট কিছু মানুষ– যখন ওরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে ওঠে।"

ও মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলো। "তুমি তো শুধুমাত্র একজন পর্যবেক্ষক, তাই নয় কি?"

আমি কোনো জবাব দিলাম না; শুধু তার হাসির শব্দ উপভোগ করার চেষ্টা করলাম।

"এ্যামারট্– এর সাথে উইকেন্ডে তোমরা শিকারে বেরুচ্ছো?" ওকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ," অল্পক্ষণ ও চুপ করে থাকলো। ইতস্তত করলো, আমার প্রশ্নের জবাব দেবে, কি দেবে না।" আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু এটা জরুরি।

"তুমি যেতে চাইছো না কেন?"

"এটা আমাকে   আমার খুব খারাপ লাগছে আসলে   তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার মোটেও ভালো লাগছে না।" ওকে শান্ত মনে হলেও চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। মনে হলো ওই চোখের দৃষ্টিতে আমার হাড়গুলোও নরম হয়ে যাবে। "যখন তোমাকে সাগরে লাফ দিতে নিষেধ করেছিলাম অথবা গত বৃহস্পতিবার যখন তোমার ওপর গাড়ি উঠে পড়েছিলো, আমি কিন্তু মোটেও তোমার সাথে তামাশা করিনি। আমি একটা বিষয় বেশ ভালো বুঝতে পেরেছি, প্রতিটা উইকেন্ডে তোমাকে নিয়ে আমার চিন্তায় থাকতে হয়। তাছাড়া আজ রাতের ঘটনা, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে, সমস্ত উইকেন্ডে এই ক্ষতি কথা তোমাকে তাড়া করে ফিরবে।" এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়লো। "যদিও সম্পূর্ণ ক্ষতিগুগ্রস্ত হও নি।"

"কি?"

"তোমার হাত," ও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল। আমি তালুর দিকে তাকালাম। তালুর উঁচু অংশটুকুর ওপরকার আঁচড়ের দাগ প্রায় শুকিয়ে এসেছে। ওর আসলে কিছুই নজর এড়ায় না।

"আমি পড়ে গিয়েছিলাম," দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম।

"তেমনই চিন্তা করেছিলাম।" ঠোঁট বাঁকা করে বললো ও। "আমার ধারণায়, এর চাইতেও মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যাওয়া বিচিত্র কিছু ছিলো না। আর যদি ওই সময় আমি দূরে সরে থাকতাম, তাহলে কখনোই নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না। আমার কাছে ওই তিনটা নিঃসন্দেহে দীর্ঘ মনে হচ্ছে।" আমার দিকে তাকিয়ে ও হাসলো।

"তিনদিন? তুমি আজই ফিরে আসছো না?"

"না, আমরা রবিবার ফিরে আসছি।"

"তাহলে তোমাদের স্কুলে দেখা যাচ্ছে না কেন?" হতাশ কণ্ঠে বললাম আমি। ওর অনুপস্থিতে আমি যে কতোটা হতাশ, সেটা আর ঢাকা দিতে পারলাম না।

"ভালো কথা, তুমি জানতে চেয়েছিলে, সূর্য আমাদের যন্ত্রণার সৃষ্টি করে কিনা, কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হয় না আমাদের। কিন্তু আমি সূর্যের আলোতে বেরুতে পারি না,– অন্তত সবাই সূর্যের আলোতে সবকিছু যেমন দেখতে পারে।"

"কেন?"

"মাঝে মাঝে অবশ্য আমি তোমাকে দেখতে পাই," ও প্রতিজ্ঞা করলো।

ওর কথাগুলো নিয়ে আমি খানিকক্ষণ ভাবলাম।

"তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ডাকতে পারতে," আমি মন্তব্য করলাম।

ওকে বিভ্রান্ত মনে হলো। "কিন্তু আমি জানি যে তুমি নিরাপদেই আছো।"

"কিন্তু তুমি কোথায় আছো, সেটাই তো জানতাম না। আমি–" খানিকটা ইতস্তত করে চোখ নামিয়ে নিলাম।

"কি?" ওর মোলায়েম কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলাম।

"আমি এটা পছন্দ করি না। তোমাকে দেখতে না পেলে আমার ভালো লাগে না। এতে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠি।" আমি চাইছিলাম চিৎকার করে কথাগুলো তাকে জানিয়ে দিই।

“আহ্,” ও খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করলো।” এটা কিন্তু তোমার অন্যায়।”

ওর জবাব ঠিক বুঝতে পারলাম না।” আমি কি বলেছিলাম?”

“বেলা, তুমি কি বুঝতে পারো না? আমাকে মূল্যায়নের জন্যে একটা বিষয়ই যথেষ্ট কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তা একেবারে ভিন্ন। যেমন হওয়ার কথা, আসলে তুমি তেমনই।” ও রাস্তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। ওর কথা আমি খুব সহজে অনুধাবন করতে পারলাম। “আমি জানতাম না, কথাগুলো কোণার পর তোমার এ ধরনের অনুভূতি হবে।” কথাগুলো শান্ত কণ্ঠে বললো বটে, তবে এর ভেতর আলাদা এক ধরনের তাড়া অনুভব করলাম। ওর কথাগুলো শুনে আমি মর্মাহত হলাম। “এটা ভুল। এটা একেবারেই নিরাপদ নয়। বেলা, আমি খুবই ভয়ঙ্কর; দয়া করে তুমি বিষয়টা স্মরণে রাখার চেষ্টা করবে।”

“না।” জেদি বাচ্চার মতো সাথে সাথে আমি প্রতিবাদ জানালাম।

আমি কিন্তু বুঝে শুনেই কথাটা বলেছি।

“আমিও তোমাকে সেই কথাটাই বুঝিয়ে দিতে চাই, সেটা আমার কাছে কোনো বিষয়ই নয়, সবকিছুতে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে।

ওর কণ্ঠস্বর চাবুকের মতো আমাকে আঘাত করলো। “কখনোই তুমি এভাবে বলবে না।”

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। কিন্তু ওর কথায় আমি যে কতোটা মর্মাহত হয়েছি, ও মোটেও তা বুঝতে পারলো না। জানালা দিয়ে আবার আমি রাস্তার দিকে তাকালাম। এখন আমরা ইচ্ছে করলেই একে-অপরের একান্ত সান্নিধ্যে আসতে পারি। এ্যাডওয়ার্ড আবার সেই দ্রুত বেগেই গাড়ি চালাতে শুরু করেছে।

“তুমি কি কাঁদছো?” সরাসরি প্রশ্ন করলো আমাকে। আমি বুঝতে পারিনি, ওই দানব আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সবকিছুই লক্ষ করছে। আমি দ্রুত গাল মুছলাম, ভেজা হাত দেখে বুঝলাম, মনের অজান্তেই কখন যেন চোখের পানিতে আমার গাল ভিজে উঠেছে– নিজের সাথে নিজের মনই আমার প্রতারণা করেছে।

“না,” কথাটা আমি ভালোভাবে বলতে পারলাম না। তার আগেই গলাটা ভেঙে এলো।

দেখতে পেলাম, খানিকটা ইতস্তত করে ওর ডান হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। তবে ক্ষণিকের জন্যে– আবার সেটা ফিরিয়ে নিয়ে স্টেয়ারিং হুইলের ওপর স্থাপন করলো।

“আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।” ওর দুঃখ প্রকাশ আমার যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে তুললো। যদিও জানি, মর্মাহত হওয়ায়, নিছক সান্ত্বনা দেবার কারণে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেনি।

দেখতে পেলাম, অন্ধকার নিঃশব্দে শুধুমাত্র পিছিয়েই যেতে দেখলাম।

“আমাকে কিছু একটা বলো,” মিনিট খানিক চুপ করে থাকার পর ও আমাকে বললো। এবং এটাও বুঝতে পারলাম, সহজভাবে কথা বলার জন্যে ও আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

“হ্যাঁ, বলবো?”

"ও কোণায় আসার আগে, আজ রাতে তুমি কি চিন্তা করছিলে? তোমার অভিব্যক্তি দেখে কিছুই বুঝতে পারিনি– তুমি ওই ক্ষত দেখতে পাওনি। অন্য কিছু তোমার মনোযোগ গভীরভাবে আকর্ষণ করে রেখেছিলো।"

"আক্রমণকারীকে কীভাবে পরাস্ত করা যায়, সেটাই স্মরণ করার চেষ্টা করছিলাম– তুমি জানো নিশ্চয়ই, আত্মরক্ষার কৌশল খুঁজছিলাম। আমি ওর নাকটা থেঁতলে দিতে চেয়েছিলাম।" ওই কালো চুলের লোকটার কথা আমার মনে পড়লো।

"তুমি কি ওদের সাথে লড়তে চাইছিলে?" ওকে দেখে হতাশ মনে হলো। "তুমি কি একবারো পালানোর কথা চিন্তা করোনি?"

"আমি দৌড়াতে গিয়ে অনেকবারই পড়ে যাই," স্বীকার করতে বাধ্য হলাম।

"সাহায্যের জন্যে চিৎকার করলে না কেন?"

"খানিকটা চেষ্টাও করেছিলোম।"

ও মাথা নাড়লো। "তুমি ঠিকই বলেছো– আমি নিঃসন্দেহে ওদের সাথে মারামারি করে তোমাকে অক্ষত ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম।"

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। গাড়ির গতি ধীরে ধীরে কমে এলো। ফরকস্-এর সীমানা ঘেঁষে এগুতে লাগলাম। শহরে পৌছতে আর মাত্র বিশ মিনিটেরও কম সময় লাগবে।

"আগামীকাল কি তোমার সাথে আমার দেখা হচ্ছে?" আমি জানতে চাইলাম।

"হ্যাঁ– আমার কিছু কাগজ জমা দেবার আছে।" ও হাসলো। "লাঞ্চের সময় আমি তোমাকে সময় দিতে পারবো।"

আজ রাতে যা কিছু ঘটেছে, সবই আমার কাছে হালকা বলে মনে হচ্ছে, সেখানে হালকা একটা অঙ্গিকার কতোটুকুই বা মূল্যবান হতে পারে।

আমরা চার্লির বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলাম। বাড়ির আলো এখনো জ্বলছে, ট্রাকটা আগের জায়গাতেই আছে, সবকিছুই একেবারে স্বাভাবিক। মনে হতে পারে হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে যাবার মতো। এ্যাডওয়ার্ড গাড়ি দাঁড় করালো, কিন্তু আমি নড়লাম না।

"তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো, আগামীকাল ওখানে থাকবে?"

"আমি প্রতিজ্ঞা করছি।"

আমি একটুক্ষণ চিন্তা করে মাথা নাড়লাম– জ্যাকেটটা খুলে শেষবারের মতো ওটা থেকে গন্ধ শুঁষে নিলাম।

"তুমি ওটা রেখে দাও– কালকে পরার মতো কোনো জ্যাকেট আবার খুঁজে পাবে না," ও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো।

"কিন্তু আমি ওটা এ্যাডওয়ার্ডের হাতে ফিরিয়ে দিলাম। "চার্লির কাছে আমি কোনো জবাবদিহি করতে চাইছি না।"

"ওহ্, তুমি ঠিকই বলেছো।" ও সমর্থন জানালো।

আমি ইতস্তত করলাম, গাড়ির হ্যান্ডেলের ওপর হাত রাখলাম, চেষ্টা করলাম যতোটা কালক্ষেপণ করা সম্ভব।

"বেলা?" ও ভিন্ন এক কণ্ঠে আমাকে ডাকলো– গম্ভীর, কিন্তু একটুক্ষণ ইতস্তত করলো।

"হ্যাঁ বলো?" বেশ আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকালাম।

"তুমি কি আমার কাছে কোনো প্রতিজ্ঞা করেছো?"

"হ্যাঁ," আমি বললাম, এবং সাথে সাথে ওর সাথে শর্তহীন যে চুক্তি হয়েছিলো, তা মনে পড়ে গেল। ওর কাছ থেকে আমাকে দূরে থাকতে বলেছিলো? আমি ওই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চলেছি।

"বনের ভেতর একা যাবে না।"

দুর্বোধ্য অনুভূতি নিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম। "কেন?"

ও ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো।

"আমি সবসময় ভয়ঙ্কর কাজগুলো ওখানে করি না। ও ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।"

ওর নীরস কণ্ঠ শুনে আমি একবার কেঁপে উঠলাম, কিন্তু এক ধরনের স্বস্তিবোধ করলাম। অন্ততপক্ষে, প্রতিজ্ঞার প্রতি সম্মান জানিয়েছে। "তুমি যে রকম বলো।"

"আমার সাথে কাল আমার দেখা হচ্ছে," ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো। বুঝতে পারলাম ও এখন আমাকে যেতে বলছে।

"আগামীকাল তাহলে।" অনিচ্ছুকভাবে আমি দরজা খুললাম।

"বেলা?"

আমি সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়ালাম। ও আমার দিকে ঝুঁকে এলো, ওর শান্ত-সুন্দর আমার থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। আমার হৃৎস্পন্দন প্রায় থেমে যাবে বলে মনে হলো।

"ভালোভাবে ঘুমাবে," ও বললো। ওর নিঃশ্বাস আমার মুখে এসে লাগলো, আমাকে প্রায় হতভম্ব করে দিলো। একই ধরনের গন্ধ আমি ওর জ্যাকেটে পেয়েছিলাম, কিন্তু বেশ তীব্র গন্ধ। আমি চোখ পিটপিট করে আড়চোখে ওর দিকে তাকালাম। আবার ও স্ব-অবস্থানে ফিরে গেল।

মাথার চিন্তার জটগুলোকে যতোক্ষণ না ছাড়াতে পারলাম, আমি গাড়ি থেকে নামতেও পারলাম না। এরপর গাড়ির বাইরে পা রাখলাম, ভারসাম্য রক্ষা করতে একবার গাড়ির দরজা আঁকড়ে ধরলাম। ভেবেছিলাম, ও হয়তো এতে সহানুভূতি প্রকাশ করবে। কিন্তু ক্ষণিকের ভেতর আমি আর কোনো শব্দই শুনতে পেলাম না।

এ্যাডওয়ার্ড সামনের দরজাটা লাগানোর জন্যে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করলো। এরপরই ইঞ্জিনের শব্দ তুলে সোনালি রঙের গাড়িটা কোণার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম, আমার অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে।

ব্যাগ থেকে অনেকটা যন্ত্রের মতো চাবি বের করে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করলাম।

লিভিং রুম থেকে চার্লির ডাক শুনতে পেলাম। "বেলা?"

"হ্যাঁ, বাবা আমি।" ভেতরে ঢুকে আমি তাকে দেখতে পেলাম। উনি টেলিভিশনে বেস বল খেলা দেখছেন।

"খুব যে তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?"

"তাই নাকি?" আমি অবাক হয়ে বললাম।

"এখনো তো আটটাই বাজেনি," উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। "ওই মেয়েদের সাথে মজা পেলে?"

"হ্যাঁ,– খুবই মজা পেয়েছি।" আজ বিকেলের পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। "ওরা পোশাক কিনতে পেরেছে।"

তুমি কি ভালো আছো?"

"আমি শুধু একটু ক্লান্ত। আজ আমাকে অনেক হাঁটতে হয়েছে।"

"তোমার তাহলে এখন শুয়ে পড়া উচিত।" ব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন। আমার চেহারায় এমন কি ক্লান্তির ছাপ পড়েছে, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"জেসিকাকে প্রথমে আমার একটু ফোন করতে হবে।"

"তুমি কি ওর সাথে ছিলে না?" অবাক হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ–কিন্তু ওর গাড়িতে আমার জ্যাকেটটা থেকে গেছে। কাল ওটা নিয়ে আসতে যেন ভুল না করে, আমি তা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।"

"ভালো কথা, কিন্তু তাকে বাড়ি ফেরার সময় তো দেবে।"

"অবশ্যই," আমি তাকে সমর্থন জানালাম।

কিচেনে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। এখন আমার প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগছে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠায় আমি আঁতকে উঠলাম। হুক থেকে রিসিভার হাতে তুলে নিলাম।

"হ্যালো?" নিঃশ্বাস চেপে আমি প্রশ্ন করলাম।

"বেলা?"

"আরে জেস্, আমি এখনই তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।"

"তুমি বাড়ি পৌঁছেছো?" ওর কণ্ঠে স্বস্তি লক্ষ করলাম একই সাথে ও খানিকটা বোধহয় অবাকও হয়েছে।

"হ্যাঁ, ভুল করে আমার জ্যাকেটটা তোমার গাড়িতে থেকে গেছে– কষ্ট করে কি আগামীকাল ওটা আনতে পারবে?"

"অবশ্যই। কিন্তু এখন তুমি বলো, কী ঘটেছিলো!" ওর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

"উম্, সবই বলবো, তবে কালকে– ত্রিকোণোমিতি ক্লাসে, ঠিক আছে?"

ও বিষয়টা বোধহয় দ্রুত বুঝতে পারলো। "ওহ্, ওখানে বুঝি তোমার বাবা আছেন?"

"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছো।"

"ঠিক আছে, তোমার সাথে কালকেই না হয় কথা হবে। শুভরাত্রি।" ওর কণ্ঠের হতাশ হওয়ার সুর ঠিকই লক্ষ করলাম।

"শুভরাত্রি জেস্।"

আমি সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম, আমার মনের ভেতর বিক্ষিপ্ত সব চিন্তা খেলা করছে। আমি এলোমেলো পায়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেলাম। সত্যি বলতে নিজেও জানি না কী করতে যাচ্ছি– কী করছি সেটাও বুঝতে পারছি না। এমনকি এখন পর্যন্ত আমার গোসল পর্যন্ত সারা হয়নি– পানি দেখলাম অত্যাধিক গরম, কিছু না বুঝে সরাসরি শাওয়ার খুলে ফেলায় শরীরে যন্ত্রণা অনুভব করলাম– অবশ্য

বুঝতে পরলাম এতোক্ষণ ঠাণ্ডায় জমে ছিলাম। কিন্তু ওই গরম পানিকে ভয় পেলাম না। স্প্রে দিয়ে সমস্ত শরীরে পানি ছিটাতে লাগলাম-উত্তেজনায় টানটান হয়ে থাকা মাংসপেশীগুলো ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এলো।

শাওয়ারের নিচ থেকে আমি সরে এলাম, তোয়ালে দিয়ে শরীরকে খুব ভালো-ভাবে জড়িয়ে নিলাম। সত্যিকার অর্থে এতোক্ষণ গরম হয়ে ওঠা শরীর থেকে আমি একটুও গরম বেরিয়ে দিতে চাই না। দ্রুত শোবার পোশাক পরে নিয়ে আমি কম্বলের নিচে ঢুকে বলের মতো গুটিসুটি মেরে শুয়ে পরলাম। আমি উষ্ণতার জন্যে মারিয়া হয়ে উঠেছি।

আমার মাথা এখনো এলোমেলো মনে হচ্ছে, কোনো দৃশ্যই সম্পূর্ণভাবে দেখতে পারছি না, আবার কিছু কিছু দৃশ্য বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

তিনটা বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত। প্রথমত এ্যাডওয়ার্ড সত্যিই একজন ভ্যাম্পায়ার। দ্বিতীয়ত ওর পৃথক একটা সত্ত্বা আছে- এবং আমি ঠিক জানি না ওর সেই পৃথক সত্ত্বা কতোটা ক্ষমতাশালী হতে পারে- ওই সত্ত্বা হয়তো আমার রক্তের জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। এবং তৃতীয়ত, আমি কোনো শর্তে যেতে রাজি নই, যেভাবেই হোক ওকে আমি ভালোবেসে যাবো।

দশ

সকালে মনের সাথে রীতিমতো আমাকে যুদ্ধ করতে হলো যে, গতরাতে যা কিছু ঘটেছে তার সবই ছিলো স্বপ্ন- এটা কোনোভাবেই মনকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না। কোনো যুক্তি আমার পাশে নেই, এমনকি নেই কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা। সবকিছু আমাকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিলো, আমি কল্পনাও করতে পারলাম না- তার ওই অদ্ভুত সুগন্ধির কথাই ধরা যাক। আমি অবশ্যই নিশ্চিত যে গতরাতের ঘটনাগুলো কোনোভাবেই স্বপ্ন ছিলো না।

জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বাইরে ঘন কুয়াশা আর অন্ধকারে ঢেকে আছে- সবকিছুই মনের মতো। আজ ওর স্কুলে না আসার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। যতোটা সম্ভব আমি গরম কাপড় পরে নিলাম, মনে পড়লো আমার কোনো জ্যাকেট নেই। তার অর্থ দাঁড়ায় স্মৃতি আমার সাথে প্রতারণা করছে না।

যখন নিচতলায় নেমে এলাম, চার্লি ততোক্ষণে অফিসে চলে গেছে- আমার অবশ্য বুঝতে খানিকক্ষণ সময় লাগলো। একটা গ্র্যানোলা তিন কামড়ে শেষ করে কার্টন থেকে সরাসরি দুধটুকু গলায় ঢেলে নিলাম, দুধটুকু গ্লাসে ঢালার ধৈর্য্যটুকুও আমার হলো না। আশা করলাম জেসিকার সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত যেন বৃষ্টি শুরু না হয়।

বাইরে অস্বাভাবিক কুয়াশা; বাতাসের সাথে মিশে তা ধোঁয়ার মতো মনে হচ্ছে। মুখ এবং গলার খোলা অংশগুলোতে বরফের গুঁড়োর স্পর্শে এক ধরনের যন্ত্রণা সৃষ্টি করছে। ট্রাকটা গরম করার চেষ্টা করলাম না। মাত্র কয়েক ফুট দূরে ঘনভাবে বরফ

জমে আছে এবং বুঝতে পারলাম তার ভেতর একটা গাড়ি: একটা রূপালি রঙের গাড়ি। আমি আঁতকে উঠলাম– বিষয়টা বুঝতে আমার দ্বিগুণ সময় লেগে গেল।

আমি বুঝতে পারলাম না ও কোথা থেকে এলো, কিন্তু হঠাৎ তাকে দেখতে পেলাম, দরজা খুলে ও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

"আজ আমার সাথে যেতে তোমার আপত্তি আছে?" ও জিজ্ঞেস করলো। ওর অভিব্যক্তিতে এক ধরনের কৌতুক, আরেকবার চমকে দিতে পেরে যেন খুব মজা পেয়েছে। ওর কণ্ঠে এক ধরনের অনিশ্চয়তা। সত্যিই ও আমাকে পছন্দ করার একটা সুযোগ দিয়েছে– ইচ্ছে করলে ওর প্রস্তাব অস্বীকার করতে পারি, তবে হয়তো ও এমন আশা করছে না। এটা তার নিশ্চিত আশা।

"হ্যাঁ, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ," আমার কণ্ঠকে যতোটা সম্ভব শান্ত রেখে বললাম। আমি উষ্ণতায় ভরা গাড়ির ভেতর প্রবেশ করলাম। আমি দেখতে পেলাম, ওর গতকালের জ্যাকেটটা প্যাসেঞ্জার সিটের হেডরেস্টের ওপর ঝুলানো। আমার পেছনের দরজা যতো দ্রুত সম্ভব বন্ধ হয়ে গেল। ও সামনেই বসেছে।

"জ্যাকেটটা আমি তোমার জন্যে এনেছি। আমি চাই না তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো অথবা তোমার কোনো সমস্যা হোক।" ওর কণ্ঠে রীতিমতো আদেশের সুর। আমি দেখলম ও কোনো জ্যাকেট পরেনি, শুধু হালকা ধূসর রঙের একটা গেঞ্জির ওপর "ভি"-কাট্' গলার ফুল হাতা জামা। এই পোশাকও ওর বুকের সাথে আঁকড়ে বসে গেছে। ওকে আমার গ্রীক সূর্য দেবতার মতো মনে হলেও, বেশিক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না।

"বিষয়টা আমার কাছে কিন্তু শোভনীয় মনে হচ্চে না," বললাম বটে, কিন্ত জ্যাকেটটা ঠিকই কোলের ওপর টেনে নিলাম– লম্বা হাতার ভেতর হাতও ঢুকিয়ে নিলাম। এক ধরনের উৎসুক্য ছিলো গতরাতের গন্ধটা আবার পাবো নাকি এই ভেবে। গন্ধটা অবশ্য পেলাম– ভালোভাবেই পেলাম।

"শোভনীয় মনে হচ্ছে না?" ওর গলার স্বরে এক ধরনের ভিন্নতা লক্ষ করলাম। বুঝতে পারলাম না আমাকে কোণানোর জন্যেই কথাটা বলেছে কিনা।

বরফে আচ্ছাদিত বরফের ওপর দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম– অবশ্যই আমার কাছে মনে হলো ও খুব দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। খানিকক্ষণের ভেতর আমার ঘোর কাটলো। গতরাতে আমাদের দু'জনের ভেতর কোনো দেয়াল ছিলো না প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নতার দেয়াল ভেঙে পড়েছিলো। আমি এখন পর্যন্ত জানি না আমাদের মাঝে আবার সেই দেয়াল নতুনভাবে গড়ে উঠেছে কিনা। এখন পর্যন্ত আমার মুখ বন্ধই রেখেছি। ও প্রথম মুখ খুলবে সেই আশাতেই থাকলাম।

আমার দিকে তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ড মিষ্টি করে হাসলো "কি, আর বিশটা প্রশ্ন করবে না?"

"আমার প্রশ্ন করায় তুমি কি বিরক্ত হয়েছো?" হতাশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"তোমার মুখ দেখে যতোটা ভীত মনে হচ্ছে, ততোটা নই।" মনে হলো ও আমার সাথে তামাসা করছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারলাম না আদৌ আমার ধারণা ঠিক কিনা।

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, আমি খুব ভয় পেয়েছি?"

"না, ওটাই হচ্ছে বড়ো সমস্যা। তুমি সবকিছুতেই উদ্যমহীন- এটা ঠিক নয়। আমি সত্যিই ভেবে অবাক হই, তোমার এতো কিসের চিন্তা!"

"আমি কী নিয়ে চিন্তা করি, সবসময়ই তোমাকে তা জানিয়েছি।"

"অবশ্যই সংক্ষিপ্তাকারে," এ্যাডওয়ার্ড প্রতিবাদ জানালো।

"খুব বেশি সংক্ষিপ্তাকারে নয়।"

"হ্যাঁ, এমনভাবে বলো যে, গাড়ি চালানোর সময়টুকুর ভেতরেই আমি তা ভুলে যাই।"

"তুমি কখনোই ভালোভাবে আমার কথা শুনতে চাওনি," আমি প্রায় ফুঁপিয়ে উঠে প্রতিবাদ জানালাম। ও কোন অর্থে কথাগুলো বলেছে, সাথে সাথেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমার হতাশা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলেও, আশা করলাম, ও যেন কিছু বুঝতে না পারে।

ও কোনো জবাব দিল না, এবং অবাক হলাম এই ভেবে যে, আমার তেমন একটা কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। স্কুলের পার্কিং লট এ পৌঁছানো পর্যন্ত আমি তার মুখের কোনো অভিব্যক্তি পড়তে পারলাম না।

"তোমার পরিবারের আর সদস্যরা কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম- যদিও ওর সাথে এতোক্ষণ আমার ভালোই কেটেছে। তবে এটাও মনে হলো অন্য সময় তার গাড়ি ভর্তি হয়েই থাকে।

"ওরা রোজালে'র গাড়িতে।" চকচকে লাল একটা গাড়ির পেছনে এ্যাডওয়ার্ড তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে শ্রাগ্ করলো। অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা, তুমি কি বলো?"

"উম্, হ্যাঁ তেমনই," আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। "যদি তেমন মেয়ে হয়, তাহলে তোমার সাথে ও গাড়িতে যাবে কেন?"

"আমার বলা কথারই পুনরাবৃত্তি করবো, এটা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। আমরা অনেকবারই এড়াতে চেয়েছি।"

"তোমরা মোটেও তাতে সফল হও নি।" গাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতে মাথা নেড়ে আমি হেসে উঠলাম। ক্লাসে আমার মোটেও দেরি করার হচ্ছে ছিলো না, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের পাগলের মতো গাড়ি চালিয়ে আসার কারণে খানিক আগেই স্কুলে এসে পৌঁছতে পেরেছি। "বিষয়টা যদি এতোই দৃষ্টি আকর্ষক হয়ে থাকে, তাহলে রোজালে আজ গাড়ি চালাচ্ছে কেন?"

"তোমাকে জানানো হয়নি? এখন আমি সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে চলছি।" গাড়ির সামনে থেকে ক্যাম্পাস পর্যন্ত আমরা পাশাপাশি হেঁটে গেলাম বটে, তবে একটু দুরত্ব বজায় রেখে- ইচ্ছে করলেই গা ঘেঁষে আমি হাঁটতে পারতাম। অথবা ওকে স্পর্শ করতে পারতাম, কিন্তু তেমন কিছুই করলাম না। পাছে ভয় হলো, ও হয়তো বিষয়টা ভালো চোখে দেখবে না।

"তোমরা তাহলে গাড়িটা ও ভাবে ব্যবহার করছো কেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম। "আমি বলছিলাম, যেখানে তোমাদের এতো গোপনীয়তার প্রশ্ন জড়িত?"

"একটা ইচ্ছে পূরণ," দুষ্টু বাচ্চার মতো হেসে ও বললো। "আমরা সবাই খুব দ্রুত

গাড়ি চালাই।"

"ব্যক্তি চরিত্র," ছোটো একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বিড়বিড় করে বললাম।

ক্যাফেটেরিয়ার সামনে জেসিকাকে অপেক্ষা করতে দেখলাম। আমাকে দেখে মনে হলো কোটর থেকে ওর চোখ-জোড়া বুঝি বেরিয়ে আসবে। ওর হাতের ওপর ভাঁজ করা জ্যাকেট।

"এই যে জেসিকা," ওর কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আমি বললাম। "মনে রাখার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।" কথাটার সাথে সাথে ও জ্যাকেটটা আমাকে ধরিয়ে দিল।

"সু-প্রভাত জেসিকা," মার্জিত কণ্ঠে শুভেচ্ছা জানালো এ্যাডওয়ার্ড। ওর কণ্ঠ খানিকটা গম্ভীর কোণালো বটে, তবে মনে হয় না সেটা তার দোষ।

"এ্যাড ভালো তো?" ওর বড়ো হয়ে ওঠা চোখ-জোড়া আমার দিকে ফিরিয়ে বললো, এরই মধ্যে বোধহয় ও এলোমেলো চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। "আমি ভেবেছিলাম তোমার সাথে আমার ত্রিকোণোমিতি ক্লাসে দেখা হবে।" ওর তাকানোর ভিতর দিয়ে কোনো কিছু ইঙ্গিত করার চেষ্টা করলো।

ওর এভাবে তাকানোয় আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। "আগে দেখা হয়ে যাওয়ায় এমনকি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেলো?"

"হ্যাঁ, তোমার সাথে আমার পরে কথা হবে।"

ক্যাফেটেরিয়ার সামনে থেকে ও সরে গেল, কিন্তু মাঝপথে একবার থেমে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে এ্যাডওয়ার্ডকে একবার দেখে নেবার চেষ্টা করলো।

"তুমি ওকে কি বলতে চাইছো?" এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে প্রশ্ন করলো।

"এই যে, মনে হয় তুমি আমার মনের কথা মোটেও পড়তে পারো না।" প্রচণ্ড রাগে আমি হিসহিস করে বলে উঠলাম।

"আমি পারি না," খাপছাড়াভাবে ও বললো। এরপরই দেখতে পেলাম ওর চোখ-জোড়া চকচক করছে।

"যাই হোক, আমি তার মনের কথা পড়তে পারি– ক্লাসে ও তোমাকে আকস্মিক আক্রমণ করার অপেক্ষায় আছে।"

আমি গড়গড় করে জ্যাকেটটা খুলে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমারটা পরে নিলাম। জ্যাকেটটা ও হাতের ওপর ভাঁজ করে রাখলো।

"তো, ওকে তুমি কি বলতে চাইছো?"

"আমাকে একটু সাহায্য করা সম্ভব?" আমি অনুনয় করলাম। "তোমার ধারণায় ও আমার কাছে কি জানতে চাইতে পারে?"

ও একটু মাথা নাড়লো। "মনে হয় না সেটা যুক্তি সম্মত হবে।"

"না, তুমি যা জানো তার কিছুই আমাকে বলতে হবে না– এখন তা বলা মোটেও যুক্তি সম্মত নয়।"

আমরা সামনের দিকে এগুতে লাগলাম। আমার অভিমানে মনে হলো ও খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমার প্রথম ক্লাসের বাইরে এসে আমরা দাঁড়ালাম।

"জানতে চাইতে পারে যে, আমরা গোপনে ডেটিং করেছি কি-না। তাছাড়া জানতে

চাইতে পারে, আমাকে তোমার কেমন মনে হলো, কিংবা তোমাকে কতোটুকু সন্তুষ্ট করতে পারলাম," অবশেষে এ্যাডওয়ার্ড মুখ খুললো।

"হায় সর্বনাশ। আমি তাহলে কি বলবো?" গলায় যতোটা সম্ভব নিরীহের ভাব এনে প্রশ্ন করলাম। অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের পাশ কাটিয়ে যার যার ক্লাসে গিয়ে ঢুকছে। তাদের ভেতর থেকে অনেকেই আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে; কিন্তু ওদের নিয়ে তেমন একটা চিন্তা করলাম না।

"হুম্।" ও সরাসরি আমার চুলের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিটা বাঁক খেয়ে আমার গলার দিকে খানিকক্ষণ আটকে থাকলো, এরপর আবার সে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিলো। মনে হলো হৃদয়টা আমার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। "আমার মনে হয় প্রথম অবস্থায় তোমার হ্যাঁ বলা উচিত অবশ্য তুমি যদি কিছু মনে না করো-অন্য কোনো ব্যাখ্যার চাইতে এটাই সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা।"

"আমি কিছুই মনে করবো না," ভোঁতা কণ্ঠে আমি তার প্রস্তাব মেনে নিলাম।

"লাঞ্চের সময় তোমার সাথে আমার দেখা হচ্ছে," আমার প্রতি ঘাড় উঁচিয়ে এ্যাডওয়ার্ড বললো। তিনজন পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের দিকে ঘুরে তাকালো।

ক্লাসে ঢোকার প্রবল তাগিদ অনুভব করলাম একই সাথে আমি এ ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করছি। এ্যাডওয়ার্ড একজন প্রতারক। জেসিকাকে কী বলা যায়, তা এখন পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারিনি। সাধারণত যে সিটে বসি, সেখানেই বসলাম। এক প্রকার রাগ দেখিয়ে ধুপ্ করে ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখলাম।

"সু-প্রভাত বেলা," সামনের সিট থেকে মাইক আমাকে শুভেচ্ছা জানালো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অন্যরকম মুখ করে ও বসে আছে। "পোর্ট-এঞ্জেলেস তোমার কেমন লাগলো?"

"শহরটা..." সহজভাবে বিষয়টা করার ইচ্ছে থাকলেও পারলাম না। "এক কথায় চমৎকার," দায়সারাভাবে জবাব দিয়ে ওর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইলাম আমি। "জেসিকা চমৎকার একটা পোশাক কিনেছে।"

"সোমবার রাতের ব্যাপারে ও কি কিছু বলেছে?" চোখ-জোড়া বড়োবড়ো করে ও জিজ্ঞেস করলো। আমি মিষ্টি করে হেসে, আলাপটা ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করলাম।

"জেসিকে বললো যে, ওই দিনের জন্যে ও নাকি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে," মাইককে আমি নিশ্চিত করার চেষ্টা করলাম।

"ও বলেছে একথা?" উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলো ও।

"অবশ্যই বললো।

মিস্টার ম্যাসন ক্লাস শুরু হওয়ার নির্দেশ দিলেন, এরপর তিনি কাগজগুলো বের করতে বললেন। ইংরেজি সাহিত্যের পর সরকার পদ্ধতি'র ক্লাস শেষ হতেই আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। জেসিকাকে কী জবাব দিবো সেটাই এখন আমার প্রধান চিন্তা।

দ্বিতীয় ঘণ্টায় দেখতে পেলাম, তুষারপাত অনেকখানি কমে এসেছে। কিন্তু এখনো হালকা অন্ধকারে চারদিক ঢেকে আছে। মেঘ জমে থাকার কারণেই চারদিক ঘিরে এই অন্ধকার। আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি একটু হাসলাম।

এ্যাডওয়ার্ড একদিক থেকে ঠিকই বলেছে। ত্রিকোণোমিতি ক্লাসে ঢুকে দেখতে পেলাম, জেসিকা একেবারে শেষ সারিতে বসে আছে। আমাকে দেখে উত্তেজনায় ও প্রায় লাফিয়ে উঠলো। অনিচ্ছায় হলেও ওর পাশের সিটে গিয়ে বসলাম, নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। একদিক থেকে ভালোই হচ্ছে, জেসিকার সাথে যতো দ্রুত সম্ভব বিষয়টা চুকিয়ে ফেলা যায়, তাতেই মঙ্গল।

"সবকিছু খুলে বলো!" সিটে বসার আগেই অনেকটা আদেশের সুরে বললো জেসিকা।

"তুমি কি জানতে চাও?" সরাসরি জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"গতরাতে কি কি ঘটলো?"

"আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, এরপর ও আমাকে বাড়ি পৌছে দেয়।"

ও আমার দিকে তাকালো, ওর দৃষ্টিতে এক ধরনের সন্দেহ।"তাহলে তুমি এতো দ্রুত বাড়ি পৌঁছলে কীভাবে?"

"ও পাগলের মতো গাড়ি চালায়– ম্যানিয়াক বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে ভয়ংকরভাবে গাড়ি চালায়।" আসা করলাম, বিষয়টা ইতোমধ্যে হয়তো তার জানা আছে।

"বিষয়টাকে কি আমি ডেট্-এর সাথে তুলনা করতে পারি– তুমিই কি ওখানে তাকে দেখা করতে বলেছিলে?"

আমি কোনোভাবেই ও রকম ভাবতে চাই না। "না– আমি তাকে ওখানে দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম।"

নির্জলা সত্য কথাটা বোধহয় ওর পছন্দ হলো না। ও ঠোঁট বাঁকা করলো।

"কিন্তু আজ ও তোমাকে নিয়ে স্কুলে এসেছে?" প্রতিবাদ জানালো জেসিকা।

"হ্যাঁ– বিষয়টা আসলেই অবাক করার মতো। গতরাতে ও জানতে পেরেছিলো আমার কোনো জ্যাকেট নেই," ব্যাখ্যা করলাম তাকে।

"তাহলে ধরে নেয়া যায়, আবার তোমরা বেরুচ্ছো?"

"শনিবার ও আমাকে সিয়েটেল পর্যন্ত পৌছে দিতে চেয়েছে, কারণ ওর ধারণা আমার গাড়ি নিয়ে এতো দূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয়– বুঝতে পারলে ব্যাপারটা?"

"হ্যাঁ।" ও মাথা নাড়লো।

"বুঝতে পারলেই ভালো।"

"ও-য়া-ও!" শব্দটার তিন অক্ষর ও বিক্ষিপ্তভাবে উচ্চারণ করলো। " এ্যাডওয়ার্ড কুলিন।"

"আমি জানি," সমর্থন জানালাম তাকে। "ওয়াও" এতোটুকু বললে বোধহয় কমই বলা হবে।

"এ্যাঁই দাঁড়াও!" ও হাত নাড়লো, হাতের তালু সামনের দিকে এমনভাবে বাড়িয়ে ধরলো, মনে হলো যেন ও ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে। "ও কি তোমাকে চুমু খেয়েছে?"

"না," আমি অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলাম। "তেমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি।"

ওকে খুব হতাশ মনে হলো। অবশ্য ইচ্ছে করলেই আমি তাকে চুমু খেতে পারতাম।

"তুমি কি শনিবার তেমন কিছু করার কথা চিন্তা করছো...?" ভ্রু কুঁচকে ও প্রশ্ন করলো।

"এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।" আমার কণ্ঠের অনিশ্চয়তার ভাবটুকু এড়াতে পারলাম না।

"তোমরা কি নিয়ে আলাপ করলে?" আমার কাছে থেকে আরো তথ্য আদায়ের চেষ্টা করলো জেসিকা। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে বটে কিন্তু মিস্টার ব্যানার ক্লাসের প্রতি তেমন একটা মনোযোগ দিতে পারছেন না। এই মুহূর্তে শুধু আমরাই নই অনেকেই কথা বলছে।

"তেমনভাবে কিছুই বলা যাবে না জেস্," আমি প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলাম। "অনেক বিষয় নিয়েই আমরা আলোচনা করেছি, ইংরেজি রচনা নিয়েও সামান্য আলোচনা করেছি।" সামান্য, অতিসামান্য। আমার যতোটুকু মনে পড়ছে, বিষয়টা ও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো।

"বেলা, দয়া করো," অনুনয়ের সুরে ও বললো। "আমাকে খোলামেলাভাবে বলো।"

"ঠিক আছে... বলছি তোমাকে। বেশ মজার ব্যাপার হচ্ছে, এক ওয়েট্রেস্ ওর সাথে রসালাপ জমানোর চেষ্টা করছিলো– ওর ছেলামিপনা ছিলো চোখে লাগার মতো। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড মোটেও ওকে পাত্তা দেয়নি।"

"ওটা খুবই ভালো লক্ষণ," ও মাথা নাড়লো। "ওয়েট্রেস কি কম বয়সী ছিলো?"

"খুবই– খুব জোর উনিশ কিংবা বিশ হবে।"

"তারপরও দেখো, ওই মেয়ের প্রতি এ্যাডওয়ার্ড মোটেও সাড়া দেয়নি। এর অর্থই হচ্ছে, ও তোমাকে ভালোবাসে।"

"আমার তো তেমনই ধারণা, কিন্তু এটা বলাও মুস্কিল। ও খুব নিজেকে গুটিয়ে রাখা স্বভাবের।" জেসিকার সামনে এ্যাডওয়ার্ডের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে ধরার চেষ্টা করলাম আমি।

"আমি বুঝি না, ওর সাথে এতোক্ষণ একা কাটানোর সাহস পেলে কোথা থেকে তুমি!"

"কেন?" আমি নিঃসন্দেহে ওর কথায় মর্মাহত হয়েছি, কিন্তু ও মোটেও আমার অনুভূতি বুঝতে পারলো না।

"ও হচ্ছে অতিরিক্ত... ও ভয় দেখিয়ে মেয়েদের বসে আনতে চায়। তার সম্পর্কে এর বাইরে আর বলার কিছুই নেই।" জেসিকা অদ্ভুত এক মুখভঙ্গি করলো্ আজ সকালে অথবা গতরাতে এ্যাডওয়ার্ড জেসিকার দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়েছিলো, তাতেই ও ভড়কে গেছে।

"ওর সাথে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমার অবশ্য এক ধরনের অস্বস্তিবোধ করছিলাম," আমি স্বীকার করলাম।

"ওহ্ ভালো কথা, ও কিন্তু অসম্ভব সুন্দর দেখতে।" জেসিকা শ্রাগ করলো।

"এর বাইরেও অনেক কিছু আছে তার ভেতর।"

"তাই নাকি? কি ধরনের?"

আশা করেছিলাম, বিষয়টা হয়তো ও এড়িয়ে যাবে। এভাবে সবকিছু আগ্রহ নিয়ে কোণাটা তার এ ধরনের ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়।

"আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না ওর চেহারার পেছনে অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার লুকিয়ে আছে।" একজন ভ্যাম্পায়ার ভালো হওয়ার চেষ্টা করছে- ও যেহেতু দানব স্বভারের নয়, সেহেতু চারপাশের লোকদের বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে..." আমি রুমের সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম।

"এটাও কি সম্ভব?" ও চোখ বড়ো বড়ো করলো।

ওর দিক থেকে মনোযোগ এড়িয়ে আমি মিস্টার ব্যানারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলাম।

"তারপরও তুমি তাকে পছন্দ করো?" ও আমাকে সহজে রেহাই দিতে চাইলো না।

"হ্যাঁ," আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম।

"আমি বলতে চাইছিলাম, সত্যিই তুমি তাকে পছন্দ করো?" ওর কণ্ঠে এক ধরনের তাগাদা।

"হ্যাঁ," আমি আবার কথাটা স্বীকার করে নিলাম। মনে হলো, সন্তুষ্ট করার জন্যে বোধহয় না ওকে বিস্তারিত সবকিছু জানাতে হবে।

উত্তরগুলো কোণার জন্যে এখন ও ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করছে। "তুমি ওকে কতোটা ভালোবাসো?"

"খুব বেশি," ফিসফিস করে বললাম। "ও যতোটা ভালোবাসে তার চাইতে অনেক অনেক বেশি। কিন্তু তাতে কি উপকার হবে, তার কিছুই জানি না।" আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

মিস্টার ব্যানারকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, জেসিকাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমার ওপর থেকে তার দৃষ্টি অন্যদিকে প্রবাহিত করার একটা সুযোগ করে দিলেন।

জেসিকা ক্লাস চলাকালীন সময়ে আর ওই বিষয় টেনে আনার সুযোগ পেল না। আর তার পরপরই ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

ইংরেজি ক্লাসে মাইক আমাকে জিজ্ঞেস করছিলো যে, সোমবার রাতের ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা।

"তুমি আসলে ছেলেমানুষ! তাছাড়া আর কি বলতে পারি?" হাঁপাতে হাঁপাতে বললো জেসিকা। আমার কথা ও সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল।

"আমি তাকে বললাম যে তোমরা খুব মজা করেছো, এমনই আমাকে বলেছে— তাতেই মাইককে বেশ সন্তুষ্ট মনে হলো।"

"ও আসলে কী বলেছে, এবং তুমি কী উত্তর দিয়েছো সেটাই জানতে চাইছি!"

স্প্যানিশ ক্লাসে মিনিট কয়েকের জন্যে মাইকের অভিব্যক্তি বুঝার চেষ্টা করলাম কিন্তু সাথে সাথেই লাঞ্চের ঘণ্টা বেজে উঠলো। সিট থেকে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। বই-খাতা কোনোভাবে ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে নিলাম। আমার আকস্মিক উত্তেজনায় জেসিকা মুহূর্তে মিইয়ে গেল।

"তুমি বোধহয় আজ আর আমাদের সাথে বসছো না, বসছো কি?" অনুমানের

উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করলো।

"আমি তেমনভাবে কিছু চিন্তা করিনি।" আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না আদৌ ও আগেকার মতো উধাও হয়ে যাবে কি-না! কিন্তু স্প্যানিশ ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসতেই দেয়ালের সাথে ওকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম– প্রথম দর্শনে দেখে সে

কারও মনে হতে পারে একজন গ্রীক দেবতা- এ্যাডওয়ার্ড আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। জেসিকা একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিলো। মনে হলো ও খুবই হতাশ হয়েছে।

"বেলা, তোমার সাথে পরে কথা হবে।" ওর ভারি কণ্ঠস্বর মাঝপথে থেমে গেল। অনেকটা টেলিফোনের রিং বাজতে বাজতে মাঝপথে থেমে যাওয়ার মতো।

"হ্যালো"। এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠ শুনে একই সাথে আমি বিরক্ত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

"হাই"।

এর বাইরে আমি আর কিছুই বলার মতো খুঁজে পেলাম না, এবং এ্যাডওয়ার্ডও কিছুই বলতে পারলো না-ওকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে দেখে আমি খুশি হলাম-সুতরাং চুপচাপ ক্যাফেটেরিয়ার দিকে দু'জন হেঁটে গেলাম। ভিড় ঠেলে ওকে নিয়ে এগোবার সময় প্রথম দিনের মতোই আমার দিকে তাকাতে লাগলো।

এ্যাডওয়ার্ড লাইনের দিকে এগোতে লাগলো। কয়েক সেকেন্ড পর পর ও আমার দিকে তাকালেও, এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। ঠাণ্ডা লাগায় জ্যাকেটের চেইন লাগিয়ে দিলাম।

কাউন্টারের কাছ থেকে ও ফিরে এলো। ওর হাতে একটা খাবার ভর্তি ট্রে।

"তুমি কি করছো?" আমি প্রতিবাদ জানালাম। "নিশ্চয়ই এতোগুলো খাবার তুমি আমার জন্য আনোনি?"

ও মাথা নাড়লো।

"অবশ্যই অর্দ্ধেকটা আমার জন্যে।"

আমি এক চোখে ভ্রুকুটি করলাম।

ইতোপূর্বে আমরা যে টেবিলে বসেছিলাম, আজও ও সে দিকেই এগিয়ে গেল। অন্য পাশের একটা দীর্ঘ টেবিলে বসা একদল সিনিয়র ছাত্র- ছাত্রী। একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। এ্যাডওয়ার্ড সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করলো।

"তোমার যা যা পছন্দ, তুলে নাও" ট্রে-টা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো।

"আমি খুবই কৌতুহলী" ট্রে থেকে একটা আপেল তুলে নিয়ে হাতের ভেতর ঘুরাতে ঘুরাতে বললাম।

"তুমি সবসময়ই কৌতুহলী"। ও মাথা নাড়তে নাড়তে ভেঙচি কেটে বললো। ট্রে থেকে ও একটা পিজার টুকরো তুলে নিলো। টুকরোটায় বড়ো এক কামড় বসিয়ে দ্রুত চিবুতে লাগলো। এবং তারপরই ওগুলো গিলে ফেললো। আমি বড়ো বড়ো চোখে ওর খাওয়া দেখতে লাগলাম।

"খাওয়ার জন্যে সরাসরি কেউ যদি তোমাকে ভয় দেখায়, তাহলে তুমি তো খেতে

বাধ্য নয় কি?" সংক্ষেপে জানতে চাইলো এ্যাডওয়ার্ড।

আমি একটু নাকটা চুলকে নিলাম।" আমি একবারই করেছি," আমি স্বীকার করলাম।"আমার মনে হয় না খুব একটা অন্যায় করেছি।"

ও হেসে উঠলো। "মনে হয় না আমি খুব অবাক হয়েছি।" আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ও কিছু একটা দেখার চেষ্টা করলো।

"আমি যা যা করছি তার সবই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে জেসিকা— পরে এর সবই তোমার সামনে উগলে দেবে। পিজার প্লেটটা ও আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

আমি আপেলটা টেবিলে নামিয়ে রেখে, এক টুকরো পিজা প্লেট থেকে তুলে নিলাম্

"তাহলে ওই ওয়েট্রেস দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলো?" স্বাভাবিকভাবে ও প্রশ্ন করলো।

"সত্যিই তুমি লক্ষ করোনি?"

"না। মোটেও মনোযোগ দেবার প্রয়োজন অনুভব করিনি। আমি তখন অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম।"

"হায় রে বেচারি! মেয়েটার ভাগ্য আসলেই খারাপ!" ওর মহত্বের কারণ এখন ঠিকই বুঝতে পারলাম।

"জেসিকাকে তুমি কিছু বলেছো... ভালো কথা, কিন্তু বিষয়টা আমাকে খুবই বিব্রত করেছে। এ্যাডওয়ার্ড প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। তার কণ্ঠ রুক্ষ কোণালো। সরাসরি আমার দিকে তাকালো।

"তুমি হয়তো এমন কিছু শুনেছো যা তোমার মোটেও পছন্দ হয়নি, এতে মোটেও তোমাকে দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু তুমি তো জানোই, ওরা আড়িপেতে কোণা কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করেছে।" ওকে আমি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

"তোমাকে আরেকবার সাবধান করে দিতে চাই যে, আমি কিন্তু মনের কথা পড়তে পারি।"

"এবং আমি তোমাকে আরেকবার সাবধান করে দিতে চাই, অযথা তুমি আমাকে দোষারোপ করবে না। আমি অনেক কিছুই চিন্তা করি। যেগুলো তুমি মোটেও পড়ার চেষ্টা করো না।"

"হ্যাঁ, তুমি অনেক কিছু চিন্তা করো।" ও সমর্থন জানালো। কিন্তু ওর কণ্ঠে এখনো সেই রুক্ষতা।" যদিও তুমি একেবারে নির্ভুলভাবে কিছুই চিন্তা করতে পারো না। তুমি কি চিন্তা করছো আমি তা শুনতে চাই-সবকিছু। শুধু আসা করবো ওধরনের কিছু তুমি চিন্তা করবে না।"

অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমি ভ্রুকটি করলাম। "ওটা একেবারেই ভিন্ন প্রসঙ্গ।"

"কিন্তু ওই প্রসঙ্গ এখন টেনে আনার কোনো অর্থ হয় না।"

"তাহলে কোন প্রসঙ্গ টেনে আনবো?" টেবিলের ওপর দিয়ে আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওর হাত টেবিলের ওপর ভাজ করে রেখেছে; বাম দিয়ে গলা আঁকড়ে ধরে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম। আমি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, আমরা ছাত্র-ছাত্রীতে ভর্তি একটা লাঞ্চ রুমে বসে আছি। এটাই স্বাভাবিক, প্রায় সকলেই আমাদের লক্ষ করছে। সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো যতো দ্রুত

নিষ্প্রতি করবো তাতেই মঙ্গল।

"তুমি কি বিশ্বাস করবে, তুমি নিজে যতো না নিজের প্রতি যত্নশীল, তার চাইতে তোমার প্রতি আমি বেশি যত্নশীল?" ও বিড়বিড় করলো। কথাগুলো বলার সময় টেবিলের ওপর দিয়ে ও আমার দিকে ঝুঁকে এলো। ওর মধু রঙের চোখ জোড়া জ্বল জ্বল করতে দেখলাম।

বিষয়টাকে কীভাবে নিষ্পত্তি করা যায় সে পথই আমি খুঁজতে লাগলাম। এ্যাডওয়ার্ড আবার যখন পূর্ব আলোচনার জের টেনে আনলো। আমি তখন অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

"আবার তুমি শুরু করলে?" আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম। অবাক হয়ে ও চোখ বড়ো বড়ো করলো।" কোন বিষয়?"

"আমাকে চমকে দেবার চেষ্টা করার বিষয়টা,"

"ওহ।" ও ভ্রু কুচকালো।

"এটা তোমার ভুল নয়।" আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম। "এটা তোমার কোনো সাহায্যে আসবে না।"

"তুমি কি আমার প্রশ্নের জবাব দিবে?"

আমি মাথা নিচু করলাম।

"হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ, তুমি আমার জবাব দিতে চাইছো। অথবা দিবে। তুমি কি এমনই মনে করছো?"ও আমাকে আবার উত্তক্ত করতে লাগলো।

"হ্যাঁ, আমি তেমনই চিন্তা করছি।" টেবিলের দিকে আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। এমন মনে হতে পারে টেবিলের ওপর লেমিনেটেড। কাগজের নক্সার বৈচিত্র্য খোঁজার চেষ্টা করছি। এখনকার নিস্তব্ধতা আমার কাছে পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে। একইবিষয় নিয়ে ও আমাকে উত্তক্ত করবে। এমন সুযোগ আমি তাকে দেবো না। আমি অবশ্যই এর প্রতিবাদ জানাবো।

অবশেষে এ্যাডওয়ার্ড আবার মুখ খুললো। তুলনামূলকভাবে এবার তার কণ্ঠস্বর অনেকটাই কোমল।

"তুমি আসলে সম্পূর্ণ ভুল করছো।"

ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, ওর চোখ জোড়ায় কেমন যেন নির্জিবতা লক্ষ্য করলাম।

"মোটেও তুমি তা বলতে পারো না," ওর কথার সাথে আমি একমত হতে পারলাম না। সন্দেহ নিয়ে আমি মাথা নাড়লাম।

"কিসে তোমার তা মনে হলো?" আমার মনের ভাষাটা যেন তার টপাজ রঙের চোখ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো।

"আমাকে চিন্তার সুযোগ দাও," আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম। ওর অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো বেশ সন্তুষ্ট হতে পেরেছে এই ভেবে যে, আমি হয়তো তার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছি আমার হাতজোড়া টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলাম। এরপর বাম হাত দিয়ে ওর হাতের ওপর চাপ দিলাম।

"ঠিক আছে, সন্দেহজনক বিষয়গুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখা উচিত..." ইতস্তত করলাম আমি। "একেবারেই নিশ্চিত হতে পারছি না আমি ঠিক জানি না কীভাবে মনের কথা বলা সম্ভব- কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি আমাকে একেবারে বিদায় জানাতে চাইছো।"

"সত্য, মিথ্যে বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝার চেষ্টা করা উচিত"" ফিসফিস করে বললো এ্যাডওয়ার্ড।"তুমি যা চিন্তা করছো তার সবই ভুল," ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো, পরক্ষণেই তার চোখ কুচঁকে গেল। "তুমি ওই 'সত্য-মিথ্যে বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝার চেষ্টা' বলতে কি বুঝাতে চাইছো?"

রাগে ওর ভ্রু খানিক্ষণ কুঁচকে থাকলো। তারপর ওর চোখ স্বাভাবিক হয়ে এলো- যেমনটা আমার কাছে পরিচিত। "তুমি হয়তো জানো না, তোমার নিজের সম্পর্কেই কোনো ধারণা রাখো না। আমি মানছি যে, তোমাকে দুশ্চিন্তা তাড়া করে ফিরছে," হালকাভাবে ও মুখ দিয়ে একটু শব্দ করলো," কিন্তু তুমি জানো না প্রথম দিনই স্কুলের ছেলেরা তোমার প্রতি কেমন ধারণা পোষণ করেছে।"

আমি বিস্ময়ে চোখ পিটপিট করলাম।" আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না..." আপন মনে আমি বিড়বিড় করলাম।

"এই বিষয়ে অন্তত তোমার আমাকে বিশ্বাস করা উচিত-তুমি আসলে সাধারণ মেয়েদের ঠিক উল্টো।"

এতোক্ষণ মনের ভেতর যেটুকু প্রশান্তি ফিরে এসেছিলো, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে তা মুছে গেল।

"কিন্তু আমি কখনো তোমাকে শুভ বিদায় জানাতে চাইনি," আমি তার ভুল শুধরে দেবার চেষ্টা করলাম।

"তুমি তা জানো না? কিন্তু আমার কাছে তেমনই মনে হয়েছে। আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট নজর দেবার চেষ্টা করেছি কারণ যেহেতু আমি কাজটা খুব ভালো পারি।"- মাথা নাড়লো, মনে হলো চিন্তাগুলোকে নতুনভাবে সাজতে কিছুটা কষ্ট করতে হচ্ছে— "যদি সঠিকভাবে আমাকে কাজ করতে দেয়ার সুযোগ দাও, তাহলে নিজে কষ্ট পেলেও তোমাকে কষ্ট দেবার চেষ্টা করবো না। তোমাকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখার চেষ্টা করবো।"

আমি চোখ তাকালাম। "আর তোমার একবারো মনে হলো না, আমি একইভাবে তোমাকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করবো?"

"তুমি বোধহয় না তেমন কোনো সুযোগ পাবে।"।

আকস্মিকভাবেই ওর মনের উজ্জলতা আবার ফিরে এলো, মুখে হালকা হাসির রেখা দেখতে পেলাম। "অবশ্যই, প্রথম থেকেই তোমাকে নিরাপদে রাখা আমার এক ধরনের আবশ্যিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"আজ কিন্তু সবাই আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে," আমি ওকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। অন্যভাবে বলতে গেলে পরিবেশটাকে হালকা করার চেষ্টা করলাম। কারণ আমাকে ও আবার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে, এমনটা আমার মোটেও কাঙ্খিত নয়।

"এত দ্রুত?" মন্তব্য করলো।

"হ্যাঁ, এত দ্রুতই," আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, আমি অবশ্য যুক্তি-তর্ক দেখাতে পারতাম। কিন্তু এখন তাকে দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে চাই।

"তোমার কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিলো।" ও মুখ এখনো স্বাভাবিক হয়ে আছে।

"বলে ফেলো।"

"এই শনিবার কি তোমার সত্যিই সিয়েটেল যাওয়া প্রয়োজন? নাকি তুমি তোমার বন্ধুদের এড়াতে পারছোনা?"

"তোমার মনে রাখা উচিত টাইলারের ব্যাপারে তোমাকে আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্ষমা করিনি," আমি ওকে সাবধান করে দিলাম। "এতে যদি মনে করে আমি ওর সাথে মধুর ব্যবহার করবো, সেটা তার বোকামি।"

"আরে দূর, আমার আড়ালে ও শুধু তোমার কাছ থেকে কোনো সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করছিলো কিন্তু আমি শুধু তোমার সুন্দর মুখটাই দেখতে বেরুচ্ছি," ও চুকচুক শব্দ করলো।" আমি শুধু জানতে চাই তুমি কি আমার প্রতি মনোযোগ দেবে?" প্রশ্নটা করে ও আপন মনে হাসতে লাগলো।

"সম্ভবত নয়," জবাব দিলাম আমি। "কিন্তু পরবর্তীতে আমার এই মত পাল্টাতে পারি।"

ওকে খানিকটা বিভ্রান্ত মনে হলো "তোমার এমন চিন্তার কারণ?"

হতাশ ভঙ্গিতে আমি মাথা নাড়লাম। "যতোদূর মনে হয় তুমি আমাকে আজীব- এ দেখতে পাবে না। কিন্তু তুমি আমার অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।"

"কেন, তুমি সহজ রাস্তায় পথ চলতে পারছো না? চিন্তার খেই ও হারিয়ে ফেলেছো?"

"নিঃসন্দেহে।"

"ওটা কোনো সমস্যাই নয়।" ওকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী মনে হলো।

"সবকিছু নিয়মমাফিকই চলছে।" ও বুঝতে পেরেছে যে আমি প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করছি। ও আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বললো। "কিন্তু তুমি কি স্ব-ইচ্ছেতে সিয়েটেল যেতে চাইছো? তুমি মনে করছো আমরা উল্টা-পাল্টা কিছু করতে যাচ্ছি?"

"আমরা" বলতে ও যা বুঝাতে চাইছে সে ব্যাপারে মোটেও আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই।

"সত্যি বলতে বিকল্প কিছু খোঁজার চেষ্টা করছি," আমি স্বীকার করলাম।" কিন্তু একটা বিষয়ে আমি তোমার সাহায্য কামনা করছি।"

ওকে দেখে বেশ ভীত মনে হলো সাধারণত কোনো প্রশ্ন করার পর যেমন ভীত মনে হয়। "কি?"

"আমি কি গাড়ি চালাতে পারবো?"

ও ভ্রু কুঁচকালো।" কেন?"

"তার কারণ হচ্ছে, আমি যখন চার্লিকে সিয়েটেল যাওয়ার কথা বলেছিলাম, তখন

তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি একা যাচ্ছি কিনা, এবং তার জবাবে আমি হ্যাঁ-ই বলেছিলাম। তিনি যদি আমাকে আবারো প্রশ্ন করেন, তাহলে হয়তো আমি আর মিথ্যে বলতে পারবো না। তবে বোধহয় না তিনি আবারো আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন। তাছাড়াও তোমার গাড়ি চালানো দেখে আমার ভয় লাগে।"

আমার দিকে তাকিয়ে ও চোখ পাকালো। "আমার সবকিছুতেই তোমার ভয় লাগে। এমনকি আমার গাড়ি চালানোতেও?" বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল।" তুমি আমার সাথে যাবে বলতে তোমার আপত্তি কোথায় ছিলো?" তার প্রশ্নের ভেতর এমন কোনো বিষয় ছিলো, যার অর্থ ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না।

"এগুলো বিষয় নিয়ে চার্লির সাথে আমার খুব কমই আলাপ হয়" বিষয়টা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম তাকে। "যাইহোক, আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি?"

"আবহাওয়া দেখে বেশ চমৎকারই মনে হচ্ছে, সুতরাং আমি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পারবো... এবং তুমি আমার সাথেও থাকতে পারবে। অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছে থাকে।" এবারো ও পছন্দের বিষয়টা আমার ওপর ছেড়ে দিলো।

"সূর্যের আলোয় তুমি আসলে কেমন আমার দেখার সৌভাগ্য হবে?" আমি উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ," ও একটু হেসে থেমে গেল। "কিন্তু তুমি যদি তা না চাও আমার সাথে একা থাকার বিষয়ে বলছিলাম, তুমি যে একা সিয়েটেল যেতে চাইছো না সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত। এরকম একটা বড়ো শহরে যে তোমার জন্য অসংখ্য বিপদ ওৎ পেতে আছে, আমি তা দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।"

আমি সাথে সাথে ওর কথার প্রতিবাদ জানালাম। "সিয়েটেল থেকে ফনিক্স কিন্তু তিনগুণ বড়ো শহর লোক সংখ্যার দিক থেকে আকারগত দিক থেকে-"

"কিন্তু তা ভিন্ন প্রসঙ্গ," মাঝপথে ও আমাকে থামিয়ে দিলো "ফিনিক্স-এ নিশ্চয়ই সিয়েটেলের মতো এতোটা অপরাধ বাড়েনি। সুতরাং আমার সাথে থাকাটাই তোমার জন্য মঙ্গলজনক।" ওর চোখে আবার আমি অন্য রকমের অভিব্যক্তি লক্ষ করলাম। আমি নতুনভাবে আর কোনো তর্কে জড়ালাম না। "যদি তেমন কিছু ঘটে, তোমার সাথে আমার একা থাকতে কোনো আপত্তি নেই।"

"আমি জানি," হতাশভাবে ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। "তবে ইচ্ছে করলে চার্লিকে বিষয়টা জানাতে পারতো।"

"চার্লিকে জানালে পৃথিবীর কি এমন উপকার হতো?"

হঠাৎই চোখ জোড়া রাগে জ্বলে উঠলো। "সামান্য হলেও তোমার কণ্ঠে কিন্তু সেই তিক্ততা লক্ষ করছি।"

আমি একটু ভাবলাম। কিন্তু একটুক্ষণ চিন্তা করেই নিশ্চিত জবাবও দিতে পারলাম।

" আমি ভেবেছিলাম, তুমি এগুলোর আর পুনরাবৃত্তি করবে না।"

রাগে ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো। রাগের কারণে ও আমার দিকে তাকালো না পর্যন্ত।

"এই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যাক।"প্রস্তাব দিলাম আমি।

"তাহলে কোন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাও?" এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলো। এখন পর্যন্ত রেগে আছে। আমি চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিলাম কেউ-ই আমাদের কথা শুনছে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করলাম। রুমের চারদিকে নজর বুলাতে গিয়ে দেখতে পেলাম এ্যাডওয়ার্ডের কোন এলিস আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর অন্যান্যরা তাকিয়ে আছে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে। আমি দ্রুত এ্যাডওয়ার্ডের ওপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম। এবং মাথায় যে চিন্তার উদয় হলো তেমনই প্রশ্ন করলাম।

"গত উইকএন্ডে তুমি গট্ রোকস্ প্লাসে গিয়েছিলে কি জন্যে.. শিকার করতে? চার্লি বলছিলেন জায়গাটা নাকি খুব একটা ভালো না।ওখানে অসংখ্য ভাল্লুক আছে।"

ও আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন, জেনেশুনে আমি খুব বড়ো একটা ভুল কথা বলে ফেলেছি।

"ভাল্লুক?" আমি আতঁকে উঠলাম আর ও মুচকি একটু হাসলো, "কিন্তু তুমি তো জানো। ভাল্লুক এসময় বের হয় না," মিথ্যেটা ঢাকার জন্যে আমি সাথে সাথে জবাব দিলাম।

শিকারের নিয়ম-কানুন তোমার জানা, নেই বলে তুমি এমন বলছো। তেমন অস্ত্র থাকলে। ভাল্লুক মারার আনন্দই আলাদা রকম," তথ্যটা ও আমাকে জানালো্

"ভাল্লুক?" অনিশ্চিতভাবে আমি শব্দটার পুনরাবৃত্তি করলাম।

"গ্রীজলি ভাল্লুক এমেটের খুব পছন্দের শিকার। এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠ এবারে কাটখোট্টা্ কোণালো। কিন্তু আমার অভিব্যক্তি বুঝতে ও ঠিকই একবার মুখের ওপর নজর বুলিয়ে নিলো। আমি যতোটা সম্ভব পেছনে হেলান দিয়ে বসার চেষ্টা করলাম।

"হুমস্," পিজার আরেকটা টুকরো তুলে নিয়ে বললাম? সত্যিকার অর্থে পিজার ওই টুজরো তুলে নেবার ছলে মাথানিচু করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। খাবারটুকু চিবিয়ে নিয়ে তা গিলে ফেললাম। এরপর এ্যাডওয়ার্ডের দিকে না তাকিয়েই কোকের গ্লাসে দীর্ঘ এক চুমুক দিলাম।

"তো," পরক্ষণেই আমি মুখ খুললাম। "তো, তোমার কি পছন্দ?"

ও একটু ভ্রু কুঁচকে মাথা নামিয়ে নিলো। "পাহাড়ি সিংহ।"

"আহ," শান্ত কণ্ঠে বললাম, যদিও আমার কণ্ঠের অসন্তুষ্টি মোটেও এড়াতে পারলাম না। ওর দৃষ্টি এড়াতে সোডার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

"অবশ্যই," ও বললো, এবং মনে হলো যেন ও আমার মনের কথা বলার চেষ্টা করছে।" প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, এমন কোনো অনৈতিক কাজ আমরা করি না। এখানে বেশিরভাগই হরিণ এবং ইলক্। সবাই এগুলোই শিকার করে। কিন্তু তাতে মজা কোথায়? আমরা এমন জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, যেখানে লোক বসতি অনেক বেশি। ভাল্লুক কিংবা সিংহ ওই মানুষগুলোর বিপদের কারণ হতে পারে ভেবেই শিকার করি-তা যেই জায়গা যতো দূরেই হোক না কেন।" খোঁচা দেবার

ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ড হাসলো।

"কখোন এই শিকার করা হয়?" পিজার টুকরোয় আরেকটা কামড় বসিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

"বসন্তের প্রথম ভাগ হচ্ছে এমেটের ভাল্লুকের মৌসুম-ওরা শীত নিদ্রা কাটিয়ে মাত্র তখন বেরিয়ে আসে। ফলে এগুলো তখন খুবই উত্তেজিত হয়ে থাকে।" কোনো কৌতুক মনে পড়ে গেছে। এমন ভঙ্গিতে ও হাসলো।

"উত্তেজিত ভাল্লুক শিকার করার মতো মজা আর কিছুতেই থাকতে পারে না," মাথা নাড়িয়ে আমি সমর্থন জানালাম।

মুখ টিপে হেসে ও মাথা নাড়লো। "সত্যি করে বলোতো, তুমি কী চিন্তা করছো।"

"আমি ওই দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করছি-কিন্তু মোটেও তা পারছি না," ওর কথার সাথে তাল মিলিয়ে বললাম। "কিন্তু অস্ত্র ছাড়াই তুমি ভাল্লুক শিকার করো কিভাবে?"

"আরে দূর, আমাদের অস্ত্র আছে।" এ্যাডওয়ার্ডের ঝকঝকে উজ্জল দাঁতগুলো আমার নজর এড়ালো না। আমি একবার শিউরে উঠলাম। "সাধারনণত শিকারের বইতে যেমন নিয়মের কথা লেখা থাকে, এমেট সেভাবে শিকার করে না। তুমি হয়তো টেলিভিশনে লক্ষ করেছো। ভাল্লুক কীভাবে আক্রমণ করে, তুমি ধরে নিতে পারো এমেটও একইভাবে শিকার করে।"

মেরুদণ্ড বেয়ে বয়ে যাওয়া পরবর্তী শিহরণও এড়াতে পারলাম না। ক্যাফেটেরিয়ার এক প্রান্তে এমেটকে দেখতে পেলাম। ভাগ্য ভালো এমেট আমাকে লক্ষ করলো না। এমেটে শরীরে মাংসের পরিমাণ এতোটাই বেশি, দেখে মনে হতে পারে কোনো মানুষ নয়, হাত পাবিহীন একটা গাছের গুড়ি যেন।

এ্যাডওয়ার্ড আমার ভাবনা বোধহয় বুঝতে পারলো।

"তুমিও ভাল্লুক শিকার করতে পছন্দ করে" নিচু কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলাম।

"সিংহই বেশি পছন্দ, তবে কেই ভাল্লুকের কথা বললে তাও শিকার করি," মৃদু কণ্ঠে ও বললো। "সত্যি বলতে আমাদের দু'জনের স্বভাব প্রায় একই রকম।"

আমি হাসার চেষ্টা করলাম। "প্রায় একই রকম," কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম আমি। কিন্তু মাথার ভেতর সব ভিন্ন চিন্তা করায় কী বলছে তাতে ঠিক মনোযোগ দিতে পারলাম না। "এমন কিছু দেখার সৌভাগ্য কি আমার হবে?"

"অবশ্যই নয়!" সাধারণত যতোটা সাদা দেখায় তার চাইতে চেহারাটা অতিরিক্ত সাদা মনে হলো আমার কাছে। মনে হলো ও আতংকিত ও হয়ে পড়েছে। পেছনে হেলান দিয়ে বসলাম, একেবারে অবাক হয়ে গেছি আমি যদিও তার এধরনের চেহারা কখনোই ভালো লাগে না তার এধরনের চেহারা দেখলে মনের ভেতর ভয়ের অনুভূতিই জাগায়। স্বাভাবত যেভাবে হেলান দিয়ে বসলো, সেভাবেই হেলান দিয়ে বসলো এ্যাডওয়ার্ড।

"আমার জন্যে খুব ভয়ংকর ব্যাপার হবে?" নিজের কণ্ঠকে যতোটা সম্ভব সংযত করে প্রশ্ন করলাম।

"সে ধরনের কিছু দেখার যদি খুব ইচ্ছে থাকে, তাহলে আজ রাতেই তোমাকে

আমি বাইরে নিয়ে যাবো," কাটা কাটা শব্দে ও বললো। "তোমার বেশ ভালোভাবে ভয় পাওয়া উচিত। এর চাইতে ভালো কোনো ওষুধ আমার জানা নেই।"

"তাহলে কবে দেখাচ্ছো?" ওর রাগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

ও আমার দিকে বেশ খানিক্ষণ তাকিয়ে থাকলো।

"পরে হবে," অবশেষে এ্যাডওয়ার্ড ও মুখ খুললো। মুহূর্তে ও উঠে দাঁড়ালো।

"পরে আমাদের যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে।"

আমি চারদিকে নজর বুলালাম। চারদিকে নজর বুলিয়ে আমি ভয় পেয়ে গেলাম— ক্যাফেটেরিয়া প্রায় খালি হয়ে এসেছে। ওর সাথে যখন ছিলাম, কখন যে ক্যাফেটেরিয়া খালি হয়েছে তা খেয়ালই করিনি। বেয়ারের পেছন থেকে আমি ব্যাগটা খাঁমচে তুলে নিলাম।

"পরে হলেই ভালো," সমর্থন জানালাম ওকে। অবশ্য বিষয়টা আমি ভুলবো না।

এগারো

আমাদের ল্যাব টেবিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় সবাই আমাদের দেখতে লাগলো। লক্ষ করলাম, মুখোমুখি একটা চেয়ার খালি থাকা সত্ত্বেও সেখানে না বসে, আমার পাশের একটা চেয়ারে এসে বসলো— এতোটাই কাছাকাছি যে, দু'জনের প্রায় হাতে হাত লেগে যাবার মতো অবস্থা।

এরপরই মিস্টার ব্যানার রুমে ঢুকলেন- মানুষের সময় সম্পর্কে কী চমৎকার কাণ্ড জ্ঞান। চাকাওয়ালা লোহার একট ট্রলি, আর তার ওপর বসানো পুরাতন আমলের একটি টেলিটভিশন এবং ভি,সি, আর। আজ মুভি-ডে- আজকের ক্লাসে বুঝতে তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

মিস্টার ব্যানার আদ্যি আমলের ভি,সি,আর, এর ভেতর টেপ ঢুকালেন এবং দেয়ালের কাছে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিলেন এবং সাথে সাথে রুমটা অন্ধকার হয়ে গেল। আর তখনই মনে পড়লো এ্যাডওয়ার্ড আমার থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে বসে আছে। মনে হলো অনাকাঙ্খিত এক বিদুৎ-তরঙ্গ আকস্মিকভাবে আমার সমস্ত দেহের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। আমি তাকে যতোটা ভয়ংকর মনে করেছিলাম। তার চাইতে বেশি ভয় পেয়েছি বলেই হয়তো এমন মনে হয়েছে আমার। এক ধরনের দুঃসাহস মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো-আমি তাকে স্পর্শ করলাম। তার সুন্দর স্পর্শ করা শুধু এমন অন্ধকারেই সম্ভব। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাকে নির্বত্ত করলাম বুকের ওপর দুই হাত শক্তভাবে আড়াআড়িভাবে চেপে ধরে রাখলাম। বলা যেতে পারে আমি চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলেছি।

ভিডিও চালু হওয়ার পর সামান্য একটু আলোর রেখা দেখা দিলো। অবশ্য আমার চোখ জোড়া নিজের মতোই ব্যস্ত হয়ে রইলো-খানিকবাদে ওগুলো ওপর নজর বুলাতে লাগলো। কল্পনায় ওর বিশাল দেহাবয়ব ভেসে ওঠায় আমি একটু হাসলাম। বুঝতে

পারলাম এ্যাডওয়ার্ডও বাইরে নয়, ঘন ঘন ও আমাকে দেখার চেষ্টা করছে বুঝতে পারলাম। এই সামান্য আলোর ভেতরও বোধহয় ঠিকই আমাকে দেখতে পাচ্ছে। ক্লাসের সময়টুকুকে অতিরিক্ত দীর্ঘ মনে হলো। ডকুমেন্টরির ওপর মোটেও আমি মনোযোগ দিতে পারছি না-এমন কি এর বিষয়বস্তুও আমার জানা নেই। শুধু খানিকক্ষণের জন্যে স্বস্তি অনুভব করার। আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমার সেই চেষ্টা কোনোভাবেই সফল হচ্ছে না। রুমের শেষ প্রান্তে গিয়ে মিস্টার ব্যানার যখন আবার আলো জ্বালিয়ে দিলেন, তখন আমি খানিকটা স্বস্তি অনুভব করতে পারলাম। বুকের ওপর বেধেঁ রাখা হাতজোড়া আমি শিথিল করলাম।

"হুম্, বেশ মজার বিষয়," ও বিড়বিড় করলো। ওর কণ্ঠ গম্ভীর, সাবধানী দৃষ্টি।

"উমম্।" সামান্য এই শব্দটুকু দিয়েই সমস্ত অভিব্যক্তি প্রকাশের চেষ্টা করলাম।

"আমাদের আবার কি দেখা হচ্ছে?" অনিশ্চিতভাবে জিজ্ঞেস করলো এ্যাডওয়ার্ড।

আমি প্রায় গুড়িয়ে উঠলাম। এখন আমাকে ডজমনেশিয়ামে ঢুকতে হবে। আমি সাবধানে দাঁড়িয়ে পড়লাম, পরে ভয় হলো টলে ওর গায়ের ওপর না পড়ে যাই

পরের ক্লাস এ্যাডওয়ার্ড আমার সাথে সাথেই এলো— একেবারে চুপচাপ— দরজার কাছে এসে ও থেমে গেল। ওকে বিদায় জানাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম। চমকে উঠে এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকালো-ওর চোখে মুখে রীতিমতো হতাশা, কষ্টের অনুভূতি। ইতোপূর্বে তার ভেতর যে কাঠিন্য লক্ষ করেছিলাম, এখন তার একটুও লক্ষ্য করলাম না। "শুভ বিদায়" কথাটুকু আমার গলার কাছে আটকে রইলো।

একটা হাত তুললো, ইতস্ততভাব, চোখে-মুখে কিছু প্রকাশ করতে না পারার অভিব্যক্তি। এরপর ও খুব দ্রুত আমার চিবুকের উপর দিয়ে একবার আঙ্গুল বুলিয়ে নিলো। আগে যেমন বরফ শীতল মনে হয়েছিলো, এখনো তেমনই মনে হলো। কিন্তু তারপর ও মনে হলো স্পর্শের স্থানটুকুতে এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছে। শীতলতা নয় বরং উষ্ণতার কারণেই এই যন্ত্রণা। তবে ক্ষণিকের ভেতরই এই যন্ত্রণা। আমি ভুলে গেলাম।

কিছু না বলেই আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে যেন নিজের কাছ থেকেই পালিয়ে বাঁচলাম।

আমি জিম্-এর ভেতর প্রবেশ করলাম। মাথাটা কেমন যেন আমার এলোমেলো আর ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। পোশাক পাল্টাতে পায়ে পায়ে লকার-রুম- এর দিকে এগিয়ে গেলাম। যতোটা সম্ভব নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছি। আশপাশে যারা আছে তাদের নিয়েই আমার যতো ভয়। একটা র‍্যাকেট হাতে তুলে নেবার পূর্ব পর্যন্ত আমার পক্ষে বাস্তবে ফিরে আসা সম্ভব হলো না। এটা খুব একটা ভারি নয়। তবে এই মুহূর্তে জিনিসটাকে আমার হাতে খুবই নিরাপদ মনে হলো না। দেখতে পেলাম ক্লাসের কিছু সংখ্যক ছেলে-মেয়ে চোরা চোখে আমাকে দেখার চেষ্টা করছে। কোচ ক্ল্যাপ আমাদের টীমের দুটি বাঁধার নির্দেশ দিলেন।

মাইক ইতস্তত আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।

"আমার সাথে জুটি বাঁধতে তোমার কি কোনো আপত্তি আছে?"

"ধন্যবাদ মাইক-তুমি তো জানোই, তোমার জন্যে এটা ভালো দেখাবে না।"

মুচকি হেসে ওকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরেই থাকবো।"দাঁতে দাঁত চেপে বললো ও। মাইকের পক্ষে এ ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা একান্ত স্বাভাবিক।

সামনের সময়টুকু আমার মোটেও ভালো কাটলো না। র‍্যাকেট দিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করলাম না বটে কিন্তু প্রতি পক্ষের ছোড়া কর্ক পাল্টা ফেরাতে গিয়ে আমি মাইকের কাঁধে আঘাত করে বসলাম। জিম ক্লাসের বাকি সময়টুকু কোর্টের কোণায় গিয়ে বসে থাকলাম, র‍্যাকেটটা খুব সাবধানে পেছন দিকে রেখে দিলাম। অবশেষে কোচ ক্ল্যাপ খেলা শেষ হওয়ার বাঁশি বাজালেন।

"তো," কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় মাইক বললো।

"তো, কি?"

"তুমি এবং কুলিন। তাই না?" ও জিজ্ঞাসে করলো। ওর কণ্ঠে রীতিমতো বিদ্রোহের সুর। খানিক আগের এলোমেলো ভাবটা আমি এরই ভেতর কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। সুতরাং মাইকের মুখের ওপর সমুচিত জবাব দিতে ছাড়লাম না।

"এ বিষয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে," সাবধান করে দেবার ভঙ্গিতে বললাম।"এটা আমার মোটেও ভালো লাগছে না," আমার সাবধান করে দেবার পরও বিড়বিড় করলো মাইক।

"অযথা চিন্তা করে তোমার কষ্ট পাওয়ার প্রয়োজন নেই," আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম।

"ও তোমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিলো... মনে হলো তুমি ওকে গিলে খেতে চাও," আমার কথা উপেক্ষা করে আগের মতোই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলো।

ওর কথা শুনে মনে হলো আমি হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। মাইক চোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকালো। আমি ওর দৃষ্টি উপেক্ষা করে লকার রুমের দিকে দৌড়ে গেলাম।

দ্রুত পোশাক পাল্টে নিলাম আমি। মনে হলো পেটের কাছে প্রজাপতি তার পাখা নাড়ছে। মাইকের সাথে এখন যুক্তি তর্কে অবতীর্ণ হওয়ার মতো মানসিকতা নেই। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি এ্যাডওয়ার্ড আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে? অথবা ওর সাথে কি গাড়িতে আবার আমার খাওয়ার সুযোগ ঘটবে? ওর পরিবারের সদস্যরাও কি ওখানে থাকবে? আমি সত্যিকারের এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করলাম। আমি যে সবকিছু জেনে গেছি। ওরা কি তা জানে ? আমার কাছে মনে হলো। আমি যে সব জেনে গেছি। ওরা তা জানতেও পারে আবার না-ও জানতে পারে, নয় কি? এরই ভেতর আমি জিম্ থেকে বেরিয়ে এসেছি। জিম্ থেকে বেরিয়ে আসার সময় উদ্ভট একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। পার্কিং লটের দিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ির পথে রওনা হবো। অবশ্য আমার ভয়ের কারণ একেবারে অহেতুক। জিম্ এর পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে এ্যাডওয়ার্ড আমার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে। এমন আবহাওয়ায় তার নিঃশ্বাস নিতে তেমন কোনো অসুবিধে হচ্ছো না-ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর পর। অদ্ভুদ এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করলাম।

“হাই,” গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেলে মুখ টিপে হাসলাম।

“হ্যালো।” ওর হাসি মুখে জবাব দেয়া দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

“ভালো” মিথ্যে বললাম আমি।

“জিম্-এ কেমন কাটলো?”

“ভালো,” মিথ্যে বলে মনে হলো না ওকে সন্তুষ্ট করা গেল। আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ও চোখে কুঁচকে পেছন দিকে তাকালো। ওকে অনুসরণ করে আমিও পেছনে তাকালাম। মাইক আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

“কি?” জানতে চাইলাম আমি

এ্যাডওয়ার্ডের চেহারায় এখনো রুক্ষতা। “নিউটিনের মধ্যাকর্ষণ শক্তি আমার নার্ভের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে”

“তুমি এবারো আমার কথা ভালোভাবে শুনবে না?” আমার ভেতর আবার আতঙ্ক এসে ভয় করেছে। খানিক আগে যে পুলক অনুভব করছিলাম, নিমেষেই তা উধাও হয়ে গেল।

“তোমার মাথার অবস্থা কেমন?’ নিরীহর মতো প্রশ্ন করলো এ্যাডওয়ার্ড।

“তোমাকে না বুঝা আসলেই কঠিন!” আমি ঘুরে পার্কিং লট-এর সাধারণ নির্দেশাবলি লেখা বোর্ডের কাছে এসে দাঁড়ালাম। যদি ও এসময় পার্কিং লট দিয়ে হেঁটে চলার কোন নিয়মই মেনে চলছি না।

ও সহজ ভঙ্গিতে আমাকে ধরে রাখলো।

আমরা কোনো কথা না বলে ওর গাড়ির দিকে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কয়েক পা দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। এক গাদা মানুষ। সবাই অবশ্য ছেলে এ্যাডওয়ার্ডের ভলভোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম। ওরা ভলভো ঘিরে নয়, আসলে ওরা রোজেলার লাল গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ভেতর থেকে কেউই আমাদের দিকে তাকালো না— এমনকি এ্যাডওয়ার্ড গাড়ির দরজা খোলার সময় পর্যন্ত নয়। কিছু না বলে পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে চেপে বসলাম।

“যতোসব লোক দেখানো আচরণ,” ও বিড়বিড় করলো।

“ওটা কোন ধরনের গাড়ি,” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“একটা এম-থ্রী”

“আমি মডেল জানতে চাইছি না।”

“এটা একটা বি এম ডব্লিউ,” আমার দিকে না তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে জবাব দিলো এ্যাডওয়ার্ড। বুঝতে পারলাম, গাড়ির ব্যাপারে ওর মোটেও আগ্রহ নেই।

আমি মাথা নাড়লাম —ওই গাড়ির ব্যাপারে আমার জানা আছে।

“এখনো তুমি রেগে আছো?” সাবধানে গাড়িটা বের করে আনার সময় প্রশ্ন করলো এ্যাডওয়ার্ড।

“অবশ্যই।” দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

“যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তাহলে কি আমাকে ক্ষমা করা যায় না?”

“করা যেতে পারে...যদি সত্যিই তুমি বুঝে শুনে প্রতিজ্ঞা করে থাকো। এবং যদি প্রতিজ্ঞা করে থাকো এ ধরনের আচরণ আর করবে না তাহলে।”

হঠাৎ ওর চোখ জোড়া জ্বলে উঠলো। "বুঝে শুনে প্রতিজ্ঞা করিনি মানে ? তাহলে কি শনিবার তোমাকে নিয়ে যেতে রাজি হতাম?" আমার শর্ত কোণার পর পাল্টা জবাব দিলো এ্যাডওয়ার্ড। আমার কাছে মনে হলো ও আমকে মধুরতম প্রস্তাব দিয়েছে।

"ঠিক আছে। বুঝতে পারছি আমার ভুল হয়ে গেছে," আমি ভুল স্বীকার করে নিলাম।"আমি দুঃখিত। আসলে আমি তোমার মন খারাপ করে দিয়েছি। শনিবারের সুন্দর সকালে ঠিকই তোমার বাড়ির দরজায় আমাকে পেয়ে যাবে।"

"উমম্ .মনে হয় না ব্যাপারটা খুব একটা ভালো হবে। চার্লি যখন দেখবে, বাড়ির সামনে থেকে ড্রাইভ ওয়েতে একটা ভলভো বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু আমার জবাব দেবার মতো কিছুই খুঁজে পাবো না।"

এখন ও একটু চাপাভাবে হাসলো।

"আমার কোনো গাড়ি নিয়ে আসার মোটেও ইচ্ছে নেই।"

"কিন্তু তাহলে—" মাঝপথে ও আমার কথা থামিয়ে দিলো। "এ বিষয় নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। আমি ওখানে উপস্থিত হবো কিন্তু কোনো গাড়ি থাকবে না।"

বিষয়টা আমার এড়িয়ে যাওয়া উচিত। এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করতে গেলে শুধু মাত্র মানসিক চাপই বাড়তে থাকবে।

এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুচকালো। "আমার মনে হলো এগুলো নিয়ে পরে চিন্তা করলেও হবে।"

অপেক্ষা করে থাকার সময় যতোটা সম্ভব নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম।

ও গাড়ি থামালো। আমি অবাক হয়ে তাকালাম—অবশ্যই আমরা ইতোমধ্যে চার্লির বাড়িতে এসে পৌঁছেছি; সামনেই ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন পেছনে তার দিকে তাকালাম। দেখলাম ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় আমার মনের অবস্থা বুঝে নেবার চেষ্টা করছে।

"তুমি কি এখনো জানতে চাইছো কেন আমাকে আজ পর্যন্ত শিকার করতে দেখোনি?" শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো আমাকে। কিন্তু প্রশ্নের চাইতে মনে হলো ওর চোখে মুখে এক ধরনের কৌতুকই খেলা করছে বেশি।

"ভালো," আমি বিশ্লেষণের চেষ্টা করলাম। "আমি তোমার প্রতিক্রিয়া দেখে খুব অবাক হচ্ছি।"

"আমি কি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি?" হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলাম ও আমার সাথে উপহাস করছে।

"না," আমি মিথ্যে বললাম। অবশ্য বিষয়টাতে ও সত্য খুঁজে পেলো না।

"আমি আসলে তোমাকে বুঝে দিতে চাইছি," সামান্য একটু হেসে আমাকে আস্বস্থ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার ভেতরকার খোঁচা দেবার ভঙ্গিটা এখন আর নেই। "এখন শুধু একটা বিষয় নিয়েই চিন্তা করছি। যখন আমরা শিকারে ব্যস্ত থাকবো, তখন তুমিও সেখানে উপস্থিত থাকবে।" ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠলো।

"ওখানে কি খুব খারাপ কিছু ঘটতে পারে?"

দাঁতের ফাঁক দিয়ে কোনোভাবে ও জবাব দিলো। "অতিরিক্ত মাত্রায়।"

"কারণ..."

ও গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে উইন্ডশীল্ড দিয়ে আকাশের ঘন মেঘের দিকে তাকালো।

"যখন আমরা শিকার করবো," ধীরে সুস্থে ও বলতে লাগলো, "কী শিকার করবো মনে মনে তা ঠিক করে নিই। বিশেষ করে আমাদের প্রাণ শক্তি খুব প্রখর। তুমি যদি আমাদের খুব কাছাকাছি থাকো, তাহলে আর ওই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবো না।"ও মাথা নাড়লো। এখনো আকাশে সেই ঘন কালো মেঘ জমে আছে।

যতোটা সম্ভব নিজেকে আমি শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম। ভেবেছিলাম ও বুঝি আগের মতোই আমার মনের কথা বুঝার, চেষ্টা করবে। কিন্তু তেমন কিছু আমি তাকে করতে দেখলাম না।

"বেলা, আমার মনে হয়ে তোমার ভেতরে যাওয়া উচিত।" শান্ত কণ্ঠের ভেতর ও কাঠিন্য এড়াতে পারলো না। তার চোখ মুখ আবার থমথম করছে।

দরজা খুলে আমি বেরিয়ে এলাম। কিন্তু ক্ষণিকের ভেতর গাড়ির কাচের জানালা অটোমেটিক নেমে এলো।

"ওহ্ বেলা?" ও আমাকে ডাকলো; ওর কণ্ঠস্বর আগের মতোই শান্ত। খোলা জানালার ওপর এ্যাডওয়ার্ড ঝুঁকে এলো ওর ঠোঁটে মুছে আসা এক চিলতে হাসি।

"হ্যাঁ, বলো?"

"কালকে কিন্তু আমার পালা।"

"তোমার কিসের পালা?"

এ্যাডওয়ার্ড দাঁত বের করে হাসলো। দেখলাম ওর দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। "যা জানার আছে বলে ফেলতে পারো।" দ্রুত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে এরপরই চলে গেল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোণার দিকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাড়ির ভেতর প্রবেশ করার সময় আমি একটু মুচকি হাসলাম। বলার কোনো অবকাশই নেই যে, আগামীকাল আমাকে দেখার এটা সুযোগ খুঁজছে।

অন্যান্য দিনের মতোই স্বপ্নে আজও এ্যাডওয়ার্ড হানা দিলো।। যাইহোক অচেতন একটা ভাব যে ঘুমের ভেতর আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো এখন তা আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। ঘুমের ভেতর এভাবেই কাটলো অনেক্ষণ। সকালের দিকে স্বপ্নবিহীন গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে পারলাম অবশেষে। যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন ও নিজেকে যথেষ্ট পরিশ্রান্ত মনে হলো, কিন্তু একই সাথে বিছানা ছেড়ে ওঠার এক ধরনের জোর তাগাদা অনুভব করলাম। বিছানা থেকে নেমে আমার বাদামি রঙের গলা—বন্ধ টি শার্ট এবং আবশ্যিকভাবে জিনস পরে নিলাম। ব্রেকফার্স্ট অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ। চার্লি নিজের জন্যে ডিম ভাজা করেছেন, নিজের জন্যে আমি নিলাম একপাত্র সিরিয়াল। অবাক হলাম এই ভেবে যে, চার্লি শনিবারের কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। সিঙ্কের ভেতর প্লেটগুলো ধোবার সময় তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন।

"এই শনিবারের ব্যাপারে..." কিচেনের ভেতরে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি জবাব দিলেন।

আমি মাথা নিচু করে জবাব দিলাম। "হ্যাঁ, বাবা।"

"এখনো তুমি সিয়েটেল যাওয়ার ইচ্ছে ধরেই রেখেছো?" উনি জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি সেভাবেই পরিকল্পনা করেছিলাম।" আমি হালকাভাবে হেসে জবাব দিলাম।

কয়েকটা ডিসের ওপর সাবান লাগিয়ে তিনি ব্রাশ দিয়ে ঘঁষতে লাগলেন। "তাহলে তো ডান্স পার্টিতে যোগ দেবার জন্যে সময় মতো ফিরতে পারছো না তুমি?"

"ড্যান্স পার্টিতে আমি যাচ্ছি না বাবা।" আমি রাগ করে জবাব দিলাম।

তোমাকে কেউ যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়নি?" চার্লি জিজ্ঞেস করলেন।

আমি পেছন ফিরে জবাব দিলাম,"এটা মেয়েদের পছন্দের ব্যাপার।

"ওহ্।" প্লেটগুলো মুছতে মুছতে তিনি ভ্রু কুঁচকালেন।

তার প্রতি আমার এক ধরনের মায়া হলো। একজন পিতার পক্ষে এই বিষয়গুলো অনুধাবন করা আসলেই কঠিন ব্যাপার; পছন্দের ছেলের সাথে তার মেয়ে দেখা করবে বোধহয় না কোনো পিতা তা সহজে মেনে নিতে পারে এরপর চার্লি অফিসের পথে রওনা হলেন। তাকে বিদায় জানিয়ে উপরতলায় উঠে গেলাম। দাঁত মেজে তারপর বইগুলো গুছিয়ে নিলাম। ক্রুজারটা চলে যাওয়ার খানিকক্ষণ বাদেই আমি জানালা পথে বাইরে তাকালাম। ইতোমধ্যে রূপালি রঙের গাড়িটাকে ওখানে দেখতে পেলাম। এতোক্ষণ ওটা চার্লির গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলো। সিঁড়ি বেয়ে আমি দ্রুত নেমে এলাম। ডেড্ বল্ড লাগিয়ে ওর গাড়ির কাছে এগিয়ে গেলাম। গাড়ির কাছে এসে আমি খানিকটা বিব্রতবোধ করলাম। এরপর কিছু না বলে গাড়িতে চেপে বসলাম। আমাকে দেখেও একটু হাসলো— এখন তাকে অনেকটাই প্রফুল্ল মনে হচ্ছে।

"সুভাত।" ওর কণ্ঠস্বর অনেকটাই মসৃণ মনে হলো। "আজ তুমি কেমন আছো?" আমার চেহারার ওপর ও দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। মনে হলো এভাবে সে মুখে কিছু না বললেও ভদ্রতাসূচক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে নিলো।

"ভালো, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।" আমি আসলে সবসময়ই ভালো থাকি—ভালোর চাইতেও ভালো—অন্তত পক্ষে যখন আমি তার কাছে থাকি।

এ্যাডওয়ার্ড আবার আমার মুখের দিকে তাকালো। "তোমাকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।"

"রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি," ইতস্ততভাবে জবাব দিলাম।

"আমিও মোটেও ঘুমোতে পারিনি," ইঞ্জিন চালু করতে করতে টিটকারী মারার ভঙ্গিতে বললো ও।"

আমি হেসে ফেললাম। "তোমার যে ঘুম হয়নি ঠিকই বুঝতে পারছি। তবে মনে হয় তোমার চাইতে আমি খানিকটা কমই ঘুমিয়েছি।"

"আমি বোধহয় স্বপ্নে তোমার সাথে দুষ্টমি করেছি।"

"গতরাতে স্বপ্নে তুমি কি ধরনের দুষ্টমি করেছো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ও মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করলো।" ও বিষয়ে তুমি কিছুই জানতে পারবে না। দিনে এ প্রশ্নের জবাব দেবার মতো নয়।"

ওহ্, তাইতো, ভুলেই গিয়ে ছিলাম বিষয়টা।

"আচ্ছা তোমার প্রিয় রঙ কি বেলা?" এ্যাডওয়ার্ড প্রশ্ন করলো

আমি চোখ প্যাকালাম। "একেক দিন একেক রঙ আমার পছন্দ।"

"আজকের পছন্দের রঙ কোনটা?" ম্লান কণ্ঠে প্রশ্ন করলোও।

"সম্ভবত বাদামি।" আমি আসলে নিজের ইচ্ছা মাফিক রঙ পছন্দ করি। ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলো এ্যাডওয়ার্ড।

"অবশ্যই। বাদামি হচ্ছে উষ্ণ রঙ। আমাকে তুমি মিস ব্রাউন, নামেও ডাকতে পারো। সবকিছুর ভেতর তুমি বাদামি রঙ খুঁজে পাবে গাছের গুঁড়ি। পাথর, তীরের ফলা এখানকার সব সবুজ রঙই বাদামি রঙে আচ্ছাদিত।

"তুমি আসলে ঠিকই বলেছো," আমাকে সমর্থন জানালো ও। "বাদামি হচ্ছে উষ্ণ রঙ।" আমরা স্কুলে এসে উপস্থিত হলাম। পার্কিং লট্—এ গাড়ি দাঁড় করার সময় ও আমার দিকে ফিরে তাকালো।

"এখন তোমার সি ডি প্লেয়ারে কোন ধরনের গান আছে?" ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো। ওর চেহারা দেখে মনে হলো যেন সে হত্যার স্বীকারোক্তি প্রদান করছে। আমার খেয়াল হলো ফিল্ যে সিডি আমাকে দিয়েছিলেন; তা আর প্লেয়ার থেকে বের করা হয়নি। যখন ব্যান্ডের নাম বললাম, তখন হাসলো— ওর চোখে অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি লক্ষ করলাম। এ্যাডওয়ার্ড চাপ দিয়ে গাড়ির কপার্টমেন্ট খুলে ফেললো। ওখান থেকে প্রায় ত্রিশ কিংবা তারও বেশি সি ডি বের করে আনলো। ওই সামান্য জায়গাটুকুতে গাদাগাদি করে সিডিগুলো রাখা ছিলো। এ্যাডওয়ার্ড ওই এক গাদা সিডি আমার হাতে ধরিয়ে দিলো।

"এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকবে," ও ভ্রু কুঁচকে তাকালো আমার দিকে।

এগুলো একই ধরনের সিডি— অন্তত আমার কাছে তেমনই মনে হলো। সিডির কভারগুলো খুবই চমৎকার।

অন্যান্য দিনের মতোই আমাকে ক্লাস করতে হলো। প্রথমে ইংরেজি ক্লাস পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিলো। স্প্যানিশ ক্লাসের পর সমস্ত লাঞ্চের সময়টুকু ও আমার সাথেই কাটালো। আমার ভালোলাগা—মন্দলাগা প্রতিটা বিষয় নিয়েই আমার সাথে আলোচনা করতে লাগলো। আমি কোন ধরনের ছবি পছন্দ করি। কোন ধরনের ছবি খারাপ লাগে, কোন জায়গা আমার ভালো লেগেছে কিংবা কেমন জায়গায় যেতে চাই বই এবং বই দিয়েই এ ধরনের আলোচনার সমাপ্তি টানলো।

মনে পড়লো। গতবার কোনো বিষয় নিয়ে আমি এতো আলোচনা করিনি। অন্য কোনো সময়েও এ ধরনের আলোচনা হয়নি, নিজেকে আমি সবসময় সংযত রাখার চেষ্টা করেছি, মনে হয়েছে অতিরিক্ত কথা বলা হয়তো ও বিরক্তবোধ করবে। কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হলো না এই আলোচনায় কিছু মাত্র বিরক্ত হচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ডের বেশির ভাগ—প্রশ্নই একেবারে সাধারণ। অবশ্য এর মাঝে কিছু জটিল প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে।

এরই মাঝে ও আমার প্রিয় রত্ন পাথর নিয়ে প্রশ্ন করে বসলো। একটু ভেবে আমি জবাব দিলাম পুস্পরাগ মনি। এরপর একের পর এক এমনভাবে প্রশ্ন করে যেতে লাগলো, যেন কোনো মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ মানসিক রোগের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। অবশ্য এ ধরনের প্রশ্নে প্রথমে মাথায় যেমনটা এলো তেমনই জবাব দিতে লাগলাম। অল্পসময় থামলো। তবে খুব বেশি সময়ের জন্য নয়। মুহূর্ততে নতুন এক প্রসঙ্গে চলে এলো।

"কোন ধরনের ফুল তোমার পছন্দ?" হঠাৎ—ই ও প্রশ্ন করলো।

একটু স্বস্তি পাওয়ার আশায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। এটাকে আমার ওপর মনোবীক্ষণ সমীক্ষার মতো মনে হলো। জীববিজ্ঞান আমার কাছে আরেকটা দুর্বোধ্য বিষয়। মিস্টার ব্যানার ক্লাসে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ্যাডওয়ার্ড আমাকে একের পর এক প্রশ্নে জর্জরিত করতে লাগলো। মিস্টার ব্যানার গতদিনের মতো আজো সেই অডিও—ভিজ্যুয়াল ফ্রেম এনে হাজির করেছেন। তিনি যখন সুইচ অফ করে ঘরটা অন্ধকার করে দিলেন, বুঝতে পারলাম এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশের চেয়ারে এসেই বসেছে। এতে আমার অবশ্য কোনো উপকার হলো না। ওর পাশে বসে গতদিন যেমন অনুভূতি হয়েছিলো, আজও তেমনই মনে হলো। টেবিলের ওপর হাত রেখে। তার ওপর চিবুক রেখে আমি বসে থাকলাম। আঙ্গুলগুলো দিয়ে টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরে রাখলাম। আমি ওর দিকে তাকাতে পারলাম না। পাছে ভয় হলো ও নাকি আবার আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে এর রকম ক্ষেত্রে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করাও এক ধরনের কঠিন কাজ। আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে মুভিটা দেখতে লাগলাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে দেখলাম। এতোক্ষণ আমি কী দেখেছি আদৌ তার কিছুই বুঝতে পারিনি। মিস্টর ব্যানার যখন আবার আলো জ্বালালেন আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম— এতে বোধহয় খানিকটা স্বস্তিবোধ করতে পারলাম। আলো জ্বালানের পর মিস্টার ব্যানার এ্যাডওয়ার্ডের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন— আমার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে।

এ্যাডওর্য়াড চুপচাপ উঠে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। কোনো কথা না বলে আমরা জিমনেসিয়ামের দিকে হাঁটতে লাগলাম। এবং গতকালকের মতোই কোনো কথা না বলেই আমার গালে স্পর্শ করলো— ওর শীতল স্পর্শে মনে হলো চিবুকসহ আমার সমস্ত গালটাই জমে গেল।

জিম—এ প্রবেশ করে দেখতে পেলাম মাইক একজনের ব্যাডমিন্টন খেলা দেখছে। আজ আর আমার সাথে কথাই বললো না হয়তো আমার ভোঁতা অভিব্যক্তির কারণে অথবা গতকালের মনমালিন্যের কারণে। মাইকের এ ধরনে আচরণে আমার মনের কোণায় খঁচখঁচ করতে লাগলো। তবে ওর প্রতি মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না আমি।

আমি পোশাক পাল্টে নিলাম। বুঝতে পারলাম এখানকার পালা আমাকে দ্রুত সাঙ্গ করতে হবে আর যতো দ্রুত করতে পারবো তাড়াতাড়ি আমার এ্যাডওয়ার্ডে সাথে দেখা হবে। খেলার পর্ব শেষ করে বাইরে এসে যখন দেখলাম ও একইস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। আপনা আপনি আমার মুখ হাসিতে ভরে উঠলো হাসি মুখে পাল্টা জবাব দিলো। এখন তার প্রশ্নে ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা চার্লির বাড়ির সামনে বসে আছি, ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে যাওয়ার খানিক বাদেই আমাদের চারপাশে রিমঝিম বৃষ্টি পড়তে লাগলো। আমরা বাধ্য হয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলাম।

"তোমার খাওয়া শেষ হয়েছে?" শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

"একেবারে শেষ হয়নি বটে কিন্তু তোমার বাবার আসার সময় হয়ে গেছে।"

"চার্লি।" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে প্রায় আতঁকে উঠলাম। আমি বাইরের বৃষ্টিপাত

আকাশের দিকে তাকালাম। কিন্তু এর থেকে সময় সম্পর্কে কোনো ধারণাই পেলাম না।

"এতো দেরি হয়ে গেছে?" অবাক হয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম। সময় দেখে

"এখন গোধুলি বেলা," পশ্চিম দিগন্ত রেখার দিকে এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করলো। এখনো ওদিকটায় কালো মেঘ জমে আছে।। ওর কণ্ঠে চিন্তার ছাপ, মনে হলো যেন ওর মন কোন দূর সীমায় হারিয়ে গেছে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিন্তু ও কিছুই লক্ষ করলো না।

আমি অবশ্য ওর ওপর থেকে দৃষ্টি ফেরালাম না। হঠাৎ—ই এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকালো।

"আমাদের জন্যে এই সময়টাই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ," কোনো প্রশ্ন না করতেই আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো। "সবচেয়ে সহজ সময়। কিন্তু এক দিক থেকে দুঃখজনকও...একটা দিনের শেষ হয়ে রাত ফিরে আসে। অন্ধকার মানেই তো অনিশ্চয়তা, তোমার কি মনে হয়?" আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করলো।

"রাত আমার ভালো লাগে। অন্ধকার ছাড়া আকাশের তারা দেখা যায় না।" আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "এখানে অবশ্য তুমি খুব একটা তারা দেখতে পাবে না।"

ও হেসে উঠলো ওর মন অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে।

"চার্লি খানিকক্ষণের ভেতরই এসে পড়বেন। সুতরাং, শনিবার তুমি আমার সাথে যাচ্ছে যদি বলতে না চাও..." এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুঁচকে বললো।

"ধন্যবাদ কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ দেবো না।" আমি বইগুলো গুছাতে গুছাতে বললাম। এতোক্ষণে বুঝলাম, আমি অনেকক্ষণ একইভাবে বসে আছি। "তো, কাল আমার পালা। নাকি?"

"অবশ্যই না।" ক্ষণিকের ভেতর ও চেহারা পাল্টে গেল। "আমি তোমাকে বলেছি তা হবার নয়, তোমাকে বলিনি?"

"ওখানে আর কি আছে?"

"কাল তুমি নিজেই খুঁজে বের করবে।"

হাত মেলাবার সময় দেখালাম এখনো তার হাত বরফ শীতল হয়েই আছে।

"মোটেও ভালো নয়," ও বিড়বিড় করলো।

"কোন বিষয়ে বলছো?" আমি অবাক হয়ে দেখলাম ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি এলোমেলো। এ্যাডওয়ার্ড ক্ষণিকের জন্যে আমার দিকে তাকালো। "অন্য সমস্যাও আছে," শান্ত কণ্ঠে বললো।

এক ঝট্‌কায় দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো। আমিও তার সাথে বেরিয়ে এলাম। এ্যাডওয়ার্ড ইঞ্জিন চালু করলো।

"কোণায় চার্লির গাড়ি দেখা যাচ্ছে," গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমাকে সাবধান করলো।

নিমেষেই একরাশ হতাশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। এ্যাডওয়ার্ডের কাছ থেকে আমার অনেক কিছুই জানার ছিলো। কিন্তু তার কিছুই আমার জানা সম্ভব হয়নি। শুধু মুষলধারার বৃষ্টিতে আশার জ্যাকেট ভিজতে লাগলো।

কোণার দিক থেকে এগিয়ে আসা গাড়ির সামনের সিটের দিকে লক্ষ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা ঘন অন্ধকারে ঢেকে আছে। আমি শুধু এ্যাডওয়ার্ডের জ্বলজ্বলে হেডলাইটেই দেখতে পেলাম; এখনো সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর দৃষ্টি এমন কিছুর ওপর অথবা এমন কারও ওপর, যার আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। ওর ভেতর এক ধরনের হতাশার অভিব্যক্তি।

এ্যাডওয়ার্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া ইঞ্জিনটা আবার চালু করলো। এরপর ভেজা পেভমেন্টের ওপর চাকার শব্দ তুলে ভলভোটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মুহূর্তের ভেতর গাড়িটা আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল।

"এই যে বেলা," কালো রঙের একটা গাড়ির ভেতর থেকে পরিচিত একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"জ্যাকব?" বৃষ্টির ভেতর দিয়ে দৃষ্টি মেলে আমি জিজ্ঞেস করলাম। এর ঠিক পর মুহূর্তেই কোণার দিক থেকে চার্লির ক্রুজারটা এগিয়ে এলো আমার দিকে। ক্রুজারের উজ্জ্বল আলো আমার দেহের ওপর এসে পড়লো।

জ্যাকব ইতোমধ্যে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই অন্ধকারের ভেতরও তার সবুজ রঙের রেইনকোর্ট আমার দৃষ্টি এড়ালো না। দেখলাম প্যাসেঞ্জার সিটে একজন বয়স্ক মানুষ বসে আছেন, একজন স্বাস্থ্যবান মনে রাখার মতো চেহারা—মুখের চামড়ার রঙটা পুরাতন চামড়ার মতো এবং চোখ জোড়া দেখে আমার কাছে খুবই পরিচিত মনে হলো,কালো চোখ আমার পরিচিত এক তরুণ এবং এই প্রাচীন ভদ্রলোকের একই রকমের চোখ। ভদ্রলোক হচ্ছেন জ্যাকবেরন বাবা বিলি ব্ল্যাক। চিনতে পারলাম। যদিও আমি তাকে পাঁচ বছর আগে দেখেছিলাম। চার্লি যখন প্রথম দিন তার সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, আমি অবশ্য বিলি ব্ল্যাকের চেহারা মনে করতে পারছিলাম না। উনি সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার চেহারায় কী যেন পড়ার চেষ্টা করছেন। সুতরাং তার দিকে তাকিয়ে আমি ম্লানভাবে হাসলাম। ভদ্রলোকের চোখ জোড়া বড়ো বড়ো উঠেছে— এমনটা ভয়েও হতে পারে অথবা দুঃখে। নাক দিয়ে তিনি অদ্ভুত শব্দ করলেন। আমার হাসি মুছে গেল।

আরেক ধরনের সমস্যা। এ্যাডওয়ার্ড এমনই ইঙ্গিত দিয়েছিলো।

কৌতূহলী চোখে বিলি এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে মনে আমি গুছিয়ে উঠলাম। এ্যাডওয়ার্ডের ব্যাপারটা কি বিলি জেনে গেছেন?

বিলির চোখেই আমি জবাবটা খুঁজে পেলাম। হ্যাঁ,হ্যাঁ তিনি জানতে পেরেছেন।

বারো

'বিলি।" বিলি ব্ল্যাক গাড়ি থেকে নেমে আসার সাথে সাথে চার্লি তাকে ডাকলেন।

বাড়ির দিকে ঘুরে ইশারা করে জ্যাকবকে পোর্চের নিচে ডাকলাম। শুনতে পেলাম চার্লি বিলির সাথে কথা বলতে বলতে আমার পেছন পেছন আসছেন।

“আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি। জ্যাকি গাড়ির সিটে যে তুমি বসে আছো তা লক্ষই করিনি,” বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন উনি।

“কোনো অনুমতি ছাড়াই আমরা চলে এসেছি,” পোর্চের লাইট জ্বালিয়ে যখন দরজার লক খুলছি, তখন জ্যাকব মন্তব্য করলো।

“অবশ্যই তোমরা ভালো কাজ করেছো,” চার্লি হাসতে হাসতে বললেন।

বিলির কণ্ঠস্বর সহজেই আমি চিনতে পারলাম, যদিও এই কণ্ঠ অনেক দিন আগে শুনেছি। তার কণ্ঠ শুনে মনে হলো ক্ষণিকের জন্যে সেই ছেলেবেলায় ফিরে গেছি।

বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে লিভিং রুমের দরজা খুললাম এবং জ্যাকেটটা ঝুলিয়ে রাখার আগে আলো জ্বালিয়ে দিলাম।

“তোমরা আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি,” চার্লি বললেন

“অনেক দিন থেকেই আসবো আসবো করছি,ঠিক আসা হয় না,” বিলি জবাব দিলেন।” আশা করি অসময়ে এসে পড়িনি?” চোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন। সত্যিকার অর্থের তার অভিব্যক্তি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

“না, না, খুবই ভালো লাগছে আমার। আমি আশা করবো খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমরা এখানেই থাকবে।”

জ্যাকব ভেঙ্‌চি কাটলো। “আমি ঠিকই ধরতে পেরেছি, ওটাই আসলে ব্যাপার—আমাদের টেলিভিশন গত সপ্তাহে ভেঙে গেছে।”

“বিলি বাঁকা চোখে তার ছেলের দিকে তাকালেন। “এবং এটাও ঠিক জ্যাকব বেলাকে আরেকবার দেখার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল,” তিনি বললেন। বাবার কথা শুনে জ্যাকব মাথা নুইয়ে ফেললো। সম্ভবত ওকে বীচ্—এ আমার প্রতি খুব বেশি আগ্রহী করে ফেলেছি।

“তোমার কি খিদে পেয়েছে?” কিচেনের দিকে এগুতে এগুতে জ্যাকবকে প্রশ্ন করলাম। আমি সত্যিকার অর্থে বিলির দৃষ্টির সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাই।

“নাহ। এখানে আসার আগেই আমি নাস্তা করেছি,” জ্যাকব জবাব দিলো।

“বাবা তুমি?” ঘাড় উঁচিয়ে কোণায় বসে থাকা চার্লিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলাম।

“অবশ্যই,” উনি জবাব দিলেন। বুঝতে পারলাম তার সমস্ত মনোযোগই টেলিভিশনের প্রতি।

গ্রীল চিজ স্যান্ডুউইচ ফ্লাইং প্যানে গরম করতে দিয়ে টমেটো চাক চাক করে কাটতে লাগলাম। আর তখনই মনে হলো কেউ একজন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

“কেমন চলছে তোমার?” জ্যাকব জিজ্ঞেস করলো।

“মোটামোটি চলে যাচ্ছে।” আমি হেসে জবাব দিলাম। ওর এ ধরনের প্রশ্নের কারণ ঠিক বুঝতে পারলাম না।

“তোমার কি খবর ?” তোমার গাড়ি তৈরি করা শেষ হয়েছে?”

“না।” ও ভ্রু কুঁচকে বললো। “এখনো আমার বেশ কিছু যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। আমাদের ওগুলো ধার করতে হবে কোথাও থেকে।” ও বুড়ো আঙুল দিয়ে সামনের দিককার খোলা জায়গার দিকে নির্দেশ করলো।

"দুঃখিত। আমি কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ...তুমি কিসের কথা বলছো?"

"মাস্টার সিলিন্ডার।" ও ভেঙচি কেটে বললো। "ওই ট্রাকে কি কোনো সমস্যা হয়েছে?" হঠাৎ প্রশ্ন করলো জ্যাকব।

"নাহ।"

"ওহ। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে, ইদানিং তুমি ওটা মোটেও চালাচ্ছো না।"

আমি প্যানের দিকে নজর দিলাম। বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম, নিচের দিকে ওগুলো ঠিক মতো ভাজা হয়েছে কিনা। ভাজা স্যান্ড উইচগুলো আমি উল্টিয়ে দিলাম।

"দিন কয়েক হলো আমার এক।" বন্ধুর সাথে আমি স্কুলে যাচ্ছি।

"ওই গাড়িতে চাপতে নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগছে?" জ্যাকবের প্রশ্নে ধরন আমার কাছে অন্যরকম মনে হলো।" যদিও আমি জানি না কার গাড়ি তবে এখানকার সবাই বোধহয় ওকে চেনে।" স্যান্ডুউইচগুলো উল্টানো নিয়েই আমি ব্যস্ত। কোনো কথা না বলে ওর কথার সর্মথনে শুধু মাথা নাড়লাম।

"আমার ওকে অনেক দিন থেকেই জানেন বোধহয়।"

"জ্যাকব তুমি কয়েকটা প্লেট আমাকে এগিয়ে দিতে পারবে? সিঙ্কের ওপরকার কাপবোর্ডের ভেতর আছে ওগুলো।"

"অবশ্যই,"

কথা না বলে প্লেটগুলো আমাকে এনে দিলো। আশা করলাম এবার বোধহয় ওই প্রসঙ্গটা জ্যাকব বাদ দেবে।

"তো, ছেলেটা কে?" আমার সামনের কাউন্টারের ওপর দু'টো প্লেট রাখতে রাখতে প্রশ্ন করলো। আমি বিরক্ত হয়ে একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।" এ্যাডওয়ার্ড কুলিন।"

আমাকে অবাক করে দিয়ে ও হেসে উঠলো। আমি ওর দিকে আড়চোখে তাকালাম। এভাবে তাকানোয় জ্যাকবকে খানিকটা বিব্রত মনে হলো।

"তুমি বলার পর এখন বুঝতে পারছি," ও বললো। "বাবার অবাক হওয়ার কারণ এখন বুঝতে পারছি।"

"উনি ঠিকই আছেন," আমি এক ধরনের কৃত্রিম অভিব্যক্তি দেখালাম। "উনি বোধ হয় কুলিন পরিবারকে পছন্দ করেন না।"

"অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাসী একজন বয়স্ক মানুষ," দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করলো জ্যাকব।

"আমার মনে হয় না ইন চার্লিকে এ বিষয়ে কিছু বলবেন তুমি কি বলো?" কোনো উপকারে আসবে না জেনেও আমি তাকে এ ধরনের প্রশ্ন করলাম।। জ্যাকব অল্পক্ষণের জন্যে আমার দিকে তাকালো। কিন্তু ওর কালো চোখে কোনো অভিব্যক্তিই বুঝতে পারলাম না। "আমার এ বিষয়ে সন্দেহ আছে," অবশেষে ও মুখ খুললো। "যতোটুকু মনে পড়ে এর আগে একবার বাবার সাথে চার্লির কুলিন পরিবারকে নিয়ে কিছু তর্ক বির্তক হয়েছিলো। এরপর থেকে ওই প্রসঙ্গে তারা খুব একটা কথা বলেননি—

আজকে বাবার সাক্ষাৎকে ছোটো–খাটো একটা রী ইউনিয়নের মতো বলতে পারো। আমার মনে হয় না কুলিন পরিবারের প্রসঙ্গ আবার তারা টেনে আনবেন।

"ওহ," যতোটা সম্ভব গলার স্বর পাল্টিয়ে আমি তাকে বললাম।

লিভিং রুমে চার্লিদের জন্যে খাবার আনার সময়টুকুতেও জ্যাকব এক নাগাড়ে বকবক করে যেতে লাগলো। তবে ওদের আলোচনা থেকে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেন যেন আজকের রাতকে আমার কাছে বেশ দীর্ঘ বলে মনে হলো। আজ প্রচুর হোম ওর্য়াক্ জমা হয়ে আছে, যার কিছুই এখন পর্যন্ত করা হয়নি। কিন্তু বিলিকে চার্লির সাথে একা ছেড়ে দিতেও আমার ভয় হচ্ছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত খেলা শেষ হলো।

"সহসাই কি ওই বন্ধু বীচ্–এ তোমার সাথে দেখা করতে আসছে?" জ্যাকব হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করে বসলো।

"আমি ঠিক বলতে পারছি না," অনিশ্চতভাবে জবাব দিলাম আমি।

"চার্লি এখানে আমার বেশ ভালো লাগলো," বিলি বললেন।

"আগামী খেলার দিন চলে এসো," উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে চার্লি বললেন।

"অবশ্যই, অবশ্যই আসবো," বিলি বললেন। "এখানে আমার চমৎকার কাটলো। সুন্দর একটা রাত।" বিলির চোখ আমার দিকে ঘুরে গেল। এবং ক্ষণিকেই তার মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। "বেলা, তুমি নিজের প্রতি লক্ষ রেখো।" বুঝতে পারলাম বুঝে শুনেই তিনি কথাটা বলেছেন।

"ধন্যবাদ," অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললাম।

চার্লি দরজার দিকে এগুবার সময় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম।

"বেলা একটু দাঁড়াও," তিনি বললেন।

আমি ভয়ে একেবারে কুঁচকে গেলাম। লিভিং রুমে ওদের কাছে যাওয়ার আগে বিলি কি চার্লির সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছেন?

কিন্তু চার্লিকে দেখে প্রফুল্ল মনে হলো।

"আজ রাতে তোমার সাথে কথা বলার কোনো সুযোগ হলো না আমার। আজকের দিনটা কেমন কাটবে তোমার?"

"ভালো।" প্রথম সিঁড়ি ওপর দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করে জবাব দিলাম আমি। কথার মোড় ঘুরাতে ভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে আনলাম।

"আমার ব্যাডমিন্টন টিম আজ চারবারই জিতেছে।"

"ওয়াও, আমি জানতাম না যে তুমি এতো ভালো ব্যাডমিন্টন খেলো।

"না, তেমন নয়, আমি আসলে ভালো ব্যাডমিন্টন খেলি না, কিন্তু আমার পার্টনার খুবই ভালো খেলে," সত্যটা আমি স্বীকার করে নিলাম।

"ছেলেটা কে?" বেশ খানিকটা আগ্রহ নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"উমম্... ও হচ্ছে মাইক নিউটন," স্বাভাবিক কণ্ঠে তার জবাব দিলাম।

"ওহ, হ্যাঁ নিউটন পরিবারের ছেলে তাহলে তোমার বন্ধু ?" মনে হলো তিনি খানিকটা দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পেরেছেন। "চমৎকার এক পরিবার। উনি অল্পক্ষণ চুপ করে থাকলেন। এই উইক এন্ডে নাচের আসরে তোমার বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছো না কেন?"

"বাবা।" আমি গুছিয়ে উঠলাম, "আমার বান্ধবী জেসিকার সাথে ওর একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাছাড়া তুমি তো জানোই, আমি মোটেও ভালো নাচতে পারি না।"

"ও হ্যাঁ," বাবা বিড়বিড় করে বললেন। এরপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।" তো, শনিবার তোমার যেখানে যাওয়ার কথা ছিলো, সেখানে গেলেই বোধহয় ভালো করবে... আমি ঠিক করেছি স্টেশনের কয়েক বন্ধুকে সাথে নিয়ে মাছ ধরতে যাবো। আশা করছি আবহাওয়া ভালোই থাকবে। কিন্তু তুমি যদি কোথাও না যেতে চাও তাহলে আমি বাড়িতেই থাকবো। আশা করছিলাম তোমার সাথে কেউ গেলে মনে হয় বেশ ভালোই হতো। মাছ ধরতে যদি না যাই, বাড়িতে থাকতে আমার কোনোই আপিত্তি নেই। তুমি যখন এখানে ছিলে না, তখন আমাকে একাই থাকতে হয়েছে।"

"বাবা, তুমি আমার খুব বড়ো উপকার করলে।" আমার উৎফুল্ল ভাবটা প্রকাশ না করেই আমি একটু হাসলাম।" তোমাকে এখানে ফেলে রাখার কথা কল্পনাই করতে পারি না— আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি বাবা।" তার দিকে তাকাতেই তিনি চোখ টিপে হাসলেন।

রাতে ঘুম ভালোই হলো। তবে স্বপ্ন আমার পিছু ছাড়লো না। ধূসর মুক্তোর মতো ঝলমলে সকালে ঘুম ভাঙ্গলো। সকালের এই সুন্দর আবহাওয়া দেখে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সন্ধ্যার বিলি এবং জ্যাকবের আলোচনায় আমার ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো, এখন মোটেও তার অবশিষ্ট নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম,বিষয়টা আমি সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাবো। সামনের চুলগোলো পেছন দিকে নিয়ে শক্তভাবে বেধেঁ নিলাম। এরপর নিচে নেমে এলাম চার্লির সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে।

"আজ তোমাকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে," ব্রেকফার্স্ট থেকে চোখ তুলে মন্তব্য করলেন চার্লি।

আমি শ্রাগ করলাম। "আজ শুক্রবার।"

আমি তাড়াহুড়া করছি, কারণ চার্লি বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে আমিও বেড়িয়ে পড়বো। আমার ব্যাগ গুছিয়ে নেয়া হয়েছে, জুতা পরা হয়ে গেছে। দাঁত ব্রাশ করা শেষ, কিন্তু তারপরও এক ধরনের উৎকণ্ঠা কাজ করছে। আমি জানি যে, চার্লি বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই এ্যাডওয়ার্ড এসে হাজির হবে। ও যা করে, খুব দ্রুতই করে। আমি দেখালাম ওর গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে, গাড়ির জানালা নামানো, ইঞ্জিন বন্ধ করা। প্যাসেঞ্জার সাইডে চেপে বসার সময় আমি মোটেও ইতস্তত করলাম না। দ্রুত গাড়িতে চেপেই ওর মুখ দেখতে পেলাম। আমার দিকে তাকিয়েও দাঁত বের করে হাসলো। ওর হাসি দেখে মনে হলো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে এবং হৃৎস্পন্দনও থেমে যাচ্ছে।

"তোমার কেমন ঘুম হলো?" ও জিজ্ঞেস করলো। ওর কণ্ঠ শুনে মনে হলো, ও বোধহয় কোনো নতুন বুদ্ধি আঁটিছে।

"ভালো। তোমার রাত কেমনভাবে কাটলো?"

"খুবই আনন্দে।" ওর হাসি কৌতূহলোদ্দীপক; আমি ওর অন্তর্নিহিত কৌতুক ঠিক

ধরতে পারলাম না।

"তুমি গতরাতে কি করেছো তা কি আমি জানতে পারি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না।" ও ভেঙচি কাটলো।

"আজকের দিনটা শুধুই আমার নিজেস্ব। আজ তার প্রশ্ন শুরু হলো বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে বেশিরভাগই রেনেকে নিয়ে, তার শখ, তার সাথে কীভাবে অবসর কাটে। এরপর আমার পরিচিত এক দাদীমাকে নিয়ে, আমার জনা কয়েক স্কুলের বন্ধু—আমি বিব্রতবোধ করলাম তখনই, যখন ও জিজ্ঞেস করলো যে, আমি ছেলের সাথে ডেটিং করেছি। ওর এই প্রশ্নে আমি বেশ খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলাম কারণ আজ পর্যন্ত আমি কোনো ছেলের সাথেই ডেটিং করিনি, এমনকি কারও সাথে তেমনভাবে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথাও বলিনি। আমার ভালোবাসার অনভিজ্ঞতা শুনে জেসিকা এবং এঞ্জেলা যেমন অবাক হয়েছিলো। এ্যাডওয়ার্ডকেও একইভাবে তথ্যটা অবাক করলো।

"তাহলে কাঙ্খিত কারো সাথে তুমি কখনো মিলিত হওনি?" রাশভারী কণ্ঠে ও প্রশ্ন করলো। কণ্ঠ শুনে ঠিক বুঝতে পারলাম না, আদৌ ও কী চিন্তা করছে। নিজের কাছে নিঃসন্দেহে আমি সৎ একজন মেয়ে। "ফিনিক্স—এ থাকতেও এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি।"

এ্যাডওয়ার্ড ঠোঁট টিপে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো।

"আজ তোমাকে আমি গাড়ি চালানের সুযোগ দিতে চাই।" ঘোষণা দেবার মতো করে বললো এ্যাডওর্যাড।

"কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"লাঞ্চের পর এলিসকে নিয়ে আমি একটু বেরুবো।"

"ওহ।" আমি ক্ষুব্দ্ধ হয়ে চোখ পিটপিট করলাম একই সাথে আমি হতাশও হয়েছি।" ঠিক আছে। কোনো সমস্যা নেই আমি হেঁটেই চলে যেতে পারবো।"

"বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ও ভ্রু কুঁচকালো।" তোমাকে আমি নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে বাড়ি যেতে বলিনি।

"ট্রাকটা আনার জন্যে আমরা তোমার বাড়ি যাবো এবং সেটা এখানে তোমার জন্যে রেখে যাবো।"

"আমি সাথে করে চাবি আনিনি," দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম আমি। "হেঁটে যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই।"

ও মাথা নাড়লো। "তোমার ট্রাক এখানেই থাকবে। এবং ইগনিশনের সাথে চাবি আটকানোই থাকবে —যদি না তুমি গাড়ি চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় পাও।" ও হাসতে হাসতে বললো।

"ঠিক আছে," ঠোঁট কামড়ে ধরে আমি রাজি হয়ে গেলাম আমি খানিকটা নিশ্চিত যে, গত বুধবার যে জিনস পরেছিলাম সেটার পকেটেই গাড়ির চাবিটা থেকে গেছে। লন্ডি রুমের একগাদা কাপড়ের নিচে ওই জিনস্ পড়ে আছে। যদি ও বাড়ির তালাও ভাঙ্গে অথবা জানি না কীভাবে ঘরে প্রবেশ করতে চাচ্ছে, তবুও চাবিটা কোনোভাবেই খুঁজে বের করতে পারবে না। আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছে।

"তো তোমরা কোথায় যাচ্ছো?" কণ্ঠকে যতোটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে প্রশ্ন করলাম

"শিকার করতে," শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো এ্যাডওয়ার্ড। "কাল যদি তোমাকে নিয়ে মা একা যেতে হয়, তাহলে কিছু পূর্ব প্রস্তুতি নেবার প্রয়োজন। মুর্হূতে ওর চোখে মুখে বিষণ্নতার ছাপ ফুঁটে উঠলো। "তাছাড়া যে কোনো মুহূর্তে তুমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে পারো।"

ওর কঠোর দৃষ্টির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না।—মাথা নিচু করে ফেললাম। ওর চোখে মুখে ভয়ের ছাপ দেখার পর বুঝতে পারলাম না কালকের ঘটনা কতোটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। এরকম পরিস্থিতিতে তাকে আমি না করে দিতে পারি। তারপরই চিন্তা করে দেখলাম, এটা আসলে কোনো ব্যাপারই নয়। কথাটা আমি মনে মনে বলতে লাগলাম।

"না," ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললাম। "আমি পারবো না।"

"আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছো," অস্পষ্টভাবে এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করলো। আমার কাছে মনে হলো ওর চোখের রঙ আরো ঘন হয়ে গেছে।

আমি প্রসঙ্গটা পাল্টানোর চেষ্টা করলাম। "আগামীকাল তোমার সাথে আমার কখোন দেখা হচ্ছে?" ও চলে যাবে এই হতাশার ভেতরও আমি প্রশ্ন করলাম।

"সেটা নির্ভর করছে... মনে রেখো দিনটা শনিবার। কালকের ছুটির দিনে নিশ্চয়। তুমি ঘুমিয়ে কাটাতে চাও না?"

"না," খুব দ্রুত জবাব দিলাম আমি। তবে হালকা ভাবে হাসি তার ঠোঁটে ঠিকই ঝুলে থাকলো।

"প্রতিদিন যে সময় আমি উপস্থিত থাকি, তখনই উপস্থিত থাকবো।" এ্যাডওয়ার্ড তার সিদ্ধান্ত জানালো। "চার্লি কি কাল বাড়িতেই থাকবেন?"

"না, উনি কালকে মাছ ধরতে যাচ্ছেন।"

হঠাৎ-ই এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। "একটা কথার জবাব দাও, তুমি যদি কালরাতে বাড়ি ফিরে না আসো, তাহলে উনি কি চিন্তা করবেন?"

"এ বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই নেই," শান্ত কণ্ঠে আমি জবাব দিলাম। "তিনি জানেন আমার কিছু কাপড় ধোবার আছে। ফিরে না এলে হয়তো মনে করবেন আমি ওয়াশিং মেশিনের ভেতর পড়ে গেছি।"

আমার দিকে তাকিয়ে ও ভ্রূকুটি করলো, পাল্টা আমিও ভ্রূকুটি করলাম। তবে বুঝতে পারলাম, আমার চাইতে ও অনেক বেশি রেগে আছে।

"আজরাতে তোমরা কি শিকার করবে?" নিজের রাগ প্রশমিত করার জন্যে প্রশ্ন করলাম।

"পার্কে যা কিছু পাওয়া যায়, সেগুলোই। আমরা আজ পার্কের খুব গভীরে যাবো না।" গোপন কোনো তথ্য ফাঁস করছে এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"তো এলিসের সাথে যাচ্ছো কেন তুমি?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"এলিস খুব বেশি... শিকারের সময় ও খুব বেশি সাহায্য করতে পারে।" কথাটা বলার সময় ও হাত নাড়লো।

“আর অন্যান্যরা?” সাথে সাথে আমি প্রশ্ন করলাম। “ওরা কি রকম?”

ও খানিকক্ষণ ভ্রু কুঁচকে থাকলো। “খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওদের ওপর তেমন একটা নির্ভর করতে পারি না।”

আমি দেখতে পেলাম তার পরিবারের অন্যান্যরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে— অনেকটা প্রথম দিন যেমন তাদের দেখেছিলাম। পার্থক্য শুধু এতোটুকুই এখন তারা চার জন; তাদের চমৎকার ব্রোঞ্জও রঙের সুন্দর চুল দেখে খানিকটা মন খারাপ হয়ে যায়।

“ওরা আমাকে পছন্দ করে না,” অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বললাম।

“তোমার এই ধারণা মোটেও ঠিক নয়,” ও কোনোভাবেই আমার সাথে একমত হতে পারলো না। তবে মনে হলো কথাটা সে সত্যই বলছে। “ওরা ঠিক বুঝতে পারছে না, কেন আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি না।”

আমি ভেঙচি কাটলাম। “সেটা আমার ওপর নির্ভর করছে। আমি যদি তোমাকে মুক্তি না দিই, তাহলে তোমার তো কিছুই করার নেই।”

এ্যাডওয়ার্ড ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। আমার দিকে তাকানোর আগে খানিকক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো।” আমি তোমাকে বলতে পারি— আসলে তুমি নিজের সম্পর্কে নিজেই জানো না। আমার জানা মতে কারো মতোই নও তুমি। সত্যিই তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছো।”

চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকালাম নিশ্চিত, এখন ও আমার সাথে ফাজলামী করছে।

আমার হতাশ মুখ ভঙ্গি দেখে ও হেসে পরিবেশকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। “আমি একটু সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছি,” কপালে টোকা দিয়ে বললো। “অন্যান্য মানুষ যেমন সবকিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায়, আমি তেমন নই। সবাই প্রায় একই রকম। কিন্তু তুমি... তুমি কখনোই জানতে চাওনি, তোমার কাছে আমি কী আশা করছি। আমার সবকিছুই তোমাকে অবাক করেছে।”

আমি অন্য দিকে তাকালাম। বিস্মিত চোখে এ্যাডওয়ার্ডের পরিবারের সদস্যদের দেখছি–একই সাথে আমি বিব্রত এবং হতাশ। ওর কথাগুলোকে আমার কাছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তুর মতো মনে হলো। কিছু না ভেবেই আমার হঠাৎ হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো।

“ওই অংশটুকু ব্যাখ্যা করা বেশ সহজ,” ও আবার বলতে শুরু করলো। আমি জানি যে ওর চোখ আমার ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এখন ওর দিকে আমার তাকানোর সাহস হলো না, পাছে ভয় হলো না জানি ও আমার চোখের ভাষা পড়তে পারে। “কিন্তু এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে...এবং এই বিষয়গুলোকে মোটেও ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়...”

আমি এখনো কুলিন পরিবারের সদস্যদের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ-ই রোজালে, ওর সোনালি চুলের বোন মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। না, এটাকে ঠিক তাকানো না বলে চোখ পাকানো বলা যেতে পারে, কালো শীতল দৃষ্টিতে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকা। আমি অন্য দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম–কিন্তু পারলাম না।

রোজালে এরপর মুখ ঘুরিয়ে নিলো, ফলে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করতে পারলাম। আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঘুরে তাকালাম–এবং জানি যে, শঙ্কা এবং ভয় আমার চোখের দৃষ্টি থেকে ঠিকই পড়ে নিতে পারবে।

ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। "আমি ওর আচরণে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ও আসলে ভয় পেয়ে গেছে। দেখো তোমার সাথে...তোমার সাথে যদি আমি দীর্ঘ সময় কাটাই তাহলে প্রত্যেকেই বিষয়টাকে অন্যরকম মনে করবে।" কথাগুলো বলে ও মাথা নিচু করলো।

"তো?"

"তো, বিষয়টা যদি...বিষয়টা যদি খারাপভাবে শেষ হয়।" এ্যাডওয়ার্ড মাথাটা হাতের ওপর নামিয়ে আনলো যেমনটা ও ওই রাতে পোর্ট এঞ্জেলেসে করেছিলো। ওর মনটা দুঃখে ভরে উঠেছে, ইচ্ছে করলো ওকে একটু সান্ত্বনা দিই। কিন্তু কী ভাবে দিবো ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওর হাত স্পর্শ করার জন্যে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম বটে কিন্তু খানিকটা এগুয়েই তা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলাম। বুঝতে পারলাম এই মুহূর্তে ওর হাত স্পর্শ করলে আরো তিক্ততারই সৃষ্টি হবে। আমি বুঝতে পারলাম ওর কথাগুলো ধীরে ধীরে আমাকে ভীত করে তুলছে।

এবং হতাশা–হতাশা এ কারণে যে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে যা বলতে চাইছিলো তার ভেতর বাধ সেঁধেছে। আমি ঠিক জানি না এমন পরিস্থিতির আবার সৃষ্টি হবে কিনা। এখনো ও মাথাটা একইভাবে হাতের ওপর নামিয়ে রেখেছে।

আমি স্বাভাবিক কণ্ঠে ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। "তাহলে এখনই তুমি রওনা হচ্ছো?"

"হ্যাঁ।" মুখ তুলে ও জবাব দিলো; একই সাথে ও একটু হাসলো। এতোক্ষণ যেভাবে ও মুখ গোমড়া করে রেখেছিলো সেই মুখে হাসতে দেখে বেশ ভালো লাগলো। "এখন রওনা হলেই বোধহয় ভালো হবে। ইতোমধ্যে বায়োলজি ক্লাসে মুভি দেখতে গিয়ে আমাদের মিনিট পনেরো সময় নষ্ট হয়েছে।"

আমি লাফিয়ে উঠলাম। এলিস ওর ছোটো করে ছাঁটা কালো চুল ও আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

ওর দিকে তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ড বললো, "এলিস।"

"এ্যাডওয়ার্ড," ও জাবাব দিল ওর কণ্ঠ এ্যাডওয়ার্ডের মতোই সুমধুর।

"এলিস এ হচ্ছে বেলা–আর বেলা এ হচ্ছে এলিস," এ্যাডওয়ার্ড আমাদের পরিচিত করে দিলো। ওর মুখে ম্লান একটু হাসি।

"হ্যালো, বেলা।" ওর প্রখর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না, তবে ওর হাসিটা নিঃসন্দেহে বন্ধুসুলভ।" শেষ পর্যন্ত তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুশি হলাম।

এলিসের দিকে এ্যাডওয়ার্ড আড়চোখে একটু তাকালো।

"হাই এলিস," আমি লজ্জিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললাম।

"তুমি কি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত?" এ্যাডওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলো এলিস।

ওর কণ্ঠ যেন দূর থেকে ভেসে এলো। "প্রায় গাড়িতে চাপার সময় তোমার সাথে

আমার দেখা হয়।"

কিছু না বলেই এলিস স্থান ত্যাগ করলো; হাঁটার ভঙ্গিতে এক ধরনের অনিশ্চয়তা, ওর ভেতরকার ঈর্ষাকাতরতা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

"দয়া করে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করো।" এ্যাডওয়ার্ড অনুরোধ জানালো।

"ফরকস্ এ নিরাপদে থাকা কেমন একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো আমাকে!"

"তোমার কাছে অবশ্য চ্যালেঞ্জের মতোই মনে হতে পারে।" ওর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। "তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

"আমি প্রতিজ্ঞা করছি, নিরাপদে থাকার চেষ্টা করবো," যুক্তি দেখানোর ভঙ্গিতে বললাম আমি। "আজ রাতে আমি লন্ড্রি রুমে কাটাবো–এতে বোধহয় আমাকে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে না।"

"বিষয়টাকে হালকাভাবে নেবার চেষ্টা করো না!" ওর কণ্ঠে এবারো আদেশের সুর।

"কথা দিলাম, যতোটা সম্ভব নিরাপদে থাকার চেষ্টা করবো।"

ও উঠে দাঁড়ালো, আমিও সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালাম।

"কাল তোমার সাথে দেখা হচ্ছে," দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম।

"এটুকুই তোমার কাছে অনেক দীর্ঘ সময় মনে হবে, তাই না?" গভীরভাবে চিন্তা করে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

আমি হালকাভাবে মাথা নাড়লাম।

"আমি সকালে ওখানে উপস্থিত থাকবো," ও প্রতিজ্ঞা করলো। ওর মুখে দুষ্টমির হাসি দেখতে পেলাম। আগের মতোই আমার চিবুকের হাড়ের ওপর হালকাভাবে আঙ্গুল বুলিয়ে দিলো। এরপর উল্টো দিকে ঘুরে হাঁটতে লাগলো। যতোক্ষণ পর্যন্ত ওকে দেখা যায়, আমি ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

বাকি ক্লাসের সময়গুলো আমার বিষণ্নভাবেই কেটে গেল। সবচেয়ে খারাপ সমঃয কাটলো জিম-এ, আমি চিন্তা করলাম স্কুল থেকে যদি দ্রুত বেরিয়ে যেতে না পারি তাহলে মাইক এবং অন্যান্যরা আমার পেছনে লেগে যাবে। আমার পেছনে লাগার কারণ আমি দীর্ঘক্ষণ এ্যাডওয়ার্ডের সাথে কাটিয়েছি। অন্য দিকে এ্যাডওয়ার্ড ভীত হয়ে আছে এ কারণে যে, সবার সামনে দীর্ঘক্ষণ ও আমার সাথে কথা বলেছে... বিষয়টা অনেকের কাছেই হয়তো ভুল বলে মনে হতে পারে। আমি শেষের চিন্তা আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইলাম না, ওর জন্যে নিরাপদ হতে পারে এমন কিছু চিন্তা করতে লাগলাম। অবাক করে দিয়ে জিম-এ মাইক আমার সাথে আবার কথা বললো; সিয়েটেলে সুন্দর একটা দিন অতিবাহিত হোক, এমন আশা প্রকাশ করলো ও। খুব সাবধানে ওকে জানালাম আমার সিয়েটেলে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেছে। কারণ হিসেবে জানালাম যে ওই পুরাতন ট্রাক নিয়ে এতোদূরে যাওয়ার ঠিক সাহস পাচ্ছি না।

"তাহলে নিশ্চয়ই তুমি কুলিনের সাথে নাচের আসরে অংশ নিচ্ছো?"

"না, আমি নাচের আসরেও অংশ নিচ্ছি না।"

"তাহলে তুমি কি করতে চাইছো?" বেশ আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করলো ও।

আমার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজটাই এবার আমাকে করতে হলো। সুন্দরভাবে সাজিয়ে

তাকে মিথ্যে বললাম আমি।

"লন্ড্রিতে আমার বেশ কাজ পড়ে আছে। এরপর আমাকে ত্রিকোণোমিতি নিয়ে বসতে হবে। ওই বিষয়ে অনেক পড়া বাকি থেকে গেছে, নয়তো ফেল করতে হবে।"

"এ্যাডওয়ার্ড তোমাকে পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্য করছে নাকি?"

"এ্যাডওয়ার্ড!" আমি প্রতিবাদ জানালাম। "ও আমাকে সাহায্য করতে যাবে কেন? উইকএ্যান্ডে ও কোথায় যেন ঘুরতে যাবে।" খুব স্বাভাবিকভাবে মিথ্যেগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো।

"ওহ্।" ও কথার মোড় ঘুরালো।

"তুমি কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমাদের নাচের আসরে যোগ দিতে পারতে–আমাদের নাচের আসরে যোগ দিলে তোমার মন ভালো হয়ে যেতো। তোমার সাথে আমাদের সকলেরই খুব নাচার ইচ্ছে," প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বললো মাইক।

জেসিকার চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই আমার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো–যতোটা প্রয়োজন তার চাইতে অনেক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথাটা বললাম আমি।

"মাইক আমি তোমাদের নাচের আসরে মোটেও যাবো না, বুঝতে পারলে?

"ভালো।" ও আবার মুখ গোমড়া করে ফেললো। "আমি শুধু তোমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম মাত্র।"

স্কুল ছুটির পর উদ্বেগহীনভাবে আমি পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ডকে বলেছিলাম বটে হেঁটে হেঁটেই বাড়ি যাবো; কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমার মোটেও হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই। কিন্তু ভেবে পেলাম না কিভাবে আমার ট্রাকটা তার পক্ষে এখানে আনা সম্ভব! পরক্ষণেই মনে হলো, আসলে তার পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, তার কাছে অসম্ভব বলে কোনো শব্দ নেই। খানিকক্ষণের ভেতর বুঝতে পারলাম, আমার ধারণাই সঠিক। সকালে ও যেখানে ভলভোটা পার্ক করেছিলো, সেখানেই আমার ট্রাকটা পার্ক করা। অবিশ্বাসীর মতো আমি মাথা নাড়লাম। আমি গাড়ির দরজা খুলে দেখলাম ইগনিশনের সাথে চাবিটা ঝুলানোই আছে। দেখতে পেলাম গাড়ির সিটের ওপর ভাঁজ করা একটা সাদা কাগজ পড়ে আছে। আমি গাড়ির ভেতর ঢুকে কাগজটা খোলার আগে দরজা লাগিয়ে দিলাম। ওর চমৎকার স্ক্রীপ্টে মাত্র দু'টো শব্দ লেখা আছে

"নিরাপদে থাকবে!"

ট্রাকের গর্জন শুনে প্রথমে আমার নিজেরই ভয় লাগলো। তারপরই আপনমনে হেসে ফেললাম। বাড়ি ফিরে দরজার লক আটকানোই দেখতে পেলাম। তবে ডেডবোল্ড আমি সকালে যেভাবে খোলা রেখে গিয়েছিলাম। বাড়িতে ঢুকেই সোজা আমি লন্ড্রি রুমে চলে গেলাম। সকালে সবকিছু যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম, সেভাবেই পড়ে আছে সবকিছু। একগাদা কাপড়ের নিচ থেকে আমার জিনস্ বের করে আনলাম এবং সেটার পকেট হাতড়ে দেখতে লাগলাম–একেবারে খালি, পকেটে কিছুই নেই। মাথা ঝাকিয়ে একবার চিন্তা করে দেখলাম, বোধহয় চাবিটা কোথাও আমি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম।

ডিনার টেবিলে চার্লিকে একটু আনমানা মনে হলো, পেশাগত কোনো বিষয় নিয়ে

হয়তো চিন্তিত। অথবা বাস্কেট বলের বিষয়েও হতে পারে কিংবা এমনো হতে পারে উপাদেয় লাসাঙ্গা উপভোগ করছেন–আসল কারণ বের করা আসলেই কঠিন।

"বাবা তুমি জানো...," তার মৌনতা ভঙ্গ করে আমি কথা বলার প্রস্তুতি নিলাম।

"কি বলছো বেল?"

"সিয়েটেলের ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তই আসলে ঠিক। আমি ভাবছিলাম, জেসিকা অথবা অন্য কারো সাথেই আমার ওখানে যাওয়া উচিত।"

"ওঃ," অবাক হয়ে তিনি বললেন। "তো তুমি কি আমার সাথে বাড়িতেই থাকতে চাইছো?"

"না বাবা, তোমার পরিকল্পনা পাল্টানোর প্রয়োজন নেই। আমার লক্ষ লক্ষ কাজ করার আছে...হোমওয়ার্ক, লন্ড্রি... লাইব্রেরিতেও যাওয়ার দরকার এবং মুদি দোকানে কিছু কেনাকাটা আছে। সারাদিনই আমাকে আসা যাওয়ার ভেতর থাকতে হবে...তুমি তোমার মতো মজা করো।"

"তুমি ঠিক বলছো তো?"

"অবশ্যই বাবা। তাছাড়া ফ্রিজারে মাছের পরিমাণ একেবারে কমে এসেছে–আমাদের আসলে বছর দু-তিনেকের মজুদ দরকার।"

"ঠিক বলছো তো বেলা, একা একা তুমি ভালোভাবে থাকতে পারবে?" একটু হেসে প্রশ্ন করলেন চার্লি।

"আমারও কিন্তু তোমার কাছে একই প্রশ্ন," হাসতে হাসতে বললাম তাকে। হাসিতে আমি তেমন জোর পেলাম না, তবে তিনি তা বুঝতে পারলেন না। তাকে এভাবে বিভ্রান্ত করার জন্যে আমি এক ধরনের মর্ম যাতনা অনুভব করলাম।

ডিনারের পর আমি কাপড়গুলো ভাঁজ করে ড্রয়ারের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে লাগলাম। দুর্ভাগ্যবশত এটা এমন এক ধরনের কাজ যাতে দু'হাতকেই ব্যস্ত রাখতে হয়। এই ব্যস্ততার মধ্যেও পকেট থেকে কাগজটা বের করে পড়ে নিলাম–মাত্র দু'টো শব্দ। এই দুটো শব্দই আমার মনকে শান্ত করার জন্যে যথেষ্ট। ও আমাকে সাবধানে রাখতে চেয়েছে–আামার মনকে শান্ত থেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার সময় খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলাম। যদিও জানি ঘুমানোর চেষ্টা করলেই আমার চোখে ঘুম নেমে আসবে না। সুতরাং এর আগে যা আমি করিনি, আজ আমার তেমনই করতে ইচ্ছে করলো। অযথাই আমি ঘুমের ওষধ গ্রহণ করলাম–এ ধরনের ওষুধে একটানা আট ঘণ্টা ঘুমোতে পারবো। ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিলাম। এলোমেলো জট বাঁধানো চুলগুলো সমান করে আঁচড়ে নিলাম। কাল সকালে যে পোশাক পরবো সেটাও নির্বাচন করে রাখলাম।

সকালের সবকিছু গুছিয়ে রাখার পর বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বিছানায় শোবার পর ভিন্ন এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম আমি, কোনোভাবেই তা কমাতে পারলাম না। বিছানা থেকে নেমে শো-কেস হাতড়ে শোপেন এর একটা সিডি বের করে তা প্লেয়ারে চাপিয়ে দিলাম। শোপেন এর সু মুধুর কম্পোজিশন এবং ঘুমের ওষুধের প্রভাবে ঘুমের অতল রাজ্যে তলিয়ে গেলাম।

খুব সকালে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাতে একটানা স্বপ্নহীনভাবে ঘুমাতে পেরেছি। ওই ওষুধকে নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ জানাতে হয়। আমি দ্রুত পোশাক পাল্টে নিলাম। জামার কলার গলার কাছে মসৃণ মনে হলো–সাথে জিনস্ এবং তামাটে রঙের সোয়েটার। জানালা দিয়ে বাইরে এক নজর তাকিয়ে দেখলাম চার্লি ইতোমধ্যে চলে গেছেন। আকাশে খুবই হালকা মেঘের রেখা। দেখে মনে হলো ওগুলো খুবই দ্রুত কেটে যাবে।

খাবারের স্বাদ আস্বাদন না করেই দ্রুত ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকালাম, কিন্তু কোনোই পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। দাঁত মেজে আবার নিচে নেমে এলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজায় নক করার শব্দ শুনতে পেলাম। নক্ করার শব্দ শুনে আমার হৃৎপিণ্ড এতোটাই দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো যে মনে হলো যেন তা পাঁজরের সাথে আঘাত করবে।

দরজার দিকে ছুটে গেলাম— আমি এতোটাই উত্তেজিত যে, সাধারণ ডেডবোল্টও খুলতে পারলাম না,তবে শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলতে পারলাম আর দরজার সামনেই ও দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত উৎকণ্ঠা মুহূর্তে উবে গেল। অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলাম–গতকাল ওর মুখে যে উৎকণ্ঠা দেখেছিলাম, এখন তা বেশ হাস্যকর মনে হচ্ছে।

প্রথমে ও মোটেও হাসলো না–ওর মুখ থমথম করছে। তবে অল্পক্ষণের ভেতর ও নিজেকে সামলে নিলো। আমার দিকে তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ড মিষ্টি করে হাসলো।

"সুপ্রভাত," আমার দিকে তাকিয়ে ভেঙ্চি কাটলো।

"কি হলো, কোনো সমস্যা?" নিচের দিকে তাকিয়ে আমি নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করলাম, কোথাও কোনো ভুল করে ফেলেছি কিনা। জুতার অসমতা কিংবা প্যান্টের কোনো অসমতা।

"আমাদের দু'জনের পোশাকই আজ একই রকম হয়ে গেছে।" ও আবার হাসলো। দেখতে পেলাম ওর পরনেও ফুল হাতা হালকা তামাটে রঙের সোয়েটার এবং নীল রঙের জিনস্। ওর সাথে আমিও হাসিতে যোগ দিলাম।

আমার পেছনের দরজাটা যখন আমি লক করতে ব্যস্ত, তখন ও ট্রাকের দিকে এগিয়ে গেল। প্যাসেঞ্জার ডোরের সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

"আমাদের কিন্তু একটা সমঝোতা হয়েছিলো," ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম এবং ওর দিককার দরজাটা খুলে দিলাম।

"সেটার কি হলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমার সিট বেল্ট বেঁধে নাও–এখনই আমার ভয় লাগছে।"

আমি তীর্যক চোখে ওর দিকে তাকালাম।

"সেটার কি হলো?" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার একই প্রশ্ন করলাম তাকে।

"একশো এক ডিগ্রি উত্তরে গাড়ি চালাও," আদেশের সুরে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকার কারণে রাস্তার ওপর নজর রাখা আসলেই কঠিন ব্যাপার। যদিও এখনো এই রাস্তা ঘুমের জড়তা ভেঙ্গে পুরোপুরি জেগে ওঠেনি।

"ফরক্স্-এর বাইরে কোথাও যাওয়ার চিন্তা করছো তুমি?" রাতের আগে সেখানে

পৌঁছানো কি সম্ভব হবে?"

"এই ট্রাকের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তোমার গাড়ির দাদা হিসেবে ধরে নিতে পারো। তো আমি বলছিলাম আমার এই ট্রাকের প্রতি তোমার অন্তত সামান্য কিছু শ্রদ্ধা থাকা উচিত," আমি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানালাম।

অতি দ্রুত আমরা টাউন লিমিট পার হয়ে এলাম। তার হতাশাকে আমি মোটেও পাত্তা দিলাম না। ঘন ঝোপ-ঝাড় পার হয়ে ম্যাড়ম্যাড়ে সবুজ রঙের ট্রাকটা এখন সবুজ লন এবং বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

"একশো দশ ডিগ্রি ডানে মোড় নাও," ও আমাকে নির্দেশ দিলো। আমি ওর কথা মতো গাড়ি ঘুরালাম।

"পেভমেন্ট যতোক্ষণ পর্যন্ত না শেষ হচ্ছে, আমরা সোজা গাড়ি চালিয়ে যাবো।"

ওর কণ্ঠে আমি হালকা একটু হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, কিন্তু এই রাস্তায় গাড়ি চালাতে আমার বেশ ভয় হচ্ছে, অন্য কথায় বলতে গেলে তার সামনে নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করতে ভয় হচ্ছে।

"তো ওখানে কি আছে? ওই পেভমেন্টের শেষ প্রান্তে?" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"মৃগদের চরণ ভূমি।"

"আমরা কি হাইকিং-এ বেরুচ্ছি? হায় ঈশ্বর রক্ষা করো, আমি তো টেনিস-সু পরে এসেছি।"

"তাতে কি কোনো সমস্যা আছে?"

"না।" মিথ্যেটাই আমি বেশ জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু ও যদি মনে করে আমি ট্রাকের গতি কমিয়ে এনেছি...

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই; মাত্র মাইল পাঁচেকের পথ অথবা কাছাকাছি হবে, তাছাড়া আমাদের তাড়াও নেই।"

পাঁচ মাইল। আমি কোনো জবাব দিলাম না। ভয় হলো আমার আতঙ্ক না জানি ও ধরে ফেলে। মাথা উঁচু করে থাকা শেকড় আর হালকা পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে হলে আমার গোড়ালির বারোটা বেজে যাবে।

আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে আমি কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে লাগলাম।

"তুমি কি চিন্তা করছো?" খানিক বাদে অধৈর্য্য হয়ে ও প্রশ্ন করলো।

আমি আবার মিথ্যে বললাম। "শুধু অবাক হচ্ছি, আমরা আসলে যাচ্ছি কোথায়!"

"এমন এক জায়গা, আবহাওয়া ভালো থাকলেই যেখানে আমি সচরাচর যাই।" আমরা দু'জনেই বাইরে তাকিয়ে আকাশের হালকা মেঘের রেখা দেখতে পেলাম।

"চার্লি বলছিলেন, আজকের দিনটা বেশ উষ্ণ থাকবে?"

"তো, তুমি কি চার্লিকে বলেছো কোথায় যাচ্ছো?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"নাহ্।"

"কিন্তু জেসিকা ধরেই নিয়েছে আমরা একসাথে সিয়েটেল যাচ্ছি, নয় কি?" কথাটা বলে ও বেশ উৎসাহ বোধ করলো।

"না, আমি তাকে বলে দিয়েছি যে, তুমি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছো–ওটাই সত্য।"

"তুমি আমার সাথে ঘুরতে বের হয়েছো, কেউই তা জানে না?" এখন ওর কণ্ঠে এক ধরনের অভিমান লক্ষ করলাম।

"সেটা নির্ভর করছে...তুমি কি এলিসকে বিষয়টা জানাতে পারতে না?"

"সেটা খুব উপকারে আসতো বেলা," ও হিসহিস করে উঠলো।

আমি ওর কথায় মোটেও পাত্তা দিলাম না।

"ফরক্স্-এ তুমি কি এতোই হতাশ হয়ে পড়েছো যে, আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে চাইছো?" ওকে উপেক্ষা করাতে পাল্টা প্রশ্ন করলো আমাকে।

"এটা বললে তোমার জন্যেই অসুবিধার সৃষ্টি হতো...তুমিই বলেছিলে আমরা এক সাথে চলাফেরা করার কারণে সকলের নজরে পড়ে যাচ্ছি," ওকে আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছো–যদি তুমি বাড়ি ফিরে না আসো?" ওর রাগ এখনো একটুও কমেনি।

রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাথা নাড়লাম।

ঘন ঘন কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বললো এ্যাডওয়ার্ড। ও দ্রুত কিছু একটা বললো যা আমি মোটেও বুঝতে পারলাম না।

গাড়ি চালানোর বাকি সময়টুকু আমরা একেবারে চুপ করেই থাকলাম।

অবশেষে রাস্তাটা শেষ হলো। দেখতে পেলাম সরু একটা পায়ে চলা পথ; কাঠের ফলক দিয়ে পথটা নির্দেশ করা হয়েছে। এক চিলতে জায়গায় গাড়িটা পার্ক করে গাড়ি থেকে নেমে এলাম। এখন আমার ভেতর এক ধরনের ভয় কাজ করছে, কারণ ও আমার ওপর প্রচণ্ডভাবে রেগে আছে। গাড়ি চালাবার সময় মোটেও আমি তার সাথে কথা বলিনি— এমনকি তার দিকে তাকাইনি পর্যন্ত। এখন বেশ গরম লাগছে, ফরকস্ যখন এসেছিলাম তার চাইতে অনেক গরম। ফরক্স্-এ যেদিন এসেছিলাম সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢেকে ছিলো। আমি সোয়েটার খুলে কোমড়ে বেঁধে নিলাম। মনে মনে সন্তুষ্ট হলাম এই ভেবে যে, আমি বেশ হালকা জামা পরে এসেছি–যদি সত্যিই পাঁচ মাইল হাঁটতে হয়, তাহলে বোধহয় না খুব একটা কষ্ট পেতে হবে।

আমি ওর দরজা লাগানোর শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম এ্যাডওয়ার্ড তার সোয়েটার খুলে ফেলেছে। ও আমার দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ট্রাকের কাছের দুমড়ানো কিছু গাছপালার দিকে তাকিয়ে আছে।

"এই পথে," ঘাড় উচিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো। ওর দৃষ্টি এখনো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে আছে। অন্ধকার গাছপালার ভেতর দিয়ে ও হাঁটতে শুরু করলো।

"মৃগ চরণ ভূমি?" আমার কণ্ঠের আতঙ্ক চাপা দিতে পারলাম না– দ্রুত ট্রাকের কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর পিছু নিলাম।

"আমি বলেছি এই রাস্তার শেষ মাথায় মৃগ চরণ ভূমির দেখা মিলতে পারে, আমাদের ওগুলো দেখার সৌভাগ্য নাও হতে পারে।"

"তাহলে ওগুলো দেখতে পাবো না?" হতাশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি।

"এর ভেতর তুমি পথ হারিয়ে ফেলো আমি মোটেও তা চাই না।"আমার দিকে

তাকিয়ে ও কৃত্রিমভাবে হাসলো, কিছু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। ওর পরনে সাদা হাফ হাতা জামা, বুকের কাছে কয়েকটা বোতাম খোলা, ফলে ধবধবে সাদা চামড়ার অনেকটাই নজরে আসে। সৃষ্টিকর্তা এ্যাডওয়ার্ডকে একেবারে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, দেবতার মতো সৃষ্টি এই মানুষটা কেন আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে।

ও আমার দিকে তাকালো। আমার বিক্ষিপ্ত আচরণ দেখে খানিকটা ক্ষুব্ধ মনে হলো।

"তুমি কি বাড়ি ফিরে যেতে চাও?" শান্ত কণ্ঠে ও জিজ্ঞাসা করলো। ওর প্রশ্ন শুনে আমি অন্য এক ধরনের মর্মযাতনা অনুভব করলাম।

"না।" ওর সাথে তাল মেলাতে দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটতে লাগলাম। সত্যি বলতে ওর সাথের এক মিনিট সময়ও নষ্ট করতে চাই না।

"তাহলে সমস্যা কি?" ভদ্রভাবে ও প্রশ্ন করলো।

"আমি আসলে দ্রুত হাঁটতে পারি না," ম্লান কণ্ঠে আমি জবাব দিলাম। "তুমি খুবই অসহিষ্ণু।"

"আমিও সহিষ্ণু হতে পারি— যদি তেমন সুযোগ পাই।" ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আমিও পাল্টা হাসি ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তেমনভাবে হাসতে পারলাম না। এ্যাডওয়ার্ড আমার মুখের ভাষা বুঝার চেষ্টা করলো।

"আমি তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো," এ্যাডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করলো। এ ধরনের প্রতিজ্ঞা করার কথা যে ছিলো না, আমি তা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম না। আমি যে ভয় পেয়ে এমন করছি, এ্যাডওয়ার্ড তা বুঝতে পেরেছে, এটাই আমার জন্যে যথেষ্ট।

আমি যতোটা ভয় পেয়েছিলাম, তেমন ভয়ের কিছু দেখলাম না। রাস্তাটা মোটামোটি যথেষ্ট সমান্তরাল। শ্যাওলা আচ্ছাদিত পিচ্ছিল পথ কাঁটা ঝোপ এড়িয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো ও। রাস্তার মাঝে বড়ো বড়ো সব পাথর পড়ে আছে। এগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটার সময় প্রতিবারই এ্যাডওয়ার্ড আমাকে সাহায্য করছে। ওর হাতের শীতল স্পর্শ এখন অবশ্য আমার হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে তুলছে না।

ওর দৃষ্টি থেকে আমার দৃষ্টি যতোটা সম্ভব সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুলও যে হচ্ছে না তেমন নয়।

রাস্তার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই কোনো কথা না বলে এগুতে লাগলাম। গত দু'দিন ও আমাকে এক নাগাড়ে প্রশ্ন করে গেছে। বিবিধ বিষয় নিয়ে তার প্রশ্ন–আমার জন্মদিন, স্কুলের শিক্ষক, ছেলেবেলার পোষা জীবজন্তু ইত্যাদি অনেক কিছু।

সকালের বেশির ভাগ সময়ই আমাদের হেঁটে কাটলো কিন্তু ওকে মোটেও ক্লান্ত হতে দেখলাম না। আমাদের চারপাশ ঘিরে অতি প্রাচীন সব বৃক্ষের সারি। মাঝে একবার আমার প্রচণ্ড ভয় হলো এই ভেবে যে, এতো ঘন গাছপালার ভেতর পথ খুঁজে আদৌ আমরা ফিরে যেতে পারবো কিনা। এ্যাডওয়ার্ড সত্যিকার অর্থেই একজন ভালো পথ প্রদর্শক। সবুজ গাছপালার ভেতরকার প্রতিটা কোণই তার অতি পরিচিত।

ঘণ্টা কয়েক বাদে ক্যানোপির ঝাড় দিয়ে সূর্যের আলো চুঁইয়ে আসতে লাগলো।

চুঁইয়ে আসা আলোর রঙ কোথাও জলপাই আবার কোথাও জেড পাথরের মতো রঙ ধারণ করেছে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে সূর্যের আলোও বাড়তে লাগলো।

"আমরা কি স্থানটার কাছাকাছি আসতে পেরেছি?" ঠাট্টা করার ভঙ্গিতে বললাম।

"প্রায়।" আমার মন ভালো করার জন্যে বললো।" সামনে কি তুমি কোনো আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছো?"

ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। "উম্, দেখতে পাচ্ছি কি?"

ও ভেঙ্চি কাটলো। "সম্ভবত খানিকক্ষণের ভেতরই তোমার চোখে পড়বে।"

কিন্তু তারপরই প্রায় একশ গজ দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা দেখলাম, সবুজ বদলে এই আলো হলুদ রঙের। ধীর পদক্ষেপে আমি কয়েক পা এগিয়ে গেলাম, প্রতিটা পদক্ষেপেই আমার উত্তেজনা বাড়তে লাগলো। নিশ্চুপভাবে আমাকে ও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

আলোর ধারা যেন আমাকে স্নান করিয়ে দিলো। সত্যিকার অর্থে এতো সুন্দর জায়গা আমি ইতোপূর্বে আর দেখিনি। বুনো ফুলের ঝাড়গুলো তুলনামূলাকভাবে অনেক খাটো-ঝাড়গুলোয় বেগুনী, হলুদ এবং হালকা সাদা রঙের ফুল ফুঁটে আছে। কাছেই কোনোখানে ঝর্ণার পানি গড়িয়ে পড়ার কলকল ধ্বনি শুনতে পেলাম। সূর্য মাথার ওপর চলে আসায় চারদিক উজ্জ্বল সূর্যালোকে ভরে গেছে। ভীত সন্ত্রস্ত পায়ে নরম ঘাসের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। ফুল এবং এলোমেলো বাতাস আমার শরীরে উষ্ণ পরশ বুলিয়ে দিতে লাগলো। আমি ওর দিকে ঘুরলাম, এই আনন্দ তার সাথে সমানভাবে ভাগ করে নিতে চাইলাম। কিন্তু যেমন মনে করেছিলাম ও আমার পেছন থেকে উধাও হয়ে গেছে। অজানা আশঙ্কায় আমি চারদিকে নজর বুলালাম—অবশেষে তাকে দেখতে পেলাম। এখনো ও দূরের একটা ক্যানোপি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, উৎসুক্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মনে পড়লো এ্যাডওয়ার্ড সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। শুধুমাত্র আমার কারণেই আজ ও এখানে এসেছে-এখানকার এই সৌন্দর্য্য শুধুমাত্র সে আমাকেই দেখাতে চায়।

কয়েক পা পিছিয়ে আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, আমার চোখে একরাশ উৎসুক্য। কিন্তু ওর দৃষ্টি একেবারে শান্ত নিস্পলক। ওকে উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে আমি একটু হাসলাম। সবধান করার ভঙ্গিতে ও একটা হাত তুললো। আমি খানিকটা ইতস্তত করে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে এক পা পিছিয়ে এলাম।

মনে হলো এ্যাডওয়ার্ড গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলো এবং খানিকবাদে আমাকে সাথে নিয়ে উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এলো।

তেরো

সূর্যের আলোয় এ্যাডওয়ার্ডের প্রচণ্ড কষ্ট হয়। তার এই কষ্টের সাথে আমি মোটেও পরিচিত নই। যদিও বিকেল পর্যন্ত তাকে একই রকম দেখেছি। গতকাল শিকারে যাওয়ার সময় তার চামড়ার রঙ সাদা দেখেছিলাম। কিন্তু সেই চামড়া এখন চকচক করছে। দেখে মনে হতে পারে হাজার খানেক অতি ক্ষুদ্রাকার হীরক কুচি তার চামড়ার ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এখনো ও চমৎকারভাবে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে, জামার বুকের কাছকার বোতামগুলো খোলা, তাপদগ্ধ হওয়ার কারণে বুকের খোলা অংশটুকুও জ্বলজ্বল করছে। ঘাসের ওপর শুয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে ও ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু ও মোটেও ঘুমায়নি। ওকে দেখে মনে হচ্ছে একটা নিখুঁত মূর্তি, কোনো অজানা পাথর দিয়ে গড়া, মার্বেল পাথরের মতো মসৃণ এবং ক্রীস্টালের মতো চকচকে।

মাঝে মাঝে ও ঠোঁট নাড়ছে, এতোটাই দ্রুত যে, মনে হচ্ছে ওগুলো কাঁপছে। কিন্তু যখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, জবাব দিলো, ও নাকি আপনমনে গান গাইছে; তবে এতো আস্তে যে কিছুই শুনতে পেলাম না।

আমি সূর্যের আলো উপভোগ করতে লাগলাম, যদিও যেমন শুষ্ক বাতাস আমি পছন্দ করি তেমন বাতাস অনেকক্ষণ থেকেই বন্ধ হয়ে আছে। ও যেভাবে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে আমারও ইচ্ছে করলো ওর পাশে সেভাবে শুয়ে পড়ি এবং মুখে সূর্যের আলো এসে পড়ুক। কিন্তু আমি হাঁটু জোড়া ভাঁজ করে চুপচাপ বসে থাকলাম এবং থুতনিটা হাঁটুর ওপর নামিয়ে আনলাম। ইচ্ছে না থাকলেও প্রতিবারই আমার দৃষ্টি ওর দিকে ঘুরে যাচ্ছে। চারদিক থেকে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে; বাতাসে খোলা চুলগুলো উড়ে এসে মুখের ওপর পড়ছে।

আমার ভেতর সবসময় এক ধরনের দ্বিধা কাজ করে, এক ধরনের ভয়, এমনকি এখনো তাকে মরীচিকার মতো মনে হচ্ছে, বাস্তবের চাইতে অতি সুন্দর একজন মানুষ। একবার ইচ্ছে হলো ওকে একটু স্পর্শ করে দেখি–স্পর্শও করলাম–একটা নিখুঁত আবয়ব। আবার যখন ওর দিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম ওর চোখ জোড়া খোলা, ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি।

"তোমাকে আমি ভড়কে দিতে পারিনি?" কৌতুকচ্ছলে প্রশ্নটা করলেও ওর নরম স্বরে এক ধরনের ঔৎসুক্য।

"যেমনটা চেয়েছিলে, তেমনটা বোধহয় নয়।"

ও দাঁত বের করে হাসলো, সূর্যের আলোয় ওই দাঁতগুলো চকমক করে উঠলো।

ওর কাছে ইঞ্চি খানেক এগিয়ে গেলাম।

"তুমি কি কিছু মনে করেছো?" আবার ও চোখ বন্ধ করার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না," চোখ না খুলেই ও উত্তর দিলো। "ওই অনুভূতি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।" ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো।

এ্যাডওয়ার্ডের পেশীবহুল বাহুর ওপর আলতোভাবে একটা হাত রাখলাম। দেখতে পেলাম কনুইয়ের কাছে নীলচে রঙের শিরাগুলো স্পষ্টভাবে ফুঁটে উঠেছে।

"দুঃখিত," এ্যাডওয়ার্ড অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করলো। যখন তার দিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম ওর সোনালি চোখ জোড়া আবার বন্ধ করে ফেলেছে। "তোমার সাথে আসলে আমার সহজ আচরণ করা উচিত ছিলো।"

ওর একটা হাত সামান্য উচুঁ করে ধরলাম। দেখতে পেলাম ওর তালুর ওপর সুর্যের আলো জ্বল জ্বল করছে। তালুটা তুলে আমার গালের ওপর ছোঁয়ালাম–ওর হাতের স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করলাম।

"তুমি কী চিন্তা করছো, আমাকে বলতে পারো," ফিসফিস করে বললো। আমি দেখলাম, আমার দিকে ও অপলক তাকিয়ে আছে। "এখনো কিছু বুঝতে পারছো না, সেটা ভেবেই আমার অবাক লাগছে।"

"তুমি জানো, বাকিটা সময় আমাদের বোধহয় এভাবেই কেটে যাবে।"

"এই জীবনাটা আসলেই কঠিন।" ও কি দোষ স্বীকার করে নিলো? "কিন্তু তুমি আমাকে কিছু বলোনি।"

"তুমি কি চিন্তা করছো, আশা করেছিলাম আমি তা জানতে পারবো..." আমি ইতস্তত করে বললাম।

"এবং?"

"তুমি যা কিছু বলবে, সেটাই বিশ্বাস করবো তেমনই আশা করেছিলাম। তাছাড়া আমি ভয় পাবো না সে রকমও আশা করেছিলাম।"

"আমি তোমাকে কিন্তু ভয় পাইয়ে দিতে চাইনি।" শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড। ভয় পাইয়ে দিতে চায়নি, এমন বলাটা বোধহয় ওর ঠিক হয়নি। কারণ, এখানে ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নেই।

"ভালো কথা, আমি ভয় বলতে তেমন কিছু বুঝাতে চাইনি, যদি তেমন কিছু ভেবে থাকো, তাহলে ভুল করেছো।"

কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও উঠে বসলো, ডান হাতটা ভাঁজ করলো, ওর বাম হাত এখনো আমার হাতে ধরাই আছে। ওর দেবদূতের মতো চেহারা আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। আমি নিঃসন্দেহে–ওর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারি, কিন্তু মোটেও আমি নড়তে পারলাম না। ওর সোনালি চোখ আমাকে সম্পূর্ণভাবে আবৃষ্ট করে রেখেছে।

"তো তুমি কিসে ভয় পেলে?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো এ্যাডওয়ার্ড।

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। যেমন খানিকক্ষণ আগে ওর সুগন্ধিত শীতল নিঃশ্বাস আমার গালে অনুভব করছিলাম, সেভাবেই ওই নিঃশ্বাস অনুভব করতে লাগলাম। মিষ্টি, চমৎকার সুগন্ধে আমার মুখ পানিতে ভরে উঠলো। এর সাথে অন্য কিছুর তুলনা করা সম্ভব নয়।

আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। শুধু এক মুহূর্ত তাকানোর অপেক্ষা মাত্র, ওকে প্রায় বিশ ফুট দূরে দেখতে পেলাম, ছোটো একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ওর মাথার ওপর বিশাল এক দেবদারু গাছ–দেবদারু গাছের ছায়ায় হয়তো ওর কিছুটা ভালো লাগছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে, গাছের ছায়ার মতোই ওর চোখ জোড়া এখন ঘন কালো মনে হলো, আমি

এ্যাডওয়ার্ডের অভিব্যক্তি মোটেও বুঝতে পারলাম না।

আমার চেহারায় হতাশা এবং ব্যথা একই সাথে ফুটে উঠলো। আমার হাতে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার মতো যন্ত্রণা অনুভব করলাম।

"আমি ...দুঃখিত...এ্যাডওয়ার্ড," ফিসফিস করে বললাম। আমি জানি আমার এই ফিসফিস করে বলা কথা ও ঠিকই শুনতে পাবে।

"আমাকে একটুক্ষণ সময় দাও," চিৎকার করে বললো কথাটা। আমার স্পর্শকাতর কানে ওর কথাটা খুবই জোড়ালো কোণালো। আমি একেবারে নিশ্চুপ বসে থাকলাম।

খুব জোর মিনিট খানিক হবে, ওকে আমার দিকে হেঁটে আসতে দেখলাম। ওর হাঁটার গতি অত্যন্ত মন্থর। আমার থেকে কয়েক ফুট দূরে এসে ও থেমে গেল এবং পা মেলে মাটির ওপর বসে পড়লো। এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে একবারো তাকালো না। গভীরভাবে দু'বার নিঃশ্বাস নিয়ে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে হাসলো।

"আন্তরিকভাবে দুঃখিত।" ও ইতস্তত করলো। "আমাকে দেখে তোমার মানুষ বলে মনে হচ্ছে তো?"

আমি শুধু একবার মাথা নাড়লাম। ওর মজার কথা শুনে তেমনভাবে হাসতেও পারলাম না। তলপেটে দ্রুত রক্ত চলাচল করতে শুরু করায় বুঝতে পারলাম ধীরে ধীরে কোনো বিপদের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। যেখানে বসে আছে সেখান থেকেই ও গন্ধ পাচ্ছে। ওর হাসি দেখে মনে হলো ভেংচি কাটছে।

আমি নিশ্চুপ বসে থাকলাম, এর আগে যেমন দেখেছি, তার চাইতে অনেক বেশি ভয়ংকর মনে হলো তাকে। তার এই পরিবর্তন একেবারেই আকস্মিক–অনাকাঙ্খিত। এরকম চেহারা দেখার দুর্ভাগ্য ইতোপূর্বে আমার মোটেও হয়নি। তাকে দানব বলে মনে হয়নি বটে–অতি সুন্দর বলেও মনে হলো না। ওর মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে,চোখগুলো বড়ো বড়ো, নিজেকে আমার মনে হলো একটা পাখির মতো–সাপের দিকে অপলক তাকিয়ে আছি।

ওর চমৎকার চোখজোড়া উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পার হলো ওগুলোই আবার নিভে গেল, বরং মনে হলো ওখানে বসানো আছে একজোড়া ঘোলাটে চোখ। ওর অভিব্যক্তি ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট ফুঁটে উঠলো।

"ভয় পাওয়ার কিছুই নেই," এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বললো, ওর মখমলের মতো নরম কণ্ঠস্বরের ভেতর অনাকাঙ্খিত হলেও সম্মোহিত করার সুর লক্ষ করলাম। "আমি প্রতিজ্ঞা করছি..." ও ইতস্তত করলো। "আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি মোটেও তোমাকে আমার আঘাত করার ইচ্ছে ছিলো না।" মনে হলো আমাকে নয় বরং নিজেকেই ও প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে।

"একেবারেই ভয় পাবে না," আবার ও ফিস ফিস করে কথাটা বলে এক পা সামনে এগিয়ে এলো। ও আবার আমার মুখোমুখি এসে বসলো।

"দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। নিজেকে আমি নিয়ন্ত্রণ করে নিতে পেরেছি। তুমি আমাকে অন্যরকম দেখেছিলে। কিন্তু এখন আমি নিজেকে সামলে নিতে

পেরেছি–এখন মোটেও তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবো না।"

এ্যাডওয়ার্ড অপেক্ষা করে থাকলেও কোনো কথা বলতে পারলো না।

"আজ আমি মোটেও তৃষ্ণার্ত নই। চোখ মিটমিট করে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

ওর এ ধরনের কথা শুনে আমি হেসে উঠলাম, যদিও দীর্ঘ নিঃশ্বাস নেবার কারণে আমার হাসির শব্দ স্পষ্টভাবে কোণা গেল না।

"তুমি কি সুস্থ আছো?" মার্বেল পাথরের মতো মসৃণ একটা হাত আমার পিঠের ওপর রেখে ও প্রশ্ন করলো।

আমি ওর মসৃণ ঠাণ্ডা হাতের দিকে তাকালাম, এরপর তাকালাম ওর চোখের দিকে। শান্ত একজোড়া চোখ। একটু হেসে ওর মসৃণ হাতের ওপর দিয়ে আঙ্গুল বুলাতে লাগলাম।

মুখে কিছু না বলে শুধু হাসি দিয়ে উত্তর দেবার ভঙ্গিটা আমার কাছে খুবই রহস্যময় মনে হলো।

"ইতোপূর্বে কখনো কি তোমার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করেছি?" সেই আগেকার দিনের ভদ্রলোকদের মতো অতি শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো এ্যাডওয়ার্ড।

"সত্যি বলতে,আমি তা স্মরণে আনতে পারি না।"

ও হাসলো বটে কিন্তু হাসিটা খুবই শুষ্ক মনে হলো।

"আমি কতো সহজে হতাশ হয়ে পড়ি," ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম, এখন আমার কাছে ওর সবকিছুই দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে।

"আমি ভয় পেয়েছিলাম...কারণ, তার সুনির্দিষ্ট কারণ ছিলো, আমি তোমার সাথে থাকতে চাইছিলাম না। এবং আমি ভয় পাচ্ছিলাম এ কারণে যে, তোমার সাথে খুব বেশি আমার থাকতে ইচ্ছে করছিলো।" ওর হাতের দিকে তাকিয়ে আমি কথাগুলো বললাম। জোড় গলায় এই কথাগুলো আমার পক্ষে বলা বেশ কষ্টকর ছিলো।

"হ্যাঁ," মৃদু কণ্ঠে ও সমর্থন জানালো। "ভয় পাওয়ার মতো অবশ্য কারণও ছিলো। তুমি আমার সাথে থাকতে চেয়েছিলে। মনে হয় না আমার সাথে থাকার তোমার খুব একটা ইচ্ছে ছিলো।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম।

"তোমাকে আমার অনেক আগেই ছেড়ে দেয়া উচিত ছিলো," ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। "এখন আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাইছি। কিন্তু আদৌ জানি না, তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো কিনা।

"তুমি আমাকে ছেড়ে যাও, মোটেও আমি তা চাই না," দুঃখিত কণ্ঠে বলে আবার মাথা নিচু করলাম।

"আমিও সে কথাই বলতে চাইছিলাম। কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সত্যিকার অর্থে আমি খুবই স্বার্থপর মানুষ। তোমার সান্নিধ্য বাদ দিয়ে আমিও কোথাও যেতে চাইছি না।"

"আমি খুশি হলাম।"

"খুশি হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই!" আমার হাত থেকে ওর হাত ছাড়িয়ে নিলো। ওর কণ্ঠস্বর অন্যান্য সময়ের তুলনায় রুক্ষ কোণালো। রুক্ষ কোণালেও অন্য যে

কোনো মানুষের কণ্ঠস্বরের তুলনায় আমার কাছে তা মধুরই মনে হলো। এ ধরনের কণ্ঠস্বরকে অনুধাবন করা আসলেই কঠিন।

"তুমি আমাকে সঙ্গ দাও এমন কামনা করা আমার উচিত নয়, এই কথাটা কখনোই ভুলে যাবে না। এই কথাটা ভুলে যাবে না যে কারো চাইতে আমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারি।" ও একটু থামলো, খানিকক্ষণ গাছপালার দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখলো।

আমি একটুক্ষণ চিন্তা করলাম।

"তুমি আসলে কী বলতে চাইছো মনে হয় আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না–বিশেষত তোমার কথার শেষের অংশটুকু।" আমি বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে ঘুরে মিষ্টি করে হাসলো। বুঝতে পারলাম ও আগের সেই মুডে ফিরে গেছে।

"আমি কীভাবে নিশ্চিত হবো?" ও চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো। "আমি যে তোমাকে আবার ভয় পাইয়ে দিবো না, তা নিশ্চিত করে বলি কীভাবে...হমম্!" ও আবার ওর হাতটা আমার হাতের ওপর রাখলো। আর আমি ওর হাতটা মুঠো পাকিয়ে ধরলাম। মুঠো পাকিয়ে ধরা আমাদের হাতের দিকে ও একবার তাকালো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে এ্যাডওয়ার্ড তার চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিলো।

"তুমি কি জানো বিভিন্ন মানুষ কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন ফ্লেভার পছন্দ করে?" ও আবার বলতে শুরু করলো। "কেউ কেউ চকোলেট আইসক্রীম পছন্দ করে, আবার অনেকে স্ট্রবেরী ফ্লেভার?" আমি মাথা নাড়লাম।

"খাবার দিয়ে বিষয়টা তুলনা করার জন্যে দুঃখিত–এ ছাড়া তুলনা করার মতো আর কিছু পেলাম না।"

আমি একটু হাসলাম। আমার হাসিটা ও পাল্টা ফিরিয়ে দিলো।

"তুমি দেখবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন গন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের কিছু প্রিয় সুগন্ধি থাকে। অতিরিক্ত মদপানে অভ্যস্ত একজনকে বাসী বিয়ারের সামনে বসিয়ে দিলেও দেখতে পাবে দিব্যি ওই বোতল শেষ করে ফেলেছে। ওই বিয়ারের গন্ধেই নিজেকে ও সংযত করতে পারেনি। অথচ হয়তো লোকটা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলো আর সে কখনো মদ স্পর্শ করবে না। এখন তুমি ওর ঘরে একগ্লাস একশো বছরের পুরাতন ব্যান্ডি রাখো, দুলর্ভ, সবচেয়ে সেরা মানের 'কগনেগ্'–এবং সমস্ত ঘর এর সুগন্ধে ভরে আছে–তুমি কিভাবে চিন্তা করো, এর পরও ওই লোকটা নির্লোভ থাকবে?"

আমরা চুপচাপ বসে থাকলাম, একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম–সত্যিকার অর্থে একে অপরের চিন্তা পড়ার চেষ্টা করলাম।

ওই-ই প্রথম নিরবতা ভঙ্গ করলো।

মনে হয় না ওটা সঠিক তুলনা দেয়া হলো। ব্র্যান্ডির সাথে তুলনা দেয়াটা খুবই সহজ। পারতপক্ষে আমি এ্যালকোহলের বদলে নায়িকার প্রতিই বেশি অনুরক্ত হবো।"

"তো তুমি বলতে চাইছো যে আমি তোমার প্রিয় নায়িকা?" ওর মুড হালকা করার জন্যে টিটকারী দিয়ে বললাম আমি।

এ্যাডওয়ার্ড দ্রুত একটু হাসলো, মনে হলো আমার সন্তুষ্টির জন্যে আমাকে সমর্থন জানাচ্ছে, "হ্যাঁ, তুমি হচ্ছো আমার প্রিয়তম নায়িকা।"

"আমাকে কি তোমার মাঝে মাঝে নায়িকা বলে মনে হয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

গাছপালার উপর দিকে ও খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, মনে হলো কী জবাব দিবে মনে মনে চিন্তা করে নিলো।

"আমার ভাইকে বিষয়টা জানিয়েছি," এখনো ও ওই দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। "ও সম্প্রতি আমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে এসেছে। ওর সবকিছুকেই আমাদের মতো মনে করতে পারো। ও অবশ্য বিভিন্ন রকমের গন্ধের পার্থক্য করতে পারে না।" ও দ্রুত আমার দিকে তাকালো। কথাগুলো ও বললো অনেকটা কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে।

"দুঃখিত।" ও বললো।

"আমি কিছুই মনে করিনি। আমাকে বিব্রত করার জন্যে, ভয় দেখাবার জন্যে অথবা যাইহোক অন্য যা-ই করার ইচ্ছে হোক না কেন, তাতে তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এগুলোতে আসলে আমি মোটেও ভয় পাই না। তুমি যেভাবেই চিন্তা করার চেষ্টা করো না কেন আমি বুঝতে পারবো, অথবা অন্ততপক্ষে বুঝার চেষ্টা করবো। শুধু তুমি আমাকে সবকিছু বিশদভাবে জানাও।"

ও গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার আকাশের দিকে তাকালো।

"তো জেসপার এখানো বুঝতে পারেনি কে কী রকম"–ও একটু ইতস্তত করে সঠিক বক্তব্য গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলো–"তুমি যেভাবে আমাকে নিয়ে চিন্তা করেছো, আমি কিন্তু মোটেও তেমনভাবে কিছু চিন্তা করিনি। এমেট খুব সহজে সবকিছু বুঝতে পারে, সুতরাং ও তার ব্যাপারে আমাকে দু'বার প্রস্তাব দিয়েছে।"

"আর তুমি?"

"কখনোই নয়।"

মনে হলো উষ্ণ বাতাসে কথাটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঝুলে থাকলো যেন।

"এমেট তাহলে কি করলো?" নীরবতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করলাম আমি।

আসলে তাকে আমার এ ধরনের প্রশ্ন করা উচিত হয়নি। ওর মুখ ক্রমশই কালো হয়ে উঠতে লাগলো। ওর মুঠোর ভেতর আঁকড়ে ধরা হাতটা শক্তভাবে চেপে ধরলো। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কিন্তু কোনো জবাব দেবার ইচ্ছে লক্ষ করলাম না।

"আমার ধারণা আমি বুঝতে পেরেছি," শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই উত্তর দিলাম।

ও আমার দিকে তাকালো, ওর চোখে জানার কৌতুহল।

"আমাদের ভেতর যে সবচেয়ে শক্ত মনের, সে পর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি, তাই নয় কি?"

"তো তুমি এখন আমাকে কি বলতে চাইছো? তুমি কি আমার অনুমতি চাইছো?" যতোটা তীক্ষ্ণ হওয়ার প্রয়োজন তারও চাইতে তীক্ষ্ণ স্বরে আমি তাকে প্রশ্নটা করলাম। তবে কণ্ঠস্বরকে মুহূর্তেই কোমল করার চেষ্টা করলাম–ধারণা করতে লাগলাম ওর সততার মূল্য ওকে কীভাবে দিতে হবে। "আমি বলতে চাইছিলাম, যদি এ বিষয়ে

কোনো আশাই না থাকে, তাহলে?" আমার মৃত্যু নিয়ে কতো সহজেই না আলোচনা করতে পারলাম!

"না, না! ও মনের থেকেই জোর প্রতিবাদ জানালো।"অবশ্যই আশা আছে! আমি বলতে চাইলাম অবশ্যই আমি চাই না..." ওর কথাটা মাঝপথে থামিয়ে দিলো। ওর চোখ দিয়ে আমাকে যেন পুঁড়িয়ে মারতে চাইলো। "এটা আমাদের জন্যে একেবারেই ভিন্ন এক ধরনের ব্যাপার। এমেট... আমাদের কাছে একজন বহিরাগত। ওর এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার কোনো অধিকার নেই। তাছাড়া কথাটা ও অনেক আগে বলেছিলো।"

আবার ও চুপ করে থাকলো।

"তো যদি আমরা মিলিত হই...ওহ্, অন্ধকার কোনো গলির ভেতর অথবা ওরকমই কোথাও...আমি ঠিকই তোমার পেছনে পেছনে ওই স্থানে গিয়ে হাজির হয়েছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ক্লাসের মাঝখানে সকলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তোমাকে পছন্দ করার বিষয়টা সবাইকে জানিয়ে দিবো এবং-" অন্যদিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই ও থেমে গেল। "যখন তুমি আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাও, তখন মনে হয়, চারপাশের সবকিছু ভেঙ্গে গুঁরিয়ে ফেলি। আমার আকাঙ্খাকে যদি ত্যাগ করতে না পারি, তাহলে নিজেকেও সংযত করতে পারবো না।" ও একটু থেমে, গাছের উঁচু ডালগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো।

শান্ত চোখে ও আমার দিকে তাকালো, উভয়েই আমরা বোধহয় পূর্বের ঘটনাগুলো স্মরণে আনার চেষ্টা করলাম। "তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, তোমার জন্যে আমি উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছি।"

"কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কেন। তুমি একবার আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করো, দ্রুত আবার..."

"আমার দিক থেকে বিষয়টাকে এক ধরনের শয়তানি বলতে পারো। আমার নিজের তৈরি করা নরক যন্ত্রণায় নিজেই দগ্ধ হচ্ছি। প্রথম দিন তোমার শরীর থেকে যে সুগন্ধ বেরুচ্ছিলো...আমার মনে হচ্ছিলো আমি বুঝি পাগল হয়ে যাবো। ওই একটা মাত্র ঘণ্টা, তুমি যখন আমার সাথে একা ছিলে, শুধু আমাকে প্রলোভনই দেখিয়ে গেছো। কিন্তু ওই প্রলোভনকে শুধু আমি দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি-চিন্তা করেছি, পরিবারের জন্যে আমি কতোটুকুই বা করতে পেরেছি! সে কারণেই কিছু বলার আগেই আমি পালাতে চেয়েছি..."

এ্যাডওয়ার্ড আমার হতভম্ভ মুখের দিকে তাকালো।

"তুমি অবশ্যই আমার সবকিছু জানতে পারবে," ওর সম্পর্কে সবকিছু জানাবে বলে এ্যাডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করলো।

"আমি অবশ্যই তোমার সবকিছু কোণার ব্যাপারে আগ্রহী," আমি শান্ত কণ্ঠে জবাব দেবার চেষ্টা করলাম।

ও ভ্রু কুঁচকে আমার হাতের দিকে তাকালো। "এবং এরপর আমি তোমাকে বাদ দিয়ে আমার সবকিছু নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু আবার তোমাকে ওই ছোটো ঘরটাতে পেয়ে গেলাম- পেয়ে গেলাম একান্ত নিভৃতে। তোমার দেহের সুগন্ধ

আমাকে পাগল করে তুললো। তোমার সান্নিধ্য লাভের লোভ আমি সামলাতে পারলাম না। ওখানে তুমি ছাড়াও আরেকজন অসৎ চরিত্রের মেয়ে ছিলো। ওই মেয়েকে নিয়ে কিছু করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না– সুতরাং তোমার সাথে সহজেই আমার মনের আবেগ বন্টন করে নিতে বাধ্য হলাম।"

উষ্ণ সূর্যালোকেও আমি শিউরে উঠলাম। আমার স্মৃতিগুলো নতুন করে ওর চোখে খুঁজতে পেলাম যেন। মনে হলো আমি বড়ো একটা বিপদ আঁকড়ে ধরে বসে আছি। হায়রে! আমি আবার শিউরে উঠলাম, কতো সহজেই না নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছি!

"কিন্তু এরপরও নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। কীভাবে তা বলতে পারবো না। আমার মন প্রবলভাবে নিষেধ করতে লাগলো, স্কুলে তোমার জন্যে অপেক্ষা না করার জন্যে স্কুল থেকে তোমাকে অনুসরণ করার ব্যাপারেও আমার মন প্রতিবাদ জানাতে লাগলো। বুঝতে পারলাম, তোমার কাছ থেকে যতো দূরে সরে থাকতে পারবো, ততোই লাভ। তোমার গন্ধ আমাকে মোহিত না করলে আমি সুস্থভাবে চিন্তা করতে পারবো, আর সুস্থভাবে চিন্তা করতে পারলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও আমার জন্যে সহজ হবে। নিজের বাড়িতে থাকার সাহস পেলাম না।, সুতরাং আশ্রয় নিতে হলো কাছের আরেকজনের বাড়িতে— আমি খুব দুর্বল কোনোভাবে তাকে বুঝাতে সক্ষম হলাম। ও কোনোভাবে জানতে পেরেছিলো আমার কিছু সমস্যা আছে–ওর সাথে সোজা কার্লিসলের একটা হাসপাতালে চলে গেলাম।"

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম।

"ওর সাথে গাড়ি বদল করলাম–ওর গাড়িতে গ্যাস ভর্তি করাই ছিলো, তাছাড়া মোটেও আমার কোথাও থামার ইচ্ছে হলো না, বাড়িও ফিরতে চাইলাম না আমি– সত্যিকার অর্থে এসমের মুখোমুখি হতে চাইলাম না। নাটক ছাড়া কোনো কাজ ও সহজ ভাবে করতে পারে না। এ সবকিছুর যে প্রয়োজন নেই, ও যেভাবেই হোক যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করতে থাকবে...

"পরদিন সকালে আমি আলাস্কায় গিয়ে পৌঁছলাম।" ও লজ্জিত কণ্ঠে বললো। মনে হলো যেন ও একজন খুব বড়ো কাপুরুষ। "আমারই সমমনা কিছু বয়স্ক মানুষের সাথে ওখানে দু'দিন কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু কোনো স্থানে আমার বেশি দিন ভালো লাগে না—একঘেয়েমিতে ভুগতে থাকি। এসমেকে মর্মাহত করেছি ভেবে দুঃখ পেলাম এবং একই সাথে আমি অন্যদেরও মর্মাহত করেছি। আমাকে যে পরিবার পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তাদের মনেও আমি দুঃখ দিয়েছি। নিজের মনকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম, এভাবে পালিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ থাকতে পারে না–এটা শুধু আমার ধ্বংসই ডেকে আনবে। ইতোপূর্বে আমার যে সব সমস্যা এসেছে, তার সবই আমি পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করেই সমাধান করেছি। এটা কোনো বড়ো ব্যাপার নয়, বিষয়টাকে আমার ছোটো করে দেখারও অবকাশ নেই। তাছাড়া এগুলো লুকিয়ে রাখাও বিষয় নয়। তবে এটাও ঠিক সবসময় নিজের মনোবলকে দৃঢ় রাখার চেষ্টা করে এসেছি। তুমি তো কোনো ছাড়"–হঠাৎ ভেঙচি কেটে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

আমি কিছুই বলতে পারলাম না।

"নিজের নিরাপত্তার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, সেভাবেই ব্যবস্থা নিতে লাগলাম।

তুমি যে রকম আগে দেখেছিলে তার চাইতে শিকার এবং খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম আমাকে শক্তি অর্জন করতে হবে–তুমি এবং তোমার মতো যে কোনো মানুষকে যেন মোকাবেলা করতে পারি, সেই ধরনের শক্তি।

"বলার অপেক্ষা রাখে না আমার একটা বড়ো ধরনের সমস্যা ছিলো। আমার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা তা আমি বুঝতে পারতাম না। সরাসরি তোমার মন পড়ার ক্ষমতা আমি তখনো অর্জন করতে পারিনি। তোমার কথাগুলো আমি জেসিকার মনের ভেতর পড়ার চেষ্টা করতে লাগলাম... ওর মনকে মোটেও সাধারণ বলা যাবে না। অন্যদিকে তার মনকে পড়ার বিষয়টাকে যে উপেক্ষা করবো সেটাও আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। এরপর থেকে আমি বুঝতে পারলাম না তুমি যেগুলো বলছো, আদৌ সেগুলো তোমার মনের কথা কিনা। তোমার সবগুলো কথাই গা জ্বালানো।" ভ্রু কুঁচকে এ্যাডওয়ার্ড অতীতকে স্মরণ করার চেষ্টা করলো যেন।

প্রথম দিন থেকেই আমার অসামঞ্জস্যগুলো যতোটা সম্ভব তুমি ভুলে যেতে পারো সেই চেষ্টাই করতে লাগলাম। সুতরাং আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই তোমার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। তোমার চিন্তাগুলো পড়ার জন্যে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তুমি হচ্ছো এক অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে। আমাকে তুমি যে বুঝতে চেষ্টা করছো, তোমার অভিব্যক্তি দেখেই তা বুঝতে পারলাম...মাঝে মাঝেই বাতাসে তোমার চুল ওড়ানো, হাত নাড়ানো...সবই আমি মুগ্ধ চোখে শুধু দেখতেই লাগলাম...এবং তোমার দেহের সুগন্ধে মাঝে মাঝেই থমকে যেতে লাগলাম...

"এর দিনকয়েক পরে দেখতে পেলাম একটা গাড়ি তোমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবার জন্যে ছুটে আসছে। পরবর্তীতে চিন্তা করে দেখেছি কেন সেদিন ওরকম ছুটে গিয়ে গাড়িটা থামিয়ে ছিলাম...। সেদিন যদি ওভাবে গাড়ি না থামাতাম তাহলে গাড়ির আঘাতে তোমার দেহ থেকে রক্ত ছিটকে বেরিয়ে আসতো। আর যদি সেদিন তোমার দেহ থেকে সামান্য রক্তও বেরিয়ে আসতো, তাহলে নিজেকে আমি কোনোভাবেই সামলে রাখতে পারতাম না। রক্ত দেখে আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠতাম। তবে এ ধরনের চিন্তা অবশ্যই আমি অনেক পরে করেছি। সত্যিকার অর্থে ওই দিন তোমাকে বাঁচানোটাই ছিলো আমার মূখ্য উদ্দেশ্য।"

ও চোখ বন্ধ করলো। মনে হলো যেন মনের যন্ত্রণাগুলো বুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমি তার দুঃখটা বুঝতে পারলাম।

অনেকক্ষণ বাদে আমি কথা বলতে পারলাম। যদিও আমার কণ্ঠস্বর খুবই ক্ষীণ কোণালো। "তাহলে হাসপাতালের ঘটনা?"

এ্যাডওয়ার্ডের চোখ জোড়া ঝলছে উঠলো। "আমি তখন অসহায় ছিলাম–আমার কিছুই করার ছিলো না। আমি কোনোভাবে চিন্তাও করতে পারছিলাম যে তুমি কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়ো। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তোমাকে ওই সময় হয়তো আমাকে হত্যা করতে হতো।" মুখ ফসকে এ ধরনের একটা কথা বেরিয়ে আসায় আমরা দু'জনেই চমকে উঠলাম। "কিন্তু ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটলো। তোমাকে রক্ষা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম," এ্যাডওয়ার্ড দ্রুত নিজেকে সামলে নিলো। "আমাকে রোজালে, এমেট এবং জেসপারের সাথে রীতিমতো লড়াই করতে হলো।

ওরা আমাকে বললো যে সময় নাকি এসে গেছে...আমাদের জঘন্যতম কাজটা করতে হবে। কিন্তু কার্লিসল এবং এলিস আমার পক্ষেই থাকলো।" এলিস নামটা উল্লেখ করতে গিয়ে কেন জানি না ও মুখ টিপে একটু হাসলো। "এসমে অন্য ধরনের। ওকে যেমন বলবো, আমার নির্দেশের নড়চড় করবে না।" অনিশ্চিতভাবে ও মাথা নাড়লো।

"পরের সমস্ত দিনই ওরা আমার মন বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। আমি তোমার মনের কথা তেমনভাবে পড়তে না পারলেও ওরা ঠিকই তোমার মনের অনেক কথা পড়তে পারলো। তবে এতোটুকু বুঝতে পারলাম তোমার সাথে নিজেকে মোটেও তেমনভাবে জড়ানো ঠিক হবে না। তোমার কাছ থেকে নিজেকে যতোটা দূরে সরিযে রাখতে পারবো, তাতে উভয়েরই মঙ্গল। কিন্তু প্রতিদিন যেভাবে তোমার শরীরের সুগন্ধ, চুলের গন্ধ পেতে লাগলাম...প্রথম দিনের মতোই আমাকে আমোদিত করতে লাগলো।"

এ্যাডওয়ার্ড আবার আমার চোখের দিকে তাকালো।

"এবং ওই সব কারণে," ও আবার বলতে লাগলো, "সুতরাং প্রথম বারের মতো আমরা যদি নিজেদের প্রকাশ করতে পারি–এইখানে এই নিভৃত স্থানে, তাহলে আমি অনেকটাই সুস্থ অনুভব করবো। এই নিভৃত স্থানে নিজেদের যদি প্রকাশ করি তাহলে কোনো স্বাক্ষী থাকবে না এবং কেউ আমাদের বাধা দিতেও আসবে না–আমি তোমাকে যন্ত্রণা দিতে চাই।"

যেহেতু আমি একজন মানুষ, প্রশ্ন জাগাটা একান্ত স্বাভাবিক। তাই প্রশ্ন করলাম, "কেন?"

"ইসাবেলা।" ও আমার চুলের ভেতর বিলি কাটতে কাটতে পুরো নাম ধরেই সম্বোধন করলো। ওর স্বাভাবিক স্পর্শেই আমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। "বেলা, তোমাকে যন্ত্রণা না দিয়ে নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারছি না। আমাকে কতোটা কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। লজ্জায় ও মাথা নিচু করলো। "তোমার চিন্তাগুলো এখনো আমার কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য, শীতল– তোমার রক্তে রাঙা মুখ আমি আর দেখতে চাই না, আমার কথাগুলোকে অবিশ্বাস্য মনে করে তোমার বক্র চাহনীও আর... বিষয়টা একেবারেই সহ্য করতে পারছি না।" বড়ো বড়ো চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকালো। "তুমি এখন আমার কাছে দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়েছো–চিরকালের সর্বসেরা এক বস্তু।"

এ্যাডওয়ার্ডের এলোমেলো কথা শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। আমার মুখ থেকে ও কিছু শুনতে চাইলো। ওর ধরে রাখা আমার হাতটা একবার দেখে নিলাম।

"আমার অবস্থাটাও তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো," অবশেষে আমি মুখ খুললাম। "আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি...কীভাবে তা আর নতুনভাবে বলে দিতে হবে না। সহজভাবে বলতে হলে বলতে হয়, তোমাকে ছাড়া আমি আর বাঁচবো না।" আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "আমি আসলে খুবই বোকা একটা মেয়ে।"

"তুমি আসলেই একটা বোকা মেয়ে," এ্যাডওয়ার্ড হাসতে হাসতে আমাকে সমর্থন জানালো। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমিও হাসলাম।

"হ্যাঁ, আমার অবস্থা হয়েছে সিংহের মতো। সিংহ যেমন ভেড়ার ছানার প্রতি

লালায়িত হয়ে ওঠে... ও বিড়বিড় করলো। আমার উত্তেজনা লুকানোর জন্যে অন্য দিকে তাকালাম।

"সত্যিই অসহায় এক ভেড়ার ছানা আমি!" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

"একজন অসুস্থ মর্ষকামী অসহায় সিংহ। এমন অসুস্থ মানসিকতা যে, প্রণয়িনীর মাধ্যমে নিপীড়িত না হলে আনন্দ লাভ করতে পারে না!" গাছের ওপর দিয়ে ও খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, ওরা লাগামহীন চিন্তা কোনো দিকে ছুটে চলেছে।

"কেন...?" কিছু একটা বলার চেষ্টা করেও পারলাম না, মাঝপথেই আমাকে থেমে যেতে হলো। কীভাবে শুরু করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো; ওর মুখ আর দাঁতের ওপর সূর্যের আলো পড়ে চিক চিক করতে লাগলো।

"হুঁ, কি বলছিলে যেন?"

"আমাকে বলো যে, প্রথমে তুমি আমার কাছ থেকে কেন পালাতে চেয়েছিলে।"

ওর মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। "তার কারণ তুমি ভালোভাবেই জানো।"

"না, আমি বুঝাতে চাইছিলাম, কোথায় ভুল করলাম? তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। সুতরাং, কোন কাজগুলো কার উচিত নয়, তা শেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। এভাবেই বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে পারি"–ওর হাতের পেছনে আমি টোকা দিলাম–

"মনে হয় বিষয়টা তোমার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারলাম।"

ও আবার হাসলো।" বেলা তুমি আসলে কোনো ভুল করোনি–ভুল আমারই বলতে হবে।"

"কিন্তু আমার পক্ষে যদি সম্ভব হতো, কিংবা বুঝতে পারতাম তাহলে অবশ্যই সাহায্য করতাম। তোমার জন্যে বিষয়টাকে নিশ্চয়ই এ রকম কঠিন করে তুলতাম না।"

"ভালো কথা..." ও গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করলো। "বিষয়টা কঠিন হতো না যদি তুমি আমার একান্ত সান্নিধ্যে আসতে পারতে। সহজাত কারণেই বেশিরভাগ মানুষ আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে থেকেছে। ভীনগ্রহের জীব হিসেবেই সবাই আমাদের ধরে নিয়েছে...সুতরাং তুমি আমার একান্ত সান্নিধ্যে আসবে এমন আশাও আমি করিনি। এমন কি তোমার সুগন্ধ নেবার চেষ্টাও করিনি... " আমার মন খারাপ হলো কিনা তা দেখে নিয়ে মাঝপথেই এ্যাডওয়ার্ড কথা থামিয়ে দিলো।

"ঠিক আছে, তারপর?" চটপট আমি প্রশ্ন করলাম। আমি চিবুকের ওপর টোকা দিলাম। "গলা বাড়ানোর চেষ্টা করবে না।"

এটা কাজে দিলো; ও হেসে উঠলো।

"না, সত্যিকার অর্থে যে কোনো বিষয়ের চাইতে এটাকে চমকপ্রদ বলে মনে হচ্ছে।"

ওর হাতটা আলতোভাবে তুলে ধরে গলার পাশে স্থাপন করে নিশ্চুপভাবে বসে থাকলাম। ওর শীতল স্পর্শ এক ধরনের প্রাকৃতিক সতর্ক সংকেতের মতো মনে হলো—আমাকে আতঙ্কিত করে তোলার মতো এক ধরনের সতর্ক সংকেত। কিন্তু

যতোটা ভয় পাওয়া উচিত ছিলো, তেমনটা ভয় পেলাম না। তার বদলে অন্য এক ধরনের অনুভূতি হতে লাগল আমার...

"দেখ," ও বললো, "তোমার প্রস্তাব আমার কাছে বেশ চমৎকার মনে হচ্ছে।"

আমার রক্ত দ্রুত প্রবাহিত হতে লাগলো। আমি আশা করলাম এই রক্ত প্রবাহ মন্থর হয়ে উঠুক। মনে হলো এই রক্ত প্রবাহের শব্দও বুঝি ওর কানে পৌঁছে যাবে।

"তোমার ওই রাঙা গাল দেখে কিন্তু আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি," ও বিড়বিড় করলো।

"একেবারে নড়বে না, একেবারে চুপচাপ বসে থাকো," ফিসফিস করে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

খুব ধীরে, আমার ওপর থেকে ওর চোখ একটুও নড়লো না, হাঁটু গেড়ে ও আমার দিকে এগিয়ে এলো। এরপরই একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে, তবে অবশ্যই ভদ্রোচিত আচরণে ওর অতি শীতল চিকুকটা আমার গলার খাঁজটার কাছে স্থাপন করলো। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি একেবারেই নড়াচড়া করতে পারলাম না। ওর নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ আমার কানে এসে বাজতে লাগলো। ওর ব্রোঞ্জ রঙের ঢেউ খেলানো চুলগুলো শান্ত বাতাস এলোমেলো করে দিয়ে যেতে লাগলো, এ্যাডওয়ার্ডের শরীরের প্রত্যেকটা অংশকে মেলানোর মতো আমার দেখা কোনো মানুষকে খুঁজে বের করতে পারলাম না।

ভদ্রচিতভাবে, অতি ধীরে ও একটা হাত আমার গলার পাশে স্থাপন করলো। তবে হাত একই স্থানে স্থীর থাকলো না, বরং কাঁধের ওপর ওর আঙ্গুলগুলো নড়াচড়া করতে লাগলো এবং একটা স্থানে এসে থেমে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড খানিকক্ষণের ভেতর মুখটাও নামিয়ে এনে প্রথমে গলার পাশে, তারপর কণ্ঠনালীর নিচকার খাঁজের ভেতর স্থাপন করলো। ওর মুখটা আবার স্থান পরিবর্তন করে আমার বুকের মাঝখানে এসে থেমে গেল। সম্ভবত এ্যাডওয়ার্ড আমার হৃৎস্পন্দন কোণার চেষ্টা করলো।

"আহ্!" ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

আমরা আর কতোক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকবো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার কাছে মনে হলো ঘণ্টা খানিক হতে পারে। আমার নাড়ির স্পন্দন ঠিক আগের মতোই চলতে লাগলেও, আমাকে আবার জড়িয়ে ধরার পর এ্যাডওয়ার্ড মোটেও কোনো কথা বলেনি কিংবা নড়াচড়া করেনি। কিন্তু আমি জানি, যে কোনো মুহূর্তে ওর ভেতর পরিবর্তন আসতে পারে, আর সেরকম যদি কোনো পরিবর্তন আসেই তাহলে তা আসবে অতিরিক্ত মাত্রায়। আর তখন আমার জীবনের যে সমাপ্তি ঘটবে না নিশ্চিতভাবে তার কিছুই বলা যাবে না। হয়তো তখন আমার পক্ষে নিজেকে সামলে নেবার কিংবা জানার সময়টুকুও পাবো না। তবে নিজেকে আমি মোটেও ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। তাছাড়া ও আমাকে ধরে রেখেছে, এর বাইরে কিছুই চিন্তাও করতে চাইলাম না।

এবং তারপর, খুবই দ্রুত ও আমাকে মুক্তি দিলো।

ওর দু'চোখে একরাশ প্রশান্তি।

"বোধহয় না বিষয়টা তোমার কাছে খুব কষ্টদায়ক মনে হয়েছে?" ও প্রশ্ন করলো আমাকে।

"তোমার জন্যে বিষয়টা কি কষ্টদায়ক মনে হয়েছে?"

"যতোটা কঠিন হবে বলে ভেবেছিলাম, ততোটা মোটেও নয়। তোমার ক্ষেত্রে?"

"না তেমন খারাপ নয়..."

আমার আহত মুখের দিকে তাকিয়ে ও একটু হাসলো। "নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো, আমি কী বুঝাতে চাইছি।"

আমি একটু হাসলাম।

"এখানে।" ও আমার একটা হাত তুলে নিয়ে ওর গালে ঠেকালো। "আমার এই গাল কতোটা যে উষ্ণ, তুমি কি তা অনুভব করতে পারছো?"

স্পর্শ করে আমার কাছে ওর গালটা উষ্ণ বলেই মনে হলো। এর আগে যখনই ওর দেহ স্পর্শ করেছি, শীতলতা ছাড়া আর অন্য কিছু অনুভব করতে পারিনি।

"একটুও নড়বে না," আমি ফিস ফিস করে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ডের মতো এতোটা স্থীর কোনো মানুষ দেখিনি। ও চোখ বন্ধ করলো এবং পাথরের মতোই স্থীর হয়ে রইলো। আমার হাতের নিচে ওর দেহের আঁকাবাঁকা রেখাগুলো আমি অনুভব করতে পারলাম।

ওর চাইতেও অনেক ধীরে আমি একটু নড়লাম, অনেকটা কাউকে বুঝতে না দেবার মতো করে। গালের ওপর দিয়ে আলতোভাবে আঙ্গুল বুলিয়ে নিয়ে, অবশেষে তা এসে থেমে গেল ওর চোখের পাতার ওপর—আমি আলতোভাবে টোকা দিলাম। চোখের নিচকার খাঁজের ভেতর এক ধরনের লালচে বেগুনী রঙের আভা দেখতে পেলাম আমি। ওর নাকে স্পর্শ করে অতি চমৎকার অবয়ব বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম এবং তারপর একেবারে স্থীর ঠোঁট জোড়া। আঙ্গুলের স্পর্শ পেয়ে ওর ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক হয়ে গেল। খুব ইচ্ছে হলো হাঁটু গেঁড়ে ওর দিকে সামান্য একটু এগিয়ে যাই ওর দেহের সুগন্ধ সম্পূর্ণভাবে শুঁষে নিই। সুতরাং আমার একটা হাত আলতোভাবে ছেড়ে দিয়ে একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম—তবে সামান্য পেছনে সরে যাক, তেমনটাও চাইলাম না।

এ্যাডওয়ার্ড চোখ খুললো। মনে হলো ওই চোখ জোড়া ক্ষুধার্ত হয়ে আছে যেন। এতে অবশ্য মোটেও ভয় পেলাম না বটে, তবে পেটের মাংসপেশিতে এক ধরনের চাপ ধরা অনুভূতি হতে লাগলো। এবং ধমনীর ভেতর দিয়ে আবার সেই আগের মতোই দ্রুতবেগে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো।

"আমার ইচ্ছে," ও ফিসফিস করলো, "আমার ইচ্ছে তুমি বিষয়টা সঠিকভাবে অনুভব করবে...এর বিভিন্ন জটিলতা...বিভ্রান্তিগুলো...আমি সবই অনুভব করলাম। তোমার বুঝতে বোধহয় না কষ্ট হবে।

এ্যাডওয়ার্ড আমার মাথার ওপর হাত রাখলো, তারপর বিলি কেটে চুলগুলো সামনে এনে কপাল ঢেকে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

"যা বলার আছে, বলে ফেলো," আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললাম।

"আমার মনে হয় না, তোমাকে বিস্তারিত জানানো সম্ভব হবে, অন্য দিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-সবকিছু থেকে বঞ্চিত হওয়া অদ্ভুত এক সৃষ্টি, এরপরও তোমাকে আমার ভালো লাগে। আশাকরি তুমি এতোদিনে তা বুঝতে পেরেছো। যদিও বিষয়টা ধীরে ধীরে

বিস্তৃত হয়েছে।" ও সম্পূর্ণভাবে হাসতে পারলো না, "নিষিদ্ধ কোনো বিষয়ের প্রতি যেহেতু তুমি অনুরক্ত নও, সেহেতু মনে হয় না বিষয়টাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছো।

"কিন্তু..." ও হালকাভাবে ঠোঁটের ওপর আঙুল স্পর্শ করলো। আমি আবার শিউরে উঠলাম। "এখানে অন্য এক ধরনের ক্ষুধা আছে, এ ধরনের ক্ষুধা ঠিক আমিও বুঝতে পারি না, ওটা আমর কাছে বিদেশী ভাষার মতোই দুর্বোধ্য বলে মনে হয়।"

"তোমার চিন্তাগুলোকে আমি ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করতে চাই।"

"নিজেকে আমার আর সব মানুষের মতো মনে হয় না। এটা কি এভাবেই চলতে থাকবে?"

"আমার মতামত জানতে চাও?" আমি একটুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। না, কখনোই নয়, আগে যেমন ঘটেছে, তেমন আর ঘটবে না।"

ওর দু' হাতের মুঠোর ভেতর আমার একটা হাত চেপে ধরে রাখলাম।

"কীভাবে তোমার সান্নিধ্য লাভ করবো আমি তা জানি না," আমার কথার সাথে সুর মিলিয়ে বললো এ্যাডওয়ার্ড। "আমি পারবো কিনা সেটাও ঠিক বুঝতে পারছি না।"

আমার চোখের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও অতি ধীরে একটু সামনের দিকে এগিয়ে এলো। ওর পাথরের মতো মসৃণ বুকের ওপর আমি চিবুকটা স্থাপন করলাম। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া অবশ্য আমি আর কিছুই শুনতে পেলাম না।

"যথেষ্ট হয়েছে," চোখ বন্ধ করে বললাম।

প্রায় আর সব পুরুষের মতোই ও আমার গলা জড়িয়ে ধরলো এবং ওর মুখটা আমার চুলের ভেতর নামিয়ে আনলো।

"তোমার যোগ্যতাগুলোকে প্রকাশ করার সময় এসেছে,"আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম।

নিশ্চুপভাবে আবার আমরা বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে দিলাম। অবাক হয়ে ভাবলাম আমার মতোই ও ইচ্ছে করে চুপচাপ বসে আছে কিনা। কিন্তু দেখতে পেলাম দিনের আলো ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। ঘন গাছপালার ছায়া এসে পড়ছে আমাদের দেহের ওপর। আমি এরই ভেতর একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

"তোমার বোধহয় এখন রওনা হওয়া প্রয়োজন।"

"মনে হচ্ছে, আমার মনের চিন্তাগুলো তুমি মোটেও পড়তে পারছো না।"

"ক্রমশই বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে।" ওর কণ্ঠ থেকে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম আমি।

ও আমার কাঁধের ওপর হাত রাখলো এবং আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম।

"আমি কি তোমাকে কিছু একটা দেখাতে পারি?" ও জিজ্ঞেস করলো। হঠাৎই ওর চোখে এক ধরনের উত্তেজনা লক্ষ করলাম।

"তুমি আমাকে কি দেখাবে?"

"তোমাকে দেখাবো কীভাবে আমি বনের ভেতর বেড়াই।" এ্যাডওয়ার্ড আমার অভিব্যক্তি বুঝে নেবার চেষ্টা করলো। "ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, তুমি নিরাপদেই থাকবে এবং তোমার ওই ট্রাকের চাইতে দ্রুতই ঘুরে বেড়াতে পারবে।" ওর মুখে দুষ্টু

কিন্তু মিষ্টি হাসি দেখে আবারও আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে চাইলো।

"তুমি কি তাহলে বাদুরে রুপান্তরিত হতে যাচ্ছো?" সতর্কভাবে আমি প্রশ্ন করলাম।

ও হেসে উঠলো সাধারণত যে রকম হাসে, তার চাইতে একটু উচ্চ স্বরেই। "তোমাকে কিন্তু এভাবে কখনোই হাসতে দেখিনি।"

"ঠিক, এরকম হাসি তুমি আশা করি সবসময় শুনতে পাবে।"

"ভীতুর ডিম, এদিকে এসে আমার পিঠে চেপে বসো।"

আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম, আদৌ ও আমার সাথে কোনো ছেলেমানুষী করছে কিনা। আমার ইতস্তত করার কারণ বুঝতে পরেছে, এমনভাবে একটু হেসে ও আমার দিকে হাত বাড়ালো। আমি আঁতকে উঠলাম, যদিও আমার চিন্তাগুলো ও পড়তে পারলো না। তবে প্রতিবারই মনে হতে লাগলো·আমার নাড়ির স্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর আমার দেহটা আলতোভাবে ওর পিঠের ওপর তুলে নিলো। পিঠের ওপর খানিকটা তুলে নেবার পর হাত এবং পা দিয়ে ওর দেহ আঁকড়ে ধরলাম। ও যেভাবে আমার দেহটা তুলে নিলো, তাতে মনে হলো ওর কাছে আমি শিশু ছাড়া আর কিছুই নই।

"তোমার সাধারণ ব্যাকপ্যাকের চাইতে আমার ওজন কিন্তু সামান্য বেশিই হবে" ওকে সাবধান করে দেবার ভঙ্গিতে বললাম আমি।

"হাহ্!" নাক দিয়ে অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করলো এ্যাডওয়ার্ড। আমার কাছে মনে হলো, ওর চোখের পাতা নড়ানোর শব্দও যেন শুনতে পাবো।

"সহজ থাকার চেষ্টা করবে," ও বিড়বিড় করলো। এবং তারপরই ও দৌড়াতে শুরু করলো।

এ্যাডওয়ার্ড অন্ধকারের দিকে তাকালো। বনের ঘন গাছপালার নিচে নিচ্ছিদ্র শুধু অন্ধকারই মনে হতে পারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেশ কিছু ভুত দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোনো শব্দই শুনতে পেলাম না, এমনকি এ্যাডওয়ার্ডের পা-জোড়া যে মাটি স্পর্শ করে আছে তারও কোনো প্রমাণ খুঁজে পেলাম না। ও আগের মতোই স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে লাগলো–ওর সামান্যতমও কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হলো না। কিন্তু গাছ-পালাগুলো অতিদ্রুত গতিতে আমাদের শরীরের নিচ দিয়ে ছুটে যেতে দেখলাম-এতোই দ্রুত যে, মাঝে ভুল হতে লাগলো আদৌ ওগুলো গাছপালা নাকি অন্য কিছু।

প্রচণ্ড ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করে রাখলাম। যদিও বনের অত্যন্ত শীতল বাতাস চোখে মুখে এসে ঝাপটা দিতে লাগলো। এই শীতল বাতাসের স্পর্শে মুখে রীতিমতো যন্ত্রণা শুরু হলো। মনে হলো বোকার মতো প্লেনের জানালা দিয়ে মাথা বের করে রেখেছি। অন্যদিকে গতি জড়তার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে কী ধরনের অনুভূতি হতে পারে, জীবনে এই প্রথমবারের মতো আমি তা অনুভব করতে পারলাম।

অবশেষে মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়ানো শেষ হলো। খুব সকালে আমরা তৃণভূমিতে বেড়াতে এসেছিলাম এবং এখন মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার– মিনিট কয়েকের ভেতর আমাদের সমস্ত আনন্দ শেষ হতে চলেছে। আমরা ট্রাকে ফিরে গেলাম।

“মন চাঙ্গা করা ঔষুধের মতো তাই নয় কি?” ওর কণ্ঠের ভেতর প্রচণ্ড উত্তেজনা।

এ্যাডওয়ার্ড নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো। ওর পিঠ থেকে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। কেন যেন মাংসপেশিগুলো সাড়া দিলো না। আমার হাত এবং পা আগের মতোই ওর শরীর আঁকড়ে থাকলো এবং বনবন করে মাথা ঘুরতে লাগলো।

“বেলা?” উৎকণ্ঠিত হয়ে ও আমাকে ডাকলো।

“আমার মনে হচ্ছে মাটির ওপর শুয়ে পড়ি,” হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম আমি।

“ওহ্, আমি আন্তরিক দুঃখিত, ও আমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো বটে কিন্তু মোটেও নড়াচড়া করতে পারলাম না।

“আমার মনে হচ্ছে, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন।”

এ্যাডওয়ার্ড শান্তভাবে একটু হাসলো।

এরপর ওর গলায় জড়ানো ধরা আমার হাতের শক্ত বাঁধনি হালকা করে নিলো। ওর হাতকে এখন মোটেও লোহার মতো শক্ত বলে মনে হলো না। পিঠ থেকে নামিয়ে সামনের দিকে টেনে ওর মুখোমুখি দাঁড় করালো। ছোটো শিশুকে দোল দেবার ভঙ্গিতে যেভাবে দু হাতের ওপর তুলে নেয়া হয়, এ্যাডওয়ার্ড একই ভঙ্গিতে আমাকে তুলে নিলো। ও খানিকক্ষণ আমাকে একই ভঙ্গিতে ধরে রাখলো তারপর স্প্রীং এর মতো র্ফাণ গাছের ওপর আলতোভাবে শুইয়ে দিলো।

“এখন তোমার কেমন লাগছে?” ও জিজ্ঞেস করলো।

বনবন করে মাথা ঘুরতে থাকায় ভালো না মন্দ আমি খানিকক্ষণ কিছুই বুঝতে পারলাম না। “আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না, সবকিছু এলোমেলো মনে হচ্ছে।”

“আমার হাঁটুর মাঝখানে তোমার মাথা নামিয়ে আনো।”

ওর কথামতোই আমি তেমনই করার চেষ্টা করলাম, মনে হলো এতে কিছুটা উপকার হলো যেন। আমি ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। একই সাথে ওর হাঁটুর ওপর মাথাটা শক্তভাবে চেপে ধরে রাখলাম। মনে হলো ও আমার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকুক। কিন্তু মুহূর্তেগুলো দ্রুত পার হয়ে যেতে লাগলো এবং স্বাভাবিকভাবেই এক সময় মনে হলো এখন বুঝি মাথা তুলে উঠে বসতে পারবো। মাথার এই এলোমেলো অবস্থার ভেতরও মৌমাছির গুঞ্জণের মতো এক ধরনের শব্দ আমার কানে ভেসে আসতে লাগলো।

“তোমার এই বুদ্ধিটা আমার কাছে মোটেও যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না,” ও মুখ টিপে হাসলো।

আমি, স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কণ্ঠস্বর খুবই দূর্বল কোণালো। “না, সবকিছুই আমার কাছে খুব মজার বলে মনে হচ্ছে।”

“হাহ্! বললেই হলো, তোমাকে একেবারে ভূতের মতো সাদা দেখাচ্ছে— নাহ্, মনে হয় ভুল বললাম, তুমি একেবারে আমার মতো সাদা হয়ে গেছো।”

“আমার মনে হচ্ছে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকি।”

“কথাটা পরেও যেন স্মরণে থাকে।”

“পরেও স্মরণে রাখবো!” আমি কোনোভাবে জবাব দিলাম।

ও হাসলো, ওর মন এখানো চাঙ্গা হয়ে আছে।

"দেখিয়ে দাও," আমি বিড়বিড় করলাম।

"বেলা, তোমার চোখ খুলো," শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

ওর দিক থেকে আমার মনে হয় ও ঠিকই আছে। ও মুখটা আমার কাছে এগিয়ে আনলো। ওর সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

"যখন আমি দৌড়াচ্ছিলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিলো..." কথাটা শেষ না করেই ও থেমে গেল।

"আমি চিন্তা করছিলাম, কখোন না জানি গাছগুলোর সাথে ধাক্কা লাগে।"

"আরে দূর বেলা," ও মুখ টিপে হাসলো।" দৌড়ানোর ব্যাপারটা অর্থাৎ তোমার কাছে যেটা উড়ে বেড়ানো মনে হতে পারে, ওটা আমার স্বভাবের দ্বিতীয় ব্যাপার। ওটা নিয়ে আমি মোটেও চিন্তা করি না।"

"আমি দেখতে চাই," আমি আবার বিড়বিড় করলাম।

ও হাসলো।

"না," ও আগের মতোই বলতে লাগলো "আমার মনে হয় আমি খুব সামান্য কিছু করে দেখানোর চেষ্টা করেছি।" এ্যাডওয়ার্ড দু'হাতে আমার মুখটা চেপে ধরলো।

আমি নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেলাম।

ও একটু ইতস্তত করলো—সাধারণ নিয়মে নয় অন্তত আর দশটা মানুষের মতো নয়। একটা মেয়েকে চুমু খাওয়ার আগে একজন পুরুষ যেভাবে ইতস্তত করে, ওর আচরণ দেখে মোটেও তেমন মনে হলো না। মনে হলো দীর্ঘসময় নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। কেউ যদি জোর করে চুমু খেয়েও ফেলে, পরিস্থিতি যতোখানি তিক্ত মনে হয়, এ ধরনের চুপ করে থাকায় আরো বেশি তিক্ত মনে হতে পারে পরিস্থিতিটাকে।

এ্যাডওয়ার্ড তার প্রয়োজনগুলোকে ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলো কিনা সেটা ভেবেই ইতস্তত করতে লাগলো।

এবং তারপরই মার্বেল পাথরের মতো শীতল ঠোঁট জোড়া আমার ঠোঁটের ওপর নামিয়ে আনলো।

আমার চামড়ার নিচে রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। একই সাথে ঠোঁট জোড়ায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। নিঃশ্বাস খুব ধীর গতিতে প্রবাহিত হতে লাগলো। ওর চুলের ভেতর এক হাতে আমি বিলি কেটে দিতে লাগলাম, অন্য হাতে যতোটা সম্ভব জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলাম। ওর অসম্ভব সুন্দর সুগন্ধ টেনে নেবার জন্যেই বোধহয় ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক করলাম।

"ওপস্," আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললাম।

"এটা একটা উপলব্ধি করার বিষয়।"

ওর চোখজোড়া জ্বলজ্বল করতে লাগলো। ও আমার মুখটা আঁকড়ে ধরে সামান্য একটু ওর দিকে টেনে নিলো।

"আমি কি...?" আমি ওর কাছ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে চাইলাম। ফলে দু'জনের ভেতর খানিকটা দুরত্বের সৃষ্টি হলো। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আমাকে যেভাবে ধরে রেখেছে, তাতে ইঞ্চি দু'য়েকের বেশি নড়তে পারলাম না।

"না, আমি জানি বিষয়টা তোমার কাছে অসহ্যকর মনে হচ্ছে না। দয়া করে আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করো।" ওর কণ্ঠস্বর সংযত এবং অত্যন্ত ভদ্রোচিত।

এরপরই আমাকে অবাক করে দিয়ে ও হেসে উঠলো।

"ওখানে," ও বললো। ওকে দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট মনে হলো।

"সহ্য করার মতো?" অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

ও জোরে হেসে উঠলো। "যতোটা ভেবেছিলাম, তার চাইতে দেখছি আমি অনেক বেশি শক্তিশালী। বিষয়টা জেনে আমার বেশ ভালো লাগছে।"

"আমিও একই কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমি দুঃখিত।"

"হাজার হলেও তুমি একজন মানুষ।"

"তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ," আমি বললাম।

ও নমনীয়ভাবে উঠে দাঁড়ালো। ওর উঠে দাঁড়ানো আমার চোখেই পড়লো না যেন। আমার দিকে ও একটা হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি এ্যাডওয়ার্ডের বরফ শীতল হাতটা চেপে ধরলাম। যতোটা ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি জোর দিতে হলো ওর হাতের ওপর। এখনো ঠিক মতো আমি ভরসাম্য রক্ষা করতে পারছি না।

"উড়ে বেড়ানোর কারণে তুমি কি এখনো ভীত? নাকি আমার চুমু খাওয়ার দক্ষতা দেখে ভয় পেয়ে গেছ?" পরিবেশটাকে ও হালকা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ওকে এখন আমর কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হচ্ছে। একেবারে অচেনা এক এ্যাডওয়ার্ড।

"আমি নিশ্চিত কিছুই বলতে পারছি না, এখনো আগের মতোই হতবিহ্বল অবস্থার ভেতর আছি," কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিলাম আমি।

"সম্ভবত তুমি আমাকে গাড়ি চালানোর সুযোগ দিচ্ছো।"

"তুমি কি পাগল হলে?" আমি প্রতিবাদ জানালাম।

"তোমার যে কোনো দিনের চাইতে আমি অনেক ভালোভাবে গাড়ি চালাতে পারবো" টিটকারী দেবার ভঙ্গিতে বললো এ্যাডওয়ার্ড। "গতি জড়তার কারণে তুমি মোটেও ভালোভাবে গাড়ি চালাতে পারবে না।"

"তোমার কথাটা যে সত্য, আমি তা মানছি। কিন্তু আমার মনের জোর সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই এবং যে ট্রাকটা সাথে করে এনেছি সেটা সম্পর্কেও তোমার কোনো ধারণা নেই।"

"বেলা, তুমি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো।"

পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে গাড়ির চাবিটা মুঠোর ভেতর শক্তভাবে চেপে ধরে রাখলাম। ঠোঁট কামড়ে ধরে আমি মাথা নাড়লাম।

"নাহ্! কোনো সুযোগই নেই।" অবিশ্বাসীর ভঙ্গিতে ও ভ্রু কুঁচকালো।

ওর চারদিকে ঘুরে আমি ড্রাইভিং সিটের দিকে এগিয়ে গেলাম। অকম্পিতভাবে হাঁটতে দেখে আমাকে হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো নিষেধ করলো না। তবে মনে হলো কাজটা সে ইচ্ছের বিরুদ্ধে করছে। ও একটা হাত দিয়ে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরলো।

"বেলা, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এতোক্ষণ পর্যন্ত সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছি। যখন তুমি ঠিক মতো হাঁটতে পারছো না, তখন মোটেও আমি স্টেয়ারিং

হুইলের সামনে বসতে দিতে পারি না। এর পাশাপাশি বলতে হয়, এক বন্ধু আরেক মাতাল বন্ধুকে কখনোই গাড়ি চালানোর অনুমতি দেয় না।" আড়চোখে তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ড কথাগুলো বললো। ওর বুকের কাছ থেকে ভেসে আসা মোহিত করা সুগন্ধ মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"মাতাল?" আমি জোর প্রতিবাদ জানালাম।

"চোখের সামনে আমি তোমাকে মাতাল হতে দেখেছি," ওর সেই রহস্যময় হাসি আবার হাসলো।

"এ বিষয় নিয়ে মোটেও আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাইছি না," আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। ওকে চাবি ফিরিয়ে দেয়া ছাড়া নতুন কোনো পথ খুঁজে পেলাম না। মেলে ধরা হাতের তালুর ওপর চাবিটা খানিক ওপর থেকে ছেড়ে দিলাম। স্বল্পালোকেও চাবিটা চকচক করে উঠলো। "খুব ভালোভাবে চালাবে আমার ট্রাকটা কিন্তু নিঃসন্দেহে এক বয়স্ক নাগরিক।"

"এবং খুবই স্পর্শকাতর," ও সমর্থন জানালো।

"আশাকরি আমার সামনেই ওটার প্রতি তুমি অনুরক্ত হয়ে পড়বে না," আমি ওকে খোঁচা দেবার ভঙ্গিতে বললাম।

আবার আগের সেই এ্যাডওয়ার্ডকে খুঁজে পেলাম যেন-শান্ত আমুদে স্বভাবের এ্যাডওয়ার্ড। ও প্রথম দিকে আমার কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিতে চাইলো না। মুখটা এগিয়ে এনে আমার চোয়ালের ওপর ওর ঠোঁট জোড়া ঘষতে লাগলো এরপর কান থেকে চিবুক পর্যন্ত ওর ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করলাম। এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ওর ঠোঁট জোড়া একইভাবে আমার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরতে লাগলো। আমি নড়াচড়া করার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেললাম।

"একেবারেই অনুভূতিহীন," অবশেষে ও বিড়বিড় করলো, "আমি কিন্তু সুখ ভালোভাবেই আস্বাদন করতে পেরেছি।"

চৌদ্দ

আমি মানতে বাধ্য হলাম যে, ও চমৎকার গাড়ি চালায়। রাস্তার দিকে ও খুব কমই তাকাচ্ছে, তবুও লেন থেকে গাড়ির চাকা মনে হলো না এক ইঞ্চিও নড়ে গেছে। এ্যাডওয়ার্ড এক হাতে গাড়ি চালাচ্ছে এবং অন্য হাতে সিটের ওপর রাখা আমার একটা হাত চেপে ধরে রেখেছে। মাঝে মাঝে অস্তমিত সূর্যটাকে দেখে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার একবার করে আমাকেও দেখে নিচ্ছে। আমার মুখ গাড়ির বাইরে চুলগুলো এলোমেলোভাবে বাতাসে উড়ছে— ও ধীরে ধীরে আমার হাতের ওপর চাপ দিতে লাগলো।

রেডিওর নব ঘুরিয়ে এ্যাডওয়ার্ড পুরাতন গানের একটা স্টেশন ধরলো। রেডিও থেকে ভেসে আসা একটা গানের সাথে ও কণ্ঠ মেলালো। অবশ্য এই গানটা আমি

ইতোপূর্বে কখনো শুনিনি। এই গানের প্রতিটা লাইনই ওর মুখস্ত।

"পঞ্চাশ দশকের গানও তোমার পছন্দের?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পঞ্চাশ দশকের গান খুবই চমৎকার। ষাট অথবা সত্তরের দশকের তুলনায় অবশ্যই ভালো লাগার মতো, বুঝলে কিছু?" অজানা কোনো কারণে ও কেঁপে উঠলো। "আশির দশকের গান তাও সহ্য করা যায়।"

"তুমি কি বলবে, তোমার বয়স কতো?" সাধারণভাবেই আমি প্রশ্নটা করলাম। ওর গান কোণার আনন্দকে মাটি করে দেবার ইচ্ছে আমার মোটেও নেই।

"পুরাতন গান কোণার অর্থই কি আমার অনেক বয়স?" ওর হাসি দেখে খানিকটা ভরসা পেলাম। অন্তত আমার এ ধরনের প্রশ্নে ওর মন খারাপ হয়নি।

"না, কিন্তু এখনো আমি অবাক হচ্ছি..." আমি মুখ টিপে হাসলাম। "তোমার এই আজকের রহস্য সারা রাতেও সমাধান করতে পারবো না।"

"তোমাকে বিষয়টা যদি হতাশ করে থাকে তাহলে আমি কিন্তু খুব অবাক হবো" আপনমনেই বিড়বিড় করে ও মন্তব্য করলো। এরই মধ্যে ও একবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে নিয়েছে; এভাবেই মিনিট খানিক পার হয়ে গেল।

"আমাকে বুঝার চেষ্টা করো" আবশেষে আমি মুখ খুললাম।

ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমার চোখের দিকে তাকালো। মনে হলো খানিকক্ষণের জন্যে ও রাস্তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে। এবং সূর্যের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো। অবশেষে এ্যাডওয়ার্ড আবার মুখ খুললো।

"আমার জন্ম শিকাগো শহরে ১৯০১ সালে।" ও একটু থেমে আড়চোখে আমাকে দেখে নিলো। আমার বিস্ময়াভাবকে যতোটা সম্ভব প্রকাশ না করার চেষ্টা করলাম। ও হালকাভাবে একটু হাসলো। কথা বলার সময়টুকুতে ওই হালকা হাসি ঝুলেই থাকলো। "১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে একটা হাসপাতালে কার্লিসল আমাকে খুঁজে পান। আমার বয়স তখন সতেরো। আমার স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যু ঘটেছিলো।"

মনে হলো এ্যাডওয়ার্ড আমার নিঃশ্বাসের শব্দ কোণার চেষ্টা করছে। যদিও এই নিঃশ্বাসের শব্দ নিজের কাছেই ক্ষীণ কোণালো।

"ঘটনাটা তেমন ভালোভাবে মনে নেই। এটা অনেক আগের ঘটনা,তাছাড়া সাধারণ মানুষের এই স্মৃতিগুলো মন থেকে মুছে যাওয়ারই কথা।"

এরই ভেতর ও চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললো। "কার্লিসল আমাকে রক্ষা করার সময়কার অনুভূতি বেশ মনে আছে। এটা সহজে ভুলে যাবার মতো সাধারণ কোনো ঘটনা নয়।"

"তোমার বাব-মা?"

"ওই রোগে উনারা আগেই মারা গিয়েছিলেন। আমি একেবারে একা হয়ে গিয়েছিলাম। এ কারণেই কার্লিসল আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। মহামারীর মতো এক ধরনের বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিলো সে সময়ে। আমি যে চলে গেছি কেউই তা লক্ষ করেনি।"

"উনি তোমাকে...উনি তোমাকে কিভাবে রক্ষা করলেন?"

ও জবাব দিতে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলো। মনে হলো যথার্থ উত্তর খুঁজে

বের করার চেষ্টা করছে।

"এটা বলা বেশ কঠিন ব্যাপার। বিষয়টার সাথে নিজের মানিয়ে নেবার ক্ষমতা আমাদের ভেতর অনেকেরই থাকে না। কিন্তু কার্লিসল প্রথম থেকেই অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির মানুষ। আমাদের প্রত্যেকের প্রতিই তিনি দয়া দেখিয়ে এসেছেন... ইতিহাসে তার মতো কাউকে খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না।" ও একটু থামলো। "আমার জন্যে এটা খুবই দুঃখজনক এক স্মৃতি হয়ে আছে।"

একবার তাকে বলতে ইচ্ছে করলো এ বিষয় নিয়ে আর মোটেও আলোচনা নয়। কিন্তু আমার জানার আগ্রহকেও চেপে রাখতে পারলাম না। ওর বিষয়ে সত্যিকার অর্থে অনেক কিছু জানার আছে আমার।

ওর নরম কণ্ঠস্বর আমার চিন্তার জালকে ছিন্ন করে দিলো। "উনি প্রথম থেকে নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলেন। আমি কার্লিসল পরিবারের প্রথম সদস্য হলেও এরপরই তিনি এসমেকে গ্রহণ করেন। ও পাহাড়ের পাশ থেকে পড়ে গিয়েছিলো। ওরা এসমেকে ভুল করে সরাসরি মর্গে এনে হাজির করেছিলো। মারাত্মক আহত হলেও ওর তখন হৃৎস্পন্দন ঠিকই চালু ছিলো।"

"তাহলে অবশ্যই তোমাদের মৃত্যু ঘটবে, তারপর ইচ্ছে করলেই পরিণত হবে একটা..." শব্দটা চিন্তা করা যতো সহজ আমি ততো সহজে শব্দটা উচ্চারণ করতে পারলাম না।

"না, সেটা শুধুমাত্র কার্লিসলের জন্যে যুক্তিযুক্ত। কারও যদি অন্য পছন্দ থাকে তাহলে কখনোই তিনি এমন কাজ করেন না।" পিতার প্রসঙ্গ উঠতেই তার প্রতি এ্যাডওয়ার্ডের অন্য এক ধরনের শ্রদ্ধা লক্ষ করলাম। "যদিও ও কথাটা বেশ সহজভাবেই বললো," পূর্বের কথার সুত্র ধরে ও বলতে লাগলো,"বিষয়টা রক্তের অবস্থার ওপরও নির্ভর করে। যদিও রক্তের ঘনত্ব কমে আসে..." খানিকক্ষণ অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে ও কথাগুলো বললো এবং বুঝতে পারলাম আলোচনার যবনিকা পাত হয়তো এখানেই করা উচিত। কিন্তু তবুও জানার আগ্রহ ধরে রাখতে পারলাম না। ওর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে জানতে চাইলাম না।

"এমেট এবং রোজালে?"

"কার্লিসল এরপর আমাদের পরিবারের সদস্য করে আনলেন রোজালেকে। এসমেকে তিনি আমার সঙ্গিনী করার চিন্তা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার মনের ইচ্ছে যেমনই হয়ে থাকুক না কেন, আমি তাকে বোন ছাড়া আর অন্য কোনো ধরনের সম্পর্কের কথা চিন্তাও করিনি।" এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুঁচকালো। "এর দু' বছর বাদে এসমে খুঁজে পেলো এমেটকে। এ্যসমে তখন শিকারে গিয়েছিলো— ওই সময় আমরা থাকতাম এ্যাপালাচিয়াতে। আমরা দেখলাম একটা ভাল্লুকের আক্রমণে এমেটের প্রায় শেষ অবস্থা। এসমে এমেটকে কার্লিসলের বাড়িতে নিয়ে এলো। প্রায় শ'মাইল দূর থেকে বয়ে আনা হয়েছিলো এ্যাপালাচিয়াতে। এ্যসমের ভয় ছিলো, আদৌ হয়তো এতো দূর থেকে তাকে বয়ে আনা সম্ভব হবে না। আমি শুধু বুঝতে পারি তার জন্যে কাজটা কতোটা কঠিন ছিলো।" এ্যাডওয়ার্ড আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুঠো পাকিয়ে ধরে রাখা হাতটা উপর দিকে তুলে ধরে আবার ছেড়ে দিলো। ওর হাতের

উল্টো আমার গালের ওপর বুলিয়ে নিলো।

"কিন্তু ওর পক্ষে কাজটা করা সম্ভব হয়েছিলো," আমি উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বললাম। আড়চোখে একবার ওর চোখের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে নিলাম।

"হ্যাঁ," ও বিড়বিড় করলো। এ্যসমে এমেটের ভেতর অন্য ধরনের কিছু একটা দেখতে পেয়েছিলো, যার কারণে ওকে কারর্লিসলের কাছে নিয়ে আসার সাহসও পেয়েছিলো। এরপর থেকে ওরা এক সাথে আছে। মাঝে মাঝে ওরা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আলাদা থাকতে বোধহয় ওরা পছন্দ করে। অনেকের কাছে মনে হতে পারে ওরা বুঝি প্রেমিক জুটি নয়, বরং বিবাহিত জুটি। ছেলেবেলা থেকেই আলাদাভাবে পছন্দের কোনো স্থান ছিলো না, ফলে ফরকস্‌কেই প্রথম থেকে বেছে নিয়েছিলাম। আর এখানেই আমাদের মন বসে গেছে। সুতরাং সবাই আমরা একই স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।" ও হাসলো। "আমার ধারণা অতি শীঘ্রই ওদের বিয়েতে আমরা হয়তো যোগ দিতে পারবো।"

"এলিস এবং জেসপার?"

"এলিস এবং জেসপার, দুজনেই প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। একই সাথে তাদের আমি দুর্লভও বলবো। ওদের ক্ষেত্রে বলতে হয়, দুজনেই ওরা আত্মনির্ভরশীলভাবে বেড়ে উঠেছে। বাইরের কারও কাছে থেকেই কোনো সাহায্য সহযোগিতা নেবার মোটেও প্রয়োজন হয়নি। জেসপারকে প্রথম থেকেই আমার অন্য রকমের মনে হয়েছে...অন্য এক ধরনের গোত্রভুক্ত একেবারেই ভিন্ন এক ধরনের গোত্রের সদস্য। ও ভিন্ন এক ধরনের হতাশায় ভুগছিলো, নিজের ওপর কেমন যেন সন্দিহান হয়ে উঠেছিলো। এলিস ওকে দেখতে পেলো। এলিস অনেকটাই আমার মতোই বলতে গেলে, তবে ওর ক্ষমতা আমার চাইতে অনেক বেশি। অন্যভাবে বলতে গেলে আমাদের কারও ক্ষমতার সাথে তার ক্ষমতাকে মেলানো যাবে না।"

"আসলেই?" মুগ্ধ হয়ে আমি ওর কথা শুনছিলাম বটে কিন্তু এর মাঝে বাঁধা দিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি। "কিন্তু বলেছিলে, তুমিই ওই পরিবারের একমাত্র সদস্য, যে অন্যদের চিন্তাগুলোকে পড়তে পারো।

"সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছিলাম। এলিস অন্যান্য বিষয়গুলো ভালো বুঝতে পারে। ও বিভিন্ন ঘটনা দেখতে পারে। এমন সব ঘটনা, যা ভবিষ্যতে ঘটবে বা ঘটতে পারে। কিন্তু এগুলোর সবই বিষয় ভিত্তিক ঘটনা। তবে মনে রাখতে হবে, ভবিষ্যত কখনোই পাথরের মতো নিশ্চল থাকে না।

কথাগুলো বলার সময় ওর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো এবং ক্ষণিকের জন্যে আমার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আদৌ ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো কিনা।

"কোন ধরনের ঘটনা সে আগে থেকেই দেখতে পারে?"

"এলিস আগে থেকেই জেসপারকে দেখতে পেয়েছিলো। অথচ জেসপারকে তখন একেবারেই জানতো না। ও কার্লিসল এবং আমাদের পরিবারের সদস্যদের আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলো। দয়ালু মানুষের প্রতি এলিস খুবই স্পর্শকাতর। ও সবসময়ই ভবিষ্যত দেখতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, আমাদের

মতোই যখন অন্য দলের সদস্যরা কাছে আসে তখন তাদের ভবিষ্যত এলিস আগে থেকেই বলে দিতে পারে। আসন্ন কোনো বিপদের আভাস পেলে এলিস তাদের সাবধান করে দেয়।"

"তোমার মতো কি...তোমার মতো কি অনেকেই আছে?" আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেছি। ওদের মতো কতোজন আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

"না খুব বেশি জন নেই। তবে সবাই যে একই স্থানে থাকবে এমন কথাও নেই। আমাদের মতো আবার অনেকে আছে যারা তোমার মতো মানুষ শিকার করতে পছন্দ করে"–লাজুক ভঙ্গিতে ও আমার দিকে একবার তাকালো– "যতোদিন ইচ্ছে তারা স্বাভাবিকভাবে মানুষের সাথে মিশে থাকতে পারে। আমাদের মতো শুধু মাত্র একটা পরিবার আমরা খুঁজে বের করতে পেরেছি। এই পরিবারকে দেখেছিলাম আলাস্কার একটা ছোট্ট শহরে। ওই পরিবারের সাথে আমরা বেশ কয়েকদিন কাটিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা যে আমাদের মতোই তা বুঝতে অনেকে সময় লেগে গিয়েছিলো।"

"আর অন্যান্যরা?"

"ওদের বেশিরভাগ ছিলো যাযাবর শ্রেণীর। ওদের সাথে আমরা তখন একইভাবে কাটিয়েছিলাম। যে কোনো কিছুর চাইতে বিষয়টা বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু মাঝে মাঝে এই অন্যান্যদের পেছনে ঘুরে বেড়ানো ভালো লাগে না, আমাদের বেশির ভাগই তখন উত্তরে জমা হতে শুরু করেছে।

"এমন হওয়ার কারণ কি?"

এতোক্ষণে গাড়িটা আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও সাবধানে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলো। চারদিকে একেবারে নির্জনতা এবং অন্ধকারে ছেয়ে আছে। আকাশে চাঁদের কোনো চিহ্নও খুঁজে পেলাম না। পোর্চের লাইট নেভানো দেখে বুঝতে পারলাম বাবা এখনো বাড়ি ফেরেননি।

"সন্ধ্যার সময় তোমার চোখ জোড়া কি খোলা ছিলো?" টিটকারী দেবার ভঙ্গিতে বললো এ্যাডওয়ার্ড।" দুর্ঘটনা এরিয়ে আমি সূর্যালোকের ভেতর দিয়ে এতো সহজে কীভাবে গাড়ি চালাতে পারলাম, তোমার একবারো মনে এলো না? অলিম্পিক পেনেলসুলাকে বেছে নেবার পেছনে আমার একটা কারণ ছিলো। এটা পৃথিবীর এমন একস্থান যেখানে কোনো সূর্যের আলো নেই। সূর্যের আলো না থাকার কারণে দিনের আলোতে বেরুতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, বিশ্রি— আশি বছরের একজন মানুষের রাতটা কতো কষ্টের ভেতর কাটে!"

"এগুলো অনেকটা গল্প গাঁথার মতো চলে গেছে নয় কি?"

"সম্ভবত।"

"তাহলে এলিস জেসপারের মতোই অন্য পরিবার থেকে এসেছিলো?"

"না, এটা এক ধরনের রহস্য। এলিস তার মানব জীবনের কথা স্মরণে আনতে পারে না। এমন কি তাকে কে বাঁচিয়ে তুলেছিলো, তাও বলতে পারে না। ও নিজে থেকেই বেঁচে উঠেছিলো। ওকে কে নিয়ে এসেছিলো এবং কেন এনেছিল, তার কিছুই আমাদের জানা নেই। ওর ভেতর প্রথম দিকে ব্যতিক্রমী তেমন কিছু ছিলো না। যদি ও জেসপার এবং কার্লিসল কিংবা আমাদের কারও সাথে পরিচিত হতে না পারতো,

তাহলে হয়তো এলিস সেই আদিম অবস্থাতেই থেকে যেতো।"

আমার মাথার ভেতর অসংখ্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, সুতরাং আমার জিজ্ঞাসারও শেষ নেই। এখনো তার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার থেকে গেছে। কিন্তু এখন আমি বেশ অস্বস্তির ভেতর আছি। পেটের ভেতর খিদেয় মোঁচড় দিতে শুরু করেছে।

আমার যে এতোটা খিদে পেয়েছে এতোক্ষণ তা খেয়ালেই আসেনি। তারপরও এখন আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

"আমি দুঃখিত, তোমার ডিনারের ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো আমার।"

"সত্যিই আমি বেশ আছি।"

"যারা স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করে, তাদের সাথে আমি বেশি সময় কাটাই না। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"তোমার সাথে থাকতেই আমার ভালো লাগছে।" অন্ধকারের ভেতর কথাটা বলা আমার পক্ষে বেশ সহজই মনে হলো। যদিও আমি জানি আমার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে আমার সাথে প্রতারণা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার প্রতি যেভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি, সহজে তাকে ছাড়তেও পারছি না।

"আমি কি ভেতরে আসতে পারি?" ও অনুমতি চাইলো।

"তোমার কি তাতে ভালো লাগবে?" আমি মনের পর্দায় দৃশ্যটাকে ঠিক মতো সাজাতে পারলাম না। কিচেনের সামনে বাবার আরাম কেদারায় ও বসে আছে, এমন দৃশ্য কল্পনা বোধহয় সহজে মাথায় আনা সম্ভব নয়।

"হ্যাঁ, এটা বোধহয় ভালোই হবে।" আমি হালকাভাবে দরজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম, যুগপৎ ও আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। নিজে থেকেই এ্যাডওয়ার্ড আমার জন্যে দরজাটা খুলে ধরলো।

"অসংখ্য ধন্যবাদ, তোমার অনেক দয়া," আমি তাকে ধন্যবাদ জানাতে কার্পন্য করলাম না।

"এটা কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বাহ্যিক রূপ।"

ঘন অন্ধকারের ভেতর নিঃশব্দে এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ঘন অন্ধকারের ভেতরও তার অবয়ব খুব সহজেই আমার নজরে এলো। এই অন্ধকারে এ্যাডওয়ার্ডকে বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হলো–এখনো সেই শান্ত ধীর। ওর চেহারায় স্বপ্নীল সৌন্দর্য ফুঁটে বেরুচ্ছে।

এ্যাডওয়ার্ড দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে চৌকাঠ ধরে দাঁড়ালো। ও আমাকে দরজা খুলে দেবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

"দরজা কি খোলা আছে?"

"না, দরজার চাবি আমি দরজার চৌকাঠের ওপর একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখি।"

আমি ভেতরে প্রবেশ করে পোর্চের লাইট জ্বালিয়ে দিলাম। ও আমার দিকে তাকাতেই পাল্টা ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালাম। আমি নিশ্চিত যে কখনোই আমি চাবিটা লুকানো জায়গা থেকে বের করবো না।

"তোমার কাজগুলো দেখে বেশ মজা পাচ্ছি।"

"তুমি কি আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করার চেষ্টা করছো?" যতোটা সম্ভব

কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক রেখে তাকে প্রশ্ন করলাম।

আমি ওর মুখের ভাব দেখে কিছুই বুঝতে পারলাম না। "রাতে আর তোমার কি কি করার আছে?"

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর হলরুম পার হয়ে কিচেনে ঢুকলাম। এ বাড়িতে এ্যাডওয়ার্ড আজই প্রথম হলেও, ওকে ঠিকই রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ওকে এখানে আনতে কাউকে পথ দেখানোর প্রয়োজন হয়নি। দেখলাম ও একটা চেয়ার দখল করে বসে আছে। এ্যাডওয়ার্ড ও ভাবে বসে থাকায় আমার কাছে মনে হলো সমস্ত রান্নাঘরটা উজ্জ্বল আভায় ভরে উঠেছে। তবে দৃশ্যটা ক্ষণিকের জন্যে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

ওর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ডিনার তৈরিতে মনোযোগ দিলাম। গত রাতের লাসাঙ্গা ফ্রীজ থেকে বের করে চৌকোভাবে প্লেটের ওপর সাজিয়ে নিয়ে মাইক্রোওভেনে গরম করে নিলাম। মাইক্রোওভেন থেকে খাবার বের করে আনতেই টমেটো এবং মসলার গন্ধে সমস্ত রান্নাঘরটা মৌ মৌ করতে লাগলো। ওর সাথে কথা বলার সময় প্লেটের ওপর থেকে মোটেও নজর ফেরাতে পারলাম না।

"তুমি কি এখানে মাঝে মাঝেই আসো?" স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

এখন পর্যন্ত আমি অন্যদিকে তাকানোর সুযোগ পাইনি। "কখন তুমি এখানে আসো?"

"আমি এখানে প্রায় প্রতিরাতেই আসি।"

বিস্মিত হয়ে আমার প্রায় বাক্য রুদ্ধ হয়ে এলো। "কেন?"

"তুমি যখন ঘুমোও, দেখে আমার খুব মজা লাগে।" সত্য কথাটা সে নিঃসংকোচে স্বীকার করলো।" তুমি ঘুমের ভেতরও কথা বলো।"

"নাহ্!" আমি মুখ হা করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। একটা গরম আভা মুখ থেকে চুল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। ভারসাম্য রক্ষা করতে কিচেনের একটা র‍্যাক আমি আঁকড়ে ধরলাম। ঘুমের ভেতর যে আমি কথা বলি এটা মোটেও মিথ্যে নয়। বিষয়টা নিয়ে মা আমাকে অনেকবারই টিটকারী মেরেছেন। যদিও এটাতে ভীত হওয়ার কিছু আছে বলে আমার কখনো মনে হয়নি।

ওর অভিব্যক্তি খানিকক্ষণের ভেতর আমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠলো। "তুমি কি আমার ওপর খুব ক্ষেপে আছো?"

"এ নিয়ে খানিকটা চিন্তা করতে হবে। এটা নির্ভর করছে...।" কথাটা বলতে গিয়ে মনে হলো আমার নিঃশ্বাসটা ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে।

এ্যাডওয়ার্ড আমার কথা কোণার অপেক্ষায় থাকলো।

"তারপর?" ও জানার জন্যে তাগাদা দিলো।

"তুমি কী শুনেছো!" আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে, নিঃশব্দে ও আমার পাশে এসে দাঁড়ালো এবং আমার একটা হাত ওর মুঠোর ভেতর চেপে ধরলো।

"তোমার হতাশ হওয়ার তো কিছু দেখছি না!" ও আমাকে আস্বস্ত করার চেষ্টা করলো। হঠাৎ-ই ওর মুখটা আমার চোখ বরাবর নামিয়ে আনলো। বেশ খানিকক্ষণ

একইভাবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওর এভাবে তাকিয়ে থাকায় আমি বিব্রতবোধ করতে লাগলাম। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমাকে অন্যদিকে তাকাতে হলো।

"তোমার মায়ের কথা খুব মনে পড়ে তাই না?" এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বললো। "তুমি তাকে নিয়ে খুব চিন্তা করো। এবং বৃষ্টির দিন তোমার মনকে অশান্ত করে তুলে। বাড়ির কথা বলতে খুব ভালোবাসো, কিন্তু এখন তুমি একেবারে চুপ করে আছো। একবার বলেছিলে, তোমার শহরটা খুবই সবুজ!" ও হালকাভাবে একটু হাসলো। আমার মনটা ভালো হয়ে উঠুক আমার মনে হয়, এমনই আশা করলো এ্যাডওয়ার্ড।

"আর কিছু কি বলার আছে?" খানিকটা রাগ মিশিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

আমার মনের অবস্থা এখন কেমন, তা সে বুঝতে পারছে। "আমার নামটা তুমি চাইতে পারো।" ঠাট্টারছলে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

হালকাভাবে একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম, আমি। "যথেষ্ট কি হয়নি?"

"যথেষ্ট হয়েছে বলতে আসলে তুমি কি বুঝাতে চাইছো?"

"হায় ঈশ্বর!" আমার মাথা ঝুলে পড়লো।

ও আমাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলো, আলতোভাবে এবং অবশ্যই প্রকৃতির নিয়মে।

"এতোটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা ভালো নয়," কানের কাছে ফিসফিস করে বললো এ্যাডওয়ার্ড। "যদি আমি কোনো স্বপ্ন দেখে থাকি, তা শুধুমাত্র তোমাকে নিয়ে। কিন্তু তাতে আমি মোটেও লজ্জা পাই না।"

এরপরই ইটের ড্রাইভওয়েতে গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেলাম। সামনের জানালায় হেড লাইটের আলো এসে পড়লো। ওর বুকের ভেতর আমি একেবারে শক্ত হয়ে গেলাম।

"আমি যে এখানে, তোমার বাবার কি ধারণা আছে?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"আমি ঠিক বলতে পারছি না..." দ্রুত চিন্তা করে জবাব দিতে হলো আমাকে।

"তাহলে অন্য কোন সময়..."

এবং অবশ্যই যখন আমি একা থাকবো।

"এ্যাডওয়ার্ড!" আমি হিসহিস করে ওর নাম উচ্চারণ করলাম।

ভূতের মতো অদ্ভুত এক ধরনের হাসি ছাড়া আর তার মুখে কিছুই দেখতে পেলাম না।

দরজায় যে বাবা চাবি ঘুরাচ্ছেন আমি ঠিকই বুঝতে পারলাম।

"বেলা?" উনি আমার নাম ধরে ডাকলেন। আর খানিকক্ষণ আগে তার ডাক শুনে নিঃসন্দেহে আমাকে চমকে উঠতে হতো। বাবা হলরুমের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আছেন।

"এই যে, আমি এদিকে।" আশা করলাম, তিনি যেন আমার আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর বুঝতে না পারেন। মাইক্রোওভেনের ভেতর থেকে প্লেটটা বের করে আনতে ওটা বেশ শক্তভাবে চেপে ধরতে হলো আমাকে। বাবাকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি তা

আলাদাভাবে তার চেয়ারের সামনে নামিয়ে রাখলাম। এ্যাডওয়ার্ডের সাথে সারাদিন কাটানোর পর বাবার পায়ের শব্দ আমার কানে একটু জোরেই বাজতে লাগলো।

"ওগুলোর কিছু কি আমার ভাগ্যে জুটবে? খাবারের সন্ধানে এতোক্ষণ আমি অযথাই ঘুরে মরেছি।" বুট জুতায় শব্দ তুলে উনি একটা চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আমার সাথে সাথে বাবার জন্যেও আমি খাবার পরিবেশন করলাম। খাবারটা কতোটুকু গরম মোটেও খেয়াল না করে মুখে তুললাম। আমার জিভ প্রায় পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। লাসাঙ্গা যখন গরম করছিলাম, তখন দু'গ্লাস দুধ ঢেলেছিলাম। তার থেকেই একটা গ্লাস তুলে নিয়ে গলায় ঢাললাম। মনে হলো মুখের আগুন সামান্য হলেও নিভেছে। বুঝতে পারলাম আমার হাত রীতিমতো কাঁপতে শুরু করেছে। চার্লি তার চেয়ার দখল করে বসলেন।

"ধন্যবাদ," খাবার পরিবেশন করার পর বাবা আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

"আজ সারাটা দিন কেমন কাটলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। কথাটা হঠাৎ করেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। সত্যিকার অর্থে আমি আমার রুমে যাওয়ার তাড়া অনুভব করছি।

"ভালোই। অনেকবারই মাছ আমার টোপ গেলার চেষ্টা করেছে...সেটাই বা মন্দ কি, তুমিই বলো? তুমি যেমন আশা করো, সবসময়ই কি তেমনভাবে কাজ হয়?"

"না, তা অবশ্য ঠিক-তবে আমার মনে হয় এমন অবস্থায় বাইরে কষ্ট না করে বাড়িতে বসে থাকাতেই বেশি আনন্দ।" লাসাঙ্গায় বড়ো এক কামড় বসিয়ে মন্তব্য করলাম।

"আজকের দিনটা কিন্তু চমৎকার ছিলো," চার্লি আমাকে সমর্থন জানালেন।

লাসাঙ্গার শেষ অংশটুকু শেষ করে আরেক গ্লাস দুধে চুমুক দিলাম।

"তোমার কি তাড়া আছে?" আমাকে বিমর্ষ দেখে চার্লি আমাকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন।

"হ্যাঁ, আমি খুবই ক্লান্ত,আজ একটু তাড়াতাড়ি বিছানায় যেতে চাইছি।"

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তালা চাবি লাগিয়ে তোমার সমস্ত আনন্দকে কে যেন বন্ধ করে দিয়েছে।" উনি মাথা নাড়লেন।

"আমাকে দেখে তেমনই কি মনে হচ্ছে?" সীঙ্কে দ্রুত আমি ডিসগুলো পরিষ্কার করে নিলাম। এরপর ভালোভাবে সেগুলো মুছে নিয়ে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলাম।

"আজ শনিবার," চার্লি মুখ টিপে হাসলেন।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

"আজ রাতে তোমার কোনো পরিকল্পনাই নেই?" হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করে বসলেন।

"না,বাবা, আমি শুধু একটু ঘুমোতে চাই।"

"তোমার মনের মতো কোনো ছেলেই কি এই শহরে নেই, উহ্?" তিনি নিঃসন্দেহে অবাক হয়েছেন, তবে কণ্ঠটাকে যতোটা সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন।

"না, এখন পর্যন্ত এই শহরে তেমন কোনো ছেলেকে খুঁজে পাইনি।" "ছেলে" শব্দটার ওপর খুব বেশি জোর না দিয়ে, কথাটা সহজভাবে বলার চেষ্টা করলাম। চার্লির

কাছে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যেই কথাটা সহজভাবে বলার চেষ্টা করলাম।

"আমার মনে হয় মাইক নিউটন...একবার বলেছিলে, ও খুব আন্তরিক এবং আমুদে স্বভাবের ছেলে।

"বাবা ও শুধুই আমার বন্ধু মাত্র।"

"ভালো কথা, ইচ্ছে করলেই তুমি অনেককেই বন্ধু হিসেবে পেতে পারো। এরা শুধু তোমার বন্ধু হয়েই থাকবে। তেমন কাউকে খুঁজে পেতে চাইলে তোমাকে কলেজে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।" প্রতি পিতাই আশা করে হরমনের প্রভাবে তার কন্যা এক সময় ঠিকই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়বে।

"তোমার বুদ্ধিটা মন্দ নয়," আমি চার্লিকে সমর্থন জানিয়ে মাথা নাড়লাম। এরপর সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

"শুভরাত্রি, আমার মিষ্টি সোনা," পেছন থেকে শুভেচ্ছা জানাতে বাবা ভুললেন না।

"বাবা, সকালে আবার তোমার সাথে দেখা হচ্ছে।" মনে মনে একবার ভাবলাম, আদৌ আমি ঘরে আছি কিনা তা অবশ্য তুমি মাঝরাতে এসে দেখে যেতে পারো।

ক্লান্তিতে আমার কণ্ঠস্বর ম্লান হয়ে গেছে। ক্লান্তভাবে কোনো মতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমার রুমে প্রবেশ করলাম। বাবার কানে পৌঁছানোর কারণেই বেশ শব্দ করে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম এবং তার পরই জানালার কাছে ছুটে গেলাম। দ্রুত জানালা খুলে অন্ধকারের ভেতর দিয়েই বাইরে তাকালাম। ওই অন্ধকারে ভেতর দিয়েই আমার চোখ জোড়া ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলো। খুব আবছাভাবে গাছের নিচে একটা ছায়া দেখতে পেলাম।

"এ্যাডওয়ার্ড," ফিসফিস করে ওকে আমি ডাকলাম। নিজেকে আমার বোকার মতো মনে হলো।

কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। বরং পেছন থেকে হাসির সাথে সাথে একটা উত্তর ভেসে এলো, "হ্যাঁ বলো?"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে একটা হাত আমার গালের ওপর উঠে এলো।

ও আমার বিছানায় শুয়ে হাসছে। বালিশের মতো মাথার নিচে ওর হাতজোড়া ঢুকিয়ে রেখেছে। অজানা কোনো আনন্দে ও বেশ করে পা নাচাচ্ছে।

"ওহ্!" আমি ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। একই সাথে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আমি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম।

"আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।" ও ঠোঁট কামড়ে ধরলো। সম্ভবত এ্যাডওয়ার্ড তার উচ্ছাসকে চাপা দেবার চেষ্টা করলো।

"হৃৎপিন্ড সচল হওয়ার জন্যে দয়া করে আমাকে একটু সময় দাও।"

ও ধীরে ধীরে বিছানার ওপর উঠে বসলো, তবে মোটেও আমার দিকে তাকালো না। এরপর সামনের দিকে একটু এগিয়ে এসে দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরে কাছে টেনে নিয়ে তার পাশে বসালো।

"আমার পাশে বসতে তোমার আপত্তি কোথায়?" ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা একটা হাত রেখে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে প্রশ্ন করলো। "এখন তোমার হৃৎপিন্ডের অবস্থা কি রকম?"

আমরা চুপচাপ বিছানার ওপর খানিকক্ষণ বসে থাকলাম, উভয়েই আমরা হৃৎপিণ্ডের অতি ধীর স্পন্দন শুনতে লাগলাম। আমার শুধুমাত্র একটাই চিন্তা, বাবা বাড়িতে উপস্থিত থাকতেই এ্যাডওয়ার্ড আমার বেড রুমে বসে আছে।

"মানুষ হওয়ার জন্যে আমাকে কি খানিকটা সময় দেবে?" এ্যাডওয়ার্ডকে আমি প্রশ্ন করলাম।

"এ বিষয়ে আমার না বলার কোনো অবকাশই নেই।" এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে ও আমার পিঠে আলতোভাবে একটু চাপড় দিলো।

"এখান থেকে কোথাও নড়বে না," অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমি বললাম।

"অবশ্যই ম্যাডাম।" কথাটা বলে বিছানার কোণায় ও একেবারে পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকলো।

আমি লাফিয়ে উঠলাম, মেঝেতে পড়ে থাকা পায়জামা তুলে নিলাম, ডেস্কের ওপর থেকে নিলাম আমার কসমেটিক ব্যাগ। লাইট অফ করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

সিঁড়ি পার হয়ে এতো উপরেও টেলিভিশনের শব্দ আমার কানে ভেসে আসতে লাগলো। ইচ্ছাকৃতভাবে বাথরুমের দরজাটা খুব জোরে লাগালাম। তাকে বুঝাতে চাইলাম, আমার বিছানায় যাওয়ার খুব তাড়া আছে, সুতরাং তিনি এসে অযথা আমাকে যেন বিরক্ত না করেন।

আসলেই আমার বেশ তাড়া আছে। দ্রুত হাতে দাঁত মাজার সময় আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগলো–মনে হলো খানিক আগে খাওয়া লাসাঙ্গা এবং অন্যান্য খাদ্য উপকরণগুলো পেটের ভেতর মোচড় খেয়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু গরম পানিতে শরীর ভিজিয়ে নেবার পর তেমন আর কোনো বিপত্তি ঘটলো না। শরীরের পেছন দিককার মাংসপেশি সজীব হয়ে উঠলো, সাথে স্নায়ুর উত্তেজনা কমে আসতে লাগলো। পরিচিত শ্যাম্পুর গন্ধে আমার মনে হলো আমি আসলে অচেনা কোনো মানুষ নই আমি সেই আমার মতোই আছি– সেই সকালে যেমন ছিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে এ্যাডওয়ার্ডের কথা আমি চিন্তা করতে চাইলাম না। ও আমার ঘরে বসে আছে, বসে থাকুক, শান্ত মন নিয়ে আমি মোটেও ওর সাথে এগোতে পারবো না। তবে এটাও ঠিক, খুব দেরি করার ইচ্ছেও আমার নেই। শাওয়ার বন্ধ করে তোয়ালে দিয়ে গা মোছার সময় আবার সেই ভয় এসে আমাকে নাড়া দিতে লাগলো। গা মুছে একটা টি-শার্ট এবং ধূসর রঙের সোয়েট প্যান্ট পরে নিলাম। ভ্যারোনিকা সিল্ক পাজামা পরার খুব ইচ্ছে ছিলো আমার। কিন্তু সেটা এখন আমার নাগালের বাইরে। ট্যাগ লাগানো অবস্থাতেই বাড়ির কোনো ওয়্যারড্রোবের ভেতর হয়তো পড়ে আছে। দুই জন্মদিন আগে মা আমাকে ওই পাজামা উপহার দিয়েছিলেন।

তোয়ালে দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আবার মাথাটা ভালোভাবে মুছে নিলাম। এবং তারপরই বেশ যত্ন নিয়ে চুল আঁচড়ে নিলাম। হ্যাঙ্গারের দিকে তোয়ালেটা ছুঁড়ে দিয়ে টুথব্রাশ এবং পেস্ট আমার কসমেটিত ব্যাগের ভেতর প্রায় ছুড়েই মারলাম। পাজামা পরে নিয়েছি এবং মাথার চুল ভিজে আছে–চার্লিকে এগুলো দেখানোর উদ্দেশ্যে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

“শুভ রাত্রি বাবা,” রাতটা তুমি ভালোভাবে পার করো।

“শুভ বিদায় বেলা।” আমার আকস্মিক উপস্থিতি হওয়ায় তিনি বেশ অবাক হয়েছেন। এ কারণে তার আমাকে খুঁজতে উপরতলায় যাওয়াটাও হয়তো বিচিত্র কিছু ছিলো না।

একেকবার দুই ধাপ সিঁড়ি পার করে উপরে উঠে এলাম। এবং প্রায় উড়ে ঘরে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড এতোক্ষণে তার স্থান থেকে এক চুল পরিমাণ পর্যন্ত নড়েনি। ওকে দেখে আমি একটু হাসলাম, এবং ওর ঠোঁট খানিকটা নড়ে উঠলো–মূর্তিতে প্রাণের স্পন্দন ফিরে এসেছে।

ও আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলো। ভেজা চুল নিয়ে খানিকক্ষণ খেলা করলো, একই সাথে দুমড়ানো-মুচড়ানো জামার দিকে তাকালো। এ্যাডওয়ার্ড একটা ভ্রু কুঁচকালো। “চমৎকার!”

আমি মুখ টিপে হাসলাম।

“আসলেই সত্যি বলছি,তোমাকে কিন্তু দেখতে চমৎকার লাগছে।”

“ধন্যবাদ,” আমি ফিসফিস করে বললাম। খাটের একপাশ দিয়ে ঘুরে আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। তবে ওর দিকে না তাকিয়ে মেঝের কাঠগুলোর জোড়া দেখতে লাগলাম।

“চার্লির ধারণা, আমি চুপিসারে বাইরে বেরিয়ে পড়বো।”

“ও,” কথাটাকে ও বেশ সহজভাবেই গ্রহণ করলো। “কেন?”

এ্যাডওয়ার্ড চার্লির মন পড়তে পারে না।

“স্বাভাবিক ব্যাপার। আজ একটু বেশি উত্তেজিত আচরণ করে ফেলেছি।”

এ্যাডওয়ার্ড আমার চিবুক ধরে একটু উঁচু করে মুখটা ভালোভাবে দেখে নিলো।

ওর মাথা বেশ খানিক আমার দিকে এগিয়ে আনলো, ওর ঠাণ্ডা চিবুকের স্পর্শ আমার চামড়ায় বেশ অনুভব করতে পারলাম।

“মমম্...” ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলো।

ও যখন আমাকে স্পর্শ করে, তখন সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করার মতো আলাদা কোনো প্রশ্নও খুঁজে পাই না। নতুনভাবে বলার মতো কিছু খুঁজে বের করতে আমার বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল।

“এখন মনে হচ্ছে আমার সাথে মিলিত হওয়ার...অনেক সহজ একটা সুযোগ পেয়ে গেলে।”

“এটাকে তোমার সহজ মিলন বলে মনে হচ্ছে?” এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করলো। ও একটু নাক কুঁচকালো। আমি এ্যাডওয়ার্ডের একটা হাত মুঠোর ভেতর চেপে ধরলাম। ওর হাত এতটাই হালকা, যেন প্রজাপতির পাখা। আমার ভেজা চুলগুলো পেছন দিকে সরিয়ে নিয়ে এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের ওপর তার মুখটা স্থাপন করলো।

“সহজ, অন্য সময়ের চাইতে এখন আমার কাছে অনেক সহজ মনে হচ্ছে,” দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি তাকে বললাম।

“হুম্...”

"অবশ্য আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে..." পূর্ব কথার সুত্র ধরে আমি বলতে চাইলাম। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড হালকাভাবে আমার কলারবোনের ওপর স্পর্শ করলো। ওর স্পর্শে ভুলেই গেলাম, ওকে আসলে কী বলতে চেয়েছিলাম।

"হ্যাঁ," এ্যাডওয়ার্ড গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললো।

"কিন্তু তোমার ভয়ের কারণ কি?" কথাটা বলতে গিয়ে বেশ বিব্রতবোধ করলাম। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমার গলাটা কেঁপে উঠলো, "তোমার কি এটা নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছে?"

আমার গলার কাছে এ্যাডওয়ার্ডের গরম নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। "আমার কাছে বস্তুর চাইতে মনটাই বড়ো।"

এ্যাডওয়ার্ডকে ঠেলে খানিকটা পিছিয়ে এলাম আমি। এভাবে সরে যাওয়ায় ও একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল–অবশ্য এরপর আর ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম না।

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমরা খানিকক্ষণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, এবং অল্পক্ষণের ভেতর ওর কঠিন মুখ স্বাভাবিক হয়ে যেতে দেখলাম। তবে আমার পক্ষে ওর মুখের ভাষা ঠিক বুঝে ওঠা সম্ভব হলো না।

"আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?"

"না–ঠিক এর উল্টো। তুমি ক্রমশই আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছো," এ্যাডওয়ার্ডকে ব্যাখ্যা করে বললাম।

মনে হলো আমার অবস্থা ও বুঝতে পেরেছে। তাছাড়া এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর আমার কাছে বেশ মার্জিত মনে হলো। "সত্যি বলছো তো?" ওর ঠোঁটের কোণায় হালকা হাসির রেখা দেখতে পেলাম।

"এভাবে প্রশংসামূলক আলোচনা করেই কি আমাদের সারারাত পার হয়ে যাবে?" অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম আমি।

এ্যাডওয়ার্ড দাঁতে দাঁত চাপলো।

"আমি সত্যি খুব অবাক হয়েছি," এ্যাডওয়ার্ড ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো। "গত একশ বছর অথবা তার চাইতে বেশিও হতে পারে," এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠে বিদ্রুপ, "এ রকম কিছুর কথা চিন্তাতেও আনতে পারিনি। কারও সাথে আমি...এ ধরনের চিন্তা কখনোই আমার মাথায় আনিনি। এই কথা আমার অন্যান্য ভাই এবং বোনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আরো যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায়, তাহলে বলবো এর সবকিছুই আমার কাছে এক ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা। তাছাড়া বলতে গেলে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই... এই মুহূর্তে তোমার সাথে..."

"তুমি সব বিষয়েই অতুলনীয়," আমি মন্তব্য করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড শ্রাগ করলো। অবশ্য আমার কথাটা ও মেনে নিলো। কারও কানে যেন পৌঁছুতে না পারে, তেমনিভাবে আমরা উভয়েই মৃদু শব্দে হেসে উঠলাম।

"কিন্তু বিষয়টা এখন এতো সহজ হয়ে উঠলো কিভাবে?" আমি ওর মুখ থেকে কথাটা আদায় করে নেবার চেষ্টা করলাম। "আজ বিকেলের ঘটনাগুলো..."

"ঘটনাগুলো মোটেও সহজ হয়নি,"এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। "কিন্তু আজ বিকেলে যে ঘটনা ঘটেছে...এখন পর্যন্ত তার কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।

ওই ঘটনার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। মনে হয়েছে এ কারণে তুমি আমাকে মোটেও ক্ষমা করবে না।"

"অবশ্যই তুমি ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছো" আমি ইচ্ছেকৃত এ্যাডওয়ার্ডকে হতাশ করার চেষ্টা করলাম।

"ধন্যবাদ তোমাকে।" এ্যাডওয়ার্ড একটু হাসলো

"তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো," মাথা নিচু করে ও বলতে লাগলো,"সত্যি বলতে কতোটা শক্তিশালী সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই..." আমার একটা হাত তুলে নিয়ে এ্যাডওয়ার্ড ওর গালের ওপর রেখে আলতোভাবে চাপ দিতে লাগলো।" এ বিষয়ে আমার সামান্যও যদি ধারণা থাকতো... তাহলে অবশ্যই আমি সফল হতে পারতাম" এ্যাডওয়ার্ড আমার বুকের সুগন্ধ শুঁষে নেবার চেষ্টা করলো–"আমি...আমি আবেগের বশে অনেক কিছু করে ফেলি। যতোক্ষণ পর্যন্ত না নিজের মনকে সংযত করতে না পারছি, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি মনকে শক্ত করতে পারি না, আর মনকে শক্ত করা সম্ভব না হলে আমার পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়..."

কথাগুলো বলতে এ্যাডওয়ার্ডের বেশ কষ্ট হলো। এর আগে তার কথা বলতে এতো কষ্ট হতে দেখিনি।

"তাহলে কি এখন কোনো সম্ভাবনাই নেই?"

"আমি আগেই বলেছি, বস্তুর চাইতে আমার মনটাই বড়ো," এ্যাডওয়ার্ড আগের সেই কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো। কথাগুলো বলার সময় হালকাভাবে হেসে ওঠায় এই অন্ধকারের ভেতরও ওর সাদা দাঁতগুলো চকচক করে উঠলো।

"ওয়াও! কথাটা বলা কিন্তু খুব সহজ," মন্তব্য করলাম আমি।

এ্যাডওয়ার্ড তার মাথা পেছন দিকে এলিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলো–অনুচ্চ স্বরে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলার শব্দের মতো করে।

"হয়তো সেটা তোমার জন্যে সহজ!" আমার নাকের ওপর একটা টোকা দিয়ে মন্তব্য করলো এ্যাডওয়ার্ড।

পরক্ষণেই ওর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

"আমি চেষ্টা করছি," এ্যাডওয়ার্ড শান্ত কণ্ঠে বললো "তবে একটা বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাই...একটা বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাই যে, এই বিষয় নিয়ে যদি খুব বেশি আলোচনা চলতে থাকে, তাহলে এখান থেকে চলে যেতে আমি বাধ্য হবো।"

আমি ভ্রুকুটি করলাম। ও চলে যাবার মতো এমন কোনো বিষয়ই আমি এই মুহূর্তে আলোচনা করতে চাই না।

"তবে আগামীকাল হলে সেটা ভালো হয়," এ্যাডওয়ার্ড পূর্ব কথার সূত্র ধরে বলতে লাগলো। "তোমার দেহের সুগন্ধ সমস্ত দিন আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে, এবং তা যেন হারিয়ে না যায়, সে কারণে নিজেকে সংবেদনশীল করে রাখার চেষ্টা করতে থাকি। তোমার কাছ থেকে আমি যতোদূরেই থাকি না কেন, যতো সময়ের জন্যেই থাকি না কেন, তোমাকে দেখার জন্যে ঠিকই উতলা হয়ে উঠি।"

"বেশি দূরে না গেলেই হয়," খুব বেশি উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে বললাম আমি।

"যতোদূরেই যাই না কেন, তোমার কাছে আমাকে আত্মসমর্পন করতেই হয়,"

মিষ্টি হেসে এ্যাডওয়ার্ড মন্তব্য করলো। "এক কথায় বলতে গেলে আমি তোমার বন্দি হয়ে আছি।"

"আজ তোমাকে দার্শনিকের মতো মনে হচ্ছে," এ্যাডওয়ার্ডকে নিরীক্ষণ করে মন্তব্য করলাম আমি। "এর আগে তোমাকে এরকম আশাবাদী হতে দেখিনি।"

"বিষয়টা কি এরকমই হওয়া উচিৎ নয়?" এ্যাডওয়ার্ড একটু হাসলো। প্রথম ভালোবাসা একটু ভিন্নভাবেই প্রকাশ পায়। একটা নতুন বইপড়া কিংবা নতুন ছবি দেখার চাইতে ভালোবাসার বিষয়টা কি একেবারে আলাদা নয়?"

"একেবারেই আলাদা," আমি সমর্থন জানালাম। "একটা প্রকৃত ভালোবাসা যে কতোটা শক্তিশালী হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারি না।"

"উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক"–এ্যাডওয়ার্ড এখন দ্রুত কথা বলছে। আমি তার প্রতিটা কথাই মনোযোগ দিয়ে কোণার চেষ্টা করলাম–" মানুষের হিংসে-বিদ্বেষ দেখে খুবই মর্মাহত হই। অনেকের মন পড়ে দেখেছি, হাজার হাজার মানুষ তাদের মনের ভেতর এ ধরনের হিংসে পুষিয়ে রেখেছে। তাছাড়া দেখবে হাজার হাজার নাটক-সিনেমায় এই হিংসে নামক বিষয়টা প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। মানব চরিত্রের এই খারাপ দিকটা খুব সহজেই অনুভব করতে পারি। আর তখনই এক ধরনের মর্ম যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি..." এ্যাডওয়ার্ড মুখ টিপে হাসলো। "তোমার কি ওই দিনটার কথা মনে আছে, যেদিন মাইক তোমাকে নাচের আসরে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো?"

আমি মাথা নাড়লাম। যদিও ওই দিনের কথা আমার ভিন্ন এক কারণে মনে আছে। "ওই দিন তুমি আবার আমার সাথে কথা বলতে শুরু করেছিলে।"

"কেন যেন আমার বিরক্তি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। একে প্রচণ্ড ক্রোধও বলা যেতে পারে, এগুলো বেশ ভালোভাবেই অনুভব করতে পারছি–সত্যিকার অর্থে এ ধরনের অনুভূতিকে কী বলা যেতে পারে, প্রথম অবস্থায় মোটেও বুঝতে পারলাম না। উত্তেজনার কারণে তুমি কী চিন্তা করছো, সেগুলো পর্যন্ত আমি পড়তে পারিনি–আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কেন তাকে অস্বীকার করেছিলে। এটা কি শুধুমাত্র বন্ধুর কারণে? নাকি এর বাইরেও অন্য কেউ আছে? যদিও এগুলো নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কথা নয়। এগুলো নিয়ে আমি মাথা ঘামাতেও চাই না...

"মাথা ঘামাতে না চাইলেও বিষয়গুলো তখন থেকেই আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে শুরু করে," এ্যাডওয়ার্ড মুখ দিয়ে অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করলো। আমি ওর দিকে না তাকিয়ে বরং অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

"আমি অপেক্ষা করলাম। ওদের তুমি কী বলছো তা কোণার জন্যে অযথাই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম–তোমার অভিব্যক্তি বুঝার চেষ্টা করলাম। তোমার মুখে চরম উৎকণ্ঠা দেখে আমি মোটেও স্বস্তি অনুভব করলাম না। তবে আদৌ তুমি উৎকণ্ঠিত কিনা সেটাও ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"ওই প্রথম রাতেই আমি এখানে এলাম। নিশ্চুপ বসে তোমার ঘুমন্ত চেহারা দেখতে লাগলাম। বসে বসে বৈপরিত্যগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম–নৈতিকতা, সততা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে যুক্তি দিয়ে বুঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। বুঝে

নেবার চেষ্টা করলাম আমি কতোটা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছি। বুঝতে পারলাম তোমাকে যেভাবে ক্রমাগত উপেক্ষা করে যাচ্ছি, অথবা বছর খানেকের জন্যে তোমাকে ছেড়ে যদি চলেও যাই সেটা কোনো বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে না। জীবন থেকে তোমাকে আমার হাড়াতে হাবে। একদিন ঠিকই তুমি মাইককে গিয়ে হ্যাঁ বলবে, অথবা মাইকের মতোই অন্য কাউকে। নিঃসন্দেহে বিষয়টা আমাকে ক্ষিপ্ত করে তুলতো।

"এবং তারপর," এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বললো, "তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে, ঘুমের ঘোরে তুমি আমার নাম ধরে ডাকছিলে। খুব স্পষ্টভাবেই নামটা উচ্চারণ করছিলে, প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি বুঝি জেগেই আছো। কিন্তু তোমার চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে, চোখের কোনো পলকই পড়ছে না। এরই মধ্যে তুমি আবার আমার নামটা উচ্চারণ করলে এবং তারপরই একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে। আমার মনের দৃঢ়তা স্বাভাবিক ভেঙ্গে পড়লো। বুঝতে পারলাম কোনোভাবেই তোমাকে আমার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।" এ্যাডওয়ার্ড বেশ খানিক্ষণ একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকলো। সম্ভবত ও আমার হৃৎস্পন্দন কোণার চেষ্ঠা করতে চাইলো।

"কিন্তু হিংসা...বিষয়টা সত্যিই অদ্ভুত। যেভাবে চিন্তা করেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। হিংসা মানুষকে ধীরে ধীরে উত্তেজিত করতে থাকে। এই খানিক আগে চার্লি যখন তোমাকে মাইক নিউটন সম্পর্কে জানতে চাইলেন..." এক ধরনের রাগ মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়লো।

"তুমি তাহলে আমাদের আলোচনা শুনেছো?" আমি এ্যাডওয়ার্ডকে প্রশ্ন করলাম।

"অবশ্যই।"

"সত্যিকার অর্থে এই বিষয়টাও তোমার মনে হিংসের উদ্রেগ করেছে?"

"এই বিষয়গুলোর সাথে আমি একেবারে নতুন পরিচিত হয়েছি। তুমি আমার মানব সত্ত্বাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করেছো। বিষয়গুলোর ভেতর কোনো দূরাভিসন্ধি নেই বলে, আমি আলাদা এক ধরনের শক্তি অর্জনে সমর্থ হই।

"কিন্তু সত্যি বলতে," আমি এ্যাডওয়ার্ডকে খোঁচা দেবার ভঙ্গিতে বললাম, "রোজালের ব্যাপারে কোণার পর তোমাকে কিন্তু আমি বিব্রত হতে দেখেছিলাম–রোজালে রক্ত মাংসে গড়া অত্যন্ত সুন্দরী এক মেয়ে, রোজালে–তোমার ক্ষেত্রেই কথাটা বলছি। এমেট অথবা অন্য কেউ নয়, কিভাবে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো?"

"এখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নই উঠতে পারে না।" এ্যাডওয়ার্ড দাঁত বের করে হাসলো। আলতোভাবে পড়ে থাকা আমার একটা হাত নিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলো। আমি যেরকম নিশ্চুপ ছিলাম, সেরকমই নিশ্চুপ বসে থাকলাম। আমি নিঃশ্বাসও সাবধানে নিতে লাগলাম।

"আমি জানি, এর ভেতর কোনো প্রতিযোগীতা নেই," আমি এ্যাডওয়ার্ডের মার্বেলের মতো মসৃণ চামড়ার ওপর দিয়ে আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে বললাম। "ওটাই হচ্ছে আসলে সমস্যা।"

"রোজালের দিক থেকে অবশ্যই সে অত্যন্ত সুন্দরী, কিন্তু ও যদি আমার বোনের

মতো না হতো, এমনকি এমেট যদি রোজালের সাথে জুটি বাঁধার চিন্তা নাও করতো, তাহলেও আর দশজনের মতো ও কখনোই আমাকে মুগ্ধ করার সুযোগ পেতো না। শত শত অতি সুন্দরী মেয়েকে বাদ দিয়ে তুমি আমার চোখে ধরা পড়েছো। এ্যাডওয়ার্ডের চিন্তিত মুখ দেখে মনে হলো, ও যা বলছে, নিঃসন্দেহে সত্যই বলছে। "প্রায় নব্বই বছর হতে চললো, সম্পূর্ণ আমি নিজের মতো বলার চেষ্টা করেছি। এবং তোমরা সবসময় মনে করেছো...তোমরা মনে করেছো আমি সম্পূর্ণ একজন মানুষ। আমার অসুস্থতা যে কী তা কখনো, কেউই ভেবে দেখার চেষ্টা করোনি। তাছাড়া তোমরা আমার কোনো সমস্যাই বুঝতে চাওনি।"

"সেভাবে চিন্তা করলে তুমি কোনো ভুল বলোনি," আমি ফিসফিস করে বললাম। এখনো আমার গাল এ্যাডওয়ার্ডের বুকে ঠেকিয়ে রেখিছি। ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কোণার চেষ্টা করছি। "যতোটা অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিলো, আমি তা করিনি। কিন্তু এতো সহজে আমি তোমার মন জয় করলাম কিভাবে?"

"তুমি ঠিকই বলেছো," আমুদে কণ্ঠে আমাকে সমর্থন জানালো এ্যাডওয়ার্ড। "নিঃসন্দেহে আমি তোমার কাছে বিষয়টাকে কঠিন করে তুলেছিলাম।" বুকের ওপর থেকে আমার হাতটা সরিয়ে নিয়ে, এ্যাডওয়ার্ড তার হাতের মুঠোর ভেতর তা চেপে ধরলো। ও আমার ভেজা চুলের ওপর মৃদু টোকা দিতে লাগলো। এরপর সিঁথির কাছ থেকে আমার বুক পর্যন্ত কয়েকবার আঙ্গুল বুলিয়ে নিলো। "আমার সাথে তুমি যতোক্ষণ ছিলে, তার প্রতিটা সেকেন্ডই ছিলো বিপদজনক। কিন্তু সেটাও বোধহয় যথেষ্ট নয়। তুমি প্রাকৃতিক নিয়মকে মেনে নিয়েছো, একজন সত্যিকারের মানুষের মতোই আচরণ করেছো...এর ভেতর খারাপ কি থাকতে পারে?"

"খুবই সামান্য-খুবই সামান্য হলেও কোনো কিছু থেকেই বঞ্চিত হইনি,"

"গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করলো এ্যাডওয়ার্ড।

চেহারা ভালোভাবে দেখার জন্যে ওকে সামান্য একটু পেছনে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আমাকে শক্তভাবে চেপে ধরে রাখায়, একটুও নড়তে পারলাম না।

"কি-" এ্যাডওয়ার্ড সামান্য একটু নড়ে ওঠায় নতুনভাবে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাইলাম। আমি একেবারে জমে গেলাম, কিন্তু হঠাৎ-ই ও আমার হাতটা ছেড়ে দিলো, আর পরক্ষণেই আমার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"শুয়ে পড়ো!" এ্যাডওয়ার্ড হিসহিস করে বললো। অন্ধকারের কোথা থেকে ও কথা বলছে, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বিছানার একপাশে ভাঁজ করে রাখা কম্বলটা টেনে নিয়ে শরীরের উপর চাপিয়ে দিলাম-যেমনটা ঘুমের সময় করে থাকি। আমি দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। ঘরে উপস্থিত আছি কিনা, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে চার্লি উপরে উঠে এসেছেন। আমি স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। অযথাই একটু নড়াচড়া করলাম।

বেশ কয়েক মিনিটা একইভাবে কেটে গেল। আমি কান পেতে থাকলাম, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলাম না চার্লি আদৌ দরজাটা বন্ধ করলেন কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই এ্যাডওয়ার্ড তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। কম্বলের নিচে ও আমার কানের ওপর ঠোঁট ছোয়ালো।

"তুমি নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ অভিনেত্রী–এই প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারলে জীবনের উন্নতি কেউ ধরে রাখাতে পারবে না।"

"ঘোড়ার ডিম," আমি বিড়বিড় করে বললাম। বুকের পাঁজড় ভেদ করে আমার হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে আসতে চাইলো।

এ্যাডওয়ার্ড গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগলো। কিন্তু গানটা আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত বলে মনে হলো–অনেকটা ঘুমপাড়ানি গানের মতো।

এ্যাডওয়ার্ড একটু থামলো। "গান গেয়ে আমি কি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিবো?"

"ভালোই বলেছো," আমি হেসে উঠলাম। "তোমার সাথে এখানে আমি ঘুমাবো!"

"এতোদিন তো ঘুমিয়ে এসেছো, তখন?" এ্যাডওয়ার্ড আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো।

"কিন্তু তুমি যে এখানে উপস্থিত থাকতে,আমার মোটেও তা জানা ছিলো না," আমি শীতল কণ্ঠে পাল্টা জবাব দিলাম।

"তো তুমি যদি ঘুমাতে না চাও..." আমার অভিমানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ও বললো। আমার নিঃশ্বাস প্রায় আটকে এলো।

"যদি আমি ঘুমাতে না চাই...?"

এ্যাডওয়ার্ড চুকচুক করে শব্দ করলো। "তাহলে তুমি কি করতে চাইছো?"

"আমি ঠিক জানি না," শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলাম।

"তা কখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছো বলে ফেলো।"

গলার ওপর এ্যাডওয়ার্ডের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস অনুভব করতে লাগলাম। আমার চিবুকের ওপর ও নাক ঘঁষতে লাগলো।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি খুবই অসংবেদনশীল।"

"তোমার শরীরে অসম্ভব সুন্দর এক ধরনের গন্ধ আছে–ফুলের গন্ধ। অনেকটা ল্যাভেন্ডার...অথবা ফ্রিশিয়া ফুলের মতো গন্ধ," এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়লো। "এ ধরনের গন্ধে জিভেতে পানি চলে আসে।"

"হ্যাঁ, বিষয়টা জানলাম বটে, কিন্তু কীভাবে আমি গন্ধ ছড়াই তা জানতে পারলাম না।"

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

"আমি আসলে কী চাই তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি," আমি তাকে বললাম। "আমি তোমার সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চাই।"

"তুমি আমাকে যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারো।

আমি অবান্তর প্রসঙ্গগুলো এড়িয়ে আসল প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। "তুমি এই কাজগুলো কেন করো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আমি এখন পর্যন্ত একটা বিষয় বুঝতে পারি না, তুমি হঠাৎ করে এতো শক্তি কোথা থেকে পাও...আশাকরি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। তোমার এ ধরনের ক্ষমতা দেখে আমার অবশ্যই খুব ভালো লাগে।"

জবাব দেবার আগে ও খানিকটা ইতস্তত করলো। "তুমি বেশ ভালোই প্রশ্ন করেছো। তাছাড়া এ ধরনের প্রশ্ন তোমার আগে অনেকেই করেছে আমাকে। আমাদের

মতো আর যারা আছে–এদের ভেতর প্রায় সবাইকে আমার দলে ফেলা যেতে পারে–আমাদের মতো ওদেরও বেঁচে থাকাটাই বিস্ময়কর। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই বেঁচে আছি এটাই বড়ো কথা...সবাই কম বেশি মানুষের জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, এর অর্থ এই নয় যে, আমরা অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে চাই–সব ধরনের বাধা অতিক্রম করে সবকিছুকে জয় করতে চাই। এমনটা কেউই আসলে চাই না। আমাদের কাছে সবচেয়ে যা জরুরি, তা হলো মানবগুন সম্পন্ন সত্ত্বাগুলোকে বিকশিত করে সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করা।"

আমি একটুও নড়াচড়া না করে একেবারে নিশ্চুপ শুয়ে থাকলাম।

"তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে?" একটানা কয়েক মিনিট কথা বলার পর ও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো।

"না।"

"আমার বলা এই কথাগুলোয় তোমার কৌতূহল কি মিটেছে?"

আমি চোখ পাকালাম। "খুব একটা বেশি নয়।"

"তোমার আর কি জানার আছে?"

"তুমি কিভাবে অন্য মানুষের মনের কথা পড়তে পারো–শুধুমাত্র তুমিই কেন? এবং এলিস ভবিষ্যত দেখতে পারে...এগুলো কিভাবে ঘটে?"

অন্ধকারের ভেতরও এ্যাডওয়ার্ডকে আমি শ্রাগ করতে দেখলাম। "সত্যি বলতে এর সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। কার্লিসলের অবশ্য একটা এ বিষয় নিয়ে তত্ত্ব আছে...ও বিশ্বাস করে যে আমরা প্রত্যেকেই এই পরজন্মে বিশেষ কিছু মানব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি–এগুলোই ধীরে ধীরে তীব্রতা লাভ করেছে। এগুলোর ভেতর আমাদের মন এবং জ্ঞান বিশেষভাবে কাজ করে। কার্লিসল মনে করে আশপাশের সকলের চিন্তাগুলো পড়ার যে ক্ষমতা আমি লাভ করেছি, তার মতো আর কেউই নেই। অন্যদিকে এলিসের মতো ভবিষ্যৎ বলে দেবার ক্ষমতা আর কারো ভেতর নেই।"

"কার্লিসল তাহলে পরজন্মে কোন ধরনের ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন? তাছাড়া অন্যান্যদের ক্ষমতাগুলো কোন ধরনের?"

"কার্লিসলের মায়া মমতাকে অন্য কারও সাথে তুলনা করা যাবে না। এসমের ভেতর আছে অকৃত্রিম ভালোবাসার ক্ষমতা। এমেট্ যে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, দৈহিক শক্তি। রোজালের ভেতর আছে মানসিক মনোবল...অথবা এটাকে তুমি শুকরের মতো একগুঁয়ে স্বভাবও বলতে পারো!" এ্যাডওয়ার্ড আফসোস করার ভঙ্গিতে মুখ দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করলো "জেসপার অদ্ভুত চরিত্রের। প্রথম জীবনে ও খুব করিৎকর্মা ছেলে ছিলো। ওর আশপাশের সকলের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারতো। বর্তমানে জেসপার আশপাশের সকলের আবেগ খুব ভালো বুঝতে পারে–এমনকি তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারও করতে পারে–উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ঘরের ভেতরকার একগাদা রাগান্বিত মানুষকে খুব সহজে শান্ত করে ফেলতে পারে, অথবা এক দল মানুষকে আকস্মিক উত্তেজিত করে তুলতে পারে। নিঃসন্দেহে এটা তার খুব বড়ো এক গুণ।"

এ্যাডওয়ার্ডের্র বর্ণনা করা অদ্ভুত বিষয়গুলো নিয়ে আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করলাম।

আমার চিন্তা করার সময়টুকুতে ও একেবারে নিশ্চুপ হয়ে রইলো।

"তো এগুলো কখন থেকে শুরু হলো? আমি বুঝাতে চাইছি, কার্লিসল হয়তো তোমার ভেতর এই পরিবর্তনগুলো এনেছে, কিন্তু কার্লিসলের ভেতরও হয়তো কেউ তার পরিবর্তনগুলো এনেছে এবং এভাবে..."

"ভালো কথা তুমি কোথা থেকে এসেছো বলতে পারবে? রূপান্তরিত হয়ে?" নাকি তোমাকে কেউ সৃষ্টি করেছে? অন্যান্য প্রাণীরা যেভাবে রূপান্তর লাভ করেছে, আমরা সেভাবে রূপান্তরিত হইনি। শিকার জীবী অথবা অন্য জীবের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকি এমনো কি বলা যাবে? তুমি হয়তো অনেক কিছুই জানো না। এই পৃথিবীর সবকিছু চলছে তার নিজস্ব গতিতে, যার অনেক কিছুই আমাদের পক্ষে যেমন মেনে নেয়া সম্ভব নয়, তেমনি বিশ্বাস করাও সম্ভব নয়–এই পৃথিবীতে যেমন এঞ্জেল ফিস সৃষ্টি হয়েছে এর পাশাপাশি হাঙ্গরও সৃষ্টি হয়েছে। শিশু সীল যেমন আছে এর পাশাপাশি আছে খুনি তিমি মাছ–ভালো মন্দ উভয়েই এই পৃথিবীতে নিজ নিজ অবস্থানে সক্রিয় হয়ে আছে।"

"আমার কাছে তোমার ব্যাখ্যা অনেক সহজ হয়ে গেছে–আমি তাহলে হচ্ছি সীল শাবক?"

"ঠিকই বুঝতে পেরেছো।" ও হাসতে লাগলো। ওর শরীরের কোনো একটা অংশ আমার মাথার চুল স্পর্শ করলো–কি হতে পারে, ওর ঠোঁট?

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঘুরে দেখতে চাইলাম আদৌ ওর ঠোঁট আমার চুল স্পর্শ করেছে কিনা।

"তোমার কি ঘুম পেয়েছে?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ও আমাকে প্রশ্ন করলো। "অথবা তোমার কি আরো কোনো প্রশ্ন আছে?"

"এক অথবা দুই লক্ষও হতে পারে।"

"তুমি প্রশ্ন করার কিন্তু অনেক সময় পাবে। আমাদের হাতে আগামীকাল আছে,এবং এর পরদিন আছে, এবং তারপর দিনও তুমি হাতে সময় পাবে..." এ্যাডওয়ার্ড আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় আসতে আমি মনে মনে হেসে উঠলাম।

"কাল সকালে তুমি উধাও হয়ে যাচ্ছো না, সে বিষয়ে কি নিশ্চিত হতে পারি?" আকস্মিকভাবে আমি এ্যাডওয়ার্ডকে প্রশ্নটা করে বসলাম। হাজার হলেও তুমি পৌরাণিক কাহিনীর মতো এক চরিত্র।"

"তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না।" এ্যাডওয়ার্ড বেশ জোর দিয়েই অঙ্গিকার করলো আমার কাছে।

"আজ রাতে শুধু একবারই..." লজ্জায় সাথে সাথে আমি রাঙা হয়ে উঠলাম। অন্ধকার আমার কোনো সাহায্যে এলো না–এ্যাডওয়ার্ড হঠাৎ-ই আমার চামড়ার নিচকার উষ্ণতা খোঁজার চেষ্টা করলো।

"এটা কি হচ্ছে?"

"না, কিছু না। এসব ভুলে যাও আমার মন পাল্টে গেছে।"

"বেলা, তুমি আমাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো।"

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

"আমি খানিকটা হতাশায় আছি," এ্যাডওয়ার্ড বললো, "আজ কিন্তু তেমনভাবে আমি তোমার মনের কথাগুলো পড়তে পারছিনা। আজ আমার প্রচণ্ড বিরক্তি লাগছে।"

"আর চিন্তাগুলো তুমি পড়তে পারছো না বলে, আমার প্রচণ্ড ভালো লাগছে। আমি ঘুমের ভেতর কি চিন্তা করবো, তা তুমি জেনে ফেলবে এটা মোটেও ভালো কথা নয়।"

"তুমি বলেছিলে রোজালে এবং এমেট অতি শীঘ্রই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে...এটা কি...সাধারণ মানুষ যেভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে রকমই কিছু?" কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম আমি।

এ্যাডওয়ার্ড হেসে উঠলো। "এই মুহূর্তে তুমি তাহলে আমার সাথে কি করছো? এগুলো কি মানুষের মতো ভালোবাসার বর্হিপ্রকাশ নয়?"

ওর কথা শুনে আমি প্রায় জমে গেলাম। তাৎক্ষণিকভাবে ওর প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না।

"হ্যাঁ, আমার ধারণায় এই বৈবাহিক সম্পর্ক মানুষের মতোই," ও বললো, "আমি তোমাকে বলতে পারি, আমাদের মতো যারা আছে তাদের প্রত্যেকেরই মানুষের মতোই জৈবিক চাহিদা আছে। শুধু এই জৈবিক চাহিদা অথবা আকাঙ্খা যাই বলো না কেন, আমরা যথা সম্ভব দমন করে রাখতে চেষ্টা করি এটাই যা পার্থক্য।"

"ওহ্," আমি শুধুমাত্র এতোটুকুই বলতে পারলাম।

এ্যাডওয়ার্ড হঠাৎ-ই গম্ভীর হয়ে গেল। মনে হলো ও পাথরের মূর্তিতে রূপ নিয়েছে। ওকে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে দেখে আমিও নিশ্চুপ হয়ে গেলাম।

"আমি বিষয়টা ভাবতেও পারছি না-ওটা-ওটা যে আমাদের পক্ষে সম্ভব তা চিন্তা করাও কঠিন।"

"কারণ আমি তোমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছি, সে কারণে তুমি আমাকে তোমার মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছো?"

"সেটা অবশ্য একটা সমস্যা বটে। কিন্তু তা নিয়ে আমি ভাবছি না। বিষয়টা হচ্ছে তুমি খুবই কোমল হৃদয়ের। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতাই নেই তোমার। সুতরাং তোমার সাথে চলতে গেলে অহরহই যে কষ্ট দিবো না তার নিশ্চয়তা কোথায়? আমি মোটেও তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তোমাকে আমি খুব সহজে হত্যা করতে পারি বেলা-একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়েই তা আমি করতে পারি।" এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক আমার কানে কঠিন কোণালো। ওর শীতল হাতটা আমার গালের ওপর রাখলো। "আমি যদি খুবই খারাপ প্রকৃতির হতাম তাহলে তোমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতাম, অযথা তোমার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠতাম না। অথবা তোমাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া ছিলো আমার এক সেকেন্ডের কাজ-আমি তোমার মুখ স্পর্শ করতাম আর সাথে সাথে তোমার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। কীভাবে কী হলো,কিছুই বুঝে উঠতে পারতে না। সবার কাছে মনে হতো এটা একটা দুর্ঘর্টনা। আমি যখন তোমার সাথে থাকি কখনোই-কখনোই নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারানোর চেষ্টা করি না।"

এ্যাডওয়ার্ড আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর আশা করছিলো, কিন্তু তা না পেয়ে

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।" তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছো?" ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

উত্তরটা গুছিয়ে নেবার জন্যে আমি মিনিট খানিক অপেক্ষা করলাম। ফলে সত্য উত্তরটাই বেরিয়ে এলো আমার মুখ থেকে। "না,আমি তোমাকে মোটেও ভয় করছি না।"

এ্যাডওয়ার্ডকে খানিকটা ইতস্তত করতে দেখলাম আমি। "এখন অবশ্য একটা বিষয়ে জানতে আমি খুবই আগ্রহী," অনেকটা শান্ত কণ্ঠে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে জিজ্ঞেস করলো। "তুমি কি কখনো কারো সাথে...?" এ্যাডওয়ার্ডের এই জিজ্ঞাসা আমার কানে অনেকটাই উপদেশ দেবার মতো শোণালো।

"অবশ্যই নয়।" আমি লজ্জায় রাঙা হয়ে জবাব দিলাম। "তোমাকে জোর দিয়ে বলতে পারি, এর আগে কাউকে নিয়েই আমার এ ধরনের অনুভূতি হয়নি, এতোটা কাছাকাছিও আসি নি কারো।"

"আমি জানি। আমি জানি এগুলো অন্যান্যদের চিন্তা। এটাও জানি ভালোবাসা এবং কাম-লালসা সবসময় একই অর্থ বহন করে না।"

"ওরা আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে চিন্তা করতে পারে, কামনাও করতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমার কাছে কোনো মূল্যই নেই।" আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম।

"তুমি ভালো বলেছো। অন্ততপক্ষে আমাদের দু'জনের এক দিক দিয়ে মিল আছে।" এ্যাডওয়ার্ড সন্তুষ্ট হয়ে জবাব দিলো।

"তোমার মানবিক প্রবৃত্তিগুলো..." পূর্বকথার রেশ ধরে আমি বলার চেষ্টা করলাম। আমি কী বলতে চাইছি, তা শোণার জন্যে এ্যাডওয়ার্ড অপেক্ষা করে রইলো। "ভালো কথা, তোমার কাছে আমাকে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে এইটুকুই?"

ও হেসে উঠে প্রায় শুকিয়ে আসা চুলের উপর হাত বুলিয়ে দিলো।

"আমি মানুষ হয়ে উঠতে চাই না, তবুও আমি একজন মানুষ," এ্যাডওয়ার্ড আমাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করলো।

"তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দিয়ে ফেলেছি, এখন তুমি ঘুমোতে পারো।"

"আমার আদৌ ঘুম আসবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাই এটাই কি তুমি চাও?"

"না!" আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

এ্যাডওয়ার্ড হেসে উঠলো। আগের মতোই ও গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজতে লাগলো–অপরিচিত ঘুমপাড়ানি গানের মতো। ওর কণ্ঠস্বর আমার কানে দেবদূতের মতোই কোমল শোণালো।

বুঝতে পারলাম সত্যিকার অর্থে আমি খুবই ক্লান্ত। সমস্ত দিনের মানসিক চাঞ্চল্যর কারণে শরীরের ওপর এতোটাই অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে যে ক্লান্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর এতোটা ক্লান্তি এর আগে আমি কখানোই বোধ করিনি। স্বাভাবিক, এ্যাডওয়ার্ডের শীতল বাহুর ওপর মাথা রেখে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেলাম।

পনেরো

আরেক মেঘলা দিনের স্বল্পালোকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখে বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করলাম। ঘুমের ভেতর আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, সেটাই মনে করার চেষ্টা করলাম। এখনো আমার চোখ থেকে ঘুমের রেশ ভালোভাবে কাটিয়ে উঠতে পরিনি। বিছানার একপাশে গড়িয়ে আবার চোখ বন্ধ করলাম। ভাবলাম আবার হয়তো চোখে ঘুম নেমে আসবে। গতকালের অনেক কিছুর জবাব এখন পর্যন্ত আমি খুঁজে বের করতে পারিনি। বন্যার পানির তোড়ের মতো সব চিন্তাগুলো মাথা থেকে ধুয়ে-মুছে যাক, মনে মনে আমি সেটাই আশা করলাম।

"ওহ!" হঠাৎ বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে উঠলো।

"তোমার চুলগুলোকে খড়ের গাঁদার মত মনে হচ্ছে...কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগছে।" এ্যাডওয়ার্ডের অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর কোণার দিককার একটা রোকিং চেয়ারের ওপর থেকে ভেসে এলো।

"এ্যাডওয়ার্ড! তুমি এখনো এখানে! আমি ওর দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হলো আমি বোধহয় ভুল পথে চালিত হচ্ছি।

এ্যাডওয়ার্ড হেসে উঠলো।

"অবশ্যই আমি এখানে," ও সাথে সাথে জবাব দিলো। ওর ভেতর খানিকটা ইতস্তত ভাব আছে বটে, কিন্তু আমাকে চমকে দিয়ে মনে হলো বেশ আনন্দ পেয়েছে। কাছে এগিয়ে এসে ও আমার পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

আমি খুব সাবধানে ওর বুকের ওপর মাথাটা স্থাপন করলাম, একই সাথে চামড়ার মিষ্টি গন্ধ শুঁষে নেবার চেষ্টা করলাম।

"নিশ্চিত যে আমি এখন স্বপ্ন দেখছি।"

"তোমার কিন্তু মোটেও কল্পনা শক্তি নেই," অভিমানের সুরে বললো ও।

"চার্লি!" হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে গেল। কোনো কিছু চিন্তা না করে আবার আমি লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটে গেলাম।

"উনি এক ঘণ্টা আগেই চলে গেছেন," এ্যাডওয়ার্ড আমাকে আস্বস্ত করলো।

আমার কোথায় দাঁড়ানো সমুচিন হবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। খারাপ কোণালেও আমার এ্যাডওয়ার্ডের শরীরের কাছাকাছি হওয়ার খুব ইচ্ছে করলো। কিন্তু অধোয়া মুখের দুর্গন্ধের ভয়ে আমি ওর কাছাকাছি হওয়ার ইচ্ছে করলো না।

"সকালে ঘুম থেকে উঠে কিন্তু তুমি এরকম ইতস্তত করো না," এ্যাডওয়ার্ড আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো। ওর বাহু বন্ধনে আবার আমাকে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ও দু'হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। আমি ওর আহ্বানে প্রায় সাড়াই দিয়ে ফেলেছিলাম।

"আমাকে মানুষ হয়ে ওঠার জন্যে মিনিট খানিক সময় দাও," আমি ওকে অনুরোধ জানালাম।

"আমি তোমার অপেক্ষায় থাকলাম।" এ্যাডওয়ার্ড হেসে আমার অনুরোধ মেনে নিলো।

আমি দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম আমার অভিব্যক্তিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারলাম না। নিজের সম্পর্কে আমি এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছি না–না ভেতর অথবা বাহির। আয়নায় নিজের চেহারা অচেনা কারও চেহারা বলে মনে হলো– চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে, চিবুকের হাড়ের ওপর আড়াড়ি একটা লাল দাগ। দাঁত মেজে অবিন্যস্ত-এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলোর ওপর ব্রাশ চালিয়ে কোনো রকম বাগে আনার চেষ্টা করলাম। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিলাম, নিঃশ্বাসের গন্ধ যতোটা সম্ভব স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করলাম। কিছুটা হলেও মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছি ভেবে আমি প্রায় দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকলাম।

ঘরে ফিরে মনে হলো বিস্ময়কর কিছু একটা দেখছি। এ্যাডওয়ার্ড সেই আগের মতোই দু'হাত বাড়িয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। ও আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি রীতিমতো আঁতকে উঠলাম।

"তোমার পুনঃআগমন শুভ হোক!" ওর বাহুর ভেতর আমাকে জড়িয়ে ধরে ও বিড়বিড় করে বললো।

আমাকে জড়িয়ে ধরে এ্যাডওয়ার্ড খানিক্ষণ দোল খেলো। আর তখনই লক্ষ করলাম, এ্যাডওয়ার্ড কখোন যেন পোশাক পাল্টে নিয়েছে, চুলও সুন্দরভাবে আঁচড়ানো।

"তুমি কি চলে যাচ্ছো?" ওর পরিষ্কার জামার কলার স্পর্শ করে প্রশ্ন করলাম।

"এখানে আসার পর ভালো কোনো পোশাক পড়ে আসা হয়নি–প্রতিবেশি দেখলে ভাববে কি?"

আমি অসন্তোষ্টভাবে ঠোঁট বাঁকালাম।

"তুমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলে, আমি অবশ্য কোনো কিছুই হারাতে চাইছিলাম না।" এ্যাডওয়ার্ডের চোখজোড়া চকচক করে উঠলো। "ঘুমের ঘোরে যে কথাগুলো বলছিলে প্রথমেই আসা যাক সেই প্রসঙ্গে।"

আমি গুঙ্গিয়ে উঠলাম। "তুমি কি শুনেছো?"

এ্যাডওয়ার্ডের সোনালি চোখ জোড়া দেখে অত্যন্ত শান্ত মনে হলো। "ঘুমের ঘোরে বলছিলে যে, তুমি আমাকে খুবই ভালোবাসো।"

"এটাতো আর নতুন কথা নয়। এরই মধ্যে নিশ্চয়ই তুমি তা জেনে গেছ।" গলা বাড়িয়ে আমি ওকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"তোমার ওই কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগছিলো–সেই আগের মতোই কানে মধুর কোণাচ্ছিলো কথাগুলো।"

ওর বুকে আমি আবার মুখ লুকালাম।

"আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি," ফিসফিস করে বললাম আমি।

"তুমি এখন আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছ," এ্যাডওয়ার্ড অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললো।

এই মুহূর্তে এর চাইতে বোধহয় বেশি কিছুই বলার থাকে না। ও আমাকে আবার দোল দিতে লাগলো, এবং ধীরে আমাদের ঘরটা আলোয় ভরে উঠতে লাগলো।

"ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে," শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

কিচেনটা উজ্জ্বল আলোয় ভরে আছে। এই আলো দেখে মনটা আমার সাথে সাথে ভালো হয়ে গেল।

"আজ ব্রেকফাস্টের জন্যে কি আয়োজন করা যায়?" আমি ওকে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

প্রশ্ন শুনে ও খানিকক্ষণ চিন্তা করলো।

"বেলা আমি নিশ্চতভাবে কিছু বলতে পারছি না। তোমার কি পছন্দ?"

আমি মুখ টিপে হাসলাম। কিছুটা হলেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি এখন।

"ঠিক আছে; আমার জন্যে ভালো কিছু খুঁজে বের করতে হবে।"

আমি একটা পেয়ালা এবং এক বাক্স সিরিয়াল খুঁজে পেলাম। পেয়ালায় দুধ ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়ানোর সময় এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। খাবার নিয়ে টেবিলে বসে পড়লাম। অবশ্য সাথে সাথেই খাওয়া শুরু করলাম না।

"আমি কি তোমার জন্যে কিছু আনতে পারি?" এ্যাডওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম। তবে কণ্ঠে আমার মোটেও তিক্ততা প্রকাশ পেল না।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকালো। "বেলা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করো।"

টেবিলে বসে ওকে দেখতে দেখতে এক চামচ খাবার মুখে পুরলাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার প্রতিটা নড়াচড়া লক্ষ করার চেষ্টা করছে। এ্যাডওয়ার্ডের এভাবে তাকিয়ে থাকায় আমি এক ধরনের আত্নবিশ্বাস ফিরে পেলাম। ওর দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্যে কিছু খুঁজে না পেয়ে গলা খাঁকারী দিলাম।

"তাহলে আজকের কার্যক্রমগুলো কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হুমম্..." আমি বুঝতে পারলাম, ওর জবাবগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। "আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে তোমাকে যদি মিলিত হওয়ার প্রস্তাব দিই তোমার তাতে মতামত কি?"

আমি ঢোক গিললাম।

"তুমি কি এখনো ভীত?" ও অনেকটা যেন নিশ্চিত হয়েই জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ," সত্য কথাটা বলতে আমি বাধ্য হলাম; গতকাল থেকে যা কিছু ঘটেছে তা আমি অস্বীকার করবো কিভাবে?

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" ও বিদ্রুপের ভঙ্গিতে একটু হাসলো। "আমিই তোমাকে রক্ষা করবো।"

"তোমার পরিবারের সদস্যদের মোটেও আমার ভয় লাগছে না," ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম আমি। ওরা যে আমার মতো নয়...সেটা নিয়েই আমার ভয়। ওরা আমার সাথে নিশ্চয়ই সহজ হতে পারবে না। ওদের সম্পর্কে আমি যে সবকিছু জানি, তা কি ওরা জানে?"

"আরে এরই মধ্যে ওরা সবকিছু জেনে গেছে। তুমি জানো না, গতকালই ওরা তোমাকে নিয়ে যেতে বলছিলো।"–এ্যাডওয়ার্ড একটু হাসলো, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর খানিকটা রুক্ষ কোণালো। "আমি চিন্তাও করতে পারি না, তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো কিনা এ নিয়ে এলিসের সাথে কয়েকজন বাজিও ধরেছে। যেভাবেই

হোক আমাদের পরিবারের ভেতর বিষয়টা আর গোপন নেই। আমি মানুষের মনের কথা বলে দিতে পারি এবং এলিস ভবিষ্যত বলে দিতে পারে এগুলো এখন কোনো ভয়ের বিষয় নয়।"

মূর্তির মতো এ্যাডওয়ার্ড কিচেনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিচেনের জানালা দিয়ে আসা আলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকায় ওর ছায়া বিমূর্ত এক রূপ লাভ করেছে।

"আমার মনে হচ্ছে, তোমার বাবার সাথেও তুমি আমাকে পরিচিত করে দেবে।" কৌতুহল চাপতে না পেরে জানতে চাইলাম আমি। "তিনি কিন্তু আমাকে চেনেন।" আমি ওকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"আমার প্রেমিকা হিসেবে নিশ্চয়ই?" আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকালাম। "কেন?"

"এটাই সহজ হিসেব নয়?" নীরিহের মতো জবাব দিলো এ্যাডওয়ার্ড।

"আমি জানি না," সহজ উত্তর দিলাম আমি। দিন কয়েক ওর সাথে আমি ডেটিং করেছি, তা কোনোভাবে অস্বীকার করা যাবে না। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এ্যাডওয়ার্ড ঠিকই বলেছে। কিন্তু ডেটিং করার ক্ষেত্রে যে সাধারণ কিছু নিয়ম আছে, তার কিছুই আমি মেনে চলিনি। "ওই পরিচয়ের বোধহয় প্রয়োজন নেই। কোনো কারণে আমি এ কথা বলছি, তোমার তা জানা থাকার কথা। আমি বলতে চাইছিলাম ...বলতে চাইছিলাম যে, আমাকে নিয়ে তোমার এতোটা উচ্চাকাঙ্খা থাকা উচিত নয়।"

এ্যাডওয়ার্ডের মুখ থেকে হাসির রেখাটুকু মুছে গেল। "আমি কখনোই উচ্চাভিলাষী নই।"

অবশিষ্ট খাবারসহ পেয়ালাটা টেবিলের এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ঠোঁট কামড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম।

"আমি যে তোমার প্রেমিক, তুমি কি তা চার্লিকে জানাতে চাইছো, নাকি জানাতে চাইছো না?" এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইলো।

"এটা তুমি কি বলছো?" ওর কথা শুনে আমাকে প্রায় আঁতকে উঠতে হলো। চার্লির সামনে 'প্রেমিক' নামক শব্দটা আদৌ কি উচ্চারণ করা সম্ভব?

"তুমি যে ধরনের সব আবদার করছো, তাতে আমি চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলছি।" টেবিলের দিকে তাকিয়ে আমি খানিকটা ইতস্তত করে জবাব দিলাম।

"ভালো কথা, চার্লিকে সবকিছু জানানোর প্রয়োজন আছে কিনা তা চিন্তা করে দেখবো।" টেবিলের ওপর দিয়ে হাত এ্যাডওয়ার্ড আমার চিবুক স্পর্শ করলো। "কিন্তু আমি এখানে এতো ঘন ঘন ঘুরঘুর করছি কেন, নিশ্চয়ই এক সময় চার্লি তা জানতে চাইবেন। আমি চাই না চীফ শেরিফ আমার গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করুক, অথবা লক আপে ঢুকানোর ব্যবস্থা করুক।"

তুমি তাহলে এখানে থাকবে?" খানিকটা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলাম। "সত্যিই তুমি এখানে থাকবে?"

"যতোদিন তুমি আমাকে পাশে পেতে চাও," ও আমাকে নিশ্চিত করলো।

"আমিও তোমাকে কাছে পেতে চাই," আমিও এ্যাডওয়ার্ডকে আস্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। "চিরকালের জন্যে আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই।"

এ্যাডওয়ার্ড টেবিলের চারপাশ দিয়ে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে কয়েক ফুট এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ওর গোলাপি আঙ্গুল আমার চিবুকে স্পর্শ করলো। এই মুহূর্তে ও কী চিন্তা করছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"আমার কথা শুনে দুঃখ পেলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড কোনো জবাব দিলো না, বরং সরাসরি আমার চোখের দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

"তোমার খাওয়া শেষ হয়েছে?" শেষ পর্যন্ত ও আমাকে প্রশ্ন করলো।

আমি লাফিয়ে উঠলাম। "হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"তাহলে পোশাক পাল্টে নাও–আমি এখানেই অপেক্ষা করি।"

আজ কোন পোশাক পরবো, আমি সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। ভ্যাম্পায়ার সুইট হার্ট যখন তার ভ্যাম্পায়ার পরিবারের সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে যেতে চায়, তখন কী ধরনের পোশাক পরা উচিত, সে বিষয়ে কোনো বইয়ে উল্লেখ আছে কিনা, আমার তাতে সন্দেহ আছে।

আমার একটা স্কার্টই পছন্দ হলো–লাল লম্বা ঝুল ওয়ালা খাকী রঙের স্কার্ট। এখনো পোশাকটা অব্যবহৃত থেকে গেছে। খাকী স্কার্টের সাথে গাঢ় নীল রঙের একটা টপস্ পরলাম। এই টপসটা দেখে এ্যাডওয়ার্ড বেশ প্রশংশা করেছিলো। আয়নার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, এলোমেলো চুলগুলোকে মনে হয় না সহজে বাগে আনতে পারবো। সুতরাং স্বল্প সময়ে পনি টেইল করে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় খুঁজে পেলাম না।

"ঠিক আছে।" আমি লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। "কিছুটা হলেও নিজেকে ভদ্রোচিত করে তুলতে পেরেছি।"

এ্যাডওয়ার্ড সিঁড়ির গোড়ায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। খানিকটা দূর থেকে ও আমার আপদমস্তক একবার দেখে নিলো–মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই ও আমাকে কাছে টেনে নিলো।

"আবার ভুল করে ফেলেছো," আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো এ্যাডওয়ার্ড। "তোমাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে–তোমার দিকে তাকিয়ে কেউই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এটা তুমি ঠিক করোনি।"

"তোমাকে কিভাবে আশাবাদী করে তুললাম?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আমি মনটা হয়তো পরিবর্তন করতে পারতাম..."

একটু মাথা নাড়িয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো এ্যাডওয়ার্ড। "তোমাকে দেখে অলীক কল্পনার নায়িকার মতো মনে হচ্ছে।" ওর শীতল ঠোঁট জোড়া আমার কপালের ওপর স্পর্শ করলো। আমার চোখের সামনে সমস্ত বাড়িটা যেন ঘুরে উঠলো। ওর নিঃশ্বাসের অদ্ভুত সুন্দর গন্ধটা নাকে এসে লাগতেই আমার চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম।

"তুমি আমাকে কিভাবে আশাবাদী করে তুলোছো, জানতে চাও?" এ্যাডওয়ার্ড আমাকে প্রশ্ন করলো। এটা একেবারে অসার রাগাড়ম্বর পূর্ণ প্রশ্ন। ও আমার মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে আঙ্গুল বুলাতে লাগলো। আমার শরীরে ঘন ঘন ওর নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করতে লাগলাম। আমি ওর বুকের কাছে খাঁমচে ধরলাম। আবার আমার মাথার

ভেতরটা খালি খালি মনে হতে লাগলো। ধীরে ধীরে এ্যাডওয়ার্ড মাথাটা নামিয়ে আনলো। দ্বিতীয়বারের মতো আবার সে ওর শীতল আঙ্গুল দিয়ে আমার কপাল স্পর্শ করলো, খুব সাবধানে।

কিন্তু এরপরই আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

"বেলা?" আতঙ্কিত কণ্ঠে ও আমাকে ডাকতে লাগলো। এরপর আমাকে ধরে খুব সাবধানে উঠে বসালো।

"তুমি...তোমার কারণেই আমাকে অজ্ঞান হতে হয়েছে," হতবুদ্ধি করে দিয়ে ওকে আমি অভিযুক্ত করলাম।

"আমি তোমার সাথে কি করতে গেলাম যে?" হতবাক হয়ে ও আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলো। "গতকাল আমি তোমাকে চুমু খেয়েছিলাম, আর তুমি আমাকে আক্রমণ করে বসেছিলে! আজ তুমি আমাকে আবার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছো!"

আমি দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করলাম। আমার মাথা ঘুরতে থাকায় ওর হাত শক্তভাবে চেপে ধরে রাখলাম।

"তুমি কি এখন সুস্থবোধ করছো?" এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

"ওটাই হচ্ছে সমস্যা।" এখনো আমার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। "তুমি খুবই ভালো ছেলে। খুবই, খুবই ভালো, কারো সাথে আমি তোমাকে তুলনা করতে পারবো না।"

"তুমি কি এখনো অসুস্থবোধ করছো?" আমাকে এরকম অনেকবারই যেন অসুস্থ হতে দেখছো, এমন ভঙ্গিতে ও আমাকে প্রশ্ন করলো।

"না–এভাবে কখনো অজ্ঞান হয়ে পড়িনি। আমার এমন হওয়ার কারণ কিছুই বলতে পারবো না।" কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে আমি মাথা নাড়লাম। "আমার মনে হচ্ছিলো, নিঃশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছি।"

"এ অবস্থায় তোমাকে আমি কোথাও নিয়ে যেতে পারবো না।"

"আমি ভালো আছি," উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বললাম। "তোমার পরিবারের সদস্যরা মনে করবে আমি কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিষয়টা কি ভালো দেখাবে?"

এ্যাডওয়ার্ড খনিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে অভিব্যক্তি বুঝে নেবার চেষ্টা করলো। "তোমার শরীরের এতো সুন্দর রঙ আমি খুব কমই দেখেছি।" প্রশংসা শুনে আমি আবার রক্ত রাঙা হয়ে উঠলাম, ফলে ওর দিকে না তাকিয়ে আমি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলাম।

"দেখো, আমার কী হয়েছিলো, এখনো ঠিক বলতে পারছি না। তো আমরা কি এখন রওনা হতে পারি না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমার ভয়ের কারণ আমি বুঝতে পারছি। বাড়ি ভর্তি ভ্যাম্পায়ারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছো এ কারণে তুমি ভয় পাওনি, বরং তারা তোমাকে মেনে নিবে কিনা, সেটা নিয়েই ভয় পেয়েছো নয় কি?"

"তুমি ঠিকই বলেছো," সমর্থন জানাতে আমি বাধ্য হলাম। বিষয়টা ও এতো সহজে বুঝতে পেরেছে ভেবে বিস্মিত হলেও তা আর প্রকাশ করলাম না।

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়লো।"তুমি অসাধারণ এক মেয়ে।"

আমি বুঝতে পারলাম আমার ট্রাকটা নিয়ে ও শহরের প্রধান অংশ ছাড়িয়ে অন্য দিকে রওনা হলো। এদিককার রাস্তা দেখে ঠিক বুঝতে পারলাম না আদৌ ও কোনখানে বাস করে। কালাওয়া নদীর ওপরকার ব্রীজ পার হয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। এদিককার রাস্তাগুলো তুলনামূলকভাবে সরু হয়ে এসেছে। কিন্তু ছোটো কিছু বড়ো বাড়ি ছাড়িয়ে বনের ভেতরকার একটা রাস্তা ধরে ট্রাক নিয়ে এ্যাডওয়ার্ড এগিয়ে চললো। আমরা কোথায় চলেছি একবার প্রশ্ন করতে গিয়েও থেমে গেলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ও একটা কাঁচা রাস্তায় গাড়িটা নামিয়ে আনলো। এখানে কোনো পথ নির্দেশিকা চোখে পড়লো না। মাঝে মাঝে কিছু ফার্নের ঝোঁপ আর দু'পাশে শাখা বিস্তার করেছে সাপের মতো বিচিত্র সব লতানো গাছ।

এরপর কয়েক মাইল চলার পর গাছপালার ঘনত্ব বেশ খানিকটা কমে এসেছে। এ্যাডওয়ার্ড যেখানে এসে গাড়ি দাঁড় করালো, তাকে কি বলা যেতে পারে ছোটো তৃণভূমি? নাকি ঘাসের লন? যদিও এখানে কোনো গাছের বাহুল্য নেই। তবে ছয়টা প্রাগৈতিহাসিক সীডার গাছ অনেকখানি অংশ দখল করে রেখেছে। সত্যি বলতে এই গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা এতোটাই বিস্তৃত যে, কয়েক একর জায়গা এগুলোর ছায়ার কারণের অন্ধকার রয়ে আছে। এই গাছের ছায়া শুধু তৃণভূমি বা লনের ওপরই পড়েনি, বাড়ির অনেকটা অংশ, বিশেষ করে প্রথম তলায় চমৎকারভাবে ছায়া বিস্তার করে রেখেছে।

এ্যাডওয়ার্ডের বাড়ি সম্পর্কে যদিও আগে থেকে কোনো ধারণা করার চেষ্টাই করিনি, কিন্তু যা দেখলাম তা কল্পনারও বাইরে। চিরন্তন একটা বাড়ি, অপরূপ সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং নিদেনপক্ষে শত বছরের পুরাতন। একসময় বাড়িটাতে হালকা কোনো রঙ করা হয়েছিলো, কালের বিবর্তনে এখন তা সাদাটে হয়ে গেছে। তিন-তলা বাড়িটা অদ্ধচন্দ্রাকৃতি আকারের এবং সহজেই বুঝা যায় এটা সে সময়ে অত্যন্ত মজবুতভাবে বানানো হয়েছিলো। জানালা দরজার অনেকগুলো সেই প্রথম অবস্থার মতোই আছে, আবার এর ভেতর থেকে কিছু কিছু প্রতিস্থাপনও করা হয়েছে। আশপাশে আমার ট্রাকটা বাদে আর কোনো গাড়ি নজরে এলো না। কাছেই নদীর পানি প্রবাহিত হওয়ার কুল ধ্বনি আমার কানে ভেসে এলো। গাছপালার আড়ালের কারণে নদীটা আমি দেখতে পেলাম না।

"ওয়াও!"

"তোমার পছন্দ হয়েছে?" এ্যাডওয়ার্ড হেসে প্রশ্ন করলো।

"এটা...একটা দেখলে হঠাৎ-ই মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।"

ও আমার পনিটেইলের আগার দিকে একটা টান দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করলো।

"তুমি কি গৃহ প্রবেশের জন্যে প্রস্তুত?" গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলো ও।

"না যাওয়ার মতো কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না–চলো যাওয়া যাক।" আমি হাসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে হলো হাসিটা হঠাৎ করেই গলার কাছে আটকে গেল। আমি খানিকটা ভীত হয়ে চুলের ভেতর বিলি কাটতে লাগলাম।

"তোমাকে দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে।" খুব সহজ ভঙ্গিতে ওর হাতের মুঠোর

ভেতর আমার হাত চেপে ধরলো।

পোর্চ ঢাকা প্রায় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। আমি জানি আমার দুশ্চিন্তার কারণ ও ঠিকই বুঝতে পারছে।

ও আমার জন্যে দরজাটা খুলে ধরলো। বাড়ির ভেতরটা আরো বেশি বিস্ময়কর রকমের বিশালাকৃতির। সত্যিকার অর্থে এখানে অনেকগুলো ঘর ছিলো, কিন্তু বেশিরভাগ দেয়াল সরিয়ে নেবার কারণে প্রথম তলায় মাঝে মাঝে অনেকগুলো খালি জায়গার সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণের সম্পূর্ণ দেয়াল সরিয়ে নিয়ে সেখানে কাঁচ লাগানো হয়েছে। ওই কাঁচের ওপর সীডার গাছের ছায়া এসে পড়ায় ভিন্ন ধরনের এক ছান্দিক রুপ লাভ করেছে। এখান থেকে লন পেরিয়ে গাছপালার আড়ালে যে নদী তা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। ঘরের পশ্চিম পাশ জুড়ে কাঁচের শো-কেস, তাতে দূলভ সব এন্টিকস্ সাজানো। ঘরের দেয়াল সু-উচ্চ সিলিং, কাঠের মেঝে এবং পুরু কার্পেটের সবকিছুতেই সাদা রঙ স্পষ্টভাবে ফুঁটে উঠেছে।

দরজার বাম পাশে যে বিশালাকৃতির পিয়ানো দাঁড় করানো, সেখানেই আমাদের সদরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে কুলিন পরিবারের সদস্যরা অপেক্ষা করছেন।

ডা. কুলিনকে অবশ্য আমি ইতোপূর্বেই দেখেছি। তার প্রতি মনোযোগ অবশ্য আমার কমই ছিলো, কিন্তু তবুও ভদ্রলোকের তারুণ্যকে ধরে রাখার বিষয়টা আমাকে নতুনভাবে মুগ্ধ করলো। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এস্‌মে। আমি নিশ্চিত পরিবারের এই একমাত্র সদস্যকে আমি এর আগে কখনো দেখিনি। মেয়েটা অন্যান্যদের মতোই ফ্যাকাশে, কিন্তু অসম্ভব সুন্দরী। অন্যান্যদের সাথে অবশ্য সামান্য পার্থক্য আছে,ওর মুখটা একেবারে পান পাতার মতো। দেখলেই বুঝা যায় দেহাবয়ব অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির, চুল ক্যারামেল রঙের। ওকে দেখে আমার নির্বাক যুগের ওই নায়িকাদের মতো মনে হলো। অন্যান্যদের চাইতে ওকে বেশ খানিকটা খাটো বলা যায়। গোলগাল প্রকৃতির কারণে বোধহয় আরো বেশি খাটো বলে মনে হয়। ওরা প্রত্যেকেই হালকা রঙের পোশাক পরে আছে, অনেকটা বাড়ির রঙের সঙ্গে মিল রেখে। হাসি মুখে ওরা আমাকে আমন্ত্রণ জানালো, কিন্তু কেউই নির্দিষ্ট ওই স্থান থেকে সামনে এগিয়ে এলো না। আমার ধারণা হয়তো ওরা আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চায় না।

"কার্লিসল, এসমে," এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর কিছুটা কেঁপে উঠলো, "এ হচ্ছে বেলা।"

"বেলা তুমি আসাতে আমরা খুবই আনন্দিত।" কার্লিসল সামান্য একটু সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। আমিও সামনের এগিয়ে ওর সাথে হাত মেলালাম।

"ডা. কুলিন আপনার সাথে আবার দেখা হওয়ায় আমার খুবই ভালো লাগছে।"

"আমাকে কার্লিসল বলে ডাকলেই আমি বেশি খুশি হবো।"

"কার্লিসল।" আমি তার দিকে তাকালাম। হঠাৎ কোথা থেকে যে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম তা দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম আমাকে ভরসা দেবার জন্যে এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

এসমে হেসে কার্লিসলের মতোই সামনের দিকে এগিয়ে এলো। ও আমার হাতটা চেপে ধরলো। আমি যেমন আশা করেছিলাম, এসমের হাত তেমনই শীতল।

"তোমার সম্পর্কে আমি কিন্তু অনেক কিছু জানি," মনে হলো এস্‌মে কথাটা মন থেকেই বললো।

"অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।" আমাকে এমনভাবে জবাব দিতে হলো। এটা অনেকটা রুপকথার গল্পের একে অন্যের সাথে পরিচিত হওয়ার মতো–তুষার কন্যার সেই গল্পের সাথে এর বেশ মিল খুঁজে পেলাম।

"এলিস আর জেসপার কোথায়?" এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু কেউই তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উঁচু কাচের আলমিরাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো।

"হাই এ্যাডওয়ার্ড!" এলিসের কৌতুহলী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ও সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে আসছে। ওর সাদা চামড়ার ওপর কালো কুচকুচে চুলগুলো চোখে পড়ার মতো। দৌড়ে এসে এলিস আমার সামনে থমকে দাঁড়ালো। কার্লিসল এবং এসমে আড়চোখে ওকে একবার সাবধান করে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বিষয়টা আমার কাছে ভালো লাগলো। এটা একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার–যাই হোক এলিসের জন্যে এটা একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার।

"হাই, বেলা!" এলিস কথাটা বলেই, লাফিয়ে সামনে এসে আমার গালের ওপর একটা চুমু খেল। এলিস যে আমাকে খুবই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে, এটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগলো। বুঝতে পারলাম এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একবার আমি ওর দিকে তাকালাম, কিন্তু ওর কোনো অভিব্যক্তি বুঝতে পারলাম না।

"তোমার শরীরের গন্ধটা কিন্তু খুবই সুন্দর, এর আগে অবশ্য কখনো এটা আমার লক্ষ করা হয়নি," খানিকটা বিব্রতভাবে এলিস মন্তব্য করলো।

এলিস ফিসফিস করে কী বললো কেউই আসলে বুঝতে পারলো না। এবং তারপরই এ্যাডওয়ার্ড সামনে এসে দাঁড়ালো–দীর্ঘদেহী, শান্ত-নির্বিকার। এ্যাডওয়ার্ড একবার জেসপারের দিকে ভ্রু-কুঁচকে তাকালো। জেসপার আসলে কী করেছে আমার সাথে সাথে মনে পড়ে গেল।

"হ্যালো জেসপার।" আমি লজ্জিত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। এবং তারপর অন্যান্যদের শুভেচ্ছা জানালাম। "তোমাদের সবার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে–তোমাদের বাড়িটা খুবই সুন্দর। একই সাথে তোমরাও খুবই চমৎকার মানুষ।"

"তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ," এসমে বললো। "তুমি আমাদের এখানে আসাতে আমরা খুবই খুশি হয়েছি।" বেশ আন্তরিকতা নিয়েই এসমে কথাগুলো বললো, এবং ও ধরেই নিলো আমি খুব সাহসী এক মেয়ে।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম রোজালে এবং এমেট্‌কে আশপাশের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য আমার মনে হলো এ্যাডওয়ার্ড একবার খোলা মনেই জানিয়েছিলো, ওরা আমাকে মোটেও পছন্দ করে না।

কার্লিসল বিষয়টা বুঝতে পেরেই বোধহয় একবার এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালেন। এ্যাডওয়ার্ড মুখে কিছু না বলে, শুধু একটু মাথা নাড়লো।

ভদ্রতা রক্ষা করার জন্যে আমি অন্যদিকে মুখ ঘুরালাম। আবার ওই পিয়ানোটা আমার চোখে পড়লো। অল্প বয়সে আমার এক ধরনের ছেলেমানুষী ছিলো। কল্পনা করতাম, কখনো যদি লটারিতে আমি অনেক টাকা পেয়ে যাই, তাহলে মা'র জন্যে এজটা গ্র্যান্ড পিয়ানো কিনবো। তিনি অবশ্য খুব একটা ভালো বাজাতেন না–কিন্তু তার বাজানো দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো।

এসমে বোধহয় আমার আগ্রহ বুঝতে পারলো।

"তুমি কি বাজাতে পারো?" এসমে জিজ্ঞেস করলো।

আমি মাথা নাড়লাম। "তেমন একটা নয়। কিন্তু জিনিসটা খুবই সুন্দর। এটা কি তোমার?"

"না," এসমে হেসে উঠলো। "এ্যাডওয়ার্ড যে গান পছন্দ করে সেটা তোমাকে বলেনি?"

"নাহ!" নীরিহ ভঙ্গিতে আমি এ্যাডওয়ার্ড দিকে তাকালাম। "আমার ধারণায় জানা উচিত ছিলো।"

এসমে অবাক হয়ে একবার ভ্রু কুঁচকালো।

জেসপার নাক কুঁচকানো এবং এসমে এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালো।

"ও আসলে বোধহয় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে বেশি পছন্দ করে,"পরিবেশকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম।

"ভালো, ওকে তুমি বাজিয়ে কোণাও," এসমে উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বললো।

"আমি তোমার বাজানো শুনতে চাই," আমি সরাসরি ওকে অনুরোধ জানালাম।

"তাহলে তো হয়েই গেল।" এসমে এ্যাডওয়ার্ডকে পিয়ানোর দিকে ঠেলে দিলো। সাথে করে আমাকেও পিয়ানোর দিকে টেনে নিয়ে গেল। আমি ওর পাশের টুলের ওপর বসলাম।

পিয়ানোর চাবিগুলোর উপর হাত রাখার আগে এ্যাডওয়ার্ড একবার আমাকে দেখে নিলো।

পিয়ানোর আইভরি রঙের চাবিগুলোর ওপর এ্যাডওয়ার্ডের আঙ্গুল দ্রুত চলতে লাগলো, আর সুমধুর সুরে সমস্ত ঘরটা ভরে উঠলো। সুরের এতো সুন্দর কম্পোজিশন যে একজোড়া হাতের মাধ্যমে হতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারলাম না।

"তোমার কি ভালো লাগছে?" আমার দিকে তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ড প্রশ্ন করলো।

"এটা তোমার নিজস্ব কম্পোজিশন?" নিঃশ্বাস আটকে কোনোভাবে আমি প্রশ্নটা করতে পারলাম শুধু।

ও মাথা নাড়লো। "এটা এসমের খুব পছন্দের।"

আমি চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়তে লাগলাম।

"কি হলো?"

"নিজেকে আমার একবারে অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে।

ধীরে এ্যাডওয়ার্ড তার বাজানো থামিয়ে দিলো।

"এই সুরটা তোমার ভালো লেগেছে," শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড। সুরটা

আসলেই খুব মিষ্টি।

আমি এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারলাম না।

"তুমি জানো, ওরা তোমাকে খুবই পছন্দ করে," স্বাভাবিক কণ্ঠে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বললো। "বিশেষত এসমে।"

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, বিশাল ঘরের সম্পূর্ণটাই ইতোমধ্যে একবারে খালি হয়ে গেছে।

"ওরা কোথায় গেল?"

"আমার মনে হয়,আমাদের একান্ত নিভৃতে থাকার সুযোগ দেবার জন্যেই ওরা ঘর থেকে চলে গেছে।"

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। "এরা আমাকে পছন্দ করে, কোনোভাবেই তা অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু রোজালে এবং এমেট...আমি নতুনভাবে কথাটার অবতারণা করতে চাইলাম। একইভাবে আমার ধারণাকে কীভাবে প্রকাশ করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুঁচকালো। "রোজালেকে নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।" ও বললো। "ও ঠিকই এক সময় এসে ঘুর ঘুর করতে থাকবে।"

একরাশ অনিশ্চয়তা নিয়ে আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। "এমেট?"

"ভালোই বলেছো। এমেট মনে করে আমি নাকি পাগল প্রকৃতির। এটা হয়তো সত্য কিন্তু তোমার সাথে এমেটের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। রোজালেকে নিয়েই ওর যতো সমস্যা।"

"কিন্তু রোজালে এখন হতাশ হলো কেন?" উত্তরটা আমার আদৌ জানার প্রয়োজন আছে কিনা তা বুঝেতে পারলাম না।

এ্যাডওয়ার্ড গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললো। "আমরা কোন প্রকৃতির তা নিয়ে রোজালে প্রায় সবসময় বিব্রত থাকে। বাইরের কেউ আমাদের আসল সত্য জেনে ফেলুক ও তা চায় না। এবং ওকে একটু হিংসুক প্রকৃতির বলা যেতে পারে।"

"রোজালে আমাকে হিংসে করে?" বেশ উচ্চ কণ্ঠেই এ্যাডওয়ার্ডকে প্রশ্নটা করে বসলাম আমি। ভেবে দেখার চেষ্টা করলাম রোজালের আমাকে হিংসে করার এমন কী কারণ থাকতে পারে!

"তুমি মানুষ।" এ্যাডওয়ার্ড শ্রাগ করলো। "রোজালেও চায় তোমাদের মতো একজন মানুষ হয়ে জন্ম নেবে।"

"ওহ্," অবাক হয়ে আমি বিড়বিড় করলাম। "জেসপারও কি তাহলে একই রকম...

"ওটা আসলে আমারই ভুল," এ্যাডওয়ার্ড বললো। "আমি তোমাকে বলতে পারি, ও ইদানিং আমাদের জীবনের পথ অনুসরণের চেষ্টা করছে। আমি তাকে তার দূরত্ব বজায় রাখার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছি।"

আমি আসল কারণ বুঝতে পারলাম এবং আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

"এসমে এবং কার্লিসলও...?"

"আমাকে সুখী দেখে তুমি কি আনন্দিত? তাহলেই যথেষ্ট। সত্যি বলতে তৃতীয়

নয়ন এবং মাকড়শার মতো পা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে মোটেও এস্‌মে চিন্তা করে না। এখন পর্যন্ত আমার সবকিছু নিয়েই ও চিন্তিত হয়ে আছে-ভীতও বটে। এসমে ভীত এ কারণে যে, ওর ধারণা আমি যখন একেবারে ছোটো ছিলাম, কার্লিসল আমার মেকআপে কিছু ভুল করে ফেলেছেন...এসমে সত্যিকার অর্থে একজন আবেগ তাড়িত মেয়ে। যখনই আমি তোমাকে স্পর্শ করি তখনোই ও এক ধরনের সন্তুষ্টি অর্জন করে।"

"এলিসকে দেখে মনে হয়...ও খুব বেশি কৌতূহলী।"

"এলিস নিজের মতো করে সবকিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করে," ঠোঁট কামড়ে ধরে এ্যাডওয়ার্ড জবাব দিলো।

"কিন্তু এগুলোর কোনো ব্যাখ্যাই তুমি আমাকে দাওনি, দিয়েছো কি?"

এক মুহূর্তে আমাদের ভেতর নীরবে কিছু কথা বলে নিতে পারলাম। আমার কাছ থেকে এ্যাডওয়ার্ড কিছু কথা যে গোপন করেছে, এখন তা সে বুঝতে পারছে। বুঝতে পারলাম ওর মুখ থেকে আর কিছুই কোণা যাবে না, অন্ততঃ এখন তো নয়ই।

"তো কার্লিসল এর আগে তোমাকে কি বলেছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো। "তুমি তাহলে আগে থেকেই সব জেনে বসে আছো?"

আমি শ্রাগ করলাম। "অবশ্যই।"

উত্তর দেবার আগে এ্যাডওয়ার্ড কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। "উনি আমাকে কিছু সংবাদ জানাতে চেয়েছিলেন-তিনি বুঝতে পারেননি এর কিছু বিষয় আবার তোমাকে জানিয়ে দিবো।"

"তুমি কি সব কিছুই আমাকে জানিয়ে দিয়েছো?"

"আমি জানাতে বাধ্য হয়েছি।"

"তাতে এমন কি ক্ষতি হয়েছে?"

"সত্যি বলতে কোনো ক্ষতি হয়নি। এলিস আগে থেকেই বলে দিয়েছিলো, আমাদের বাড়িতে কিছু অতিথি আসতে যাচ্ছে। যখন আমরা এখানে এসে উপস্থিত হলাম, তখন সবাই অবাক হয়ে গেছে।"

"অতিথি?"

"হ্যাঁ...কিছু অতিথি, অবশ্যই তারা আমাদের মতো নয়-আমি বলতে চাইছিলাম, আমাদের মতো তাদের শিকার করার স্বভাব নেই। এখানে তাদের শিকারের কারণেও আসার কথা নয়। কিন্তু ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই আমি তোমাকে আমার চোখের আড়াল হতে দিবো না।"

আমি শিউরে উঠলাম।

"শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমি একটা সত্য বলতে চাই," এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বললো। প্রথম থেকেই আমি দেখে আসছি কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়, তার কিছুই জানো না তুমি।"

ওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে আমি আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরালাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকালো। "আমার কথাটা বোধহয় তুমি মেনে নিতে পারছো না, তাই না?"

"না, মেনে নিতে পারছি না," সংক্ষেপে প্রতিবাদ জানালাম আমি।

"কফিন নেই, ঘরের কোণায় জমা করে রাখা মাথার খুলি নেই; আমার তো মনে হয় বাড়ির কোথাও মাকড়শার জাল পর্যন্ত নেই...তাহলে তোমার এতো মনমরা হয়ে থাকার তো কারণ বুঝতে পারছি না," আমাকে খোঁচা দেবার জন্যে মন্তব্য করলো এ্যাডওয়ার্ড।

ওর ঠাট্টা আমি মোটেও গায়ে মাখলাম না। "এখানে খুব বেশি আলো....খুব বেশি খোলামেলা।"

আমার উত্তর দেবার সময় ওকে বেশ গম্ভীর দেখালো। "এটা এমন একস্থান, যেখানে আমরা কখনো লুকিয়ে থাকতে পারি না।"

এ্যাডওয়ার্ড আমার চোখের কোণায় স্পর্শ করলো। চোখের জলীয় অংশ আঙ্গুলে নিয়ে খানিকক্ষণ দেখে নিলো।

"তুমি কি আমাদের অন্যান্য ঘরগুলো দেখতে চাও?"

"এখানে কোনো কফিন নেই?" আমি সত্য যাচাইয়ের চেষ্টা করলাম।

আমার হাতটা মুঠোর ভেতর চেপে ধরে এ্যাডওয়ার্ড হেসে উঠলো। হাত ধরে আমাকে পিয়ানোর কাছ থেকে সরিয়ে আনলো।

"এখানে কোনো কফিন-ই নেই," এ্যাডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করে বললো।

অনেকগুলো সিঁড়ি পার হয়ে আমরা উপরতলায় উঠলাম। সিঁড়ির একেবারে উপর ধাপের কাছকার প্যানেলগুলো মধু রঙের। নিচতলার কাঠের মেঝের রঙও আমি একই রকম দেখেছি।

"রোজালে এবং এমেটের ঘর...চার্লির অফিস...এলিসের ঘর..." দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় এ্যাডওয়ার্ড একে একে বলতে লাগলো, কিন্তু হলরুমের শেষ প্রান্তে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমার মাথার উপর চমৎকার কারুকার্য খচিত প্রাচীন এন্টিক দেয়াল থেকে ঝুলে আছে। আমার হতবুদ্ধি ভাব দেখে এ্যাডওয়ার্ড মুখ দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ করলো।

"হাসো, হাসিতে কোনো আপত্তি নেই," এ্যাডওয়ার্ড বললো। "এটাকে দেখে তোমার খাপছাড়া মনে হতে পারে।

আমি হাসলাম না। আপনাআপনি আমার হাতটা উপর দিকে উঠে গেল। বিশালাকৃতির কাঠের ক্রুশ্‌টা স্পর্শ করলাম। হালকা রঙের দেয়ালের ওপর জিনিসটার গাঢ় রঙ চোখে লাগার মতো। "এটা নিশ্চয়ই খুব পুরাতন," আমি ধারণা করার চেষ্টা করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড শ্রাগ করলো। "ষোলশ' ত্রিশ সালের কাছাকাছি সময়ের হতে পারে।"

ক্রুশের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমি ওর দিকে তাকালাম।

"এটাকে এখানে রাখার ব্যবস্থা করেছেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম।

"সবই নস্টালজিয়া। এটা ছিলো কার্লিসলের পিতার।

"উনি এন্টিক সংগ্রহ করতেন?" জানার আগ্রহ চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করলাম আমি।

"না। তিনি জিনিসটা নিজের জন্যেই তৈরি করিয়ে ছিলেন। যখন তিনি যাজক

ছিলেন, যাজক বেদীতে এটি তিনি স্থাপন করেছিলেন।

আমার মুখের অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন এলো কিনা জানি না, কিন্তু কাঠের ক্রুশটার দিকে আরেকবার না তাকিয়ে পারলাম না। মনে মনে আমি একটা হিসেব কষে নিলাম; ক্রুশটা কমপক্ষে তিনশ' সত্তর বছরের পুরানো। সেভাবে চিন্তা করলে অনেক আগের একটা জিনিস।

"তুমি কি সুস্থবোধ করেছো?" উৎকণ্ঠিত হয়ে এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইলো।

"কার্লিসলের বয়স তাহলে কতো?" ওর প্রশ্ন এড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি।

"উনি দিন কয়েক আগে তিনশ' বাষট্টিতম জন্মদিন পালন করলেন,"এ্যাডওয়ার্ড বললো। আমি ওর দিকে তাকালাম। আমার চোখে এখন লক্ষ লক্ষ প্রশ্ন।

আমি যেন ভয় না পাই, সে কারণে এবারকার কথাগুলো এ্যাডওয়ার্ড একটু সাবধানে বলার চেষ্টা করলো।

"কার্লিসল লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন ষোলশ' চল্লিশ সালে। অবশ্য এটা তার ধারণা। সাধারণ মানুষের পক্ষে সময়ের হিসেব রাখা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যদিও ক্রমওয়েলের আগে এ ধরনের নিয়মই অনুসরণ করা হতো।

"তিনি হচ্ছে এ্যাঙ্গলিকান যাজকের একমাত্র সন্তান। কার্লিসল কে জন্ম দেবার সময় তার মা'র মৃত্যু ঘটে। তার যাজক পিতা ছিলেন অসহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ। পোটেস্টটেন্ট ক্ষমতায় আসার পর তিনি রোমান ক্যাথলিক এবং অন্যান্য ধর্মগুলো কী ভাবে অবিমিশ্র অবস্থায় রাখা যায়, সেই চেষ্টাই করতে থাকেন। তাছাড়া কার্লিসলের পিতার শয়তান এবং শয়তান শক্তির ওপর প্রবল বিশ্বাস ছিলো। তিনি ডাইনি, ওয়্যারউলভ...এবং ভ্যাম্পায়ার শিকারের ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।" এ্যাডওয়ার্ডের এই কথা শুনে আমি প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, আমার এই অবাক হওয়া ও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড একটুক্ষণ থেমে, আবার বলতে শুরু করলো।

"ওরা অনেক নীরিহ মানুষ মারলো। অবশ্যই ওরা ওদেরকে খুঁজছিলো, তাদেরকে সহজে খুঁজে বের করাও সম্ভব ছিলো না।

"যখন যাজক বৃদ্ধ হলেন, তখন চিন্তা করলেন ওই পদ তার পুত্রের ওপর অর্পন করবেন। প্রথম দিকে কার্লিসল এ পদের জন্য অযোগ্য হলেন; যেভাবে বলা হচ্ছে,আসলে তাদের সবই শয়তান নয়। কিন্তু কার্লিসল তার পিতার চাইতে ছিলেন অনেক বুদ্ধিমান। তিনি সত্যিকারের ভ্যাম্পায়ার এবং ভ্যাম্পায়ারদের লুকিয়ে থাকার স্থানগুলোকে চিহ্নিত করতে পারলেন। ওই শহরেই ওরা লুকিয়ে আছে, তবে শিকার ধরতে তারা রাতের আগে বাইরে বের হয় না। আজকে আমরা দানব বলতে যা বুঝি, তা কিন্তু সে সময়ে গল্পগাঁথা কিংবা মিথের বিষয় ছিলো না।

"শহরের সবাই পিচ্ফক্ নিয়ে এবং টর্চ জ্বালিয়ে ভ্যাম্পায়ার মারার জন্যে জড়ো হতে লাগলো। অপেক্ষা করতে লাগলো কার্লিসলের বলা কথামতো ভ্যাম্পায়ার কখোন রাস্তায় বেরিয়ে আসে আর জড়ো হওয়া মানুষগুলো তাদের হত্যা করতে পারবে।"

এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠ অত্যন্ত শান্ত কোণালো। ওর বলা কথাগুলো আমি মনের ভেতর গেঁথে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"কার্লিসল অবশ্যই অতি প্রাচীন মানুষ। অন্যদিকে ক্ষুধার কারণে দূর্বলও হয়ে পরেছিলেন। কার্লিসল সকলের সাথে রাস্তায় নেমে এলেন। আর রাস্তায় নেমে আসার সাথে সাথে তার নাকে এসে লাগলো মরা মানুষের গন্ধ। তিনি রাস্তা ধরে দৌড়াতে শুরু করলেন–তার বয়স কম, মাত্র তেইশ বছরের যুবক। সুতরাং দৌড়ানোর শক্তি তার অফুরন্ত। ওই জীবগুলো সহজেই হয়তো সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু কার্লিসল খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে ছিলেন। সুতরাং কাউকে হাতছাড়া হওয়ার সুযোগ দিলেন না, উনি ঘুরে ওদের আক্রমণ করে বসলেন। কার্লিসল মাটিতে পড়ে গেলেন, আর ওরা পেছন থেকে ওকে ঘিরে ধরলো। সহজেই তিনি নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারলেন। কার্লিসল প্রথমে দু'জনকে মেরে ফেললেন এবং তৃতীয়জনকেও ধরাশায়ী করলেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে রইলেন।"

এ্যাডওয়ার্ড খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো। বুঝতে পারলাম, কাহিনীর কোন অংশগুলো বলা উচিত, সেগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিলো।

"কার্লিসল জানতেন যে তার পিতা এদের ক্ষেত্রে কী করতেন। মৃতদেহগুলো পুড়িয়ে ফেলা উচিত তাহলে ওই মৃতদেহগুলো ভেতর যে অশুভ শক্তি আছে তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। কার্লিসল খুব বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করলেন। মৃতদেহ এবং তার শত্রুরা যখন পিছু তাড়া করলো; সরু গলিপথ ধরে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে পালাতে লাগলেন। তিনি একটা সেলারের ভেতর আত্মগোপন করলেন। আলুর বস্তার নিচে ঢুকে একটানা তিন দিন লুকিয়ে থাকলেন। এটা সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এতো দীর্ঘ সময় তিনি কীভাবে একেবার নিশ্চুপ থাকতে পারলেন–কেউই তাকে খুঁজে বের করতে পারলো না!

"এভাবেই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলো এবং তার কী পরিবর্তন ঘটেছে সহজেই বুঝতে পারলেন।"

আমার চেহারার ভেতর কী পরির্তন এলো জানি না, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠ মাঝ পথেই থেমে গেল।

"তুমি কেমন বোধ করছো?" ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি ভালো আছি," ওকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করলাম। তবুও খানিকটা ইতস্তত ভাব নিয়ে আমি ঠোঁট কামড়াতে লাগলাম। ও নিশ্চয়ই আমার চোখে জানার আগ্রহ জ্বল জ্বল করতে দেখলো।

এ্যাডওয়ার্ড একটু হাসলো। "মনে হচ্ছে তোমার আরো কিছু আমার কাছ থেকে জানার আছে।"

"খুবই সামান্য।"

এ্যাডওয়ার্ডের হাসিটা বিস্তৃত হলো। ও হল রুমের দিকে ঘুরে তাকালো। তারপর আমার হাত ধরে বললো, "চলো তাহলে তোমাকে আরো কিছু দেখানোর চেষ্টা করি।

ষোলো

এর আগে যে রুমটাকে কালিসলের অফিস হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো, সে দিকেই এ্যাডওয়ার্ড আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চললো। দরজার বাইরে ও অল্পক্ষণের জন্যে এসে দাঁড়ালো।

"ভেতরে এসো," অফিস ঘরের ভেতর থেকে কার্লিসল আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন।

এ্যাডওয়ার্ড দরজাটা খুলতে দেখতে পেলাম উঁচু সিলিং-এর সমান আকারের একটা ঘর। পশ্চিম দিকে ঘরের সাথে মানানসই বিশালাকৃতির জানালা। কার্লিসলের অফিসের দেয়ালগুলোর ওপরও গাঢ় রঙের কাঠ লাগানো। প্রায় প্রতিটি দেয়ালের সাথেই উঁচু বইয়ের আলমিরা, যা আমার মাথা ছাড়িয়ে গেছে। এর আগে লাইব্রেরি ছাড়া ব্যক্তিগত কারো সংগ্রহে এতো বই একসাথে আমি দেখিনি।

বিশালাকৃতি মেহেগুনি কাঠের একটা টেবিলের ওপাশে চামড়া মোড়ানো রিভলভিং চেয়ারে কার্লিসল বসে আছেন। উনার হাতে ধরে রাখা বেশ মোটাকৃতির একটা বইয়ের ভেতর চিহ্ন রেখে বইটা বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। ভদ্রলোককে দেখে একেবারে তরুণ বলে মনে হলো।

"তোমাদের জন্যে আমি কি করতে পারি?" চেয়ার ছেড়ে উঠে কার্লিসল শান্ত কণ্ঠে আমাদের প্রশ্ন করলেন।

"বেলাকে আমাদের কিছু প্রাচীন ইতিহাস দেখাতে চাইছিলাম আমি," এ্যাডওয়ার্ড বললো। "তা, সত্যিকার অর্থে আপনার ইতিহাসই।"

"এর মানে এই নয় যে, আমরা আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি," জবাবদিহি করার ভঙ্গিতে বললাম তাকে।

"না আমি বিরক্তবোধ করছি না। তো, তোমরা কোথা থেকে শুরু করতে চাও?"

"মালগাড়ির মতো যতোটুকু বলা সম্ভব," আমার কাঁধের ওপর হালকাভাবে একটা হাত রেখে এ্যাডওয়ার্ড পেছন দিককার যে দরজা দিয়ে মাত্র প্রবেশ করেছি সে দিকে একবার তাকালো। যখনই এ্যাডওয়ার্ড আমাকে স্পর্শ করে, এমনকি আলতোভাবেও, আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতর কেমন যেন অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তা সহজে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কার্লিসল সামনে উপস্থিত থাকায় আমি খানিকটা বিব্রতবোধ করলাম।

আমরা এখন যে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছি, তা অন্যান্য দেয়াল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলে মনে হলো। এই দেয়ালে বুক সেলফের বদলে বিভিন্ন আকারের ফ্রেমে সাজানো বিভিন্ন ছবি। এর কিছু রঙ মনের ভেতর আলাদা এক ধরনের শিহরণ জাগায়, অন্যগুলো ম্লান–পৃথক পৃথক টুকরো যুক্ত করে তৈরি করা ছবি। ছবিগুলো দেখে আমি কিছু যুক্তি খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। দেয়ালে কিছু মোটিফও সাজানো। আপাত দৃষ্টিতে হয়তো অনেকের কাছে সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু আমার এখনকার এলোমেলো চিন্তার ভেতর এগুলোর অর্থও খুঁজে পেলাম না।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে একটু বামদিকে টেনে সরিয়ে দিলো। চৌকো আকৃতির সাধারণ একটা ওয়েলপেইনটিং-এর সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি। ঘরের অন্যান্য

উজ্জ্বল এবং বৃহৎ আকৃতির। ছবিগুলোর চাইতে এটি একেবারে ভিন্ন ধরনের। এটি আঁকতে কাটলফিসের রস অথবা রক্ত রঙ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পেইনটিংটা আকারে ছোটো হলেও এর ভেতর উঠে এসেছে নিখুঁত এক শহরের ছবি– সারিবদ্ধ বাড়ির ঢালু ছাদ, লোহার সুদীর্ঘ টাওয়ার। পাড়ের কাছাকাছি আছড়ে পড়ছে ভরা নদীর পানি। নদীর ওপর লোহার তৈরি ব্রীজ আর দূরে দেখা যাচ্ছে একটা গীর্জা।

"ষোলশো পঞ্চাশ সালের লন্ডন শহর," এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বুঝিয়ে বললো।

"তরুণ বয়সটা আমার লন্ডন শহরেই কেটেছে," আমাদের কাছ থেকে ফুট কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে কার্লিসল বললেন। আমি বোধহয় নিজেকে কোথাও হারিয়ে ফেলেছিলাম, কার্লিসলের কথাটা ভালোভাবে শুনতে পেলাম না। এ্যাডওয়ার্ড আমার হাতের ওপর সামান্য একটু চাপ দিলেন।

"বাবা, তুমি কি কাহিনীটা আমাদের শোনাবে?" এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলো। আড়চোখে আমি কার্লিসলের অভিব্যক্তি বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। "আমি ঠিকই বলতাম," তিনি জবাব দিলেন। "কিন্তু এরই মধ্যে আমি বেশ খানিকটা দেরি করে ফেলেছি। আজ সকালেই হাসপাতাল থেকে আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে– ডা. স্নো-এর সাথে সমস্ত দিনই ব্যস্ত থাকতে হবে। তাছাড়া আমার ওই কাহিনী তো তোমার জানাই আছে, তুমিই ওকে শুনিয়ে দাও না কেন কাহিনীটা," এ্যাডওয়ার্ডের ওপরই তিনি কাহিনীটা শোনানোর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইলেন।

কার্লিসলের পক্ষে এ ধরনের আবদার মেনে নেয়াও আসলে কঠিন। শহরের অন্যতম ব্যস্ত একজন ডাক্তার, তার কাজ বাদ দিয়ে বসে বসে সপ্তদশ শতকের লন্ডন শহরের কাহিনী শোনাবেন এটা বোধহয় সহজে মেনে নেবার মতো নয়।

আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে কার্লিসল তার অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কার্লিসলের ছেলেবেলার লন্ডন শহরের ওই ছোটো ছবিটার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

"এরপর কি হলো?" এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা না করে পারলাম না। কিন্তু দেখলাম ও আগে থেকেই আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে আছে।

"কার্লিসলের ভেতর যে পরিবর্তন এসেছে, কখন তিনি বুঝতে পারলেন?"

ও পেইনটিংটার দিকে ফিরে তাকালো। বুঝতে পারলাম এ্যাডওয়ার্ডও পেইনটিংটার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

"যখন কার্লিসল বুঝতে পারলেন তার ভেতর পরিবর্তন এসেছে," এ্যাডওয়ার্ড শান্ত কণ্ঠে বললো, "তিনি বিষয়টাকে মেনে নিতে পারলেন না। নিজেকে তিনি ধ্বংস করে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু যতো সহজে ভাবলেন, ততো সহজে তা করতে পারলেন না।"

"কি ভাবে নিজেকে ধ্বংস করতে চাইলেন?" কথাটা আমি খুব জোরে বলতে না চাইলেও, গলাটা খানিক কেঁপে উঠলো।

"কার্লিসল খুব উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়তে চাইলেন," ম্লান কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড। "তিনি সমুদ্রে ডুবে মারা যেতে চাইলেন...কিন্তু তিনি নবজন্ম লাভ

করেছেন– খুবই শক্তিশালী এক জীবন। এটা বিস্ময়কর যে, বিরুদ্ধ সংগ্রাম করে তিনি টিকে গেলেন...নবজন্ম লাভের পর তিনি খাদ্য গ্রহণ শুরু করলেন। তিনি এতোটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে, কোনোভাবেই নিজের জীবন নিজে হরণ করতে পারছিলেন না।"

"কার্লিসল যেভাবে চেষ্টা করছিলেন, আদৌ কি সেভাবে নিজের জীবন হরণ করা সম্ভব?" আমার গলা দিয়ে যেন কোনো শব্দ বেরুতে চাইলো না।

"না, আমাদের আত্মহত্যা করার নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি আছে।

আমি প্রশ্নটা করার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগে নিজে থেকেই এ্যাডওয়ার্ড আমার উত্তরটা দিয়ে দিলো।

"সুতরাং কার্লিসল ক্রমশই ক্ষুধার্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ না করার কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। জনগণের কাছ থেকে যতোদূর সম্ভব নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এছাড়া তিনি বুঝতে পারলেন, মনের জোর ক্রমশই দুর্বল হয়ে আসছে। ওই মাসে রাতের বেলা তার প্রচণ্ড কষ্টের ভেতর কাটতে লাগলো– এই সময় একরাশ হতাশা তাকে ঘিরে ধরতো।

"এক রাতে তিনি শুনতে পেলেন তার লুকানো জায়গার পাশ দিয়ে একটা হরিণ এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি এতোটাই বুনো স্বভাবের এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, কিছু চিন্তা না করেই ওই হরিণকে আক্রমণ করে বসলেন। কার্লিসল তার শক্তি ফিরে পেলেন। তিনি ভেবে দেখলেন দুশ্চরিত্র দানব নিয়ে তার মনে যে ভয় ছিলো, তার বিকল্পও আছে। নিজেকে যে ওই রকম দানবে পরিণত করতে হবে তার কোনো অর্থ নেই। পূর্ব জীবনে কি তিনি হরিণের মাংস খাননি? পরবর্তী মাসে কার্লিসল তার নতুন দর্শন তৈরি করলেন। একজন শয়তান না হয়েও তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন– নিজেকে তিনি নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন যেন।

"কার্লিসল সময়গুলোকে ভালোভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলেন। তিনি প্রথম থেকেই অত্যন্ত মেধাবী, জানার প্রতি তার ছিলো দুর্নিবার আকর্ষণ। আগের চাইতে তার এখন অফুরন্ত সময়। দিনের বেলা বিভিন্ন পরিকল্পনা করেন আর রাতে পড়াশুনা। কার্লিসল ফ্রান্সের পথে সাঁতরে চললেন এবং–"

"ফ্রান্সে তিনি সাঁতরে গেলেন?"

"চ্যানেল পথে মানুষ সবসময়ই সাঁতার কাটে বেলা," শান্ত কণ্ঠে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

"তা অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছো ওই সময়কার প্রেক্ষাপটে আমার কাছে বিষয়টা একটু অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে।"

"সাঁতার কাটা আমাদের জন্যে খুবই সহজ ব্যাপার–"

"সবকিছুই তোমার জন্যে অতি সহজ ব্যাপার," উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বললাম আমি।

এ্যাডওয়ার্ড খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো। ওকে খানিকটা কৌতুহলীও মনে হলো।

“মাফ করে দাও, আমি আর তোমার কথার ভেতর কথা বলতে আসবো না।”

থমথমে মুখেও ও একটু মুচকি হাসলো। পূর্ব কথার রেশ ধরে বাক্যটা শেষ করলো। “নিয়মানুসারে আমাদের তেমনভাবে নিঃশ্বাস নেবার প্রয়োজন হয় না।”

“তুমি–”

“না, একেবারেই না, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো।” ওর হালকা শীতল আঙুল আমার ঠোঁটে ছুঁইয়ে হেসে উঠলো। “তুমি কি গল্পটা শুনতে চাও, নাকি চাও না?”

“তুমি আমার মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো সব কথা বলবে, আর আমি তোমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারবো না। এটা কি ঠিক?” আমি ওর একটা আঙুলে চাপ দিয়ে ফুঁটিয়ে দিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড একটা হাত তুলে আমার গলার ওপর রাখলো। আমার হৃৎস্পন্দন আবারো বেড়ে গেল, কিন্তু যতোটা সম্ভব আমি নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলাম।

“তোমার নিঃশ্বাস নেবার প্রয়োজন হয় না?” আমি জানতে চাইলাম।

“না, তার প্রয়োজন হয় না আমার। এটা এক ধরনের অভ্যেস,” ও শ্রাগ করলো।

“এই নিঃশ্বাস ছাড়া...এই নিঃশ্বাস না নিয়ে তুমি কতোক্ষণ থাকতে পারো?

“সত্যি বলতে আমার কাছে কোনো হিসেব নেই। আমি এর কিছুই বলতে পারবো না। এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আমি এক ধরনের অস্বস্তিবোধ করতে থাকি– গন্ধ নেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা আসলেই অস্বস্তিকর এক ব্যাপার।”

“এক ধরনের অস্বস্তিবোধ করতে থাকো?” তার কথারই পুনরাবৃত্তি করলাম আমি।

জানি না আমার অভিব্যক্তির ভেতর কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা, কিন্তু কোনো কারণে তাকে অত্যন্ত বিষণ্ন মনে হলো। আমার কাঁধের ওপর ধরে রাখা হাতটা সরিয়ে নিয়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। ওর চোখ জোড়া আমার মুখে কিছু একটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো। ওর চুপ করে থাকা আমার কাছে যেমন অস্বস্তিকর তেমনি দীর্ঘায়িত বলে মনে হতে লাগলো। আবারো তাকে মনে হলো যেন একটা পাথরের মূর্তি।

“এটা কি হলো?” ওর শীতল মুখ স্পর্শ করে আমি প্রশ্ন করলাম।

আমার হাতের নিচে ওর মুখটা অত্যন্ত কোমল মনে হলো। একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এ্যাডওয়ার্ড আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো। দীর্ঘ নিরবতা ভেঙে অবশেষে ও মুখ খুললো। “ঘটনাটা দেখার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি।”

“কোন ঘটনা?”

“চিন্তা করে দেখলাম, হয়তো তোমাকে কিছু একটা বলে ফেললাম, অথবা ভয়ংকর কোনো কিছু একটা হয়তো দেখে ফেলতে পারো। কিন্তু তারপরই তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, চিৎকার করতে করতে আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।” এ্যাডওয়ার্ড ম্লানভাবে একটু হাসলো, কিন্তু চোখ জোড়া দেখে বেশ গম্ভীর মনে হলো। “আমি তোমাকে রুখতে পারবো না– নিষেধও করতে পারবো না। কারণ তুমি নিরাপদে থাকো, এটাই আমি মনে-প্রাণে আশা করি। তাছাড়া এই মুহূর্তে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, এমন কিছু কল্পনাও করতে পারি না। একই সাথে দুই ইচ্ছে পূরণ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব...” আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো জবাব

খোঁজার চেষ্টা করলো।

"আমি কোথাও দৌড়ে পালাবো না," আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

"সত্যতা নিরূপণের জন্যে আমাদের আসলে অপেক্ষায় থাকতে হবে," এ্যাডওয়ার্ড আরেকবার হেসে, আমার প্রতি এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলো।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করলাম। "সুতরাং যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলে, সেভাবেই এগিয়ে যাও– কার্লিসল ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে সাঁতার শুরু করলেন।"

আমার উৎসাহ দেখে এ্যাডওয়ার্ড আবার বলতে শুরু করলো।" কার্লিসল ফ্রান্সের পথে সাঁতরে চললেন, এরপর সমস্ত ইউরোপ ঘুরলেন। সেখানকার বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলেন। রাতে তিনি সঙ্গীত, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশুনা করলেন– বুঝতে পারলেন এভাবে তিনি মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারবেন। সুদীর্ঘ সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে, পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত রাখতে সক্ষম হলেন। বর্তমানে কার্লিসল সব ধরনের ক্ষমতা লাভেই সক্ষম হয়েছেন বটে, কিন্তু মানুষের রক্তের গন্ধ কখনোই তার ভেতর উন্মাদনার সৃষ্টি করে না। ভালোবেসেই তিনি মানুষকে তার মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছেন। এরপর হাসপাতালেই তিনি শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেলেন।" এ্যাডওয়ার্ড শূন্য দৃষ্টিতে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। ও আমাদের সামনের বড়ো পেইনটিংটার দিকে আঙুল নির্দেশ করলো।

"ইতালিতে পড়াশুনার সময় তিনি অন্যান্যদের খুঁজে বের করতে পারলেন। লন্ডনের চাইতে এদের তার কাছে অনেক বেশি শিক্ষিত এবং ভদ্র বলে মনে হলো।"

ও বারান্দার কাছকার বৃহৎ আকারের পেনইটিংটার দিকে আরেকবার আঙুল নির্দেশ করলেন। ওই পেইনটিং-এ দেখতে পেলাম স্বর্ণকেশী এক ভদ্রলোক।

"কার্লিসলের বন্ধু হিসেবে সোলোমিনা তাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন। কার্লিসল মাঝে মাঝে কিন্তু চমৎকার সব ছবি আঁকতেন, এ্যাডওয়ার্ড মুচকি একটু হাসলো।

এ্যারো, মারক্যুজ, কাইউস্," ও তিনটা পেইনটিংয়ের দিকে আঙুল নির্দেশ করে আমার সাথে পরিচিত করে দিলো। এদের দুজনের চুলের রঙ কুচকুচে কালো। অন্য জনের চুল বরফের মতো সাদা। "তার রাতের তিন সঙ্গীর চিত্রকর্ম।"

"উন্মাদের কি হলো?" বিস্মিত কণ্ঠে আমি এ্যাডওয়ার্ডকে প্রশ্ন করলাম।

"উনারা এখনো ওখানেই আছে।" এ্যাডওয়ার্ড শ্রাগ করলো। কার্লিসল উনাদের সাথে অতি অল্প সময়ের জন্যে ছিলেন– মাত্র কয়েক দশক। তাদের সাথে কাটিয়ে কার্লিসলের বেশ উপকার হলো। স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করা (অবশ্য তাদের ভাষায়) যায়, ওই পদ্ধতি কার্লিসল তাদের কাছ থেকে শিখেছিলেন। ওই তিনজন যুক্তি তর্ক দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে কার্লির্সলও ওই তিনজনের ওপর কিছু বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি একটা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছিলেন। তার স্বপ্ন ছিলো, হয়তো তার মতোই আরেকজনকে তিনি খুঁজে বের করতে পারবেন। তুমি বুঝতেও পারবে না তিনি কতোটা নিঃসঙ্গ ছিলেন।

"তাকে সঙ্গ দেবার মতো কাউকেই তিনি খুঁজে পাননি। নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্যে

তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে মন-প্রাণ দিয়ে মনোনিবেশ করলেন। যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তিনি শিকাগো হাসপাতালে রাত্রিকালীন চিকিৎসক হিসেবে যোগ দিলেন। তার মাথায় দীর্ঘদিন থেকেই বিভিন্ন পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কিন্তু কোনোভাবেই ওগুলোর প্রয়োগ ঘটাতে পারছিলেন না– সিদ্ধান্ত নিলেন পরিকল্পনাগুলোর প্রয়োগ ঘটানোর চেষ্টা করবেন। মনের মতো কোনো সঙ্গী খুঁজে পাচ্ছিলেন না বলেই তিনি পিছিয়ে পড়েছিলেন। এরই মধ্যে কার্লিসল একজন সঙ্গী জোগাড় করে ফেললেন। কীভাবে কার্লিসলের ভেতরকার পরিবর্তনগুলো আসবে তা অবশ্য তিনি জানতেন না, এ কারণে তিনি খানিকটা ইতস্তত করছিলেন। স্পন্দনহীন যে কোনো শরীরে তিনি প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে সমর্থ্য হলেন। এখন পর্যন্ত তার ভেতর এই ক্ষমতাটা থেকেই গেছে। আমার বেঁচে ওঠার যেমন কোনো কারণ ছিলো না উপায়ও ছিলো না। একটা ওয়ার্ডে আমি মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলাম। কার্লিসল আমার মা-বাবার খোঁজ করলেন। কিন্তু জানতে পারলেন আমার মা-বাবা কেউই বেঁচে নেই।– আমি একেবারে একা। তিনি চেষ্টা করলেন...”

এ্যাডওয়ার্ড এখন প্রায় ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলো। পশ্চিম দিককার জানালায় দেখার মতো তেমন কিছু না থাকলেও, ওই দিকেই খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। ওকে দেখে ঠিক বুঝতে পারলাম না, ওর মনের ভেতর কোন চিন্তা খেলা করছে–কার্লিসলের কোনো স্মৃতিচারণ নাকি নিজের কোনো কিছু। ওর মুখ থেকে কাহিনীর বাকি অংশটুকু কোণার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

যখন এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে ফিরে তাকালো, তখন ওর মুখে এক ধরনের দেবদূতের মত হাসি দেখতে পেলাম।

“তো এভাবেই আমরা একই বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম,”এ্যাডওয়ার্ড বললো।

“এরপর থেকে কি তুমি কার্লিসলের সাথে থেকে গেলে?” আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

“প্রায় সময়ই।” আমার বুকের ওপর একটা হাত রেখে বললো। তারপর এ্যাডওয়ার্ড আমার হতে ধরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। দেয়ালে ঝুলানো অন্যান্য ছবিগুলো অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। এই মুহূর্তে ওর অন্যান্য কাহিনীগুলোও আমার শুনতে ইচ্ছে করলো ভেবে আমার বেশ অবাক লাগলো।

হলরুম ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় এ্যাডওয়ার্ড একেবারে মুখ খুললো না। সুতরাং বাধ্য হয়ে আমাকেই প্রশ্ন করতে হলো। “তোমার কি সব কাহিনী বলা শেষ হয়ে গেছে?”

ও একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। মনে হলো ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। “তো, কৈশোর থেকেই আমি একটু বিদ্রোহী স্বভাবের...আমার জন্মের প্রায় দশ বছর পর...আমাকে এভাবে সৃষ্টি করা হলো। আমার সৃষ্টি অথবা নবজন্ম, যেমন ইচ্ছে বলতে পারো এটাকে।”

আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। অবশ্য এ সময় আশপাশের দৃশ্যগুলোর প্রতি তেমন একটা মনোযোগ দিলাম না।

“বিষয়টা তোমাকে বিব্রত করলো না?”

“না।”

“কেন নয়?”

“আমার কাছে মনে হলো...আমার কাছে মনে হলো কিছুটা হলেও হয়তো বিষয়টা যুক্তি সঙ্গত-ই।”

এ্যাডওয়ার্ড এবার একটু উচ্চ কণ্ঠেই হেসে উঠলো। এখন আমরা সিঁড়ির একেবারে উপর ধাপে পৌঁছে গেছি। এখানে সাজানো-গুছানো আরেকটা হলওয়ে।

“আমার নবজন্মের সময় থেকেই,” এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করলো। “আমার আশপাশের সবাই কী চিন্তা করছে, তা বুঝার ক্ষমতা অর্জন করলাম আমি। এবং তা তোমাদের মতো স্বাভাবিক মানুষই হোক অথবা অশরীরিই হোক। ওই কারণে কার্লিসলের কাছ থেকে নিজেকে দশ বছরের জন্যে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম–আমি অবশ্য তার একনিষ্ঠতা বুঝতে পেরেছিলাম এবং এটাও ধারণা জন্মেছিলো কীভাবে তিনি বেঁচে আছেন।

“মাত্র বছর কয়েকের ভেতর আমি আবার কার্লিসলের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হলাম এবং তার লক্ষ নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করলাম। ভাবলাম আমি হয়তো তার কিছুটা হলেও হতাশা দূর করতে পারবো...সুতরাং তার সাথে সঙ্গ দেবার ব্যাপারটাকে এক ধরনের কাকতালীয় ঘটনা বলা যেতে পারে। কারণ, আমি তখন আমার শিকার নিয়ে ব্যস্ত। আমি নীরিহদের বিপদ মুক্ত রাখতে চাই এবং শুধুমাত্র শয়তানগুলোকে চিহ্নিত করতে চাই। একবার আমি গলিপথ ধরে একজন খুনিকে অনুসরণ করছিলাম। ওই খুনি একটা কম বয়সী মেয়েকে ছুরিকাঘাত করে–কিন্তু আমি মেয়েটাকে রক্ষা করতে পারলাম না। যদি ওকে রক্ষা করতে পারতাম তাহলে হয়তো আমি আতংকিত হয়ে উঠতাম না।”

আমি শিউরে উঠলাম। এ্যাডওয়ার্ড যে বর্ণনা দিলো তা অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম–রাতের অন্ধকার গলিপথ, একজন ভয়ে পলায়ণমান তরুণী, কিন্তু তার পেছনে ভূতের মতো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। এবং এ্যাডওয়ার্ড ওই তরুণীকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ওই তরুণী কি এ্যাডওয়ার্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলো, নাকি আগের মতোই ভীত হয়ে ছিলো?

“কিন্তু সময় গড়িয়ে যেতে লাগলো। তরুণীর আক্রমণকারী যে একটা দানব ঠিকই আমি বুঝতে পারলাম। ভেবে দেখলাম, এভাবে আমার পক্ষে নীরিহ মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। একজনকে রক্ষা করতে হলে আরেকজনকে হত্যা করতে হয়। তো এই হত্যা আমি কোন নৈতিকতা বোধ থেকে করতে যাবো! সুতরাং আমি কার্লিসল এবং এসমের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হলাম। আমি একজন উড়নচণ্ডী স্বভাবের ছেলে এমন একটা ভাব নিয়ে ওরা আমাকে গ্রহণ করে নিলো। তাদের কাছে নিজেকে যোগ্য হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ পেলাম।”

হলের শেষ প্রান্তের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

“এটা আমার ঘর,” দরজাটা খুলে আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে বললো।

এই ঘরটা দক্ষিণ মুখি। দেয়াল জোড়া জানালাগুলো নিচের ঘরগুলোর মতোই। ঘরের পেছনে কাঠের দেয়ালের বদলে কাচের দেয়াল। এই কাঁচের দেয়াল দিয়ে উঁকি

দিলেই সল্ ডাক রিভার। অলিম্পিক মাউনন্টেন থেকে নেমে এসে নদীটা বনের খানিক দূর দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে। যতোটা দূরে মনে করেছিলাম, পাহাড়টা আসলে ততো দূরে নয়–ওটা আমার একেবারে কাছেই মনে হলো।

পশ্চিম দিককার দেয়ালে তাকের পর তাক সাজানো শুধু সিডি আর সিডি। এ্যাডওয়ার্ডের ঘরকে শোবার ঘর না বলে কোনো মিউজিক স্টোর বললেই বোধহয় বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। ঘরের কোণার দিকে রুচিশীল এবং আধুনিক সুবিধাসহ সাউন্ড সিস্টেম। সবকিছু এতোটাই নিখুঁতভাবে সাজানো-গুছানো যে, মনে হলো একটু স্পর্শ করলেই বুঝি কোনো কিছু ভেঙ্গে পড়বে। শোবার ঘর হলেও এখানে কোনো বিছানা নেই, তার বদলে একপাশে একটা কালো চামড়ার সোফা পাতা। সমস্ত মেঝেটাই সোনালি রঙের পুরু কার্পেটে ঢাকা। দেয়ালের খালি অংশগুলোয় কাপড়ের ওপর আঁকা বিভিন্ন ছবি ঝুলানো। ফলে ঘরটা তুলনামূলকভাবে বেশ খানিকটা অন্ধকার হয়ে আছে।

"সবকিছুর ভেতর চমৎকার সমন্বয় আনার চেষ্টা?" এ্যাডওয়ার্ডকে প্রশ্ন করলাম আমি।

এ্যাডওয়ার্ড চুকচুক শব্দ করে মাথা নাড়লো।

ও একটা রিমোট তুলে নিয়ে স্ট্যারিও সেটটা অন করলো। শান্ত অথচ জ্যাক মিউজিকের শব্দে সমস্ত ঘরটা ভরে উঠলো। ওর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম সুরের রাজ্যে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

"এগুলো তুমি কিভাবে জোগাড় করলে?" নির্দিষ্ট কম্পোজিশন কিংবা এ্যালবামের প্রতি মনোযোগ না দিয়েই প্রশ্ন করলাম তাকে।

আমরা প্রশ্নের প্রতি অবশ্য ও তেমনভাবে মনোযোগ দিলো না।

"উমম্, প্রথমত বছর ভিত্তিকভাবে সাজানো এরপর বলা যেতে পারে ব্যক্তিগত পছন্দ মাফিক সংগ্রহ করা।"

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম ওর দিকে তাকানোয় এ্যাডওয়ার্ডও আমার দিকে পাল্টা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো।

"কি হলো?"

"কিছুটা স্বস্তি লাভের আশায় অনেক দিন থেকেই আমি প্রস্তুতি নেবার চিন্তা করছিলাম। তোমাকে আমার সবকিছু বলা হয়ে গেছে–কিছুই তোমার কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টা করিনি। এর থেকে খুব বেশি আমি আশাও করিনি। আমার কাছে ভালো লেগেছে বলেই কাহিনীগুলো তোমাকে শুনিয়েছি। বলা যেতে পারে এগুলো বলতে পেরে নিজেকে কিছুটা হলেও ভারমুক্ত করতে পেরেছি...।" এ্যাডওয়ার্ড একটু মুচকি হেসে শ্রাগ করলো।

"তোমার কাহিনী খোলামেলাভাবে বলার জন্যে আমি খুবই খুশি হয়েছি।" আমি বললাম। একই সাথে ওর হাসি ফিরিয়ে দিলাম। ভয় ছিলো ও হয়তো এগুলো তার মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে শুনিয়েছে। কিন্তু যখন দেখলাম কথাগুলো ও স্ব-ইচ্ছেতেই বলেছে, আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠলো।

অবশ্য খানিক বাদেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশ হতে দেখলাম। ওর মুখ থেকে হাসিটুকু সম্পূর্ণ মুছে গেছে। একই সাথে এ্যাডওয়ার্ড ওর কপাল খাঁমচে ধরলো।

"তুমি এখনো আমার কাছে থেকে পালানোর চেষ্টা করছো। আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে ভয় পাচ্ছো, তাই নয় কি?" আমি ধারণা করলাম।

হালকা একটা হাসির রেখা ওর ঠোঁটে দেখা মাত্রই মুছে গেল। এ্যাডওয়ার্ড একবার শুধু মাথা নাড়লো।

"তোমার সমস্ত কাহিনী শুনে আমার কাছে অন্যরকম লেগেছে এটা সত্য–এটা অস্বীকার করার আমার কোনো উপায়ও নেই। কিন্তু তুমি এই সত্যগুলো বলার জন্যে যেভাবে ভয় পাচ্ছো এর কোনো অর্থই নেই।" ওকে প্রবোধ দেবার জন্যে হলেও মিথ্যেগুলো আমাকে বলতে হলো।

এ্যাডওয়ার্ড হঠাৎ একেবারে চুপ মেরে গেলো। ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে একবার তাকালো। ওর চোখে মুখে একরাশ অবিশ্বাস। আর তারপরই ও আগের মতো হেসে উঠলো।

"আমাকে তোমার মোটেও ভয় লাগেনি, সেটা বলতে চাইছো তো?" ও মুখ দিয়ে আবার সেই স্বভাবগত চুকচুক করে শব্দ করলো।

ওর গলার ভেতর থেকে অদ্ভুত এক গড়গড় শব্দ করলো; ঠোঁট বাঁকা করায় ওর চমৎকার দাঁতগুলো আরেকবার দেখতে পেলাম। এ্যাডওয়ার্ড হাঁটু গেঁড়ে বসলো–অনেক শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সিংহ যেভাবে প্রস্তুতি নেয়।

আমার চোখ জোড়া রাগে জ্বল জ্বল করে উঠলো। আমি ওর কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে এলাম।

"তুমি এমনটা কোনোভাবেই করতে পারো না!"

আমার দিকে ওর ছুটে আসা আমি মোটেও লক্ষ করলাম না–অতিরিক্ত ক্ষীপ্রতায় ও আমার দিকে ছুটে এলো। মনে হলো আমি যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি–তারপরই দু'জনই একই সাথে সোফার ওপর ছিটকে গিয়ে পড়লাম। সোফাটা ছিটকে গিয়ে দেয়ালের সাথে ধাক্কা লাগলো। সবকিছুই ঘটে গেল মুহূর্তের ভেতর–লোহার খাঁচার মতো এ্যাডওয়ার্ড ওর দুই বাহু দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরলো। একবার ইচ্ছা হলো কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে ওকে আমার কাছে থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারলাম না। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম।

অবশ্য আমি যে ভয়টা পেয়েছিলাম, তেমন কিছুই ও করলো না। আলতোভাবে ওর বুকের সাথে আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখলো। ওর বুকের সাথে লেপ্টে থাকতে পেরে নিজেকে যতোটা নিরাপদ বোধ করলাম, মনে হয় না লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলেও ততোটা নিজেকে নিরাপদ বোধ করতাম। ওর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি ওকে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করলাম, এবং মনে হলো সহজেই এ্যাডওয়ার্ড নিজেকে সংযত করে নিতে পারলো।

"খুব জোর দিয়ে বলেছিলে না?" খুব মজা পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

"তাহলে দেখছি, তুমি খুবই ভয়ংকর এক দানব," প্রায় নিঃশ্বাস চেপে রেখে ব্যঙ্গ করে আমি বললাম কথাটা।

"ততোটা হয়তো ভয়ংকর নই, এটাও ঠিক," এ্যাডওয়ার্ড জবাবদিহি করলো।

"উম্।" কথাটুকু বলতে আমার খানিকটা কষ্টই হলো।

"এখন কি আমি উঠতে পারি?"

ও শুধু একটু হাসলো।

"আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?" হলরুমের মাঝ থেকে একটা মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আমি ওর বাহুমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড এমন নাছোড়বান্দার মতো আমাকে আঁকড়ে ধরে রাখলো যে, ওর কোলেই আমাকে বাধ্য হয়ে বসে থাকতে হলো। দেখলাম এলিস আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে, তার পেছনে দরজার কাছে দাঁড়ানো জেসপার। আমার চিবুকের কাছে এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করলাম, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে বেশ প্রসন্ন মনে হলো।

"কিছু বললে না যে!" এ্যাডওয়ার্ড চুকচুক করে শব্দ করলো।

এলিস এবং জেসপার হঠাৎ এসে উপস্থিত হওয়ায় আমি যে বিব্রত হয়েছি, এলিস এমন একটা ভান করলো যেন সে কিছুই দেখেনি। অনেকটা নাচের ছন্দে হেঁটে ঘরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এলো। কিন্তু জেসপার দরজার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো কোনো কারণে প্রচণ্ড মর্মাহত হয়েছে জেসপার।

"আমরা এখানে জানতে এসেছিলাম, বেলা'র লাঞ্চ সারা হয়েছে কিনা। আর এখানে এসে আমরা দেখতে পেলাম, তোমরা ভালোবাসার আদান-প্রদান নিয়ে বেশ ব্যস্ত হয়ে আছো।" রাখঢাক না করে বেশ খোলামেলাভাবেই এলিস কথাগুলো বলে ফেললো।

এ্যাডওয়ার্ডের কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে এবার ইচ্ছেকৃতভাবেই একটু জোর খাটালাম। অবশ্য এই জোর খাটানো দেখে পাল্টা ও আমাকে ভেংচি কাটলো– অথবা এলিসের মন্তব্য শুনেও ও ভেংচি কাটতে পারে। সঠিক কারণ অবশ্য আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"দুঃখিত, আমার তো মনে হয় না আমি খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি," এ্যাডওয়ার্ড সাথে সাথে জবাব দিলো। অবশ্য এখনও পর্যন্ত আমি ওর বাহুমুক্ত হতে পারিনি।

"সত্যি বলতে," একটু হেসে জেসপার ঘরের মাঝখানে এসে বললো, "এলিস বলছিলো আজ রাতে নাকি ভয়ংকর এক ঝড় ছুটে আসছে আমাদের বাড়ির দিকে। অন্যদিকে আবার এমেট বল খেলার বায়না ধরেছে। তোমরা কি খেলতে আগ্রহী?"

জেসপার যা কিছু বললো, তার সবই একান্ত স্বাভাবিক কথাবার্তা। কিন্তু পারপরও কেন যেন কথাগুলো আমার কাছে খানিকটা বিভ্রান্তিমূলক মনে হলো। যদিও আমি জানি অন্যান্য আবহাওয়াবিদদের চাইতে এলিস অনেক ভালো আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারে।

এ্যাডওয়ার্ডের চোখজোড়া হঠাৎ একবার জ্বলে উঠলো তবে খানিকটা ইতস্ততও করলো।

"অবশ্যই তুমি বেলাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারো।" মনে হলো

জেসপার একবার আড়চোখে এলিসের দিকে তাকালো।

"তুমি কি ওদের সাথে যেতে চাও?" উত্তেজিত কণ্ঠে এ্যাডওয়ার্ড প্রশ্ন করলো আমাকে। তবে ওর অভিব্যক্তি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"অবশ্যই।" এ্যাডওয়ার্ডের অন্য রকমের চেহারা দেখেও তেমন একটা পাত্তা দিলাম না। "উমম্ আমরা তাহলে কোথায় যাচ্ছি?"

"কখোন ঝড় আসবে, তার অপেক্ষাতে আছি আমরা–ওই ঝড়ের ভেতরই আমরা বল খেলবে। ওই ঝড়ের ভেতর কেন খেলতে চাইছি, দেখলেই তুমি তা বুঝতে পারবে," জেসপার প্রতিজ্ঞা করার মতো করে বললো।

"আমার কি ছাতার প্রয়োজন হবে?"

ওরা একসাথে তিনজনই জোরে হেসে উঠলো।

"ওর ছাতার কি প্রয়োজন হবে?" এলিসকে উদ্দেশ্য করে জেসপার প্রশ্ন করলো।

"না।" বেশ জোর দিয়েই উত্তর দিলো এলিস।"শহরের ওপর দিয়ে ঝড়টা বয়ে যাবে। শুকনো সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ওই ঝড় যথেষ্ট। সুতরাং ওই ঝড়ের কাছে ছাতা কাগজের টুকরোর চাইতে বেশি কিছু মনে হবে না।"

"ভালোকথা, তারপর?" জেসপারের কণ্ঠে অতি আগ্রহ দেখে স্বাভাবিক একটু অবাক লাগলো–আর অবাক লাগাটাই স্বাভাবিক। এখন আমাকে ভয়ের চাইতে জানার আগ্রহই তাড়া করে ফিরছে।

"কার্লিসল ফিরে এসেছেন কিনা, চলো দেখা যাক।" এলিস কোমর দুলিয়ে দরজার দিকে এভাবে এগিয়ে গেল, তাতে যে কোনো কালের শিল্পীর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠতে বাধ্য।

"এমন ভাব করছো, মনে হয় যেন কিছুই জানো না!" সামনের দিকে এগুতে এগুতে জেসপার খোঁচা দেবার ভঙ্গিতে বললো। জেসপার বেশ বুদ্ধি করে ওদের পেছন দিককার দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

"আমরা তাহলে কোন খেলা খেলবো?" এ্যাডওয়ার্ডের কাছে আমি জানতে চাইলাম।

"তোমাকে খেলতেই হবে এর কোনো মানে নেই। তুমি খেলা দেখবে," এ্যাডওয়ার্ড ব্যাখ্যা করলো। "তুমি খেলা দেখবে, আর আমার বেস্‌বল খেলবো।"

আমি চোখ পাকিয়ে ও দিকে তাকালাম।"ভ্যাম্পায়াররা বেসবল খেলতেও পছন্দ করে?"

"অনেক অতীত থেকে আমেরিকায় এমনই চলে আসছে," কণ্ঠে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য এনে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

সতেরো

মাত্র ঝিপঝিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ঠিক তখনই এ্যাডওয়ার্ড আমাদের বাড়ির পথে গাড়ির মুখ ঘুরালো। আমি নিশ্চিত এ্যাডওয়ার্ড অনেকটা সময়ই আমার সাথে কাটাতে চেয়েছিল।

এরপরই আমি কালো গাড়িটা দেখতে পেলাম—একটা ফোর্ড উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থেকে বাতাস খাচ্ছে যেন। গাড়িটা চার্লির ড্রাইভওয়েতে পার্ক করে রাখা। এ্যাডওয়ার্ড গম্ভীর কিন্তু বিড়বিড় করে কিছু একটা বললো যার কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না।

মাথা নিচু করে বৃষ্টির ছাট থেকে কোনোভাবে নিজেদের রক্ষা করে সামনের পোর্চের নিচে আশ্রয় নিলাম। দেখলাম জ্যাকব ব্ল্যাক তার বাবার হুইল চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ট্রাকের সামনে এ্যাডওয়ার্ড কার্বটা দাঁড় করাতেই বিলির মুখ পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠলো। জ্যাকব খানিকটা এগিয়ে এলো। ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সে এখানে হাজির হয়েছে।

এ্যাডওয়ার্ডের ফিসফিস কণ্ঠস্বরের ভেতরও এক ধরনের শঙ্কা। "এখন বোধহয় একটা মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধবে।"

"উনি কি চার্লিকে সাবধান করে দিতে এসেছেন?" অনুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করলাম। এখন আমার রাগের চাইতেও ভয় হচ্ছে বেশি।

বৃষ্টির ভেতর দিয়ে বিলির দিকে তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ড শুধু মাথা নাড়িয়ে জবাব দেবার চেষ্টা করলো।

চার্লি এ সময় বাড়িতে উপস্থিত নেই ভেবে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলাম।

"আমাকে বিষয়টা দেখতে দাও," ওকে আমি বুদ্ধিটা দিলাম। এ্যাডওয়ার্ডের কালো চোখের চাহনী আমাকে আরো বেশি উৎকণ্ঠিত করে তুললো।

আমাকে অবাক করে দিয়ে ও আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। "সেটাই বোধহয় ভালো হবে। যদিও সাবধানে করতে হবে। ওই ছেলেমানুষটাকে কিন্তু মোটেও ভরসা করা যায় না।"

এ্যাডওয়ার্ডের বলা "ছেলেমানুষ" শব্দটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারলাম না। "আমার চাইতে জ্যাকব নিশ্চয়ই খুব একটা ছোটো হবে না।" আমি ওকে স্মরণ করিয়ে দিবার চেষ্টা করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকালো। অবশ্য আগের মতো এখন ও আর রেগে নেই। "আরে তা-তো আমি জানিই।" দাঁত বের করে হেসে ও জবাব দিলো।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি দরজার হ্যান্ডেলের ওপর হাত রাখলাম।

"ওদের ভেতর আসতে দাও।" এ্যাডওয়ার্ড আমাকে নির্দেশ দিলো। "তাহলে এখান থেকে আমি ভাগতে পারবো। চারদিক ঘিরে অন্ধকার নেমে আসছে, সুতরাং এখান থেকে যেতে আমার বেশ সুবিধা হবে।"

"তুমি কি আমার ট্রাকটা নিয়ে যেতে চাও?" আমি এ্যাডওয়ার্ডকে প্রস্তাব দিলাম।

এবং সাথে সাথে এটাও মনে হলো চার্লি যখন আমার ট্রাক দেখতে পাবে না,আমি তখন কি জবাব দিবো!

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকালো। "এই ট্রাকের যতো গতি তার চাইতে অনেক দ্রুত হেঁটে আমি বাড়ি পৌঁছে যেতে পারবো।"

"তোমার কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই।' বেশ জোর দিয়ে অনুরোধ জানালাম তাকে।

আমার ইতস্তত ভাব দেখে ও একটু হাসলো। "সত্যি বলতে,আমি সেটাই করবো। আগে ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে"–অন্ধকার হলেও ওর আড়চোখে তাকানো বেশ ভালোভাবেই লক্ষ করলাম আমি–"তোমার নতুন প্রেমিকের সাথে চার্লিকে পরিচয় করিয়ে দেবার নিশ্চয়ই সময় এসে গেছে।" প্রায় সবগুলো দাঁত বের করে ও আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো।

আমি বেশ খানিকটা রেগেই জবাব দিলাম "ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ তোমাকে এ্যাডওয়ার্ড।"

যেমন আমার পছন্দ, তেমন রহস্যময়ভাবে এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। "আমি খুব দ্রুত ফিরে আসছি," প্রতিজ্ঞা করলো ও। পোর্চের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে খুব দ্রুত ঠিক আমার চিবুকের নিচে একটা চুমু খেল। আমার হৃৎস্পন্দন আবার বেড়ে গেল। এ্যাডওয়ার্ডের মতোই আমিও একবার পোর্চের দিকে দেখে নিলাম। অবশ্য বিলির চেহারার ভেতর এমন কোনো মহাত্ম নেই যে তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হবে–স্বাভাবিকভাবেই আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

"খুব দ্রুত দেখা হওয়া চাই কিন্তু," মানসিক চাপ নিয়ে দরজার হাতল ঘুরিয়ে বৃষ্টির ভেতরই বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

বৃষ্টির ভেতর দিয়ে আলোকিত পোর্চের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় বুঝতে পারলাম এ্যাডওয়ার্ডের দৃষ্টি আমার পিঠের ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে।

"হেই মিস্টার বিলি। হাই জ্যাকব।" কৃত্রিম আন্তরিকতা প্রকাশের চেষ্টা করলাম ওদের সাথে–কোনোভাবে ওদের সামলানোর চেষ্টা করা আর কি। "চার্লি আজ সারাদিনের জন্যে বেরিয়েছেন–আমার মনে হয় না অপেক্ষা করে আপনাদের খুব একটা লাভ হবে।"

"বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবো না," ম্লান কণ্ঠে বললো বিলি। মনে হলো উনার কালো চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে। "আমি শুধু এটা তাকে দেবার জন্যে এনেছিলাম" কোলের ওপর রাখা বাদামি রঙের একটা কাগজের প্যাকেট দেখিয়ে বললো বিলি।

"ধন্যবাদ।" যদিও কাগজের প্যাকেটে কী আছে না জেনেই আমি বিলিকে ধন্যবাদ জানালাম। "মিনিট কয়েকের জন্যে ভেতরে এসে নিজেকে শুকিয়ে নিচ্ছেন না কেন?"

অনিহা নিয়েই আমি দরজা খুললাম। ওরা আমার পেছন পেছন ঘরে প্রবেশ করলো।

"এখানে আমার সাথে সাথে আসুন," আমি ওদের ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানালাম। দরজা লাগানোর সময় শেষবারের মতো এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে নিলাম।

এখনো সে আগের মতোই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

"ইচ্ছে করলে তুমি এগুলো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে পারো।" প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বিলি বললেন। "এখানে সামান্য কিছু হ্যারী ক্লীয়ারওয়াটার হোম মেইড ফিস ফ্রাই আছে–চার্লি এই ফ্রাই খুব পছন্দ করেন। ফ্রিজে রাখলে এগুলো শুকনো থাকবে। উপদেশ দেবার মতো করে বিলি কথাগুলো এক নাগাড়ে বলে গেলেন।

"ধন্যবাদ," নতুনভাবে ধন্যবাদ দেয়া ছাড়া এই মুহূর্তে বলার মতো তেমন কিছুই আমি খুঁজে পেলাম না। আমি মাছের অত্যাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইছি, আর মাছ আমাকে এক নাগাড়ে তাড়া করে ফিরছে। চার্লি আজ আরো মাছ ধরার পণ করে বেরিয়েছেন।"

"আবার মাছ ধরতে গেছেন?" বিলি চোখ বড়ো বড়ো করে প্রশ্ন করলেন। "পরিচিত কোনো জায়গায় গেছেন? তাহলে হয়তো উনার কাছে যাওয়া যেতো।"

"না," দ্রুত মিথ্যাটা আমি সামলে নিলাম। সাথে সাথে আমার মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। "তিনি বোধহয় আজ নতুন কোনো জায়গায় মাছ ধরতে গেছেন...কোথায় গেছেন আমি জায়গাটা ঠিক চিনি না।"

আমার অভিব্যক্তির পরিবর্তন উনি খুব ভালোভাবে লক্ষ করলেন। ওকে খানিকটা চিন্তিতও মনে হলো।

"জ্যাকি," বিলি বললেন। এখনো আমার দিকে উনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। "গাড়ির থেকে তুমি রেবেকার নতুন ছবিগুলো আনোনি বোধহয়? চার্লির জন্যে ওগুলোও আমি সাথে করে এনেছি।

"ওগুলো কোথায় রাখা আছে?" জ্যাকব জিজ্ঞেস করলো। ওর কণ্ঠস্বর একেবারে ম্লান কোণালো। আমি জ্যাকবের দিকে একবার আড়চোখে তাকালাম। কিন্তু ওর আমার দিকে কোনো লক্ষই নেই। জ্যাকব মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে; ওর ভ্রু জোড়া কুঁচকে আছে।

"আমার তো মনে হয় ওগুলো আমি ট্রাঙ্কের ভেতর দেখেছিলাম," বিলি বললেন। "একটু খুঁজলেই পেয়ে যাবে।"

জ্যাকব সোফা থেকে উঠে, বৃষ্টির ভেতর বেরিয়ে পড়লো।

কোনো কথা না বলে বিলি এবং আমি একে-অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। খানিকক্ষণ একইভাবে চলতে থাকায় আমার মোটেও ভালো লাগলো না। আমি কিচেনের দিকে রওনা হলাম। আমার সাথে সাথে উনিও কিচেনে প্রবেশ করলেন।

ফ্রিজের ওপর তাকের একগাদা জিনিসের ভেতর মাছের প্যাকেটটা ঢুকিয়ে রাখলাম। জ্যাকির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না, আদৌ ও আমাকে কী বলতে চাইছে।

"চার্লির ফিরতে আজ অনেক সময় লেগে যাবে।" আমার কণ্ঠস্বর প্রায় রুঢ় কোণালো।

বিলি আমার কথা মেনে নিয়ে মাথা নাড়লেন বটে, কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না।

"ফিস ফ্রাইয়ের জন্যে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি।" এবার তুমি

ওঠো, এমন একটা ঈঙ্গিত দেবার চেষ্টা করলাম আমি।

বিলি ক্রমাগত শুধু মাথা নাড়িয়েই যাচ্ছেন। আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ওর মুখোমুখি বসলাম।

ওকে দেখে মনে হলো আমাকে কিছু একটা বলতে চান। "বেলা," খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বিলি বললেন।

উনি কী বলেন আমি তা কোণার অপেক্ষায় থাকলাম।

"বেলা," উনি আবার কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন। "চার্লি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

"হ্যাঁ।"

ওর গম্ভীর কণ্ঠে প্রতিটা শব্দই বেশ জোর দিয়েই উচ্চারণ করলেন। "আমি জানতে পেরেছি কুলিন পরিবারের এক সদস্যের সাথে ইদানিং তুমি বেশ সময় কাটাচ্ছো।"

"হ্যাঁ," শান্ত কণ্ঠে আমি জবাব দিলাম।

বিলি চোখজোড়া কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। "অবশ্য এ ব্যাপারে আমার নাক গলানো উচিত নয়, কিন্তু তবুও বলবো এই কাজটা বোধহয় তোমার ঠিক হচ্ছে না।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন," আমি তার কথায় সমর্থন জানালাম। "আসলে এ বিষয়ে আপনার উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।"

আমার কথা শুনে আবার উনি চোখ কুঁচকালেন। "তুমি সম্ভবত বিষয়টা জানো না, কিন্তু এই এলাকায় কুলিন পরিবারের অপ্রীতিকর দুর্নাম আছে।"

"সত্যি বলতে আমার বিষয়টা জানা আছে," কণ্ঠে বেশ খানিকটা কাঠিন্য এনে কথাটা বললাম। এক কথায় বিষয়টা মেনে নেয়ায় বেশ অবাক মনে হলো বিলিকে। "কিন্তু এই দুর্নাম আঁকড়ে ধরে রাখার কিছু নেই, আছে কি?"

"সেটা অবশ্য একদিকে থেকে ঠিকই বলেছো," বিলি আমার কথাটা মেনে নিলেন। আমার মুখের ওপর দিয়ে একবার চোখ জোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন। "হ্যাঁ...মনে হয় কুলিন পরিবার সম্পর্কে তুমি ভালোই তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছো। আমি যেমন মনে করেছিলাম, মনে হয় তার চাইতে অনেক বেশি তথ্য।"

সরাসরি একবার ওর মুখের দিকে তাকালাম। শুধু আপনি নন! আপনাদের সকলের চাইতেও বেশি তথ্য জোগাড় করতে পেরেছি।

"সম্ভবত," পুরু ঠোঁট নাড়িয়ে জবাব দিলেন বিলি। "কিন্তু চার্লি কি বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে জানেন?"

আমার মুখের অভিব্যক্তি দেখে যা বুঝার বুঝে নিলেন বিলি।

"চার্লি কুলিনকে বেশ পছন্দ করেন," মাথা নিচু করে আমি জবাব দিলাম। আমার মনের গোপন বাসনাটা উনি সহজেই বুঝতে পারলেন। ওকে দেখে বেশ অসুখি মনে হলেও মোটেও অবাক হতে দেখলাম না।

"এ নিয়ে অবশ্য আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই," উনি বললেন, " তবে চার্লির এ নিয়ে চিন্তা করা উচিত।"

"চার্লির কতোটা মাথা ব্যথার কারণ তা আমি জানি না বটে, কিন্তু সমস্ত মাথা ব্যথা

একমাত্র আমারই। ঠিক কিনা?"

আমার বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন শুনেও উনি যে সহজে বুঝতে পেরেছেন তা ভেবে আমি বেশ অবাক হলাম।

"হ্যাঁ," শেষ পর্যন্ত বিলি আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলেন। "আমি বুঝতে পারছি,এটা নিয়ে তোমারই বেশি মাথা ব্যথা।"

ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। "অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে বিলি।"

"তুমি কী করতে যাচ্ছো, ওইটুকুই শুধু তোমাকে ভেবে দেখতে বলেছি," বিলির কণ্ঠ করুণ কোণালো।

"ঠিক আছে, আপনার উপদেশ আমি গ্রহণ করলাম।" আমি দ্রুত ওর কথায় সমর্থন জানালাম।

বিলি ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। "যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কথাগুলো বলেছিলাম, তার কিছুই তুমি করোনি।"

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। কিন্তু ওখানে আমার জন্যে দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলাম না,তাছাড়া আমি কিছু বলতেও পারলাম না।

আর সাথে সাথে এক ঝটকায় সামনের দরজা খুলে গেল। দরজা খোলার শব্দে আমি লাফিয়ে উঠলাম।

"গাড়ির কোথাও কোনো ছবি নেই।" আমাদের সামনে এসে জ্যাকব অভিযোগ জানালো। বৃষ্টিতে ওর জামাটা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। ওর চুল বেয়ে পানি গড়িয়ে নামছে।

"হুম্," বিলি অদ্ভুত এক শব্দ করে জ্যাকবের দিকে তাকালেন। "আমার মনে হয় ছবিগুলো বাড়িতেই ফেলে এসেছি।"

জ্যাকব নাটুকে ভাবে চোখ পাকালো। "মজার ব্যাপার তো!"

"বেলা, তাহলে ওরকমই কথা রইলো, চার্লিকে আমার কথা বলবে আশা করি"–কথাটা গুছিয়ে নেবার জন্যে বিলি একটুক্ষণ থামলেন। তাহলে আলোচনার আজকে এখানেই ইতি টানা যাক।

"আমিও ইতি টানতে চাইছি," বিড়বড়ি করে বললাম আমি।

জ্যাকব বেশ খানিকটা অবাক হলো। "এখনই আমরা রওনা হচ্ছি?"

"চার্লি কতোক্ষণের জন্যে বেরিয়েছেন, কিছুই জানি না। আমার মনে হয় না উনি সহসা ফিরছেন।" জ্যাকবের কাঁধের ওপর হাত রেখে বিলি বললেন।

"ওহ্, তাও অবশ্য ঠিক।" জ্যাকবকে দেখে মনে হলো ও প্রচণ্ড হতাশ হয়েছে।

"ভালো কথা, মনে হয় খুব দ্রুত আবার আমাদের দেখা হচ্ছে।"

"অবশ্যই," আমি তাকে সমর্থন জানালাম।

"নিজের প্রতি খেয়াল রেখো," বিলি আমাকে সাবধান করে দিলেন। তবে আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। জ্যাকব তার বাবাকে দরজার বাইরে নিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। আমি হালকাভাবে হাত নাড়লাম। কিন্তু এরই মধ্যে খুব দ্রুত ওর খালি ট্রাকটা এক পলক দেখে নিলাম এবং ওরা চলে যাওয়ার আগেই দরজাটা লাগিয়ে দিলাম।

মিনিট খানেক আমি হলওয়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এখানে দাঁড়িয়েই গাড়িটা পিছিয়ে নিয়ে ড্রাইভওয়ে ধরে চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপরও বেশ খানিকক্ষণ একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এতোক্ষণ আমাকে যে মানসিক যন্ত্রণা এবং উত্তেজনা সহ্য করতে হয়েছে সেগুলো আমি বুলতে চেষ্টা করলাম। আপনাআপনি যখন আমার দুশ্চিন্তা কমে এলো, উপরের আমার ঘরে ঢুকে সারাদিনের ময়লা পোশাকগুলো পাল্টে নিলাম।

আমার অনেকগুলো টপস্, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না আজ রাতের জন্যে কোনটা পরা ঠিক হবে। সামনে আমার জন্যে কী আসছে, খানিক আগে কোন অবস্থা পার করে এলাম ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি আমি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। জেসপারের চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে এখন আমি এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে চিন্তা করতেই বেশি ব্যস্ত। খুব দ্রুত একটা পোশাক নির্বাচন করে নিলাম আমি-পুরাতন ফ্ল্যানালের জামা এবং জিনস্

ফোনটা বেজে ওঠার সাথে সাথে ওটা ধরার জন্যে নিচে ছুটে এলাম। এখন শুধুমাত্র আমি একটা কণ্ঠস্বরই শুনতে চাইছি, তাছাড়া সবকিছুই আমার কাছে এখন গৌন। কিন্তু ও যদি আমার সাথে কথাই বলতে চাইতো, তাহলে ওর ফোন করার প্রয়োজন পড়তো না।

"হ্যালো?" নিঃশ্বাস আটকে রেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বেলা? আমি বলছি," জেসিকার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি।

"ওহ্ জেস্! কেমন আছো তুমি? নিজেকে ধাতস্ত করতে আমার খানিকক্ষণ সময় লেগে গেল। মাত্র একদিন আগে কথা হলেও মনে হলো যেন ওর সাথে মাস খানেক পর কথা বলছি। "নাচের অনুষ্ঠান কেমন হলো?"

"তুমি বিশ্বাস করবে না, খুবই মজা হয়েছে!" বোধহয় ধারণার ওপরই ও কথাটা বললো।

"বেলা, আমি কি বলছি তুমি কি শুনতে পাচ্ছো?" আমাকে উত্তেজিত করার জন্যেই যে জেসিকা কথাটা বললো, আমি ঠিকই বুঝতে পারলাম।

"কি বললে,আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না?"

"আমি বলছিলাম মাইক আমাকে চুমু খেয়েছে! বিশ্বাস করতে পারো কথাটা?"

"ওয়াও! এটা তো তাহলে দারুণ ব্যাপার জেস," আমি বললাম।

"তা তুমি গতকাল কি করলে?" ওর কণ্ঠে অনকেটাই যেন চ্যালেঞ্জের। অথবা মাইক এরপর কী করলো সে সম্পর্কে জানতে চাইনি বলেও হয়তো এক ধরনের অভিমান থাকতে পারে।

"সত্যি বলছি, তেমন কিছুই না। আমি শুধু গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছি আর সূর্যের আলো শরীরে লাগিয়ে তা উপভোগ করার চেষ্টা করেছি।"

শুনতে পেলাম গ্যারাজে চার্লির গাড়ি এসে ঢুকলো।

"এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের কাছ থেকে কিছু শুনেছো নাকি?"

সামনের দরজা লাগানোর শব্দ আমার কানে এলো। এরপর দরজার কাছকার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

"উম।" আমি খানিকটা ইতস্তত করলাম। সত্যিকার অর্থে আমার কী গল্প থাকতে পারে তার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

"এই যে আমাদের সোনা মানিক।" কিচেনে ঢোকার মুখেই আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন চার্লি। আমি তার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লাম।

জেস চার্লির গলা টেলিফোনের ভেতর থেকেই শুনতে পেলো। "ও তোমার বাবা ওখানে, কিছু মনে করো না–কাল না হয় তোমার সাথে কথা বলা যাবে। আর ত্রিকোণোমিতি ক্লাসে তো দেখা হচ্ছেই।"

"আবার দেখা হবে জেস।" আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

"হাই বাবা," আমি বললাম। উনি সিঙ্কে হাত পরিষ্কার করতে লাগলেন।

"মাছ কোথায়?"

"ওগুলো আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি।"

"ওগুলো ফ্রিজে রাখার আগে কেটে রাখি বরং-এর মধ্যে আবার বিলি বিকেলে কিছু হ্যারী ক্লিয়ার ওয়াটার ফিস ফ্রাই দিয়ে গেছেন।" নিজের মতো করে আমি কথাগুলো বলার চেষ্টা করলাম।

"উনি মাছ দিয়ে গেছেন?" চার্লির চোখগুলো বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো। "অবশ্য খাবারটা আমার বেশ পছন্দের।"

ডিনার সাজানোর সময়টুকুর ভেতর চার্লি পোশাক পাল্টে প্রস্তুত হয়ে নিলেন। আমাদের খাওয়া শেষ হতে খুব একটা সময় লাগলো না। খাবার টেবিলে আমরা তেমন কোনো কথাও বললাম না। আজকের খাবারটা চার্লির বেশ পছন্দ হয়েছে।

"আজ কি নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখলে?" কিছু বুঝে ওঠার আগেই হুট করে প্রশ্ন করে বসলেন চার্লি।

"উহ্..., আজ বিকেলে? আজ বিকেলে এই ঘরের ভেতর ঘুরে-ফিরেই কাটিয়ে দিয়েছি..." কিছুটা হলেও সত্য, খানিক আগে আমরা এভাবেই সময় কেটেছে। কথা বলার সময় যতোটা সম্ভব কণ্ঠস্বরকে আমি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম, কিছু আমার পেটের কাছে কেমন যেন খালি খালি মনে হতে লাগলো। "অবশ্য আজ সকালে আমি কুলিনের সাথে কাটিয়েছি।"

চার্লি তার কাঁটা চামচ নামিয়ে রাখলেন।

"ডা. কুলিনের বাড়িতে?" বিস্মিত কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন আমাকে।

তার মনের অবস্থা কী রকম হলো সেটা অবশ্য আমি দেখার চেষ্টা না করে সহজ-সরলভাবে জবাব দিলাম। "হ্যাঁ।"

"তুমি ওখানে কি করলে?" উনি আর কাঁটা চামচটা তুলে নিলেন না।

"উহ্..., এ্যাডওয়ার্ডের সাথে রাতে আমি খানিকক্ষণ ডেট্ করি। সে সময়ে ও প্রস্তাব দিয়েছিলো তার বাবার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে...বাবা?"

দেখলাম চার্লি একেবারে গম্ভীর মুখে বসে আছেন।

"বাবা, তুমি কি সুস্থ আছো?"

"তুমি এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের সাথে বেড়াতে গিয়েছিলে?" উনি একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

ওহ্ হো! এই মুহূর্তে আমার কী বলা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তবুও বললাম, "আমি ভেবেছিলাম কুলিনকে তুমি বেশি পছন্দ করো।"

"তোমার তুলনায় ওর বয়স অনেক বেশি।" উনি আমার বলা প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন।

"আমরা উভয়েই কমবয়সী," তার ভুলকে আমি সংশোধন করে দিতে চাইলাম।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও...উনি একটু থামলেন। "কোনজন যেন এ্যাডউইন?"

"ওই পরিবারের কনিষ্ঠতম ছেলেটাই হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ড– লালচে বাদামি রঙের ছেলেটা।" আমার দেখা তরুণদের ভেতর সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে ভদ্র স্বভাবের একজন...

"ওহ্, ওই ছেলেটাই তাহলে–" একটু চিন্তা করে বোধহয় এ্যাডওয়ার্ডের চেহারা স্মরণ করার চেষ্টা করলেন– "ভালো, খুব ভালো, এখন আমি ধারণা করতে পারছি। ওকে অবশ্য আমার মোটেও বয়স্ক বলে মনে হয়নি। আমি নিশ্চিত ও খুবই ভালো ছেলে– সবদিক থেকেই ভালো মনে হয়েছে তাকে, কিন্তু আমার কাছে ওকে তোমার তুলনায় একটু বেশি প্রাপ্ত বয়স্ক বলে মনে হয়...। ওই এ্যাডউইনই তোমার ছেলে বন্ধু?"

"বাবা, ও-ই হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ড।"

"আসলেই ওই ছেলেটা?"

"অল্প অল্প এখন আমার মনে পড়ছে।"

"গতরাতে তুমি বলছিলে, এই শহরের কোনো ছেলের প্রতিই নাকি তোমার মোটেও আকর্ষণ নেই।" কিন্তু তিনি আবার তার কাঁটা চামচ তুলে নিলেন। সুতরাং বুঝতে পারলাম বিপদ খানিকটা হলেও বোধহয় কেটে গেছে।

"ঠিকই বলেছিলাম বাবা। এ্যাডওয়ার্ড তো এই শহরের ছেলে নয়!"

খাবার চিবুতে চিবুতে উনি একবার আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন।

"তা, যাই হোক," আমি চার্লিকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। "তুমি হয়তো জানো না, ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। আমাদের এই বন্ধুত্ব অন্যান্যদের মতো মোটেও বিব্রতকর নয়, এইটুকু তোমাকে অন্তত নিশ্চিত করতে পারি আমি।"

"ও কখন এখানে আসতে চাইছে?"

"মিনিট কয়েকের ভেতরই ও এখানে এসে পড়বে।"

"তোমাকে ও কোথায় নিয়ে গিয়েছিলো?"

মুখ দিয়ে আমার গোঙানির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এলো। "আমি ওর পরিবারের সদস্যদের সাথে অনেকক্ষণ বেসবল খেলেছি আজ। স্প্যানিশ ইনকুইসিটন স্থানটাতো তুমি চিনোই ওখানে গিয়েছিলাম আমি।"

"তোমরা বেসবল খেললে?"

"ঠিক তেমনও বলা যাবে না, ওদের খেলা দেখা নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলাম আমি।"

"ছেলেটাকে তোমার পছন্দ হওয়ারই কথা," আমার দিকে তাকিয়ে অবাক করে দিয়ে বলে উঠলেন।

চার্লিকে সমর্থন জানানোর জন্যেই হয়তো, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চোখ নামিয়ে বসে থাকলাম।

বাড়ির সামনে একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। আর সাথে সাথে প্রায় লাফিয়ে উঠেই ময়লা বাসনপত্রগুলো পরিষ্কার করতে লাগলাম।

"বাসনপত্রগুলো রেখে দাও, আজ রাত্রের মতো আমি একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবো। তুমি বাচ্চা মেয়ে হিসেবে যথেষ্ট করেছো।"

ডোর বেলটা বেজে উঠতেই চার্লি পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি তার খানিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছি।

বাড়ির ভেতর বসে এতোক্ষণ বুঝতেই পারিনি যে বাইরে এমন মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ড পোর্চে জ্বালানো লাইটের ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হলো, ও এ্যাডওয়ার্ড নয় রেইনকোর্টের বিজ্ঞাপনের কোনো মডেল হবে হয়তো।

"ভেতরে এসো এ্যাডওয়ার্ড।"

চার্লি তার নাম ঠিকমতো বলতে পেরেছে ভেবে, একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করলাম।

"অসংখ্য ধন্যবাদ চীফ্ সোয়ান," আন্তরিকতা এবং সম্মান জানিয়েই ধন্যবাদ জানালো এ্যাডওয়ার্ড।

"ভেতরে চলো, আর আমাকে শুধু চার্লি নামে ডাকলেই বেশি খুশি হবো। এখানে, এখানেই তোমার জ্যাকেটটা ঝুলানো থাক।"

"অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার।"

"এ্যাডওয়ার্ড তুমি ওখানটাতে গিয়ে বসো।"

ওর দিকে তাকিয়ে আমি ভেংচি কাটলাম।

একমাত্র খালি চেয়ারে এ্যাডওয়ার্ড ধপ করে বসে পড়লো। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাকে চার্লির পাশে সোফায় বসতে হলো। একবার ওর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়েই দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এ্যাডওয়ার্ড চার্লির ঘাড়ের পেছনে মুখ আড়াল করলো।

"তো, শুনলাম আজ নাকি তুমি আমার মেয়েকে বেসবল খেলা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলে?"

"জ্বী স্যার, আমাদের ও রকম পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিলো।" আমি বাবাকে সত্য কথাটা জানিয়ে দিয়েছি জেনেও এ্যাডওয়ার্ডকে মোটেও অবাক হতে দেখলাম না। সম্ভবত আমার মনের কথাগুলো আগে থেকেই পড়ে রেখেছে।

"বেশ ভালো কথা, তোমার মনের জোর দেখছি বেশ ভালোই।"

চার্লি হেসে উঠলেন, এ্যাডওয়ার্ডও তার সাথে হেসে উঠলো।

"অনেক হয়েছে," আমি উঠে দাঁড়ালাম। "হাসি-তামাশা করে আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি। এখন আমাদের যাওয়া প্রয়োজন।" আমি হলওয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঝুলানো জ্যাকেটটা শরীরে চাপিয়ে নিলাম। চার্লি এবং এ্যাডওয়ার্ড আমার পেছন পেছন হলওয়ে পর্যন্ত এগিয়ে এলো।

"খুব বেশি দেরি করো না বেলা।"

"চার্লি আপনি মোটেও দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি ওকে তাড়াতাড়িই বাড়ি পৌঁছে দেবো," এ্যাডওয়াড চার্লিকে প্রতিশ্রুতি দিলো।

"আমার মেয়েটার দিকে তুমি একটু লক্ষ রেখো, ঠিক আছে?"

আমি একবার রেগে উঠতে চাইলাম। কিন্তু ওদের কেউই আমাকে পাত্তা দিলো না।

"স্যার, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার মেয়ে আমার সাথে নিরাপদেই থাকবে।"

এ্যাডওয়ার্ডের কর্তব্যপরায়ণতা নিয়ে চার্লির মনে অবশ্য কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়–এটা এক ধরনের কথার কথা।

আমি দৃঢ় পদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে এলাম। চার্লি এবং এ্যাডওয়ার্ড উভয়েই আমার হাঁটার ধরন দেখে হেসে উঠলো। এরপর এ্যাডওয়ার্ডও আমার পেছন পেছন বাইরে বেরিয়ে এলো।

পোর্চের শেষ মাথায় এসে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার ট্রাকটার পেছনে, বিশালাকৃতির একটা জীপ দাঁড় করানো। বিশাল না বলে এটাকে দানবাকৃতির বললেই বোধহয় বেশি যুক্তি যুক্ত হবে। এর চাকাগুলো এতোই বিশালাকৃতির যে আমার কোমর ছাড়িয়েও প্রায় উপরের দিকে উঠে গেছে। হেডলাইটের ওপর দিয়ে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা এবং টেইল লাইটগুলোতেও একইভাবে লোহার জালি লাগানো। ক্র্যাশ বার-এর সামনে চারটে বড়ো আকারের স্পটলাইট আটকানো। গাড়ির ছাদটা চকচকে লাল রঙের।

চার্লি হালকাভাবে একবার শিস দিলেন।

"তোমার সিট বেল্ট বেঁধে নাও," নির্দেশটা দিয়ে এ্যাডওয়ার্ড পাশের ড্রাইভিং সিটে এসে বসলো।

আমি সিট বেল্ট বাঁধার চেষ্টা করে খুব একটা সুবিধা করতে পারলাম না। সিট বেল্টে এতোগুলো বাকল থাকতে পারে আমার জানা ছিলো না। অবশ্য এ্যাডওয়ার্ডই আমাকে এ বিষয়ে সাহার্য্য করলো। এই বৃষ্টির ভেতরও দেখতে পেলাম চার্লি পোর্চের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

এ্যাডওয়ার্ড চাবি ঘুরিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলো। আমরা ওর বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

"তোমার এই বিশাল জীপ...?"

"এটা আমার নয়, এমেটের। আমি আগে বুঝতে পারিনি, সমস্ত রাস্তা ধরে এটা নিয়েই তুমি বকবক করতে থাকবে।"

"এটা তুমি এতোদিন কোথায় রেখেছিলে?"

"পুরাতন মডেলের একটা গাড়িকে আমরা এভাবে সাজিয়ে নিয়েছি।"

"তুমি সিট বেল্ট বাঁধলে না?"

ও এক ধরনের অবিশ্বাসীর দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালো।

"সমস্ত রাস্তা কি তুমি এতো জোরেই চালাবে?" ফ্যাকাসে মুখে প্রশ্ন করলাম ওকে।

"তোমাকে কি দৌড়ে যেতে হচ্ছে?" খানিকটা রেগে উঠে প্রশ্ন করলো এ্যাডওয়ার্ড।

"আমি বোধহয় ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ছি।"

"চোখ বন্ধ করে থাকো, তাহলেই ভালো লাগবে।"

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরে আতংকটাকে খানিকটা কমানোর চেষ্টা করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড ঘাড় ঘুরিয়ে আমার কপালের ওপর চুমু খেল। কিন্তু তারপরই

ও ফিসফিস করে কী যেন বললো, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওর দিকে তাকিয়ে যতোটুকু বুঝতে পারলাম ও বোধহয় এক ধরনের আতংকবোধ করছে।

"বৃষ্টির ভেতর তোমার গন্ধ সুন্দরভাবে ছড়ায়," এ্যাডওয়ার্ড ব্যাখ্যা করলো আমাকে।

"সুন্দর গন্ধ, নাকি দুর্গন্ধ?" ওকে খানিকটা খোঁচা দেবার ইচ্ছায় ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা করলাম।

ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। "উভয়টাই, সবসময় দু'রকম গন্ধ পাই আমি।"

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, এ্যাডওয়ার্ড তার চলার পথে কী দেখতে পেলো–আশার আলো নাকি প্রতিবন্ধকতা। তবে এটুকু বুঝতে পারলাম, এক পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া ও একটা সরু রাস্তা দেখতে পেয়েছে। তবে এটাকে রাস্তা না বলে পাহাড়ি পথ বললেই বোধহয় বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। ওর সাথে এখন আর প্রেমালাপ কেন, কোনো আলাপই করা সম্ভব নয়, কারণ উঁচু-নিচু রাস্তার কারণে আমাকে সিটের উপর শুধু তিড়িং বিড়িং করে এক নাগাড়ে লাফাতে হচ্ছে। তবে হয়তো ও এভাবে গাড়ি চালাতে বেশ মজাই পাচ্ছে। কারণ সমস্ত রাস্তা ধরে দেখলাম ওর মুখে হাসি লেগেই আছে।

অবশেষে আমরা রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় এসে পৌছলাম; জীপের তিন দিকেই সবুজ গাছের দেয়াল মাথা উঁচু করে আছে। বৃষ্টি অবশ্য খানিকটা কমে এসেছে, ধীরে ধীরে আরো কমে আসছে। পুঞ্জিভূত কালো মেঘও ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসছে।

"দুঃখিত বেলা, এখান থেকে আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে।"

"কি বলছো তুমি তা জানো? আমি হাঁটতে পারবো না–এখানেই বসে থাকবো।"

"তোমার সব বীরত্ব কোথায় উধাও হয়ে গেল বেলা? আজ সকালে তোমাকে একেবারে ভিন্ন রকমের মনে হয়েছিলো।"

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও আমাকে কোলে তুলে জীপ থেকে নামিয়ে আনলো। এ সময় অসম্ভব কুয়াশা পড়তে থাকে, এলিস আসলে ঠিকই বলেছিলো।

"যাইহোক," ও ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। ওর নিঃশ্বাসের গন্ধে আমি খেই হারিয়ে ফেলছি। "যাইহোক তুমি এখন কি নিয়ে এতো ভয় পাচ্ছো?"

"আসলে...আসলে ভয় পাচ্ছি এই গাছগুলো নিয়ে–" আমি ঢোক গিললাম একবার "মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। ওই গাছের ধাক্কায় আমার মৃত্যু ঘটবে।"

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে অভয় দেবার ভঙ্গিতে একবার হাসলো। এরপর মাথা নিচু করে, আমার গলার খাঁজের কাছে শীতল ঠোঁট দিয়ে একবার চুমু খেল।

"এখনো কি তোমার ভয় লাগছে?" আমার চামড়ার ওপর দিয়ে আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে প্রশ্ন করলো আমাকে।

"হ্যাঁ।" আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলাম। "গাছের আঘাত এবং তারপর অসুস্থতা।"

গলার কাছ থেকে চিবুক পর্যন্ত এ্যাডওয়ার্ড তার নাক ঘষতে লাগলো। ওর শীতল নিঃশ্বাসে সমস্ত শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ খেলে গেল।

"তো এখন?" এ্যাডওয়ার্ড ওর ঠোঁটজোড়া আমার চোয়ালের ওপর ঘষতে লাগলো।

"গাছগুলো।" আমি হাপাঁতে লাগলাম। "বোধহয় গতি জড়তার কারণে অসুস্থ বোধ করছি।"

চোখের ওপর চুমু খাওয়ার জন্যে মুখটা ও আরেকটু উপরে তুললো। তারপর ওর মুখটা আমার গালের ওপর ঘষতে ঘষতে আমার ঠোঁটের কাছে এসে থেমে গেল।

"কোনো গাছের আঘাতে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো, আমি কি তা চাইতে পারি?" ওর ঠোঁট জোড়া খুব হালকাভাবে আমার নিচের ঠোঁট প্রায় ছুঁয়ে গেল।

"না," দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম আমি। আমি জানি রক্ষাকর্তা আমার সাথেই আছে যেহেতু, তেমন কোনো সম্ভবনা নেই বললেই চলে।

"তুমি নিজেই দেখ," ও বললো ওর ঠোঁট জোড়া আবার আমার মুখের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। এখানে আসলে ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নেই, আছে কি?"

"না, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ওকে সমর্থন জানাতে বাধ্য হলাম।

খানিকটা রুক্ষভাবেই এ্যাডওয়ার্ড আমার গালটা চেপে ধরলো, তারপর কানের কাছে চুমু খেয়ে ওর ঠোঁট জোড়া আমার গালের দিকে এগিয়ে এলো।

প্রথমবারের মতোই আমার অনুভূতি হতে লাগলো। চুপচাপ বসে থাকাকেই আমি বেশি নিরাপদ বলে মনে করলাম। এরপর আমি ওর গলা জড়িয়ে ধরলাম। ওর পাথরের মতো শরীরের সাথে নিজেকে আঁকড়ে ধরতে চাইলাম–আপনাআপনি আমার ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড এক প্রকার ধাক্কা দিয়েই আমাকে পেছনে সরিয়ে দিলো।

"ঘোড়ার ডিম! এটা কি করছো বেলা?" ও রীতিমত হাঁপাতে লাগলো। "তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাইছিলে, সত্যি বলছি আমার তেমনই মনে হয়েছিলো।"

আমি হাঁটু গেড়ে বসে পরলাম।

"তোমাকে ধ্বংস করার কোনো ক্ষমতাই আমার নেই," আমি বিড়বিড় করে বললাম।

"এর আগে তোমার সাথে অবশ্যই মিলিত হওয়ার একটা আকাঙ্খা আমার ছিলো। কিন্তু এখন এখান থেকে না বেরিয়ে কিছু করতে যাওয়াটা এক ধরনের বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়," এ্যাডওয়ার্ড প্রায় রেগে উঠেই কথাগুলো বললো। এর আগে যেভাবে ও আমাকে পিঠের ওপর চাপিয়ে নিয়েছিল, এবার ঠিক একইভাবে আমাকে পিঠের ওপর চাপিয়ে নিলো। আমি ওর গলা আঁকড়ে ধরলাম।

"চোখ বন্ধ করে রাখতে ভুলবে না কিন্তু," এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বেশ কয়েকবার সাবধান করে দিলো।

আমি দ্রুত ওর পিঠের ওপর মুখটা চেপে ধরলাম। এরপর আদৌ আমি ঠিক

বলতে পারবো কিনা একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, নাকি আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু সত্যি বলতে সাইড ওয়াক ধরে ও ধীরে ধীরে দৌড়াতে লাগলো। এরপর ঠিক আগের মতোই গাছপালার ভেতর দিয়ে উড়তে লাগলো। অন্য কিছু নয়, আমি শুধু ওর দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম।

ও যদি আমার মাথায় টোকা দিয়ে চোখ খুলতে না বলতো, তাহলে বুঝতেও পারতাম না যে, আমাদের ভ্রমণ শেষ হয়েছে।

"বেলা এবার তুমি চোখ খুলতে পারো,আমরা পৌঁছে গেছি।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি চোখ খুললাম, এবং নিশ্চিত হলাম যে একস্থানে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ওর গলায় শক্তভাবে চেপে ধরা হাতজোড়া খুলে নিলাম।

"ওহ্!" ভেজা মাটিতে নামতে পেরে আমি যেন হাঁফছেড়ে বাঁচলাম। আমি উপেক্ষা করেই কাদা মাটির ওপর দিয়ে বনের ভেতর হাঁটতে লাগলাম। এভাবে একা একা হাঁটতে দেখে এ্যাডওয়ার্ড জোরে হেসে উঠলো। কিন্তু আমি তাকে মোটেও পাত্তা দিলাম না।

পেছন থেকে ও আমাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলো।

"বেলা তুমি কোথায় যাচ্ছে?"

"বেসবল খেলা দেখতে। তোমার খেলার প্রতি আগ্রহ নেই তা দেখেই বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে অন্যদের ঠিকই মজা করার ইচ্ছে আছে।"

"তুমি ভুল রাস্তায় এগুচ্ছো।"

আমি মোটেও ওর দিকে তাকানোর প্রয়োজন অনুভব করলাম না। বরং ঘুরে উল্টো পথে হাঁটতে লাগলাম। দৌড়ে এসে ও আমাকে আবার ধরে ফেললো।

"খবরদার পাগলামি করবে না। আমার সাহায্য ছাড়া এখানে তুমি কিছুই করতে পারবে না। তোমার চেহারার কী অবস্থা হয়েছে, একবার যদি তা তুমি দেখতে!" আমার দিকে তাকিয়ে ও ভেংচি কাটলো।

"ওহ্, তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাকে পাগল সাব্যস্ত করে আসার চেষ্টা করে আসছো। তোমার কাছে আসলেই কি আমাকে পাগল বলে মনে হয়?" ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম আমি।

"আমি তোমাকে কখনোই পাগল বলে মনে করি না।"

"তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাইছিলে?" সংক্ষেপে তার বলা কথাটার আমি পুনরাবৃত্তি করলাম।

"ওটা তো একটা কথার কথা বলেছিলাম।"

আমি আবার তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইলাম, কিন্তু তার আগেই ও আমাকে দ্রুত ধরে ফেললো।

"তুমি পাগল।" আমি ওকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলাম।

"হ্যাঁ। মেনে নিলাম তোমার কথা।"

"কিন্তু তুমি এইমাত্র বলছিলে–

"বেলা আমি যে তোমার জন্যে পাগল, তুমি কি তা দেখোনি?" হঠাৎ-ই ও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এতোক্ষণ ওর ভেতর আমাকে খোঁচানোর একটা ইচ্ছে কাজ

করছিলো, এখন আর তা দেখতে পেলাম না। "তুমি কি আমাকে বুঝতে পারোনি, নাকি বুঝতে চাও না?"

"আমি কি বুঝবো?" জানতে চাইলাম আমি।

"আমি কখনোই তোমার সাথে রাগ করিনি–কিভাবে আমি তোমার সাথে রাগ করবো বলো? সাহসী, বিশ্বাসী...তোমার মতোই তুমি আন্তরিক-তোমার সাথে আমি কাউকেই তুলনা করতে পারি না।"

"কিন্তু তারপরও কেন?" আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম।

এ্যাডওয়ার্ড দু'হাতে আমার গালটা চেপে ধরলো। "সত্যি বলতে আমি একটু রেগে উঠেছিলাম," শান্ত কণ্ঠে এ্যাডওয়ার্ড বললো। "কোনোভাবেই আমি তোমাকে ওই বিপদের দিকে এগিয়ে দিতে চাইছিলাম না।"

হালকাভাবে আমি ওর মুখটা ছুঁয়ে দিলাম। "দয়া করে তুমি এভাবে কথা বলো না।"

আমার হাতটা টেনে নিয়ে ওর ঠোঁটে ছোঁয়ালো। এরপর আবার ওর গালের সাথে ওর হাতজোড়া চেপে ধরলো।

"আমি তোমাকে ভালোবাসি," ও বললো। "হয়তো তোমার কাছে কথাটা খুবই সস্তা মনে হবে। কিন্তু আমি কথাটা মন থেকেই বলছি।"

আমাকে যে ভালোবাসে, এ্যাডওয়ার্ড এই প্রথমবারের মতো কথাটা অকপটে জানাতে পারলো–কথাটা হয়তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকভাবেই বলতে পারতো। কিন্তু সেগুলোর ধার দিয়েও গেল না। আসলে ও যে কতোটা আমাকে ভালোবাসে, তা অনুমান করতে আমার অসুবিধা হলো না।।

"সুতরাং তুমি সংযত আচরণ করবে, এটাই আমি আশা করছি," পূর্বের কথার রেশ ধরে আবার সে কথাগুলো আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। এরপর নিচু হয়ে আবার ওর ঠোঁট জোড়া আমার গালের ওপর নামিয়ে আনলো।

এখনো আমি সেই আগের মতোই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। শুধু এর ভেতর কয়েকবার আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

"তুমি চীফ্ সোয়ানের কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো দ্রুত আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তোমার কথাটা কি মনে আছে? আমাদের মনে হয় দ্রুত ফেরার প্রস্তুতি নেয়া উচিত।"

"অবশ্যই ম্যাডাম, আমার বেশ ভালোভাবেই মনে আছে।

এ্যাডওয়ার্ডকে বেশ উৎফুল্ল মনে হলো। ও আমার একটা হাত শক্তভাবে চেপে ধরে রেখেছে–মনে হয় যেন আমি আবার বনের ভেতর পালানোর চেষ্টা করবো। আমাকে সাথে নিয়ে ও সামনের দিকে এগুতে লাগলো। আমাদের চারদিক ঘিরে উচুঁ উচুঁ ফার্নের সারি আর ভেজা শ্যাওলা। দেখতে পেলাম আশপাশে হ্যামলক গাছের সংখ্যাই বেশি। হাঁটতে হাঁটতে আমার খোলা মাঠে এসে দাঁড়ালাম–অলিম্পিক পীক-এর কোল ঘেঁষেই এই মাঠটা। যে কোনো বেসবল স্টেডিয়ামের চাইতে এর আকার প্রায় দ্বিগুণ।

মাঠে আমি অন্যান্য সদস্যদেরও দেখতে পেলাম–এসমে, এমেট এবং রোজালে আগে থেকেই ওখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। বড়ো কয়েকটা পাথরের ওপর ওরা বসে

আছে। ওরা অনেক কাছে বসে থাকলেও মনে হচ্ছে যেন প্রায় শ'ফুট দূরে বসে আছে। সবচেয়ে দূরে দেখতে পেলাম এলিস এবং জেসপারকে। ওদের কাছাকাছি হতেই পাথর থেকে ওরা উঠে দাঁড়ালো।

"তুমি কি কয়েকটা বল ছুঁড়তে চাও?" এ্যাডওয়ার্ড প্রশ্ন করলো আমাকে।

"না আমার তেমন কোনো ইচ্ছে নেই-ওরাই খেলুক।"

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

"তুমি ওদের সাথে খেলবে না?" এসমেকে প্রশ্ন করলাম আমি।

"না, আমি রেফারি হতেই বেশি পছন্দ করি–খেলায় যেন কোনো কারচুপি করতে না পারে সেটা দেখার দায়িত্ব আমার।" এসমে আমাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো।

"তাহলে ওরাও খেলায় চোরামি করে?"

"আরে হ্যাঁ–দেখ না একটু পরেই ওদের তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যাবে। সত্যিকার অর্থে ওরা হচ্ছে নেকড়ের পাল।"

"তুমি দেখি আমার মার মতো কথা বলছো," আমি হাসতে হাসতে বললাম।

এসমেও হেসে উঠলো আমার সাথে সাথে। "তুমি হয়তো জানো না, ওদের আমি নিজ সন্তানের মতোই দেখি। ওদের প্রতি আমার মাতৃত্ববোধ আমি কখনো ভুলতে পারি না–এ্যাডওয়ার্ড কি তোমাকে বলেছে, আমি একজন সন্তানহারা মা?"

"না তো," আমি বিড়বিড় করলাম। একই সাথে আমাকে হতবাকও হতে হলো। আমি চিন্তা করার চেষ্টা করলাম, এসমে আসলে কোন জন্মের কথা বলতে চাইছে!

"হ্যাঁ, আমার প্রথম এবং একমাত্র সন্তান। জন্মের দিন কয়েক পরেই ও মারা যায়।" এসমে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

"ওই সন্তানের মৃত্যু আমার হৃদয়কে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। এই কারণেই আমি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম।" তার পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়রার কারণ এতোদিনে আমি জানতে পারলাম।

"এ্যাডওয়ার্ড শুধু তোমার লাফিয়ে পড়ার কথাটাই জানিয়েছিলো আমাকে," আমি আমতা আমতা করে বললাম।

"ও প্রথম থেকেই খুবই ভদ্র। আমি এ্যাডওয়ার্ডের কথা বলছি।" এসমে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো। "এ্যাডওয়ার্ডই হচ্ছে আমার নতুন সন্তানদের ভেতর প্রথম–। আমার চাইতে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও সন্তান ছাড়া আর কিছুই মনে করি না ওকে।" এসমে আমার দিকে তাকিয়ে আবার মিষ্টিভাবে হাসলো। "তোমার মতো একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে পেরেছে দেখে আমি খুবই খুশি হয়েছি মিষ্টি সোনা।" ওর কণ্ঠে কথাগুলো আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক কোণালো। "ওর খুবই নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেটেছে। সুতরাং তোমার সাথে দেখে ওকে আমার খুবই ভালো লাগছে।"

"আশাকরি একটা প্রশ্ন করলে তুমি কিছু মনে করবে না?" আমি খানিকটা ইতস্তত করে প্রশ্ন করলাম। "প্রশ্নটা এই যে...আমি ...আমি কি তার একেবারেই অযোগ্য একজন?"

"না।" তাকে একটু চিন্তিত মনে হলো। "ও যেমন মেয়ে চেয়েছিল তুমি আসলে তেমনই একজন।"

এসমে এরপর আর কিছুই বললো না। হাঁটতে হাঁটতে আমরা মাঠের একবারে কোণায় এসে দাঁড়ালাম। ওদের খেলা দেখে মনে হলো ওরা সবাই বুঝি পেশাদার বেসবল খেলোয়াড়।

তৃতীয়বারের মতো প্রতিপক্ষকে আউট করার পর এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। এখন ওকে দেখে প্রচণ্ড উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

"কি চিন্তা করছো?" এ্যাডওয়ার্ড আমাকে প্রশ্ন করলো।

"আমি চিন্তা করছি, এই অলস ওল্ড মজের লীগ্ বেস্বল আর কখনোই দেখার ইচ্ছে হবে না।"

"তুমি কিন্তু এই একই ধরনের কথা অনেকবারই বলেছো," এ্যাডওয়ার্ড জোরে হেসে উঠলো।

"আমি সত্যিকার অর্থেই কিন্তু বেশ হতাশ হয়েছি," ওকে খোঁচা দেবার ভঙ্গিতে বললাম।

"কেন?" অবাক হয়ে ও প্রশ্ন করলো।

"এর জবাব হচ্ছে, এই খেলাটা আমার কাছে ভালো লাগতো যদি তুমি এতোটা ভালো না খেলতে। সবাইকে ছাড়িয়ে সব কাজেই এই গ্রহের তুমিই একমাত্র ভালো করবে-বিষয়টা কেমন যেন একতরফা হয়ে যায়।"

এ্যাডওয়ার্ড তার চিরায়ত দুষ্টুমির হাসিটা আরেকবার হাসলো।

"এবার আমাকে উঠতে হবে।" এ্যাডওয়ার্ড উঠে আবার খেলার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

ক্রমাগত স্কোর পাল্টেই চলেছে। কার্লিসল ব্যাট তুলছেন, আর এ্যাডওয়ার্ড তা ধরে ফেলছেন। সেই তখন থেকে আমার চোখ এ্যাডওয়ার্ডের ওপরই নিবদ্ধ হয়ে আছে। এ্যাডওয়ার্ড এলিসের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে ইশারায় কী যেন বলে নিলো। খানিক আগে এ্যাডওয়ার্ড যখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো, অন্যান্যরা তখন বোধহয় এলিসের কাছে জানতে চেয়ে ছিলো খেলার ফলাফল এভাবে পাল্টাচ্ছে কী জন্যে।

"এলিস?" এসমের কণ্ঠে এক ধরনের বিরক্তি।

"আমি কিছু দেখিনি–আমি কিছু বলতেও পারবো না," এলিস ফুঁপিয়ে উঠলো।

এই সময় সবাই একসাথে এসে জমায়েত হলো।

"এটা কি এলিস?" বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কার্লিসল।

"আমার ধারণা ওরা খুব দ্রুত এখানে এসে পৌঁছেছে। আগেও এরকম ধারণা হয়েছিলো আমার, কিন্তু পাত্তা দিইনি," বিড়বিড় করে বললো এলিস।

জেসপার এলিসের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে আছে। "তাতে কি সমস্যা হয়েছে?" জেসপার প্রশ্ন করলো।

"আমাদের খেলার কথা ওরা জানতো কিন্তু ওরা আমাদের সাথে না এসে অন্য পথ দিয়ে এসেছে," এলিস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো।

সাত জোড়া চোখ আমার মুখের ওপর একবার নিবদ্ধ হয়ে আবার সরে গেল।

"কতো দ্রুত এসেছে ওরা?" এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন কার্লিসল।

এ্যাডওয়ার্ডের মুখে এক ধরনের উৎকণ্ঠা লক্ষ করলাম বটে, তবে তা মুহূর্তে মুছেও গেল।

"পাঁচ মিনিটেরও কম সময় লেগেছে এখানে আসতে। যেহেতু ওরা খেলতে চাইছিলো, ওরা দৌড়ে এসেছে।" জেসপার কথাগুলো গুছিয়ে বললো।

"তুমি কি দৌড়ে এসেছো? কিন্তু ওর পক্ষে তো এত দ্রুত দৌড়ানো সম্ভব নয়! তুমি কি ওকে পিঠে বয়ে এনেছো?" কার্লিসল আবার প্রশ্ন করলেন এ্যাডওয়ার্ডকে।

"না, সবাই যেমনটা ভাবছে তেমন নয়–" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো এ্যাডওয়ার্ড।

মাত্র মিনিট কয়েকের আলোচনা আমার কাছে অতি দীর্ঘক্ষণ বলে মনে হলো।

"চলো আবার খেলা শুরু করা যাক," কার্লিসল সবাইকে নির্দেশ দিলেন। "এলিস বলছে এটা তোমাদের সাধারণ জানার আগ্রহ মাত্র।"

ওদের কথাগুলো আমি মনোযোগ দিয়ে কোণার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সবকিছু শুনতে পেলাম না। বিশেষত এসমে এ্যাডওয়ার্ডকে কী বলেছে, আমার তা কোণার বেশ আগ্রহ ছিলো। এ্যাডওয়ার্ডের ঠোঁটের কম্পন ছাড়া তেমন কিছুই নজরে এলো না। এরপর দেখলাম ও শুধু সমর্থনের ভঙ্গিতে একটু মাথা নাড়ছে।

এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে এসে দাঁড়ালো–অন্যান্যরা মাঠেই থেকে গেল।

"তোমার হেয়ার ব্যান্ড খুলে ফেল," ফিসফিস করে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

ওর কথা মতো রবার ব্যান্ডটা চুল থেকে খুলে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলাম।

"ওরা এখন আমাদের দিকেই আসছে," সামনের দিকে তাকিয়ে আমি ওকে সাবধান করলাম।

"হ্যাঁ, একেবারে স্বাভাবিক থাকো। কোনো কথা বলবে না–দয়া করে আমার পাশ থেকেও নড়বে না।" মানসিক উৎকণ্ঠা বেশ ভালোভাবেই ওর কণ্ঠে সংযত রাখতে পারলো। দীর্ঘ চুল এলোমেলো করে দিয়ে ও আমার মুখটা ঢেকে দিল। আমাদের থেকে খানিক দূরেই এসে দাঁড়ালো এসমে এবং এলিস।

"ওতে মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে," শান্ত কণ্ঠে বললো এলিস। "মাঠ দিয়ে আসার সময়ই ওর গন্ধ আমার নাকে এসে লেগেছে।"

"আমি তা জানি," এ্যাডওয়ার্ড তার কণ্ঠের হতাশা লুকাতে পারলো না।

কার্লিসল ফিল্ড প্লেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। অন্যান্যরাও অবশ্য তার কাছে এসে দাঁড়লো। খেলার এখন বিরতি চলছে।

"এসমে তখন তোমাকে কি বলছিলো?" আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর দেবার আগেই খানিক ইতস্তত করতে দেখলাম এ্যাডওয়ার্ডকে। "যে কারণেই হোক ওরা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে," অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাটা ও বলেই ফেললো।

স্বল্প বিরতির পর আবার খেলা শুরু হলো। কিন্তু খেলার প্রতি এ্যাডওয়ার্ডের কোনো আগ্রহই লক্ষ করলাম না আমি,বরং ওর দৃষ্টি ফেরানো ঘন বনের দিকে।

"আমি দুঃখিত বেলা," ভীত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললো এ্যাডওয়ার্ড। "আমার এটা এক ধরনের বোকামি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ হয়ে গেছে। এভাবে সবার সামনে তোমাকে উপস্থিত করা আমার উচিত হয়নি। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।"

আমি বুঝতে পারলাম ওর নিঃশ্বাস আটকে আছে। ওর দৃষ্টি এখন শুধুমাত্র মাঠের ওপরই নিবদ্ধ। এক পা সামনে এগিয়ে আমার পাশ দিয়ে কাত হয়ে দেখার চেষ্টা করলো, সামনের ঘটনা আমাদের জন্যে কোন দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে।

কার্লিসল, এমেট এবং অন্যান্য সদস্য একই দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা কান পেতে কিছু কোণার চেষ্টা করছে–যদিও ওই শব্দ অতি ক্ষীণভাবে শুনতে পেলাম আমি।

আঠারো

একজন একজন করে ওদের বনের কোণায় দেখতে পেলাম, আনুমানিক হিসেবে বেশ কয়েক মিটার দূরে। প্রথম লোকটা সামনের দিকে লাফিয়ে উঠলো কিন্তু পড়ে যাওয়ায় পেছনের জন সামনের লোকটার স্থান দখলের চেষ্টা করলো। লোকটা খানিকটা দীর্ঘদেহী— ঘন কালো চুল। তৃতীয়জন মহিলা এই দূর থেকেও তাকে বেশ ভালোভাবে দেখতে পেলাম–মহিলার চুল লালচে ধরনের।

ওরা বেশ ভদ্রভাবে এ্যাডওয়ার্ডের পরিবারের সদস্যদের কাছে এগিয়ে এলো। তাদের মতোই আরেক পরিবারকে দেখতে পেয়ে স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করার চেষ্টা করলো ওরা।

ওরা এগিয়ে আসার পর বুঝতে পারলাম কুলিন পরিবারের সাথে ওদের কতোই না পার্থক্য। ওদের হাঁটার ধরন অনেকটাই বেড়ালের মতো। চলার ভঙ্গিতে এক ধরনের ভীত স্বন্ত্রস্তভাব। তাছাড়া পোশাকেও যথেষ্ট পার্থক্য–অতি সাধারণ পোশাক; জিনিস এবং বোতাম খোলা ভারী পোশাক। ওয়েদার প্রুফ কাপড় দিয়ে এই জামা তৈরি করা হয়েছে। পোশাকের রঙগুলো অনেক আগেই চটে গেছে, ফলে বুঝার উপায় নেই, এর আসল রঙ কী রকম ছিলো। পোশাকের অবস্থা হয়তো মেনে নেয়া যায় কিন্তু এই তিন সদস্যের প্রত্যেকেরই খালি পা। পুরুষ দু'জনের চুল কোঁকড়ানো। তবে মহিলার চুল দূর্লভ কমলা রঙের। এই কমলা চুলে গাছের পাতা এবং ছাল বাকল জড়িয়ে আছে।

তীক্ষ্ণ চোখের এই তিন সদস্য কোনো রকমের ইতস্তত না করেই এমেট এবং জেসপারের দিকে এগিয়ে গেলেন পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। তবে জেসপারদের সামনে শুধু তারা দাঁড়িয়ে রইলেন, কোনো কথা বললেন না।

সামনের দাঁড়ানো ভদ্রলোক দেখতে নিঃসন্দেহে খুবই সুন্দর–চমৎকার জলপাই রঙের ত্বক, চকচকে কালো চুল। উচ্চতায় মাঝারি আকারের হলেও নিঃসন্দেহে সুগঠিত শরীর।

মহিলা একটু বুনো স্বভাবের ওর তাকানো মানুষগুলোর দিকে মহিলা ক্রমাগত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন। তার রুক্ষ চুলগুলো হালকা বাতাসেও এলোমেলোভাবে উড়ছে। দ্বিতীয় পুরুষটা অনেকটা যেন ওই দুজনের পেছনে নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারপরও নেতৃত্ব দেবার একটা ভঙ্গি লক্ষ করলাম। ওর হালকা বাদামি রঙের চুল এবং দৈহিক গড়ন আলাদাভাবে উল্লেখ করার মতো কিছু নেই–আর দশটা

সাধারণ মানুষের সাথেই তাকে তুলনা করা চলে।

আর যাই হোক ওদের প্রত্যেকের চোখের ভেতর এক ধরনের স্বাতন্ত্রীকতা আছে। সোনালিও নয় কালোও নয়, আমি অবশ্য প্রথম দিকে ওরকমই মনে করেছিলাম। তবে গভীরভাবে নীরিক্ষা করলে দেখা যাবে ওদের চোখের রঙ একেবারে আলাদা রঙের। একে বারগেন্ডি রঙের চোখ বলা যেতে পারে–যা দেখলে একদিকে যেমন বিরক্তি লাগে, অন্যদিকে শরীরটা শিরশির করেও ওঠে।

ঘন কালো চুলো ভদ্রলোকের মুখে এখনো হাসি লেগেই আছে। উনি কয়েক পা এগিয়ে কার্লিসলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"আমরা ভেবেছিলাম এখানে বুঝি কোনো খেলা হচ্ছে," অনেকটা নিশ্চিত হয়েই বিষয়টা জানতে চাইলেন কার্লিসলের কাছে। তার কথায় ফরাসি টান আমি বেশ ভালোভাবেই লক্ষ করলাম। "আমি হচ্ছি লরেন্ট, আর এরা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া এবং জেমস।" তার পাশে দাঁড়ানো ভ্যাম্পায়ারদের পরিচয় দিলেন ভদ্রলোক।

"আমি হচ্ছি কার্লিসল আর এরা আমার পরিবারের সদস্য–এমেট এবং জেসপার, রোজালে, এসমে এবং এলিস, এ্যাডওয়ার্ড এবং বেলা।" কার্লিসল ভাগ ভাগ করে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবে যখন উনি আমার নাম উল্লেখ করলেন, তখন আমি রীতিমতো আঁতকে উঠলাম।।

"আপনাদের খেলায় আরো কয়েকজন কি অংশ নিতে পারে? লরেন্ট মার্জিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন।

কার্লিসল লরেন্টের মার্জিত কণ্ঠস্বরের সাথে তাল মেলালেন। "সত্যি বলতে এইমাত্র আমরা খেলা শেষ করলাম। তবে সামনে আবার আমরা এ ধরনের একটা ম্যাচ খেলতে খুবই আগ্রহী। আপনারা কি এখানে দীর্ঘদিন থাকার পরিকল্পনা করছেন?"

"আসলে আমরা দিন কয়েকের ভেতর উত্তরে যাত্রা করবো। কিন্তু আপনারা আমাদের প্রতিবেশী,তাই আপনাদের সম্পর্কে খুব জানতে ইচ্ছে করছিলো। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, দীর্ঘদিন আপনাদের মতো কারও সাথে আমাদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি।

"না ঠিকই বলেছেন আপনি। আমরা ছাড়া আমাদের মতো কারও সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ নেই আপনাদের। অবশ্য কেউ বেড়াতে এদিকে আসে তাহলেই। এই যেমন আপনারা এসেছেন।

"আপনাদের শিকারের সীমানা কতোদূর পর্যন্ত?" লরেন্ট স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

কার্লিসল সরাসরি লরেন্টের প্রশ্নের জবাব দিলেন না। "এখানকার অলিম্পিক রেঞ্জ–এর উপর পর্যন্ত এবং মাঝে মাঝে কোস্ট রেঞ্জের নিচ পর্যন্তই আমরা ঘুরে বেড়ানোর চেষ্টা করি। তাছাড়া যেহেতু কাছেই স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেছি, সেহেতু শিকারের স্থান নিয়ে তেমনভাবে কখনো আমাদের মাথা ঘামাতে হয়নি। এছাড়াও কাছেই ডেনালীতেও আমার একটা বাড়ি আছে।"

লরেন্ট শক্ত পাথরের ওপর হালকাভাবে একবার পা ঠুকলেন।

"স্থায়ী আবাস? আপনি এগুলোর ব্যবস্থা করলেন কিভাবে?" ভদ্রলোকের কণ্ঠে

স্বাভাবিক কৌতূহল লক্ষ করলাম আমি।

"তো আমাদের বাড়িতে একদিন আপনারা বেড়াতের আসছেন না কেন? তাহলে কিন্তু বেশ মজা করে গল্প করা যাবে।" কার্লিসল তাকে আমন্ত্রণ জানালেন। "আমার জীবন-কাহিনী কিন্তু অনেক দীর্ঘ।"

"বাড়ি" শব্দটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে জেমস্ এবং ভিক্টোরিয়া চোখে চোখে ইঙ্গিতে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো। বিষয়টা লক্ষ করার পরও লরেন্টের অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করলাম না–হাসি মুখেই তিনি কথা বলতে লাগলেন।

"আপনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে আমার খুবই ভালো লাগছে। কী বলবো, আমার কাছে এক ধরনের অদ্ভুতও মনে হচ্ছে।" তার হাসি অকৃত্রিমই মনে হলো। "ওন্টারিও'র প্রায় সমস্ত এলাকা জুড়ে আমরা এতোক্ষণ শিকারের খোঁজে চষে বেড়িয়েছি, এমন কি নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার সুযোগ পর্যন্ত পাইনি।"

"দয়া করে বিব্রত হবেন না। এই এলাকায় যেভাবে ইচ্ছে শিকার করেন, তাতে আমাদের তো বলার কিছুই নেই, থাকতে পারে না। আমরা একে-অপরকে সহযোগীতা করবো এটাইতো স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই আমার প্রস্তাব আপনার খারাপ লাগার কথা নয়," কার্লিসল ব্যাখ্যা করে বললেন।

"অবশ্যই।" লরেন্ট মাথা নাড়লেন। "আমরা কোনোভাবেই আপনার এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছি না। আমরা মাত্র সিয়েটেলের বাইরে থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এসেছি," কথাটা বলতে বলতে তিনি হেসে উঠলেন। কিন্তু কেন যেন আমার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা শীতল রক্তের স্রোত দ্রুত বয়ে গেল।

"তো ঠিক আছে, যদি আপনারা রাস্তাটা চিনে নিতে চান, তাহলে আমাদের সাথে আসতে পারেন–এমেট এবং এলিস তোমরা এ্যাডওয়ার্ড এবং বেলার সাথে যাও। ওদের জীপ পর্যন্ত পৌঁছে দাও।" স্বাভাবিক কণ্ঠে কথাগুলো বললেন কার্লিসল।

কার্লিসল যখন কথাগুলো বলছেন, তখন পরপর তিনটা ঘটনা ঘটে গেল। হালকা বাতাসে আমার এলোমেলো চুল উড়তে লাগলো, এ্যাডওয়ার্ড শক্তভাবে দাঁড়িয়ে গেল, এবং জেমস নামের দ্বিতীয় ভদ্রলোক হঠাৎ তার মাথা বনবন করে ঘুরাতে লাগলো, সতর্ক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকে গন্ধ নেবার চেষ্টা করলো।

জেমস দ্রুত একবার লাফিয়ে উঠলো। এরপর মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে গুটিসুটি মেরে বসে পড়লো, এ্যাডওয়ার্ড দাঁত বের করে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ওর গলার ভেতর থেকে অদ্ভুত এক ধরনের গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুতে লাগলো।

এ ধরনের শব্দ মোটেও আমার কাছে পরিচিত নয়। সকালে ওর কণ্ঠ থেকে এ ধরনের কোনো শব্দ আমি শুনতে পাইনি। মোট কথা এ ধরনের শব্দের সাথেই আমি পরিচিত নই।

"এটা কি?" লরেন্ট তার বিক্ষিপ্ত ভাবকে মোটেও গোপন করতে পারলেন না। জেমস এবং এ্যাডওয়ার্ড-উভয়ের ভেতর এখন একই রকম আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। দু'জনের কেউই নিজেদের সংযত করতে পারছে না। জেমস প্রায় অচেতন অবস্থায়

একপাশে পড়ে আছে অন্যদিকে এ্যাডওয়ার্ড ওকে প্রতিহত করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে।

"ওই মেয়েটা আমাদের সাথের।" জেমসের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলো। লরেন্টের চাইতে জেমসের গন্ধ নেবার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে বেশি, যার কারণে সহজেই আমার গন্ধটা ওর নাকে গিয়ে লেগেছে।

"তুমি কি আমাদের খাবার জন্যে একটা স্ন্যাকস সাথে করে এনেছো?" লরেন্ট কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন।

এ্যাডওয়ার্ড আবার ভাল্লুকের মতো দাঁত বের করে লরেন্টের দিকে এগিয়ে গেল। লরেন্ট এবার কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন।

"আমি বলছি ও আমাদের মেয়ে," দৃঢ় কণ্ঠে কার্লিসল বললেন কথাটা।

"কিন্তু ওতো একজন মানুষ," লরেন্ট প্রতিবাদ জানানোর ভঙ্গিতে বললো।

"হ্যাঁ।" এমেট বেশ খানিকটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কার্লিসলের পাশে এসে দাঁড়ালো। স্থীরভাবে ও জেমসের দিকে তাকিয়ে আছে। জেমস হামাগুড়ি দিয়ে ঝোঁপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু আমার ওপর থেকে ও মোটেও তার দৃষ্টি সরালো না। ওর নাকের ফুঁটোগুলো বেশ বিস্তৃত হয়ে গেছে। আমাকে রক্ষা করার জন্যে এ্যাডওয়ার্ড আমার সামনে সিংহের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

লরেন্ট যখন আবার মুখ খুললো তখন ওর কণ্ঠস্বর অনেক ম্লান কোণালো। এই মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। "তাহলে দেখছি আমাদের একে অপরকে জানার আরো অনেক কিছু বাকি থেকে গেছে।"

"নিঃসন্দেহে আপনি ঠিকই বলেছেন।" কার্লিসলের কণ্ঠস্বর আগের মতোই শীতল কোণালো।

"কিন্তু আপনার আমন্ত্রণ কিন্তু আমরা সাদরেই গ্রহণ করেছি।" ওর চোখ জোড়া আমার ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গিয়ে কার্লিসলের ওপর স্থীর হলো। "এবং অবশ্যই আমরা ওই মানুষ মেয়েটার কোনো ক্ষতিই করবো না। আমি যেমন বলেছিলাম, সেভাবে শুধু আপনার এলাকায় আমরা শিকার করবো।"

জেমস অবিশ্বাস এবং একগুয়ে দৃষ্টিতে লরেন্টের দিকে তাকালো।

এরপর জেমস ভিক্টোরিয়ার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলো। ভিক্টোরিয়াকে একেবারে উদভ্রান্তের মতো মনে হচ্ছে, সকলের ওপরই ওর দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিদিষ্টভাবে কারও ওপর দৃষ্টি স্থীর রাখতে পারছে না।

"ঠিক আছে আপনাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে। জেসপার, রোজালে এসমে?" কার্লিসল বললেন। কার্লিসলের কণ্ঠ শুনে সবাই একইস্থানে এসে জমায়েত হলো। ওরা এমনভাবে দাঁড়ালো, যেন সবাই আমাকে ঘিরে রাখতে চায়। এলিস ইচ্ছেকৃতভাবে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকলো। আমার পেছনে দাঁড়ানো জেমসের দিকে এমেট এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"বেলা চলো এবার যাওয়া যাক।" এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠ ম্লান কোণালো।

এই সম্পূর্ণ সময়টাতে আমি একইস্থানে শিকড় গেড়ে যাওয়ার মতো করে দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হয় এ সময়টুকুতে আমি একবারো নড়িনি। এ্যাডওয়ার্ড আমার

।

কনুয়ের কাছে শক্তভাবে চেপে ধরে রেখেছে। এলিস এবং এমেট এখনো আমাদের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে–অনেকটা রক্ষাকর্তার মতো। আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারলাম না, আদৌ ওরা চলে গেছে কিনা।

অতি অল্প সময়ে আমরা জীপের কাছে এসে পৌঁছলাম। আমি এ্যাডওয়ার্ড তো বটেই, এলিস এবং এমেটও জীপ পর্যন্ত আমাকে পাহারা দিয়ে এনেছে।

"ওর সিট বেল্টটা ভালোভাবে বেঁধে দাও।" আমার পাশে দাঁড়িয়ে এ্যাডওয়ার্ড এমেটকে নির্দেশ দিলো।

আমি পেছন সিটে বসার কারণে এলিস সামনের সিটে বসেছে। এ্যাডওয়ার্ড ইঞ্জিনটা চালু করলো। জীবন পাওয়ার পর এ্যাডওয়ার্ড গাড়িটাকে খানিকটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে রওনা হলো।

এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে এমন কিছু বললো যা আমি মোটেও বুঝতে পারলাম না। এলোমেলো পথে এভাবে এগিয়ে যাওয়াটা আমার কাছে চরম বিরক্তিকর মনে হলো। তাছাড়া ঘুটঘুটে অন্ধকার পথ আমার ভয়কে আরো বাড়িয়ে তুললো। এমেট এবং এলিস উভয়েই গাড়ির জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে আছে।

অবশেষে আমরা প্রধান সড়কে উঠে এলাম। স্বাভাবিকভাবে এতে গাড়ির গতিও অনেক বেড়ে গেল। মনে হলো আগের চাইতে এখন বেশ খানিকটা ভলো লাগছে। ফরকস্ ছাড়িয়ে আমরা দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চললাম।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" প্রশ্ন করলাম আমি।

আমার প্রশ্নের কোনো জবাব পেলাম না, এমনকি আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকালো না।

"ঘোড়ার ডিম, এ্যাডওয়ার্ড! তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?"

"যেভাবেই হোক এখান থেকে তোমাকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে চাইছি–অনেক দূরে–আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও।" এ্যাডওয়ার্ড পেছন ফিরে তাকালো না–সোজা ওর চোখ নিবদ্ধ রাস্তার ওপর। দেখলাম স্পীড মিটারের কাঁটা একশো পাঁচ-এর ঘর ছুঁই ছুঁই করছে।

"গাড়ি ঘুরাও! আমাকে তোমার কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও!" আমি চিৎকার করে উঠলাম। সিট বেল্ট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বোকার মতো ওটা ধরে টানাটানি শুরু করলাম।

"এমেট," শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

আর সাথে সাথে এমেট তার লৌহ কঠিন হাত দিয়ে আমার হাত জোড়া চেপে ধরলো।

"না! এ্যাডওয়ার্ড! না! তুমি কোনোভাবেই এ ধরনের কাজ করতে পারো না!"

"বেলা, এখন আমাকে এই কাজটা করতেই হবে। এখন তুমি দয়া করে চুপ থাকো!"

"আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই! তুমি বাড়িতে নিয়ে চলো– আমার দেরি দেখলে কিন্তু চার্লি এফ.বি.আই কে ডাকবে। ওরা তোমার পরিবারকে বেশ ভালোভাবেই চেনে–কার্লিসল এবং এসমে! ওদের প্রত্যেককে এখান থেকে পালাতে

হবে, নয়তো সারা জীবনের জন্যে লুকিয়ে থাকতে হবে!"

"বেলা, শান্ত হও।" এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠ শান্ত কোণালো। "আমরা যেখানে যাচ্ছি,এর আগেও আমরা সেখানে গিয়েছি।"

"আমাকে নিয়ে কিছু করতে যেও না, তুমি তা মোটেও করতে পারো না! তুমি আমাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারো না!" যতোটা সম্ভব আমি প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করতে লাগলাম।

এলিস এই প্রথমবারের মতো মুখ খুললো। এ্যাডওয়ার্ড, জোরে চালাতে থাকো।"

এ্যাডওয়ার্ড একবার জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকালো, তারপর গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিলো।

"এ্যাডওয়ার্ড, তুমি আমার কথা বুঝার চেষ্টা করো।"

"তুমি বুঝতে পারছো না," হতাশ কণ্ঠে এ্যাডওয়ার্ড গুঙিয়ে উঠলো। এতো জোরে তাকে কখনো কথা বলতে শুনিনি। স্প্রীড মিটারের কাঁটা এখন একশো পনেরো। "ও খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছে এলিস, তুমি কি তা দেখতে পারছো না? ও খুব দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে!"

আমার পাশে এমেট একেবারে চুপচাপ বসে আছে। আমার আতংকিত কণ্ঠস্বরেও তার ভেতর কোনো ভাবান্তর লক্ষ করলাম না। এর অর্থ কি তাহলে এই যে ওরা তিনজন আমাকে নিয়ে কিছু একটা করতে চাইছে? ওদের উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু জিজ্ঞেস করে যে তাদের কাছ থেকে কিছু জানা সম্ভব নয়, তা বেশ ভালোভাবে বুঝে গেছি।

"এ্যাডওয়ার্ড জোরে চালাতে থাকো।" এলিস এভাবে ওকে আদেশ করতে পারে এই প্রথম লক্ষ করলাম।

স্পীড মিটারের কাটা দেখতে পেলাম এবার একশো বিশ মিটারের ঘর ছুঁয়ে আছে।

"এভাবেই চলতে থাকো এ্যাডওয়ার্ড," আবার এলিসের নির্দেশ শুনতে পেলাম।

"এলিস আমার কথা বুঝার চেষ্টা করো। আমি ওর মনের ইচ্ছে ঠিকই বুঝতে পারছি। ওই লোকটা বেলাকে পেতে চাইছে এলিস-বিশেষত ওই লোকটা। ও আজ শিকারেই বের হয়েছে।"

"ও নিশ্চয়ই জানে না আমরা কোথায়-" কথাটা আমি সম্পূর্ণ করতে পারলাম না।

এ্যাডওয়ার্ডের কথার মাঝপথে থেমে গেলাম আমি। "কতোদূর পর্যন্ত ওকে নিয়ে যেতে পারলে ওই লোকটা আর গন্ধ অনুভব করতে পারবে না? লরেন্ট যাই বলুক না কেন, আগেই জেমস তার পরিকল্পনা সাজিয়ে নিয়েছে।"

আমি হাঁপাতে লাগলাম। আমি জানি কোথায় গেলে ওই লোকটা আর আমার গন্ধ খুঁজে পাবে না। "চার্লি! তুমি তাকে একা রেখে যেতে পারো না। ওর ওখানে একা থাকা মোটেও নিরাপদ নয়।" আমি এ্যাডওয়ার্ডকে বিষয়টা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্ঠ করলাম।

"বেলা আসলে ঠিক বলেছে," এলিস আমাকে সমর্থন জানালো। গাড়ির গতি

খানিকটা কমে এলো।

"মিনিট খানেকের ভেতর আমাদের বিকল্প কোনো পরিকল্পনা সাজাতে হবে," এলিস উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললো।

গাড়ির গতি আরো কমে এলো। গতি কমে আসার ব্যাপারটা সহজেই অনুমান করা যায়। পরক্ষণেই গাড়িটা হঠাৎ হাই ওয়েতে থেমে গেল।

"এখন আর বিকল্প কিছু চিন্তা করতে পারছি না," এ্যাডওয়ার্ড দাঁতে দাঁত চেপে বললো।

"আমি চার্লিকে একা থাকতে দিবো না!" আমি প্রতিবাদ জানালাম।

এ্যাডওয়ার্ড সম্পূর্ণভাবে আমাকে উপেক্ষা করলো।

"তাকে আমাদের ফিরিয়ে আনা উচিত," শেষ পর্যন্ত এমেট মুখ খুললো।

"না।" এ্যাডওয়ার্ড আগের মতোই অটল হয়ে রইলো।

"ওই লোকটাকে মোটেও আমাদের সাথে মেলানো যাবে না এ্যাডওয়ার্ড। মনে হয় না লোকটা বেলাকে স্পর্শ করার কোনো সাহস পাবে।

"ওই লোকটা অবশ্যই অপেক্ষা করে থাকবে।"

এমেট হাসলো। "আমিও কিন্তু অপেক্ষায় আছি।"

"তুমি কিছু দেখোনি–তুমি কিছু বুঝতে পারোনি। একবার যখন ওই লোকটা প্রতিজ্ঞা করেছে শিকার করবে,তাকে আর প্রতিহত করা যাবে না। আমাদের সামনে এখন একটাই পথ খোলা আছে, ওকে হত্যা করতে হবে।"

এ্যাডওয়ার্ডের এই পরিকল্পনা শুনে এমেটকে মোটেও হতাশ মনে হলো না। "এই পথটা অবশ্য আমাদের খোলা আছ।"

"কিন্তু ওই মেয়েটা, ওই মেয়েটাও আছে তার সাথে। ওকেই আমাদের হত্যা করতে হবে।"

"এতোকিছু করতে যাওয়াটা আমাদের জন্যে বেশ কষ্টকর হবে।"

"আমাদের বিকল্প আরেকটা পন্থা আছে," এলিস শান্ত কণ্ঠে বললো।

এ্যাডওয়ার্ড এলিসের দিকে তাকিয়ে তিক্ত কণ্ঠে ছাড়া ছাড়া ভাবে বললো, "এখন-আর-বিকল্প-কোনো-কিছু চিন্তা-করার-অবকাশ-নেই!"

আহত দৃষ্টিতে এমেট এবং আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। কিন্তু এলিসকে মোটেও বিচলিত মনে হলো না। এ্যাডওয়ার্ড এবং এলিস একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়টুকুকেই আমার কাছে দীর্ঘক্ষণ বলে মনে হলো।

এই দীর্ঘ নীরবতা আমার মোটেও ভালো লাগলো না। প্রথম কথা বলে আমিই নিরবতা ভঙ্গ করলাম। "তোমাদের কেউ কি আমার পরিকল্পনাটা শুনতে চাও?"

"না," এ্যাডওয়ার্ড গড়গড় করে বলে উঠলো। এলিস একবার ওর দিকে তাকিয়ে, হতাশভাবে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো।

"শোনো!" আমি ব্যাকুল কণ্ঠে বললাম। "তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।"

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। "তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো। বাবাকে বলবো, আমাকে যেন ফিনিক্স-এ ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আমি সব দ্রুত গুছিয়ে নিতে পারবো। ওর উপর সবাই নজর রাখবো, আর

সুযোগ বুঝেই চমপট দিতে পারবো। ওই তিনজন আমাদের যখন অনুসরণ করতে চার্লি বাড়িতে একা থেকে যাবে। ওরা চার্লির পেছনে আর লাগার সুযোগ পাবে না। চার্লি তোমার পরিবারের কথা চিন্তা করে এফ.বি.আই কে কিছু জানাবেনও না। এরপর ইচ্ছে করলে তুমি যেখানে ইচ্ছে সেখানে আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে।"

একসাথে ওরা আমার দিকে ঘুরে তাকালো।

"এটা মনে হয় না খারাপ বুদ্ধি সত্যিই আমার কাছে দারুণ মনে হচ্ছে বুদ্ধিটা।" এমেটের এরকম উৎফুল্ল হয়ে ওঠার পেছনে যে এক ধরনের অবজ্ঞার সুর মিশে আছে, তা আর বুঝতে অসুবিধা হলো না।

"এতে কাজ হতে পারে–আর তাছাড়া ওর বাবাকে একেবারে অসহায় অবস্থায় তো আর ফেলে রেখে দেয়া যায় না। এ্যাডওয়ার্ড তুমি তা ভালোভাবেই বুঝতে পারছো।" এলিস আমার কথার সমর্থন জানানোর চেষ্ঠা করলো।

প্রত্যেকে এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে তাকালো।

"এই কাজটা খুবই বিপদজনক হয়ে যাচ্ছে–বেলার কাছ থেকে ওই লোকটাকে আমি শ'মাইলের ভেতরও রাখতে চাইছি না।"

এমেটকে খুব বেশি আত্নবিশ্বাসী মনে হলো। এ্যাডওয়ার্ড ওই লোকটা কোনোভাবেই সম্পূর্ণ রাস্তা আমাদের পেছন পেছন আসতে পারবে না।"

এলিস মিনিট খানিক কী যেন চিন্তা করলো। "আমার মনে হয় না লোকটা আক্রমণ করতে এখানে ছুটে আসবে। কতোক্ষণে আমরা এলিসকে এখানে একলা রেখে ফিরে যাই, সেই অপেক্ষাতেই থাকবে ওই লোক।"

"এরকম কিছু যে আমরা করবো না, তার সেটা বুঝতে খুব একটা সময় লাগার কথা নয়," এ্যাডওয়ার্ড আমাদের বুঝিয়ে বললো।

"তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও এটাই শুধু আমার অনুরোধ।" শান্ত কণ্ঠে অনুরোধ জানালাম তাকে।

এ্যাডওয়ার্ড আঙ্গুলগুলো মটকিয়ে চোখ বন্ধ করে কী যেন চিন্তা করলো।

"দয়া করে আমার অনুরোধটা তুমি রক্ষা করো।" আমি আবারো তাকে অনুরোধ জানালাম।

আমার অনুরোধ শুনে ও ফিরে তাকালো না পর্যন্ত। যখন ও কথা বললো, তখন ওর কণ্ঠ শুনে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হলো।

"অনুসরণকারী ওই লোক তোমাকে দেখুক কিংবা না দেখুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আজ রাতেই তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তুমি চার্লিকে গিয়ে বলবে তোমার পক্ষে এক মিনিটও ফরক্স্ থাকা সম্ভব নয়। মাথায় যা আসে যাইহোক একটা গল্প বানিয়ে বলবে তাকে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো একটা ব্যাগে গুছিয়ে নেবে প্রথমে। তারপর তোমার ট্রাকটা সাথে নেবে। উনি যাই বলুন না কেন, তাতে মোটেও কান দেবে না। তোমার হাতে মাত্র পনেরো মিনিট সময় আছে। তুমি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছো? বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছানোর পর মাত্র পনেরো মিনিট সময় পাবে তুমি।"

জীপটা আবার যেন জীবন খুঁজে পেল। আমাদের কিছু বুঝে ওঠার সুযোগ না দিয়ে

এ্যাডওয়ার্ড একঝটকায় গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলো। স্পীড মিটারের কাঁটাটা ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগলো।

"এমেট?" আমার হাতের দিকে তাকিয়ে ওকে চোখ দিয়ে ইশারা করলাম।

"ওহ্, আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি।" এতোক্ষণ শক্তভাবে চেপে ধরা মুঠো ও আলগা করলো।

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া মিনিট কয়েক কোনো শব্দই কোণা গেল না-অর্থাৎ আমরা কেউই কোনো কথা বললাম না। খানিক বাদে এ্যাডওয়ার্ডই প্রথম মুখ খুলালো।

"কীভাবে আমাদের এগুতে হবে বুঝিয়ে বলছি তোমাদের। আমরা যখন বেলাদের বাড়ি পৌঁছবো তখন নিশ্চয়ই ওই লোকটা ওখানে উপস্থিত থাকবে না। দরজা পর্যন্ত আমি বেলাকে পৌঁছে দিবো। তারপর ওর হাতে থাকবে মাত্র পনেরো মিনিট।" রেয়ার ভিউ মিররে ওকে খানিকটা উৎফুল্ল মনে হলো। "এমেট, তুমি বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করবে। এলিসের দায়িত্ব হবে ট্রাকটা বের করে আনা। বেলা যতোক্ষণ বাড়ির ভেতর থাকবে, ততোক্ষণ আমি ওখানেই থাকবো। বেলা সবকিছু গুছিয়ে বেরিয়ে আসার পর, তোমরা জীপ নিয়ে বাড়ি যাবে-কার্লিসলকে তোমরা সব খুলে বলবে।"

"তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়," এমেট মাঝপথে বাধা দিয়ে বলে উঠলো। "আমি তোমার সাথেই থাকবো।"

"মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করার চেষ্টা করো এমেট। নিজেও জানি না কতোক্ষণের জন্যে আমাকে এখান থেকে যেতে হচ্ছে।"

"যতোদূর পর্যন্ত তোমাদের যাওয়া সম্ভব, আমি তোমাদের সাথেই থাকবো।"

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। "ওই লোকটা যদি ওখানেও উপস্থিত হয়," শান্ত কণ্ঠে বললো ও, "আমাদের কিন্তু গাড়ি চালিয়েই যেতে হবে।"

"ওর আগেই আমরা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো আশাকরি।" বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো এলিস।

এ্যাডওয়ার্ড সম্ভবত এ ধরনের কোনো ভরসার বানী শুনতে চাইছিলো, তা এলিসের সাথে তার সম্পর্ক যেমনই হোক।

"তাহলে জীপটার কি ব্যবস্থা হচ্ছে?" এলিস প্রশ্ন করলো।

এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠ এবার কঠিন কোণালো। "তুমি ওটা বাড়ি নিয়ে যাবে!"

"না, আমি ওটা নিয়ে যাচ্ছি না," শান্ত কণ্ঠে বললো এলিস।

বুঝতে পারলাম সামনেই একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

"সত্যি বলতে আমার ট্রাকে কিন্তু জায়গা হবে না," আমি ফিসফিস করে ওদের বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড বোধহয় আমার যুক্তি কোণার প্রয়োজনও অনুভব করলো না।

"আমার মনে হয় এ্যাডওয়ার্ড, আমাকে একাই যেতে দেয়া উচিত," আগের চাইতেও শান্ত কণ্ঠে বললাম আমি কথাটা।

"বেলা দয়া করে আমার মতো কাজ করতে দাও," কঠোর কণ্ঠে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ধমক দিলো।

"শোনো, চার্লিকে তুমি মূর্খ লোক বলে মনে করো না," প্রতিবাদ জানানোর

ভঙ্গিতে আমি তাকে বললাম। "আগামীকাল তোমরা যদি শহরে অনুপস্থিত থাকো তাহলেই তিনি বিস্মিত হয়ে যাবেন।"

"তোমার ওই আশঙ্কা একেবারে অবান্তর। উনি নিরাপদে থাকতে পারছেন, এটাই আমাদের কাছে মূখ্য বিষয়। আমাদের সেটা নিয়েই চিন্তা করতে হবে।

"তাহলে অনুসরণকারীর কি হবে? তুমি কোন পথে এগুচ্ছো, ঠিকই ও জেনে যাবে। ও বুঝে ফেলবে, তুমি আমার সাথেই আছো, তা তুমি যেখানেই লুকানোর চেষ্টা করো না কেন।"

এমেট আমার দিকে তাকালো। স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে ও অবাক হলো। "এ্যাডওয়ার্ড বেলার কথা শোনো," ওর কণ্ঠে এক ধরনের মিনতি। "আমার ধারণায় ও একদিকে ঠিক কথাই বলেছে।"

"হ্যাঁ, বেলার কথায় গুরুত্ব আছে," এলিস এমেটকে সমর্থন জানালো।

"আমার পক্ষে ওর কথা মতো কাজ করা মোটেও সম্ভব নয়।" বরফ শীতল কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"এমেট আমাদের সাথে থাকতে পারে," পূর্বের সুত্র ধরে আমি বললাম। "নিঃসন্দেহে ওর দেখার দৃষ্টি বেশ প্রখর।"

"কি?" এমেট আমার দিকে তাকালো।

"তুমি সাথে থাকলে, ওই শয়তানটাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারবো।" এলিস, মন্তব্য করলো।

এ্যাডওয়ার্ড অনিশ্চিতভাবে এলিসের দিকে তাকালো। "তোমার কি মনে হয় ওকে একা একা যেতে দেয়া উচিত?"

"অবশ্যই নয়," এলিস বললো। "জেসপার এবং আমি ওকে নিয়ে যাবো।"

"আমি তা কোনোভাবেই করতে দিতে পারি না," এ্যাডওয়ার্ড একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো। কিন্তু এবার ওর কণ্ঠে তেমন একটা জোর খুঁজে পেলাম না। এখন ও যুক্তিগুলো পুনঃবিবেচনা করার চেষ্টা করছে হয়তো।

এ্যাডওয়ার্ডকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলানোর চেষ্টা করলাম। "এক সপ্তাহের জন্যে এখান থেকে সরে থাকলাম-" এবং আয়নায় ওর অভিব্যক্তি দেখার চেষ্টা করলাম "কয়েক দিনের জন্যে আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এমন কিছু আমি চার্লিকে বুঝাতে চাইছি না। এবং চার্লি সেরকম ধারণা করে জেমসকে তাড়া করুক এমন কিছুও আমি চাই না। জেমসকে চার্লি মোটেও সন্দেহ করবে না। সন্দেহ করলে চার্লি আমাকেই করার কথা, কিন্তু আমার ওপর চার্লি যখন সন্দেহমুক্ত হতে পারবে, তখন তোমরা আমার সাথে এসে মিলিত হবে। অবশ্যই কোন পথে আমরা এগুবো তার একটা রুট তৈরি করে নিতে হবে আমাদের। এবং এরপর জেসপার এবং এলিস বাড়ি চলে যাবে।"

আমি দেখলাম এ্যাডওয়ার্ড প্রথম থেকে এখন একটু নমনীয় হয়েছে।

"তাহলে তোমার সাথে কোথায় মিলিত হচ্ছি?"

"ফিনিক্স, অবশ্যই।"

"না। ওই লোকটা হয়তো জেনে থাকতে পারে তোমরা কোথায় যাচ্ছো," অসহিষ্ণু

কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"নিঃসন্দেহে তোমরা সবাই খুব তাড়াহুড়ো করছো। আমরা কী করছি না করছি, আমরা যে সব জেনে গেছি ওই লোকটা তা ভালোভাবেই জানে। আমি কোথায় যাচ্ছি, মুখে যেভাবে বলছি, সেখানে যে আমি যাবো না, ওই লোকটা তাও ভালোভাবে জানে।"

"বেলা তার যাদু বিদ্যা দিয়ে প্রতিহত করবে," এমেট টিটকারী দিয়ে বললো।

"আর যদি ওই যাদুবিদ্যা কাজে না আসে?"

"ফিনিক্স-এ লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস, আমি জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

"ফোন বুক থেকে নামটা খুঁজে বের করা কিন্তু কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।"

"আমি বাড়ি ফিরতেই চাইছিলাম না।"

"ওহ্?" এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠে রীতমতো এক ধরনের আতঙ্ক লক্ষ করলাম।"

"নিজের থাকার একটা জায়গা খুঁজে বের করার মতো বয়স নিশ্চয়ই আমার হয়েছে।"

"এ্যাডওয়ার্ডসহ আমরা সবাই ওর সাথে থাকছি," এলিস এ্যাডওয়ার্ডকে স্মরণ করিয়ে দিলো।

"ফনিক্স গিয়ে তোমরা কি করবে?"এলিসকে প্রশ্ন করলো এ্যাডওয়ার্ড।

"বাড়ির ভেতর বসে থকবো।"

"আমারো প্রস্তাবটা বেশ পছন্দ হয়েছে।" এমেট সমর্থন জানালো এলিসকে।

"চুপ করে থাকো এমেট!"

জীপ ধীরে ধীরে শহরের রাস্তায় প্রবেশ করলো। এতোক্ষণ যে আমি একজন সাহসী মেয়ের মতো কথা বলতে পেরেছি, তা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। চিন্তা করলাম চার্লি বাড়িতে সম্পূর্ণ একা।

"বেলা।" এ্যাডওয়ার্ড নরম সুরে বললো। এলিস এবং এমেট আবার গাড়ির জানালা পথে বাইরে দেখতে লাগলো।

"যদি তোমাকে আমি তোমার মতো কিছু করতে দিই–যাই হোক না কেন–আমাকে ব্যক্তিগতভাবে তার দায়ভার বহন করতে হবে। তুমি কি বুঝতে পারছো?"

"হ্যাঁ," আমি ঢোক গিলে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড এলিসের দিকে তাকালো।

"জেসপার কি এই সমস্যা সামলাতে পারবে?"

"এ্যাডওয়ার্ড ওকে তোমার কিছু করার সুযোগ দেয়া উচিত। সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে ও অনেক ভালোভাবে সামলাতে পারবে আশা করি।"

"তুমি কি একাই সমস্যাগুলো সামলাতে পারবে?"এ্যাডওয়ার্ড প্রশ্ন করলো।

ছোটোখাটো এলিসের ঠোঁটে আমি এক ধরনের রহস্যের হাসি দেখতে পেলাম।

এ্যাডওয়ার্ড ওর দিকে তাকিয়ে পাল্টা হাসলো। "কিন্তু তোমার মতামত ঠিকই তোমার মতো করে আঁকড়ে ধরে রাখলে," এ্যাডওয়ার্ড হঠাৎ করে বলে উঠলো।

উনিশ

চার্লি আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। বাড়ির সমস্ত আলোগুলো জ্বালানো। আমি বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কী কারণ দেখাবো কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। ভাবা যতোটা সহজ মনে হয় না, বলাটা ততোটা সহজ।

এ্যাডওয়ার্ড ধীর গতিতে আমার ট্রাকটা পেছনে সরিয়ে আনলো। ওদের তিনজনই সত্যিকার অর্থে সতর্ক হয়ে আছে। একেবারে নিশ্চুপ সিটের ওপর বসে আছে–গাছপালার ভেতর থেকে ভেসে আসা বিভিন্ন শব্দ,প্রতিটা বস্তুর প্রতিফলিত ছায়া, প্রতিটা বস্তুর গন্ধ–সবকিছুর ওপরই যেন সতর্ক নজরদারী। ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেল এবং আগের মতোই নির্জিবভাবে বসে রইলাম। ওরা এখনো আগের মতোই সতর্ক।

"ও এখানে নেই," এ্যাডওয়ার্ড তিক্ত কণ্ঠে বললো। "এবার তাহলে যেতে পারি।"

দৈত্যাকৃতির গাড়িটা থেকে নামতে এমেট আমাকে সাহায্য করলো।

"বেলা তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই," সতর্ক চাপা স্বরে বললো এমেট। "এদিককার সবকিছু আমরা বেশ ভালোভাবে সামরে নিতে পারবো।"

এমেটের আমার প্রতি অনুভূতি দেখে চোখের কোণ ভিজে উঠলো। ওকে আমি খুব কমই জানি। তাছাড়া আদৌ ওর সাথে আবার কবে দেখা হবে, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।

"এলিস,এমেট।" এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠে আদেশের সুর। এরা নিঃশব্দে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলো। এ্যাডওয়ার্ড আমার হাত ধরে বাড়ির দিকে এগুতে লাগলো।

"মাত্র পনেরো মিনিট," নিঃশ্বাস চেপে রেখে এ্যাডওয়ার্ড কোনোভাবে উচ্চারণ করলো কথাটা।

"আমি করতে পারবো।" আমি মাথা নাড়লাম। আমার চোখের পানিই আমাকে এক ধরনের উৎসাহ জুগিয়েছে।

পোর্চের নিচে এসে আমি থেমে গেলাম। ওর গালটা দু'হাতে চেপে ধরলাম। আমি ওর চোখে এক ধরনের আতংক লক্ষ করলাম।

"আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি," শান্ত এবং ম্লান কণ্ঠে বললাম কথাটা। "এখন যাই কিছু ঘটুক না কেন, সারা জীবন আমি তোমাকে ভালোবেসে যাবো।"

"বেলা, দেখে নিও তোমার কিছুই হবে না," ভীত হলেও সাহস দেবার চেষ্টা করলো এ্যাডওয়ার্ড।

"শুধু আমার পরিকল্পনা মাফিক কাজ করবে, ঠিক আছে? চার্লি আমাকে কোনো সন্দেহ করবে না। তাকে আমার কোনো ভয় নেই। হয়তো এরপর তিনি আমাকে খুব একটা পছন্দ করবেন না। কিন্তু আমার জবাবদিহি করার একটা সুযোগ থাকবে।"

"তুমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকো বেলা। আমাদের কিন্তু খুবই তাড়া আছে।" উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"আরেকটা বিষয়," অধৈর্য্য হয়ে আমি ফিসফিস করে বললাম। "আজ রাতের আমার চিন্তাগুলো তুমি মোটেও মনে করার চেষ্টা করবে না।" এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলো, এবং পায়ের আঙ্গুলগুলোর ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উচুঁ হলাম।

তারপর একেবারে চমকে দিয়ে ওর ঠোঁটের ওপর চুমু খেলাম– এ্যাডওয়ার্ডের অতি শীতল ঠোঁটের ওপর যতোটা সম্ভব শক্তভাবে আমার ঠোঁট চেপে ধরলাম। এরপর আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুঁলে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলাম।

"এ্যাডওয়ার্ড যাচ্ছি আমি!" এক নজর ওর দিকে তাকিয়েই দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম। ওর হতভম্ভ মুখের ওপর সজোরে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম।

"বেলা?" লিভিং রুম থেকে চার্লির গলা ভেসে এলো। ইতোমধ্যে উনি উঠে দাঁড়িয়েছেন।

"আমাকে একা থাকতে দাও!" অশ্রু ভেজা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। এখন আমার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। দ্রুত সিঁড়িগুলো টপকে আমার ঘরে প্রবেশ করে দরজাটা দরাম করে লাগিয়ে লক্ আটকে দিলাম। বিছানার ওপর উঠে আলমিরার উপর থেকে মোটা ব্যাগটা নামিয়ে আনলাম।

চার্লি ইতোমধ্যে আমার দরজা ধাক্কাতে শুরু করেছেন।

"বেলা, তুমি কি ঠিক আছো? কি হয়েছে তোমার?" ওর কণ্ঠস্বর রীতিমতো ভীত কোণালো।

"আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি," আমি চিৎকার করে চার্লিকে বললাম। চিৎকার করতে গিয়ে কণ্ঠস্বরটা খানিকটা ভেঙে এলো। অভিনয়টা আমি তাহলে বেশ ভালোই করতে পারছি।

"এ্যাডওয়ার্ড কি তোমার মনে কোনো কষ্ট দিয়েছে?" চার্লির কণ্ঠে খানিকটা ক্রোধ লক্ষ করলাম আমি।

"না!" কণ্ঠস্বরকে আরো খানিকটা চড়ালাম আমি। এরপর ড্রেসারটা দ্রুত খুলে ফেললাম। এ্যাডওয়ার্ড ওখানেই আমাকে সাহায্য করার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে একের পর এক প্রয়োজনীয় কাপড়গুলো ও আমার দিকে এগিয়ে দিতে লাগলো আর ওগুলো আমি ব্যাগে ভরতে লাগলাম।

"কোনো কারণে ও কি তোমার মন ভেঙ্গে দিয়েছে?" চার্লির কণ্ঠ শুনে মনে হলো তিনি আমার আচরণে একেবারে হতভম্ভ হয়ে পড়েছেন।

"না!"আমি চিৎকার করে উঠলাম। এই সামান্য সময়ে ব্যাগে আমি অনেক কিছু ভরে নিতে পারলাম। এ্যাডওয়ার্ড এরপরও অন্য আরেকটা ড্রয়ারের জিনিসগুলো আমার দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগলো, আর আমি তা ব্যাগে ভরতে লাগলাম। ব্যাগটা এরই মধ্যে বেশ খানিকটা ফুলে উঠেছে।

"কি হলো বেলা?" দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে চার্লি আবারো চিৎকার করে উঠলেন।

"আমি ওর সাথে থেকে শেষ হয়ে গেছি!" আগের মতোই আবারো চিৎকার করে উঠলাম আমি। এক ঝটকায় ব্যাগের চেনটা টেনে বন্ধ করলাম। এ্যাডওয়ার্ড সাবধানে ব্যাগের স্ট্রীপগুলো কাঁঠের ওপর আটকে দিলো।

"আমি ট্রাকে যাচ্ছি–তুমি দ্রুত বেড়িয়ে পড়ো!" এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে আমাকে নির্দেশ দিলো। এরপরই ও জানালা গলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দরজা খুলে অভদ্রের মতো চার্লিকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে

গেলাম। ভারী ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে যদিও আমার বেশ কষ্ট হলো।

"কি হলো তোমার?" চার্লি আবারো চিৎকার করে উঠলেন। উনি এখন ঠিক আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন। "আমার ধারণা ছিলো তুমি এ্যাডওয়ার্ডকে খুবই পছন্দ করো।"

কিচেনের কাছাকাছি এসে আমার কনুইটা চেপে ধরলেন। যেহেতু এখনো তিনি হতভম্ব হয়ে আছেন, সেহেতু তেমন শক্তভাবে হাতটা চেপে ধরতে পারেননি।

চার্লি ঘুরে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। তার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, কোনোভাবেই তিনি আমাকে এখান থেকে যেতে দিতে চান না। কিন্তু অত্যন্ত খারাপ দেখালেও আমাকে তার সাথে বাধ্য হয়েই খারাপ ব্যবহারটা করতে হলো। এরকম করা ছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায়ও নেই।

আমি বাবার দিকে প্রায় তেড়ে গেলাম। এখনো চোখ দিয়ে আমার অঝোর ধারায় অশ্রু বিন্দু ঝরে পড়ছে।

"আমি ওকে পছন্দ করেছিলাম–সেটা আমার সমস্যা। আমি আর সহ্য করতে পারছি না! এখানকার সাথে আমার পক্ষে আর কোনো সম্পর্কই রাখা সম্ভব নয়। মা'র মতো নীরস এই শহরের ফাঁদে আমি আর পড়তে চাই না। মা যেমন ভুল করেছিলো, একই ভুল আর আমি করতে চাই-না। এই শহরটা আমি ঘৃণা করি–এখানে আমি আর এক মিনিটও থাকবো না!"

শক্ লেগেছে এমন ভঙ্গিতে আপনা থেকেই আমার কনুই চার্লির হাতটা খুলে গেল। একরাশ হতাশা নিয়ে উনি দরজার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

"বেলা তুমি এখন যেতে পারবে না। এখন গভীর রাত," আমার পেছন থেকে ফিসফিস করে বললেন চার্লি।

আমি মোটেও তার দিকে তাকালাম না। "তেমন ক্লান্তবোধ করলে ট্রাকেই আমি ঘুমিয়ে থাকবো।"

"মাত্র একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করো," চার্লি মিনতি করলেন। এখনো তাকে আগের মতোই মর্মাহত মনে হলো। "রেনে এরই ভেতর ফিরে আসবে।"

চার্লির কথা শুনে আমি থমকে গেলাম। "কি?"

চার্লি ক্রমাগত আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করতে লাগলো। "তুমি যখন বাইরে ছিলে, রেনে কল করেছিলো। ফ্লোরিডার কাজে তারা তেমনভাবে সফল হয়নি। আর ফিল্ যদি সপ্তাহ শেষে চুক্তিটা সম্পাদন করতে না পারে, তাহলে ওরা এরিজোনায় ফিরে যাবে। সাইড উইন্ডারস্-এর সহকারি প্রশিক্ষক জানিয়েছে নতুন স্পটের অবশ্যই তাদের এরিজোনায় আরো বেশ কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে।"

আমি ধীরে মাথা নাড়লাম। এভাবে বোধহয় নতুন চিন্তা গুছিয়ে নিলাম। বুঝতে পারলাম প্রতিটা সেকেন্ড পার করার অর্থই হচ্ছে চার্লির বিপদকে বাড়িয়ে তোলা।

"আমার কাছে চাবি আছে," বিড়বিড় করে বলে দরজার লক ঘুরালাম। চার্লি সাথে সাথে আরো এগিয়ে এলেন, একটা হাত বাড়িয়ে আমাকে আটকানোর চেষ্টা করলেন। চোখে-মুখে তার হতবুদ্ধির ভাব। তার সাথে তর্ক বিতর্ক করে আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে চাইলাম না আমি। চার্লিকে সরিয়ে দিয়ে আবার এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম।

"বাবা আমাকে আমার পথে যেতে দাও," মা'র শেষ বলা কথাগুলোর মতো করেই আমি বললাম। অনেক বছর আগে চার্লিকে এভাবে কথাগুলো বলে মা এই দরজা দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তবে মা'র চাইতেও অনেক বেশি রাগ দেখিয়ে কথাগুলো বলার চেষ্টা করে দরজাটা খুলে ফেললাম। "তোমার এভাবে বাধা দিয়ে কোনো লাভ হবে না, বুঝতে পারলে? আমি সত্যিই এই শহরটাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।"

আমার নিষ্ঠুরভাবে বলা কথাগুলো বেশ কাজে দিলো-দরজার কাছে চার্লি একেবারে বরফের মতো জমে গেলেন। অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ার সময় দেখলাম তিনি একেবারে হতবাক হয়ে গেছেন। খালি জায়গাটুকু পার হওয়ার সময় একরাশ আতংক এসে আমাকে ঘিরে ধরলো। আমি বুনো জন্তুর মতো ট্রাকটার দিকে দৌড়াতে লাগলাম। ব্যাগটা ট্রাকের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। ইগনিশনে আমি চাবিটা ঝুলানোই দেখলাম।

"কাল আমি তোমাকে ফোন করবো।" আমি চিৎকার করে উঠলাম। জানি পরে আমি তাকে সবকিছু ঠিকই বুঝিয়ে বলতে পারবো। আমি ইঞ্জিন চালু করে গাড়িটা বের করে আনলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ধরার জন্যে হাত বাড়ালো।

"আমি সাহায্য করছি," এ্যাডওয়ার্ড শান্ত কণ্ঠে বললো। দেখলাম চার্লি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখান থেকে বাড়ির ভেতর চলে গেছেন।

"আমি চালাতে পারবো।" শান্ত কণ্ঠে বললাম। এখন আবার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে নামছে আমার।

এ্যাডওয়ার্ডের দীর্ঘাকার হাত দিয়ে কোমরের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। গ্যাস প্যাডালের ওপর রাখা আমার পায়ের চাপ দিয়ে গতি বাড়াতে সাহায্য করলো। হঠাৎ আমাকে ওর কোলে তুলে নিলো, তারপর পাশের সিটে সরিয়ে দিয়ে নিজে ড্রাইভিং সিটে বসে স্টেয়ারিং হুইল নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিলো।

ট্রাকটা হঠাৎ থেমে গেল-এক ইঞ্চিও নড়লো না।

"বাড়িটা দেখার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই," এ্যাডওয়ার্ড বুঝানোর চেষ্টা করলো আমাকে।

আমাদের পেছনে হঠাৎ আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। চোখ বড়ো বড়ো করে পেছনের জানালা দিয়ে আমি বাইরের দিকে দেখার চেষ্টা করলাম।

"এলিস হতে পারে," এ্যাডওয়ার্ড আমাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করলো। ও আমার হাতটা আবার মুঠোর ভেতর চেপে ধরলো।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সেই চার্লির মুখটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। "অনুসরণকারী লোকটা?"

"তোমার শেষ পরিকল্পনা ও ঠিকই জানতে পেরেছে," শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"চার্লির তাহলে কি অবস্থা?" আতঙ্কিত কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলাম।

"অনুসরণকারী লোকটা আমাদের পেছন পেছনই আসছে এখন।"

আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

"ওর চোখকে আমরা ফাঁকি দিতে পারবো?"

"না।" কিন্তু কথাটা বলে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো। ইঞ্জিনটা জোর প্রতিবাদ জানিয়ে ট্রাকের গতি খানিকটা বেড়ে গেল।

আমার পরিকল্পনার তেমন কোনো সাফল্য দেখতে পেলাম না।

পেছন দিকে তাকিয়ে এলিসের হেড লাইটে ট্রাকটা যখন আলোকিত হয়ে থাকতে দেখলাম। তারই ভেতর একটা ছায়ামূর্তিকে লাফিয়ে উঠতে দেখলাম।

এ্যাডওয়ার্ড হাত চাপা দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দেবার আগে আমার রক্ত হীম করা চিৎকারটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলো।

"ও হচ্ছে এমেট্!"

আমার মুখের ওপর থেকে এ্যাডওয়ার্ড হাত সরিয়ে নিলো। আবার ও আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো।

"সবই ঠিক আছে বেলা," এ্যাডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করার ভঙ্গিতে বললো।

"তুমি নিরাপদেই থাকবে।"

আমরা শান্ত শহর ছাড়িয়ে উত্তরের হাইওয়েতে উঠে এলাম।

আমি অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। পাল্টা এ্যাডওয়ার্ডও আমার দিকে খানিকক্ষণের জন্যে তাকিয়ে রইলো।

"বেলা, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" আস্বস্ত করার চেষ্টা করলো এ্যাডওয়ার্ড।

"অবশ্যই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, যখন আমার আর তোমার সাথে থাকা হবে না," আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম।

"দিন কয়েকের ভেতর আমরা আবার এক সাথে থাকতে পারবো," কোমরে জড়ানো হাতটা শক্তভাবে চেপে ধরে আমাকে আবার অভয়বাণী কোণালো এ্যাডওয়ার্ড। "ভুলে যাবে না এর সবই কিন্তু তোমার পরিকল্পনা।"

"এটাই সবচেয়ে ভালো পরিকল্পনা–আর স্বীকার করছি এটা আমারই পরিকল্পনা।"

ওর ভরসা দেবার ভঙ্গির হাসিটা ম্লান মনে হলো এবং খানিকক্ষণের ভেতর তা মুছেও গেল।

"এই ঘটনাগুলো কেন ঘটতে গেল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আমার ওপর এই অত্যাচার কেন?"

"এটা আমার ভুল–আমি বোকার মতো তোমাকে ওদের দেখাতে গিয়েছি," রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"আমি কিন্তু তেমন কিছু বলতে চাইনি," জোর প্রতিবাদ জানালাম আমি। "আমি ওখানে ছিলাম ঠিকই এবং ভালোই ছিলাম। কিন্তু ওই দু'জন কিছু বললো না, শুধু জেমস কেন আমাকে হত্যার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো? ওখানে চারদিকে অসংখ্য মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সবাইকে বাদ দিয়ে আমাকে কেন?"

উত্তর দেবার আগে ও খানিকটা ইতস্তত করলো।

"আমি আজ রাতে ওর মনের কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি," শান্ত কণ্ঠে এ্যাডওয়ার্ড বলতে শুরু করলো। "একবার তোমাকে দেখার পর এই বিষয়টা এড়াতে পারতাম কিনা ঠিক জানি না। এখানে তোমার দোষ অতি সামান্য।" ওর কণ্ঠে একরাশ

বিরক্তি লক্ষ করলাম আমি। "কামুকতাপূর্ণ ওই সুতীব্র গন্ধ যদি তুমি না ছড়াতে তাহলে বোধহয় না জেমস এতোটা উত্তেজিত হয়ে উঠতো। কিন্তু যখন আমি তোমাকে প্রতিহত করতে গেলাম...তখনই বিপত্তির সৃষ্টি। কোনো কিছুতে বাঁধা পেতে ও অভ্যস্ত নয়। নিজেকে একজন শিকারী হিসেবেই মনে করছে। এই কারণেই জেমস তোমাকে অনুসরণ করছে–বিষয়টা ও একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না জেমস এখন কতোটা জেদি হয়ে উঠেছে। এটা তার এক ধরনের প্রিয় খেলা এবং আমরাও ওকে প্রতিহত করাকে জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর খেলা হিসেবে ধরে নিয়েছি।" ওর কণ্ঠ থেকে একরাশ তিক্ততা ঝরে পড়লো।

ও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো।

"ওই সময় আমি যদি চুপ করে থাকতাম তাহলে ওই লোকটা তোমাকে তখনই হত্যা করতো," হতাশ কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"আমি ভেবেছিলাম...আমার গন্ধ যে অন্যদেরও এভাবে আকর্ষণ করবে আমি ভাবতে পারিনি...যেমন তুমি আমার প্রতি কামার্ত হয়ে ওঠো। তেমনি লরেন্টও হয়ে উঠবে ভাবতে," ইতস্তত করে আমি ব্যাখ্যা করলাম।

"তুমি হয়তো ভাবোনি। কিন্তু এটার অর্থ কিন্তু এও নয় যে প্রত্যেকেই তোমার গন্ধে মোহিত হয়ে পড়বে। যদি তুমি জেমসের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারো–অথবা ওদের অন্য কারও মনে যেভাবে আবেদনে সৃষ্টি করবে–ওই একইভাবে আমার মনেও তুমি আবেদন সৃষ্টি করে, এটাকে এক ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যাপার বলা যেতে পারে।"

আমি বলার মতো তেমন কিছু খুঁজে পেলাম না।

"ওকে হত্যা করা ছাড়া আমি বিকল্প কিছু আর খুঁজে পাচ্ছি না," ও বিড়বিড় করে বললো। "কার্লিসল অবশ্য বিষয়টা কখনোই সমর্থন করবেন না। "

"তুমি কিভাবে একটা ভ্যাম্পায়ারকে হত্যা করবে?"

"টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হবে, তারপর তা আগুনের পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।"

"অন্য দু'জনও তো তাহলে জেমসের সাথে সাথে তোমাকে আক্রমণ করবে?"

"মহিলা করবে নিশ্চয়ই। তবে লরেন্টের ব্যাপারে নিশ্চিত নই। ওদের একে অপরের সাথে বন্ধনটা খুব একটা দৃঢ় নয়-এমনই মনে হয়েছে আমার। লরেন্ট ওদের সাথে আছে সম্ভবত সামাজিক রীতির কারণে। জেমসের আচরণে নিঃসন্দেহে ও বিব্রত বোধ করছে..."

"কিন্তু জেমস এবং ওই মহিলা–ওরা তোমাকে হত্যার চেষ্টা করবে," ভীত কণ্ঠে আমি বললাম।

"বেলা, আমার কথা চিন্তা করে অযথা তুমি সময় নষ্ট করো না। তুমি নিজেকে কিভাবে নিরাপদে রাখবে সেটাই তোমার চিন্তা হওয়া উচিত–দয়া করে নিজের কথা চিন্তা করো।"

"এখনো কি ও আমাদের পিছু তাড়া করে আসছে?"

"হ্যাঁ, যদিও বাড়ির ভেতর আক্রমণ করবে না। আজ রাতেও করার সম্ভাবনা কম।"

এ্যাডওয়ার্ড অদৃশ্য কোনো চালকের দিকে পেছন ফিরে তাকালো। আমাদের পেছনে এলিসকে অনুসরণ করতে দেখা ছাড়া আমি আর কিছু দেখতে পেলাম না।

আমরা বাড়িতে সময় মতোই পৌঁছতে পারলাম। ভেতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, তবে চারপাশের গাছ-পালার কারণে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলেও মনে হলো আমার কাছে। ট্রাকটা সম্পূর্ণভাবে থামার আগেই এমেট গাড়ির দরজাটা খুলে দিলো। তারপর সিটের ওপর থেকে আলতোভাবে তুলে নিয়ে ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

আমরা হঠাৎ বিশাল একটা সাদা রঙের ঘরের ভিতর প্রবেশ করলাম। এ্যাডওয়ার্ড এবং এলিসও আমার সাথে সাথে প্রবেশ করলো। এখানে প্রত্যেককেই উপস্থিত দেখতে পেলাম। আমাদের প্রবেশ করার শব্দ শুনে সবাই উঠে দাঁড়ালো। লরেন্ট সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এমেটের কণ্ঠ থেকে হালকাভাবে এক ধরনের গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। ও আমাকে এ্যাডওয়ার্ডের পাশে বসিয়ে দিলো।

"আমাদের পিছু পিছু তাড়া করে আসছে," লরেন্টের দিকে এক নজর তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ড অভিযোগ জানালো।

লরেন্টের মুখ দেখে প্রচণ্ড হতাশ মনে হলো। "আমি ওই কারণে খুবই ভীত।"

এলিস লাফিয়ে জেসপারের পাশে এসে দাঁড়ালো এবং কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বললো; প্রায় নিঃশব্দে কথাটা বলতে গিয়ে তার ঠোঁট জোড়া তুলনামূলকভাবে একটু জোরেই নড়লো। ওরা একসাথে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলো। রোজালে চোখ বড়ো বড়ো করে ওদের দেখলো এবং তারপরই এমেটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। রোজালের চমৎকার চোখ জোড়ায় একরাশ আবেগ ঝরে পড়ছে এবং যখন ওই চোখজোড়া ঘুরে আমার ওপর নিবদ্ধ হলো–দেখতে পেলাম ওই চোখ জোড়ায় আবেগের বদলে হিংস্র হয়ে উঠেছে।

"জেমস তাহলে কি করতে পারে?" শীতল কণ্ঠে কার্লিসল লরেন্টকে প্রশ্ন করলেন।

"আমি দুঃখিত," লরেন্ট বললো "ওই মেয়েটাকে যখন আপনার ছেলে জেমসের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছিলো, তখনই আমি ভয় পেয়ে যাই। মনে হয় এ কারণেই ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।"

"আপনি ওকে থামাতে পারেন না?"

লরেন্ট মাথা নাড়লেন। "জেমস্ যখন কিছু শুরু করে তখন কোনো কিছু দিয়েই ওকে থামানো যাবে না।"

"আমরা ওকে থামাবো," এমেট প্রতিজ্ঞা করলো। আমি অবশ্য বুঝতে পারলাম না কী মনে করে ও কথাটা বললো।

"ওকে প্রতিহত করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার তিনশ বছর বয়সে তার মতো কাউকে আমি দেখিনি। জেমস নিঃসন্দেহে একজন রক্ত পিপাসু ব্যক্তি। এবং সে কারণেই আমি তার ডাকিনী দলে যোগ দিয়েছি। মেয়েদের মতো কিছু পুরুষ আছে তারাও ডাকিনী বিদ্যার চর্চা করে।"

"ডাকিনী বিদ্যা" চিন্তা করে দেখলাম, অবশ্যই তেমনই হবে।

লরেন্ট আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর কার্লিসলের উদ্দেশ্যে

বললেন। "আপনি কি নিশ্চিত যে এতে কোনো কাজ হবে?"

এ্যাডওয়ার্ড এবার মৃদুভাবে একবার গোঁ গোঁ শব্দ করলো; লরেন্ট ভয়ে পিছিয়ে গেল।

কার্লিসল শান্ত দৃষ্টিতে লরেন্টের দিকে তাকালেন। "আপনি সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না দেখে আমার ভয় হচ্ছে।"

লরেন্ট সমস্যা বুঝতে পারলেন। চুপ করে থেকে কিছু একটা চিন্তা করার চেষ্টা করলেন।

"আপনি যে এখানে জীবনগুলো সৃষ্টি করেছেন, তা নিয়ে আমার যথেষ্ট কৌতুহল ছিলো। এই ব্যাপারটা নিয়ে মোটেও আমার নাক গলানোর ইচ্ছে ছিলোও না এখনো ইচ্ছে নেই–আপনাদের কারও সাথে শত্রুতাও নেই, কিন্তু জেমসের বিপক্ষে আমার কোনোভাবেই যাওয়া সম্ভব নয়। ইচ্ছে ছিলো উত্তরে আমরা যাত্রা করবো–ডেনালীর একটা গোত্রের সাথে যোগ দিবো।

লরেন্ট খানিকটা ইতস্তত করলো। জেমসকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার চেষ্টা করবেন না। ওর মনের জোর অত্যন্ত বেশি। আগে থেকেই ও সবকিছু ধারণা করে ফেলতে পারে। মনুষ্য জীবনের যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই অজানা নেই এবং এখানে সে আপনার মুখোমুখিও হতে আসবে না। আপনার ক্ষমতা যে কতো বেশি তা সে জেনে গেছে।...এখানে যে অযাচিত ঘটনাগুলো ঘটে গেল, তার জন্যে আমি দুঃখিত, সত্যিই আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।" লরেন্ট মাথা নিচু করে কার্লিসলকে কুর্নিশ করলেন বটে, কিন্তু তার আগেই একবার রহস্যময় ভঙ্গিতে আমাকে দেখে নিলো।

"শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা আপনাকেই করতে হবে," কার্লিসল স্বাভাবিক উত্তর দিলেন।

লরেন্ট খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, এরপরই দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন।

ঘরের ভেতরের নিরবতা ক্ষণিকের জন্যে স্থায়ী হলো যেন।

"কতোদূর পর্যন্ত আসতে পেরেছে?" কার্লিসল এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

এসমে ইতোমধ্যে নড়াচড়া শুরু করেছে, কীপ্যাডের ওপর আঙ্গুল দিয়ে টোকা দেবার মতো করে দেয়ালের ওপর এখন টোকা দিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কারণ নেই, উত্তেজনার কারণেই সে এমন করছে।

"নদী থেকে প্রায় তিন মাইল পেছনে; ওখানে ওই মেয়েটার সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছে তার।" এ্যাডওয়ার্ড জবাব দিলো।

"এখন কি পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে?"

"ওদের আমি মাঝপথেই থামিয়ে দিবো। তারপর এলিস এবং জেসপার ওই মেয়েটাকে দক্ষিণে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

"তারপর?"

এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর ম্লান কোণালো। "যতো দ্রুত সম্ভব বেলার জীবন আমরা

রক্ষা করবো–আমরা জেমসকে হত্যা করবো।"

"আমার মনে হয় এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ও নেই," কার্লিসল এ্যাডওয়ার্ডের কথায় সমর্থন জানালেন। কার্লিসলের মুখ এখন কঠিন হয়ে উঠেছে।

এ্যাডওয়ার্ড রোজালের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

"তুমি ওকে উপরতলায় নিয়ে যাও এবং পোশাকগুলো পাল্টিয়ে ফেলতে বলো," আদেশের সুরে বললো এ্যাডওয়ার্ড। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি নিয়ে রোজালে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালো।

"আমি কেন?" ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো রোজালে।" ভয়ঙ্কর ছাড়া আমি ওকে আর কিছুই মনে করি না–অযথাই একটা বিপদ ডেকে এনেছো তুমি। ওর জন্যে এখন আমাদের প্রত্যেককে কষ্ট পেতে হচ্ছে।"

রোজালের মুখ থেকে এ ধরনের নিষ্ঠুর কথা শুনে, আমি প্রায় আঁতকে পেছনে সরে এলাম।

"রোজ..." এমেটও এ ধরনের কথা শুনে বিচলিত হয়ে উঠেছে। আর এ কারণে কথাটা পর্যন্ত সে শেষ করতে পারলো না। ও রোজালের কাঁধের ওপর শান্তভাবে হাত রাখলো। আমার কারণে রোজালে এতোটাই রেগে গেছে!

সতর্ক দৃষ্টিতে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে একবার তাকিয়ে তার মনোভাবটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড অবশ্য আমাকে অবাক করলো। রোজালের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে–মনে হলো যেন রোজালে কোনো মন্তব্যই করেনি, একবারের জন্যে ও উত্তেজিত হয়নি।

"এসমে?" শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"অবশ্যই," এসমে বিড়বিড় করে এ্যাডওয়ার্ডকে সমর্থন জানালো।

এসমে আমার পাশে এতো কাছে এসে দাঁড়ালো যে, রীতিমতো তার হৃৎস্পন্দনও শুনতে পেলাম। হাতটা বাড়িয়ে আমি ওর কনুয়ের কাছে চেপে ধরলাম। খানিক আগে রোজালের কথায় যে মানসিক আঘাত পেয়েছি, তা মন থেকে দূর করতে গভীরভাবে একবার নিঃশ্বাস ফেললাম।

"আমরা এখন কি করতে যাচ্ছি?" দ্বিতীয়তলার একটা অন্ধকার রুমে বসে এসমে কে প্রশ্ন করলাম আমি।

"তোমার শরীরের গন্ধের ভেতর কিছু ব্যতিক্রম আনতে চাইছি। যদিও এভাবে ওই শয়তানটাকে দীর্ঘ সময়ের জন্যে বিভ্রান্ত করা যাবে না, কিন্তু কিছু সময়ের জন্যে ওর মন থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে।" এসমে শরীর থেকে পোশাক খুলে মেঝের ওপর রাখতে লাগলো। অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেলেও, মেঝের ওপর পোশাক পড়ার শব্দ আমি ঠিকই শুনতে পেলাম।

"আমার মনে হয় ওই পোশাকগুলো আমার শরীরে ঠিক..." আমি খানিকটা ইতস্তত করলাম। কিন্তু প্রতিবাদ না শুনে, দ্রুত হাতে মাথা গলিয়ে আমার জামাটা খুলে নিলো। আমি ও দ্রুত হাতে বোতাম খুলে জিনসটা খুলে ফেললাম। ও আমার হাতে কিছু একটা ধরিয়ে দিলো। হাতে নিয়ে জিনিসটাকে জামা বলেই মনে হলো। ওর

জামাটা আমার শরীরের তুলনামূলকভাবে খাটো হওয়ার কারণে ওটা পরতে আমাকে বেশ কসরত করতে হলো। জামা পরে নেবার সাথে সাথে এসমে তার স্ল্যাকস্‌টা এগিয়ে দিলো। আমি এক নজর ওটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটলো ঠিক উল্টো, স্ল্যাকস্‌টা আমার শরীরের তুলনায় বেশ খানিকটা লম্বা। তবে ওটাকেই মানিয়ে নিতে হলো। আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম আর ও মাটিতে বসে নিচের অংশটা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মুড়িয়ে দিলো। পোশাক পরা শেষ হওয়ার পর ও আমাকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেল। দেখলাম এলিস ওখানে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে ধরা ছোটো একটা চামড়ার ব্যাগ। এসমে এবং এলিস আমাকে দু'দিক থেকে দুই কনুই ধরে প্রায় ঝুলাতে ঝুলাতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনলো।

সিঁড়ির কাছে এসে মনে হলো এরই মধ্যে সবকিছুই গুছিয়ে ফেলা হয়েছে। এ্যাডওয়ার্ড এবং এমেট যাওয়ার জন্যে ইতোমধ্যে প্রস্তুতি নিয়েই ফেলেছে। এমেটের পিঠের ওপর বাঁধা বিশালাকৃতির ব্যাগ। কার্লিসল ছোটো কি যেন একটা জিনিস এসমের হাতে ধরিয়ে দিলেন। একই ধরনের জিনিস তিনি এলিসের হাতেও ধরিয়ে দিলেন। জিনিসগুলো আর কিছুই নয়, ক্ষুদ্রাকৃতির রুপালি রঙের সেল ফোন।

"বেলা এসমে এবং রোজালে হয়তো তোমার ট্রাকটা ব্যবহার করতে পারে" কার্লিসল আমার দিকে খানিকটা এসে বললেন। রোজালের দিকে তাকিয়ে সমর্থনের ভঙ্গিতে আমি মাথা নাড়লাম। ও কার্লিসলের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধভাবে কী যেন বলে উঠলো। অবশ্য আমি তা শুনতে পেলাম না।

"এলিস এবং জেসপার তোমরা মার্সিডিজটা নিয়ে যাবে। তোমরা সবাই সোজা দক্ষিণে চলে যাবে।"

একইভাবে সমর্থনের ভঙ্গিতে ওরাও মাথা নাড়ালো।

"আমরা জীপটা সাথে নিবো।" আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে কার্লিসল এ্যাডওয়ার্ডের সাথে যাওয়ার জন্যে আগ্রহী হয়ে আছেন। ওরা যে ভাবে শিকারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তা দেখে হঠাৎ আমি আতংকিত হয়ে উঠলাম।

"এলিস?" কার্লিসল জিজ্ঞেস করলেন "তোমার কি মনে হয়, আমরা ওদেরকে প্রলুব্ধ করতে পারবো?"

প্রত্যেকের দৃষ্টি এলিসের দিকে ঘুরে গেল। ও চোখ বন্ধ করে রেখেছে— নিশ্চুপভাবে দাঁড়ানো এলিসের চোখ জোড়া শক্তভাবে বন্ধ করে রাখা।

অবশেষে ও চোখ খুললো। জেমস তোমাকে অনুসরণ করবে। ওই মেয়েটা অনুসরণ করবে ট্রাককে। এরপর অবশ্য আমরা মুক্ত।" সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললো এলিস।

"তাহলে রওনা হওয়া যাক!" কার্লিসল কিচেনের দিকে রওনা হলেন।

অবশ্য এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো। আমার হাত শক্তভাবে চেপে ধরে রেখেছে। ওর দৃঢ় মনোবল দেখে কিছুটা হলেও সাহস খুঁজে পেলাম। পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতে ও মেঝে থেকে আমাকে খানিকটা উঁচু করে তুলে ধরলো। এবং ওর বরফ শীতল ঠোঁট আমার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলো। মাত্র সেকেন্ড কয়েক। তারপর ঠোঁট সরিয়ে নিলো এ্যাডওয়ার্ড। মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে দুই হাতে আমার গাল

চেপে ধরলো, ওর চমৎকার চোখের দৃষ্টি আমাকে দহন করলো খানিকক্ষণ।

এরপর এ্যাডওয়ার্ডের দৃষ্টি নিষ্প্রভ মনে হলো এবং ও ঘুরে দাঁড়ালো।

এরই মধ্যে অন্যান্য সদস্যরাও রওনা হলো। আমি এবং এ্যাডওয়ার্ড ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চোখ এবং নাক দিয়ে পানি গড়িয়ে নামার বিবৃতকর দৃশ্যটা অবশ্য কারও নজরে পড়লো না।

নিস্তব্ধতা পার হলো, এবং তারপর পরই এসমের হাতে ধরা ফোনটা কেঁপে উঠলো। কথা বলার জন্যে ফোনটা ও কানের কাছে ধরলো।

"এখন" এসমে বললো। আমার দিকে একবারো না তাকিয়ে রোজালে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু এসমে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমার মুখটা একটু স্পর্শ করলো।

"সাবধানে থাকবে।" ফিসফিস করে বললো এসমে। আমার ট্রাকটার চালু হওয়ার গর্জন শুনতে পেলাম। তারপর অল্পক্ষণের ভেতরই শব্দটা মিলিয়ে গেল।

জেসপার এবং এলিস অপেক্ষা করতে লাগলো। এলিসের ফোনটা বেজে ওঠার আগেই ও সেটা কানে ঠেকালো।

"এ্যাডওয়ার্ড বললো মেয়েটা এসমের পেছন পেছন এগুচ্ছে। আমি গাড়িটা নিয়ে এগুচ্ছি।" এ্যাডওয়ার্ডের গমন পথের দিকে এলিস এগিয়ে গেল।

জেসপার এবং আমি একে অপরের দিকে তাকালাম।

"তুমি যে ভুল, তা তুমি ভালোভাবেই জানো," ও শান্ত কণ্ঠে বললো।

"তুমি কোন ব্যাপারে বলছো?" আমি ঢোক গিলে বললাম।

"তুমি কী ভাবছো, আমি তা ভালোভাবেই বুঝতে পারছি— তোমার এ ধরনের চিন্তা মোটেও সুফল বয়ে আনবে না।"

"ঠিক তা নয়," আমি অজুহাত দেখানোর চেষ্টা করলাম— ওদের যদি কিছু একটা ঘটে যায়, এটা সে তুলনায় কিছুই নয়।"

"তুমি আসলেই ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছো," জেসপার আবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো। আমাদের দিকে তাকিয়ে ও মিষ্টি করে একবার হাসলো।

আমার কানে সত্যিকার অর্থে কিছুই ঢুকলো না বটে, কিন্তু তারপরই এলিস সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

"আমি কি সাহায্য করতে পারি?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"তুমিই একমাত্র ব্যক্তি, যে আমার কাছ থেকে অনুমতি নেবার প্রয়োজন বোধ করলে।" ওকে সমর্থন দেবার ভঙ্গিতে আমি ম্লানভাবে একটু হাসলাম।

এমেট যেভাবে আমাকে অতি সহজে কোলে তুলে নিয়েছিল, এলিসও একইভাবে আমাকে তুলে নিলো। ও আমাকে এমনভাবে জাপটে ধরে রাখলে যে, কোনো বিপদই যেন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। এরপর আমরা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম— পেছনে থেকে গেল শুধু আলোয় আলোকিত বাড়িটা।

বিশ

যখন আমি জেগে উঠলাম নিজেকে একেবারেই বিভ্রান্ত মনে হলো। আমার চিন্তাগুলো সব এলেমেলো হয়ে গেছে-সবকিছুই এখন মনে হচ্ছে যা কিছুই ঘটেছে তা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি কোথায় শুয়ে আছি সেটা বুঝতেও আমার অনেকটাই সময় লেগে গেল।

আমার এই শোবার রুমটা যেখানেই হোক অত্যন্ত নিরিবিলি, তবে ধারণা করা যায় এটা হোটেলেরই কোনো রুম হবে। সুন্দর পাল্লা লাগানো বেডসাইড টেবিল এবং ল্যাম্প। দেয়ালের সাথে ঝুলানো দীর্ঘ পর্দাগুলো একই রকমের কাপড়ে তৈরি করা।

এখানে কীভাবে এলাম তা একবার চিন্তা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রথম দিকে কিছুই মনে করতে পারলাম না।

অবশেষে একে একে সব মনে পড়তে লাগলো চকচকে কালো গাড়ি, গাড়ির জানালার কাঁচগুলো লিমুজিন গাড়ির মতো গাঢ় রঙের। ইঞ্জিনের প্রায় কোনো শব্দই হচ্ছিলো না। কালো রাস্তা ধরে যানমুক্ত সড়ক ধরে আমরা স্বাভাবিকের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

মনে পড়লো এলিস আমার সাথে পেছন দিককার চামড়ার সিটে বসে ছিলো। রাতের দীর্ঘ যাত্রাপথে আমি মাথাটা ওর কাঁধের ওপর রেখে ঝিমুচ্ছিলাম। এতো কাছে বসে থাকার পরও অবশ্য এলিস একটুও বিব্রতবোধ করেনি। এমনকি ওর ত্বক শীতল এবং খানিকটা রুক্ষ হলেও ওর সাথে থাকতে আমার মোটেও খারাপ লাগলো না। এই চলার পথে আমি ক্রমাগত কেঁদেছি। আমার চোখের পানিতে এলিসের সাদা সূতির জামার সামনের দিকটার গায় সম্পূর্ণ অংশই আমি ভিজিয়ে ফেলেছিলাম।

ঘুম চোখ থেকে সম্পূর্ণ পালিয়ে ছিলো, শেষরাত পর্যন্ত প্রায় একইভাবে আমি চোখ খুলে রেখেছিলাম এবং সূর্য ওঠার পর বুঝতে পারলাম ক্যালিফোর্নিয়ার ছোটো খাটো কোনো পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌছেঁছি। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে ধূসর বর্ণের অদ্ভুত এক আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই অদ্ভুত আলো চোখের ওপর এসে পড়ায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করলাম, কিন্তু তবুও আমি চোখ বন্ধ করতে পারলাম না। অবশ্য খানিক বাদে যখন বন্ধ করার সুযোগ পেলাম; তখন আমার চোখের সামনে একের পর এক সব দৃশ্য ফুটে উঠতে লাগলো, অনেকটা যেন চোখের পাতার সামনে দিয়ে একের পর এক স্লাইড সরে যাচ্ছে, আমার এভাবে দৃশ্যগুলো সরে যাওয়া মোটেও ভালো লাগলো না। চার্লির মর্মাহত হওয়ার দৃশ্য, এ্যাডওয়ার্ডের হিংস্রভাবে দাঁত বের করে হিসহিস করে ওঠা, রোজালের আমার প্রতি বিতৃষ্ণা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন জেমসের আমাদের পিছু তাড়া শেষবার এ্যাডওয়ার্ড আমাকে চুমু খাওয়ার পর, হতাশ মুখচ্ছবি... আমি আশপাশ কোথাও ওদের দেখতে পেলাম না। স্বাভাবিকভাবেই আমার উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগলো। এরপর দেখতে পেলাম সূর্যটা আরো উপরে উঠে এসেছে।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে এক চিলতে রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এলাম। সূর্য এখন আমাদের পেছন থেকে আলো ছড়াচ্ছে। শক্ত পাথরের পাহাড়ের ওপর সেই সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটছে। আমি এতোটাই

আবেগতাড়িত হয়ে ছিলাম যে, অনেক কিছুই বুঝতে পারিনি— আমরা তিনদিনের পথ মাত্র একদিনে পার হয়ে এসেছি। চারদিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম সমান্তরাল বিশাল এক খোলা প্রান্তর। ফিনিক্স। পামগাছ, এলোমেলোভাবে চারদিকে গজিয়ে উঠেছে ছোটোখাটো লতাগুলোর ঝড়, সবুজ মসৃণ ঘাসে আবৃত গলফ্ কোর্স। আর খানিক দূরে পরিষ্কার টলটলে পানির সুইমিংপুল। পামগাছগুলো ছায়া এসে পড়েছে ফ্রীওয়েয়ের ওপর। কিন্তু এতোকিছুর পরও এগুলোর কিছুই আমার ভালো লাগলো না।

"বেলা, এয়ারপোর্টটা কোন পথে?" জেসপার প্রশ্ন করলো। আমি খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম। যদিও জেসপার অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে প্রশ্নটা করেছে আমাকে। এতোক্ষণ পর এই প্রথমবারের মতো কারও মুখ থেকে কোনো কথা শুনতে পেলাম।

"আই-টেন"-এ থাকা যেতে পারে" আপনাআপনি উত্তরটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।" আমরা খানিক আগে ওটা পেছনে ফেলে এসেছি।"

আমার চিন্তার জটগুলো একটু একটু করে খুলতে শুরু করেছে।

"আমরা কি প্লেনে কোথাও যাচ্ছি?" আমি এলিসকে প্রশ্ন করেছিলাম।

"না, কিন্তু বিষয়টা মাথায় রাখতে চাইছিলাম, যদি তেমন কিছু ঘটে তাহলে প্লেনে চাপতেও হতে পারে।"

আমার মনে পড়লো," স্কাই হারবার ইন্টারন্যাশনাল চারদিকে আমার গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম...কিন্তু ওই ঘুরে বেড়ানো শেষ হয়নি। মনে হয় তখনই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

যদিও এখন ওই সময়কার অনেক কিছুই মনে করতে পারছি। গাড়ি থেকে নামার এক ধরনের জোর তাগিদ অনুভব করছিলাম দিগন্তরেখায় তখন সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। এলিসের কাঁধ আঁকড়ে আমি বসে আছি এবং এলিস আমার বুকের কাছে ওর একহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

এই রুমটা সম্পর্কে আমি কোনো স্মৃতি মনে করতে পারলাম না।

নাইট স্ট্যান্ডের ওপরকার ডিজিটাল ক্লকটার দিকে তাকালাম। লাল জ্বলজ্বলে অক্ষরে তিনটা বাজার সংকেত প্রদর্শন করছে, কিন্তু ঘড়িতে দিন কিংবা রাত, তার কোনো সংকেত নেই। ভারি পর্দা ভেদ করে বাইরে থেকে কোনো আলোও ঘরে ভেতর প্রবেশ করছে না, তবে ল্যাম্পের আলোয় রুমটা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বিছানা থেকে উঠে আমি দ্রুত জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে ফেললাম।

বাইরের দিকটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে আছে; তাহলে তিনটা বলতে এখন ভোর তিনটা। জানালা থেকে ফ্রীওয়েয়ের ধূ ধূ প্রান্তর চোখে পড়লো। একই সাথে চোখে পড়লো এয়ারপোর্টে দীর্ঘ দিন গাড়ি রাখার গ্যারাজগুলো। নির্দিষ্ট সময় এবং অবস্থান জানার পর আমি একটু স্বস্তিবোধ করতে পারলাম।

এরপর নিজেকে আমি লক্ষ করার চেষ্টা করলাম। এখন পর্যন্ত আমি এসমের পোশাকই পরে আছি এবং মোটেও তা আমার শরীরের সাথে মানানসই মনে হচ্ছে না। আমি রুমের চারদিকে একবার চোখ বুলালাম, নিচু ড্রেসারের ওপর আমার পেটমোটা ব্যাগটা দেখে বেশ অবাকই হলাম।

যখন আমি পোশাক পাল্টানোর ইচ্ছেয় ড্রেসারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তখনই

দরজার ওপর মৃদ টোকা দেবার শব্দ শুনতে পেলাম। এই সামান্য শব্দেও আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম।

"আমি কি ভেতরে আসতে পারি?" এলিস প্রশ্ন করলো।

আমি গভীরভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।" অবশ্যই।"

রুমে ঢুকে সতর্কভাবে আমার ওপর একবার দৃষ্টি বুলালো। "মনে হয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছো," বললো।

আমি শুধু মাথা নাড়লাম।

যে পর্দাগুলো আমি খানিক আগে সরিয়ে দিয়েছিলাম, সেগুলোই ভালোভাবে আবার বন্ধ করে দিলো।

"আমাদের এখন ভেতরে থাকা উচিত, এলিস বললো।

"ঠিক আছে।" মোটেও স্বাভাবিক কণ্ঠে আমি উত্তর দিতে পারলাম না।

"পিপাসা লেগেছে?" ও জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

আমি শ্রাগ্ করলাম। "আমি ঠিকই আছি। তুমি কেমন আছো?"

"খুব একটা খারাপ নই।" এলিস একটু হাসলো। "আমি তোমার জন্যে কিছু খাবারের অর্ডার দিই। সামনের ঘরে বসেই খেতে পারবে। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আমার ঘন ঘন খাবার গ্রহণের প্রয়োজন। আমাদের অবশ্য এতোটা খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।"

ওর নাম শুনে সাথে সাথে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। "ও ফোন করেছিলো?"

"না" কথাটা বলে, ও সাথে সাথে আমার মুখের দিকে তাকালো। "আমরা ওখান থেকে রওনা হওয়ার আগে শেষ দেখা করেছিলো।"

এলিস আমার হাত আলতোভাবে ধরে হোটেল স্যুইটের লিভিং রুমের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। দেখতে পেলাম টিভি থেকে মৃদু কথার শব্দ ভেসে আসছে। কোণার দিককার একটা ডেস্কের সামনে জেসপার চুপচাপ বসে আছে। টেলিভিশনের খবরের দিকে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলেও মনোযোগ দিয়ে জেমস কিছুই দেখছে না বা শুনছে না।

এলিস সোফার হাতলের ওপর বসে জেসপারের মতোই ভোঁতা দৃষ্টিতে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকলো খানিকক্ষণ।

খেতে খেতে ওদের আমি লক্ষ করার চেষ্টা করলাম। দেখলাম খানিক পরপরই ওরা একে-অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। এই রুমটাতে প্রবেশ করার পর থেকেই ওরা একেবারে চুপচাপ হয়ে আছে। টেলিভিশনের স্ক্রীনের ওপর থেকে ওরা একবারের জন্যেও দৃষ্টি ফেরাচ্ছে না। যদিও এখন বিজ্ঞাপন প্রচার হচ্ছে, তবুও ওরা টিভির ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে। আমি খাবার ট্রে-টা একপাশে রাখলাম। কেন জানি না, পেটের ভেতর এখন কেমন যেন এক ধরনের মোচড় দিতে শুরু করেছে।

"এলিস কিছু কি ঘটেছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তেমন কিছুই নয়।" ওর চোখ জোড়া বড়ো বড়ো করে উত্তর দিলো। সত্য কথা বলছে বলে মনে হলেও আমি ঠিক ওকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

"ওরা এখন কি করছে?"

“আমরা কার্লিসলের ফোনের অপেক্ষায় আছি।”

“তার পক্ষে কি এখন ফোন করা সম্ভব?” মনে হলো আমি বোধহয় সঠিক কোনো অনুমান করতে পারছি না। এলিস সাথে সাথে তার ব্যাগের ওপর রাখা ফোনটার দিকে তাকালো।

“তোমাদের এই কথার অর্থ কি?” আমার কণ্ঠস্বর খানিকটা কেঁপে উঠলো। অনেক কষ্টে নিজের কণ্ঠস্বরকে আমি সংযত করলাম। তার মানে তিনি এরই মধ্যে ফোন করছেন না?”

“এর অর্থ হচ্ছে তারা এখন পর্যন্ত আমাদের সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারেন নি।” কিন্তু ওর কণ্ঠ বেশ স্বাভাবিকই কোণালো।

জেসপার এলিসের পাশে এসে দাঁড়ালো। বলা যেতে পারে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। সাধারণত ও আমার এতো কাছাকাছি কখনো দাঁড়ায়নি।

“বেলা,” শীতল এবং শান্ত কণ্ঠে বললো জেসপার।” তোমার এই বিষয়গুলো নিয়ে মোটেও দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই।

তুমি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদেই থাকবে।”

“আমি তা ভালোভাবেই জানি।”

“তাহলে তুমি এতো ভয় পাচ্ছো কেন?” জেসপার জিজ্ঞেস করলো। আমি যে কেন উৎকণ্ঠিত, কাদের জন্যে উৎকণ্ঠিত, তা না জেনেই শুধু আমাকে অভয় দেবার চেষ্টা করলো।

“লরেন্ট কী বলেছিলো, নিশ্চয়ই তোমরা তা শুনেছিলে।” আমি প্রায় ফিসফিস করে বললাম। কথাগুলো ফিসফিস করে বললেও, নিশ্চিত যে ওরা তা ভালোভাবেই শুনতে পারছে।” উনি বলেছিলেন জেমস হচ্ছে রক্তপিপাসু। যদি কোনো দূর্ঘটনা ঘটে, তাহলে কি ওরা বিচ্ছিন্ন হতে পারবে? যে কারও ওপরই আক্রমণ আসুক না কেন, কার্লিসল, এমেট ...এ্যাডওয়ার্ড...” আমি ঢোক গিললাম। এসমেকে যদিও শিকারি মেয়েটা আক্রমণ করে আমার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। মনে হলো আমি হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। “আমার ভুলের কারণে এই ক্ষতি আমি কি ভাবে মানিয়ে নিবো? তোমরা কেউই আমার কোনো ক্ষতি করোনি, তাহলে আমার জন্যে তোমাদের ক্ষতি কেন আমি মেনে নেবো, আমি কেন–

“বেলা বেলা থামো,” ও আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলো। ও কথাগুলো এতো দ্রুত বললো যে, আমি প্রায় বুঝতেই পারলাম না।” তুমি অযথাই সব উল্টা পাল্টা বিষয় নিয়ে ভীত হয়ে আছো। বেলা তুমি আমাকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো আমাদের কেউই কিন্তু বিপদাপণ্ন নয়। তুমি অযথাই এই বিষয়টা নিয়ে মানসিক উত্তেজনায় ভুগছো। আমার কথা শোনো!” অনেকটা আদেশের সুরেই জেমস আমার মানসিক উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করতে চাইলো। আমি স্বাভাবিক ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।” আমাদের পরিবারটা খুবই শক্তিশালী। আমাদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাকে হারাতে হয় কিনা সেটা নিয়েই আমাদের যতো ভয়।”

“কিন্তু তুমি কেন–”

এবার এলিস আমার কথার ভেতর বাঁধ সাধলো। আমার চিবুকের ওপর ওর

শীতল আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে বললো, "প্রায় এক শতাব্দী পার হয়ে গেছে এ্যাডওয়ার্ড কিন্তু একাই ছিলো। এখন ও তোমাকে প্রথমবারের মতো খুঁজে পেয়েছে। ওর ভেতরকার পরিবর্তনগুলো আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি মোটেও বুঝতে পারবে না। তোমাকে হারিয়ে আবার তোমার মতো কাউকে খুঁজে পেতে এ্যাডওয়ার্ড আরো শ' বছর পার করে দিক, এমন কি আমরা কেউ চাইতে পারি?"

সমস্ত দিনটাকেই আমার কাছে মনে হলো অতি দীর্ঘ।

আমরা রুমের ভেতরই সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিলাম। এলিস ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে ফোন করে জানিয়ে দিলো আমাদের বর্তমানে কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, সুতরাং কেউ যেন আমাদের অযথা বিরক্ত না করে। জানালা সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা। টেলিভিশনটা অবশ্য আগের মতোই চালু রাখা হয়েছে যদিও টিভিটা কেউই দেখছে না। এতে গতানুগতিক সব অনুষ্ঠানই প্রচারিত হচ্ছে। আগের মতোই এলিসের ব্যাগের ওপর সেলফোনটা পড়ে আছে।

দুপুর বেলায় সবকিছু আমার কাছে অসহ্য মনে হতে লাগলো। আমি বিছানায় ফিরে গেলাম কিছু ভেবে নয়, কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারবো এই ভেবেই। এলিসও অবশ্য আমার সাথে সাথেই এলো। আমি একটা বিষয় ভেবে বের করতে পারলাম না, অতি অল্প সময়ের ভেতর এ্যাডওয়ার্ড আমার ব্যাপারে এলিসকে কোন কোন বিষয়ে নজর দেবার কথা বলে দিয়েছে। আমি বিছানায় বসে পড়লাম, আর এলিস আমার পাশেই পা ভাঁজ করে বসে থাকলো। এলিসের সাথে প্রথম দিকে আমার কথা বলতে ভালো লাগলো না— চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকলাম। কেন যেন হঠাৎ আমার বেশ ক্লান্তি লাগছে। কিন্তু ঘুরে ফিরেই জেসপারের কথাগুলো আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। ঘুমানো আর হলো না। উঠে বসে পা ভাঁজ করে এলিসের কাছ থেকে তথ্যগুলো আদায়ের চেষ্টা করলাম।

"এলিস?" আমি ওকে ডাকলাম।

"হ্যাঁ, বলো?"

আমার কণ্ঠকে যতোটা সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম। "তোমার কি মনে হয়, ওরা কি করছে?"

"কার্লিসল, একেবারে উত্তরে ওই শিকারি জেমসের জন্যে অপেক্ষায় আছেন। জেমস এখনো কার্লিসলের কাছাকাছি হয়নি। কাছাকাছি হলেই তিনি রুখে দাঁড়াবেন এবং জেমসকে আতর্কিত আক্রমণ করে বসবেন। এসমে এবং রোজালে সম্ভবত পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে। যতোক্ষণ পারে ওই মেয়েটাকে ওদের পিছু তাড়া করার সুযোগ দিতে চাইছে— এটাকে তুমি ওই মেয়েটাকে এক ধরনের আটকে রাখার চেষ্টাও বলতে পারো। যদি ও দিক পরিবর্তন করে, তাহলে এসমে এবং রোজালে ফরক্স্-এর দিকে রওনা হবে। তোমার বাবার ওপর নজর রাখার জন্য। সুতরাং আমি চিন্তা করছি সবকিছু ভালোভাবেই এগুচ্ছে। এ কারণেই তারা ফোন করছে না। এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে জেমস কার্লিসলের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে হয়তো। এ সময় কার্লিসল কোনো কথা বলতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে সবকিছু ওই শয়তানটার কানে চলে যাওয়া।"

"আর এসমে?"

"আমার ধারণায় ও ফরক্‌স্‌-এ ফিরে গেছে। ও ফোন করতে পারছে না, তার কারণ ওই মেয়েটা। কার্লিসলের মতো এসমের কথাও ওই শয়তান মেয়েটার কানে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমার ধারণা আমাদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই অতি সতর্কভাবে এই সমস্যাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে এবং সবাই নিরাপদেই আছে।"

"তুমি কি সত্যই মনে করছো, ওরা সবাই নিরাপদে আছে?"

"বেলা, আমি তোমাকে কতোবার বলবো যে, ওরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যে মোটেও ভয়ংকর নয়।"

"তবুও অন্য কিছু ঘটলে তুমি কি আমাকে সত্য কথাটা বলবে?"

"হ্যাঁ, আমি সবসময়ই তোমাকে সত্য কথা বলবো।" ওর কণ্ঠ সম্পূর্ণ আন্তরিক কোণালো।

আমি খানিকক্ষণ কোনো কথা বললাম না, তবে বুঝে শুনেই যে কথাগুলো বলেছে, এতোটুকু ঠিকই বুঝতে পারলাম।

"তাহলে এখন বলো কিভাবে তুমি একজন ভ্যাম্পায়ার হয়ে উঠলে?"

আমার প্রশ্ন শুনে ও থমকে গেল। ও কিছুই বললো না। আমি চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকালাম। কিন্তু তার ভেতর তেমন কোনো বলার আগ্রহ লক্ষ করলাম না।

"এ্যাডওয়ার্ড কখনোই চায় না এই কথাগুলো তোমাকে জানানো হোক," শান্ত কণ্ঠে বললো এলিস। তবে বুঝতে পারলাম ও-ই আসলে কথাগুলো বলতে চাইছে না।

"এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আমার জানার আগ্রহ তো থাকতেই পারে!"

"আমি জানি।"

ওর দিকে তাকিয়ে কোণার আগ্রহ নিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এলিস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। "এ্যাডওয়ার্ড কিন্তু খুব রেগে যাবে।"

"এ বিষয় নিয়ে ওর তো নাক গলানোর কিছু নেই! এই বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে তোমার এবং আমার মধ্যে। এলিস, তোমাকে একজন বন্ধু মনে করেই জানতে চাইছি সবকিছু। যেভাবেই হোক আমরা দু'জন এখন বন্ধু— সেই বন্ধুত্বের সূত্র ধরে এই কথাগুলো তোমার জানানো উচিত।"

উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকালো...আমার দিকে তাকিয়ে বক্তব্যগুলো গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলো হয়তো।

"এর নিয়মগুলো হয়তো তোমাকে বলতে পারবো," অবশেষে এলিস মুখ খুললো, "কিন্তু আমি কীভাবে ভ্যাম্পায়ার হয়ে উঠলাম তার কিছুই মনে নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাকে কীভাবে ভ্যাম্পায়ার তৈরি করা হলো তার কিছুই এখন বলতে পারবো না। তাছাড়া আমি কখনোই কারও ওপর এর প্রয়োগ ঘটাতে যাইনি, অথবা কীভাবে একজন মৃতকে ভ্যাম্পায়ার তৈরি করে সেটাও দেখিনি। যতোটুকু আমার মনে আছে, তাতে শুধু এর তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে পারবো।"

বিস্তারিত সব কোণার আশায় আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"শিকারজীবী হওয়ার কারণে আমাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য মজুদ করে রাখতে পারি, যতোটুকু প্রয়োজন, তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ। দৈনিক শক্তি, গতি, পঞ্চইন্দ্রীয় ক্ষমতা, কারো সাথে কোনোভাবেই তুলনা করা যাবে না। অন্যদিকে

এ্যাডওয়ার্ড, জেসপার এবং আমার ক্ষমতাগুলোও একই রকমের নয়। যেমন এ্যাডওয়ার্ডের ক্ষমতা আমাদের চাইতে অনেক বেশি। তারপর ধরো মাংসভোজী বা কীট-পতঙ্গ ভোজী ফুলের মতো আমরা দৈহিকভাবে আমাদের শিকারকে আকর্ষণ করতে পারি।"

মনে পড়লো, এ্যাডওয়ার্ড ওই খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আমাকে এরকমই কিছু ধারণা দেবার চেষ্টা করেছিলো।

এলিস আমার দিকে তাকিয়ে মৃদুভাবে হাসলো। "সত্যি বলতে আমাদের আরেকটা মারাত্মক অস্ত্র আছে। আমরা বিষাক্তও বটে," ও বললো, ওর দাঁতগুলো ঝিকমিকিয়ে উঠলো। "এই বিষের মাধ্যমে কাউকে হত্যা করা সম্ভব নয়-তবে এর মাধ্যমে কারও কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে ফেলা সম্ভব। এটা খুব ধীরে ধীরে কাজ করে, রক্তের মাধ্যমে সমস্ত শরীরে এই বিষ ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে যদি আমাদের শিকারকে কোনোভাবে আক্রমণ করতে পারি, তাহলে এক সময় প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করে। প্রায় সবকিছুই আমি তোমাকে বলে ফেলেছি। আমরা যদি ইচ্ছে করি তাহলে কোনো শিকারই আমাদের কাছ থেকে পালাতে পারে না। অবশ্যই, কার্লিসল এর ব্যতিক্রম।"

"তো...যদি এই বিষ কারও ওপর প্রয়োগ করা হয়...," আমি বিড়বিড় করে বললাম।

"সম্পূর্ণভাবে এধরনের বিষ শিকারের শরীরে ছড়িয়ে পড়তে দিন কয়েক লেগে যেতে পারে। এটা নির্ভর করে কী পরিমাণ বিষ রক্তে মিশেছে তার ওপর, হৃৎপিণ্ডের কতোটা বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে ইত্যাদির ওপর। ওই শিকারের হৃৎস্পন্দন ঠিক আগের মতোই স্পন্দিত হতে থাকবে, আর বিষও সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এই বিষ সমস্ত শরীর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে শরীরে এক ধরনের হিলিং-এর মতো কাজ করতে থাকবে— সমস্ত শরীরে এক ধরনের পরিবর্তন শুরু হবে। স্বাভাবিকভাবেই এক সময় হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে এবং পরিবর্তনগুলোও থেমে যাবে। কিন্তু এমন এক ধরনের অবস্থায় সৃষ্টি হবে যে, শিকার প্রতিটা মিনিটে নিজের মৃত্যু কামনা করতে থাকবে।"

আমি শিউরে উঠলাম।

"তোমাকে দেখে খুব একটা সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে না।"

"এ্যাডওয়ার্ড বলেছিলো, এ ধরনের কিছু করাটা নাকি খুব কঠিন কাজ...আমি তখন ঠিক বিষয়টা বুঝতে পারিনি," আমি এলিসকে বললাম।

এক দিক থেকে তুমি আমাদের হাঙ্গরের সাথেও তুলনা করতে পারো। একবার যদি রক্তের স্বাদ গ্রহণ করি অথবা রক্তের গন্ধ নাকে এসে লাগে, তাহলে ওই রক্তপান না করে সহজে নিবৃত্ত হতে পারি না। আর নিজেদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেও প্রচণ্ড কষ্ঠ হয়, মাঝে মাঝে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তো, কখনো যদি কোনো শিকারকে আমাদের কেউ কামড়িয়েই ফেলে, এবং কোনোভাবে রক্তের স্বাদ পেয়ে যার তাহলে উত্তেজনা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এটা উভয় দিক থেকেই এক ধরনের সমস্যা এক দিকে রক্তের তৃষ্ণা, অন্যদিকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে গিয়ে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করার

কষ্ট সহ্য করা।”

“তোমার কিছুই মনে নেই, এখন মনে হওয়ার কারণ কি?”

“আমি কিছুই জানি না। সবার অনুভূতিই প্রায় একই রকম। মনুষ্য জীবন সম্পর্কে ওরাও কিছু মনে করতে পারে না। আমিও কখনো আগের জন্ম নিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করিনি। এলিসকে প্রচণ্ড হতাশ মনে হলো।

আমরা দু'জন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকলাম। বিছানায় শুয়ে আমরা নিজেদের মতো করে মেডিটেশনে মন সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করলাম।

প্রথমে দ্বিতীয় কৌশলের প্রয়োগ ঘটালাম। আমি এলিসের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, এবং নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম।

এরপর এলিস আমাকে কিছু না বলেই বিছানা থেকে নেমে পড়লো। আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে এলিসের দিকে তাকালাম।

“কিছু একটা পরিবর্তন অনুভব করছি।” এলিসকে উত্তেজিত মনে হলো। ও আমার সাথে আর কোনো কথাই বললো না।

ও যখন দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছলো, ঠিক একই সময় জেসপারকেও একই স্থানে দেখতে পেলাম। জেসপার সম্ভবত আমাদের সব কথা শুনে ফেলেছে এবং এলিসের কাছ থেকে বলার কারণ জানতে এসেছে। ও এলিসের পিঠের ওপর হাত রেখে বিছানার দিকে ঠেলে নিয়ে গেল।

“তুমি কি কিছু দেখতে পেয়েছো?” এলিসের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলো। মনে হলো এলিস বহু দূরের কিছু দেখার চেষ্টা করছে। আমি এলিসের পাশে গিয়ে বসলাম। নিচু কণ্ঠে বলা কথাগুলো আমি কোণার চেষ্টা করলাম।

“আমি একটা রুম দেখতে পাচ্ছি। দীর্ঘ একটা রুম। এখানে অসংখ্য আয়না লাগানো। মেঝেটা কাঠের। ওই লোকটা ঘরেই অপেক্ষা করছে। ওখানে সোনার কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি... একটা সোনালি রেখা আয়নায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।”

“রুমটা কোথায়?”

“আমি জানি না। কিছু একটা যোগসূত্র ঠিক মেলাতে পারছি না, অন্যদিকে কী ঘটছে এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।”

“কতো সময় লোকটা ওখানে থাকবে?”

“বেশিক্ষণ নয়। আয়না লাগানো ঘরে লোকটা সম্ভবত আজ পর্যন্ত থাকতে পারে অথবা আগামীকাল পর্যন্ত। এর সবই অনিশ্চিত। ও কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে। এখন আমি ওকে আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি।”

জেসপারের কণ্ঠ শান্ত কোণালো। “ও কি করছে ওখানে?”

“ও টিভি দেখছে...না, ও একটা ভি.সি. আর চালিয়েছে। অন্য জায়গাটা তেমন ভাবে বুঝতে পারছি না।”

“অন্য লোকটা কোথায় তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছো?”

“না, চারদিকে খুবই অন্ধকার কিছুই দেখতে পারছি না।”

“আর ওই আয়না লাগানো ঘরটাতে, ওখানে কি ঘটছে?”

“শুধুই আয়না এবং সোনা। রুমের চারদিকে সোনার পাত লাগানো। ওখানে

কালো টেবিলের ওপর একটা বড়ো স্টেরিও সেট রাখা। আর টিভিতে ভি সি আর-এ কিছু একটা দেখছে। কিন্তু মোটেও ওর টিভি'র দিকে মনোযোগ নেই। দেখে মনে হচ্ছে কিছুর অপেক্ষায় ও বসে আছে।" ইতস্তত তাকিয়ে এলিস জেসপারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

"ওখানে আর কিছুই নেই?"

এলিস অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়লো। নিঃস্পন্দভাবে ওরা একে অপরের দিকে তাকালো।

"এর অর্থ কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সাথে সাথে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে কেউই মুখ খুললো না। এরপর জেসপার আমার মুখের দিকে তাকালো।

"এর অর্থ হচ্ছে জেমস তার পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছে। নতুন পরিকল্পনা আঁটতে ওই লোক একটা অন্ধকার ঘরে বসে আছে।

"আর আমরা জানি না, রুমটা কোথায় অবস্থিত?"

"না, আমরা তা জানি না।"

"কিন্তু আমরা ধারণা করেছিলাম ওয়াশিংটনের উত্তরের কোনো পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে ওই লোকটা রওনা হয়েছে?" এলিসের কণ্ঠ ম্লান কোণালো।

"আমরা কি ওকে ডাকতে পারি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। কোনো রকম সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে বিভ্রান্তভাবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আর তখনই ফোনটা বেজে উঠলো।

এলিস ফোনটা রিসিভ করে কানে ঠেকালো।

"কার্লিসল," এলিস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। এলিসকে খুব একটা অবাক মনে হলো না।

"হ্যাঁ," আমার দিকে তাকিয়ে এলিস বললো। দীর্ঘক্ষণ ও কথাগুলো শুনলো।

"আমি মাত্র তাকে দেখলাম।" এলিস আমাদের কাছে দৃশ্যগুলোর যে রকম বর্ণনা করেছিলো। টেলিফোনে একই বর্ণনা দিলো কার্লিসলকে। "যেভাবেই হোক ওকে নতুন পরিকল্পনা ফাঁদার সুযোগ দেয়া যাবে না...." এলিস একটু থামলো। "হ্যাঁ" আবার কথা বললো এলিস। এরপর ও আমার নাম উল্লেখ করলো, "বেলা?"

এলিস ফোনটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। এলিসের হাত থেকে আমি ফোনটা নিলাম।

"হ্যালো?" আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

"বেলা," এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলো।

"ওহ্ এ্যাডওয়ার্ড। আমি খবুই ভয়ে আছি।"

"বেলা," এ্যাডওয়ার্ড হতাশ ভঙ্গিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো,

"তোমাকে আমি বলেছিলাম, তোমাকে ছাড়া কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে না।" ওর কণ্ঠ শুনে এতোটাই ভালো লাগলো যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

"তুমি কোথায় এখন?"

"বেলা, ভ্যানকুভারের বাইরে আমরা। আমি দুঃখিত আমরা তাকে হারিয়ে

ফেলেছি। মনে হয় ও আমাদের সন্দেহ করছিলো। এ কারণে সতর্ক হয়ে যায়। সতর্ক হয়ে ও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে— এতোটাই দূরে সরে পড়েছে যে, ওর চিন্তাগুলো আর পড়তে পারছি না। কিন্তু এখন ও অন্যাদিকে খাওয়ার চিন্তা করছে এ কারণে মনে হচ্ছে নতুন কোনো পরিকল্পনা তৈরির চিন্তা করছে। আমরা ধারণা করছি ও ফরক্স্ এ ফিরে যাবে, যেখান থেকে ও যাত্রা শুরু করেছিলো।"

"আমি জানি, এলিসের কাছ থেকে আমি ও রকমই ধারণা পেয়েছি।"

"যদিও তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমাকে খুঁজে পাওয়ার মতো এখন তার মাথায় কোনো বুদ্ধিই নেই। ওকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ওখানেই অপেক্ষা করো।"

"আমি ভালোই থাকবো। এসমে কি চার্লির ওখানেই আছে?"

"হ্যাঁ–ওই মেয়েটা এখন শহরে। ও একবার তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলো। কিন্তু চার্লি তখন বাড়িতে ছিলো না কাজে গিয়েছিলো। ও চার্লির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেনি, সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এসমের সাথে চার্লি নিরাপদেই থাকবেন, তাছাড়া রোজালে ওদের ওপর ঠিকই নজর রাখছে।"

"এসমে ওখানে কি করছে?"

"সম্ভবত তাদের গতিপথ সম্পর্কে ধারণা নেবার চেষ্টা করছে। সমস্ত রাত ও শহরেই থাকবে। এয়ারপোর্ট থেকে রোজালে ওর পিছু নিয়েছিলো।

"তুমি তাহলে নিশ্চিত যে চার্লি নিরাপদেই আছেন?"

"হ্যাঁ, এসমে চার্লিকে ওই মেয়ের চোখে পড়তে দেবে না। অন্যদিকে আমরা তিনজনও খুব দ্রুত ওখানে গিয়ে পৌঁছবো। যদি ওই লোকটা ফরকস্ এর কাছে কোথাও থাকে তাহলে ঠিকই ওকে ধরে ফেলতে পারবো।"

"আমি তোমাকে খুব মিস্ করছি এ্যাডওয়ার্ড," আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম।

"আমি জানি বেলা। বিশ্বাস করো, আমি তা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি। মনে হচ্ছে আমার অর্ধেকটাই তোমার কাছে থেকে গেছে।"

"তাহলে চলে এসে তার প্রমাণ দাও," আমি অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরে বললাম কথাটা।

"যতো দ্রুত, সম্ভব আমি সেই চেষ্টাই করছি। তবে, তোমাকে নিরাপদে রাখাই হচ্ছে আমার প্রথম কাজ।" এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠ বেশ কঠিন কোণালো আমার কাছে।

"আমি তোমাকে ভালোবাসি এ্যাডওয়ার্ড," ওকে আমি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

"আমি তা খুব ভালোভাবেই জানি বেলা। আমিও তোমাকে খুবই ভালোবাসি। আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার কাছে ফিরে আসছি।"

"আমি তোমার ফিরে আসার অপেক্ষাতেই আছি," আমি বললাম।

এরই মধ্যে ফোনটা কেটে গেল, আর সাথে সাথে আমি আবার হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে গেলাম।

ফোনটা ফিরিয়ে দেবার সময় দেখতে পেলাম, এলিস এবং জেসপার টেবিলের ওপর ঝুঁকে একটা কাগজের ওপর কী যেন আকাঁ-ঝোকাঁ করছে। আমি ফিরে কাউচের

ওপর বসে পড়লাম।

এলিস একটা রুমের ছবি এঁকেছে— দীর্ঘ, আয়তাকৃতির, তবে তুলনামূলকভাবে বেশ অপ্রশস্ত। পেছন দিকে চৌকো আকৃতির একটা অংশ আছে। মেঝেটা কাঠের তৈরি। দেয়ালে চৌকো আকৃতির সব আয়না লাগানো। উচুঁতে দীর্ঘ ব্যান্ড সাটানো। এলিস এই ব্যান্ডকেই সোনার ব্যান্ড বলতে চাইছে।

"এটা তো ব্যালে স্টুডিও," আমি বললাম। আকৃতি দেখে আমি ঠিকই ধারণা করতে পারলাম।

ওরা আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালো।

"তুমি কি এই রুমটা চেনো?" জেসপার শান্ত কিন্তু উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো। মাথা নিচু করে এলিস আগের কাজেই ব্যস্ত হয়ে রইলো। এবার সে ঘরটার একপাশে এমারজেন্সি এক্সিট এবং কোণায় রাখা নিচু টেবিলের ওপরকার স্টেরিও এবং টিভি সেটটা এঁকে ফেলেছে।

"জায়গাটা আমার খুব চেনা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই জায়গাতে আমি নাচ শেখার জন্যে যেতাম— তখন আমার বয়স আট অথবা নয়। আকৃতিটা দেখে আমার একই রকম মনে হচ্ছে।" রুমটা এক প্রান্তের চৌকো আকৃতির ছোটো ঘরটার ওপর আমি টোকা দিলাম।◦"এখানে সম্ভবত একটা বাথরুম থাকার কথা এই দরজা দিয়ে অন্য ডান্স ফ্লোরে যাওয়া যায়। কিন্তু স্টেরিও সেটটা এখানে ছিলো," বাম পাশের এক কোণায় আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করলাম "এটা ছিলো পুরাতন মডেলের এবং এখানে কোনো টিভি সেটও ছিলো না। এখানে ওয়েটিং রুমে একটা জানালা ছিলো— ওয়েটিং রুমটা এদিক থেকে তাকালে দেখতে পাওয়ার কথা।"

এলিস এবং জেসপার অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

"তুমি একেবারে নিশ্চিত যে, এটা সেই জায়গাই?" জেসপার প্রশ্ন করলো। এখানো তার কণ্ঠ শান্তই কোণালো।

"না, একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না বেশির ভাগ ডান্স স্টুডিও কিন্তু একই রকম দেখতে— আয়না, সোনালি পাত বসানো।" এলিসের আঁকানো ছবির আয়নাগুলোর ওপর আঙুলের টোকা দিয়ে বললাম। "আমি শুধু বলতে চাইছি এর আকৃতি আমার পরিচিত।" ছবির দরজাটা স্পর্শ করলাম। যতোটুকু মনে পড়ে দরজাটা একইস্থানে ছিলো।

"কিছু দিনের ভেতর তোমার কি এই জায়গাটাতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন হয়েছিলো?" আমার ইতস্তত ভাবকে উপক্ষো করে এলিস প্রশ্ন করলো।

"না, আমার প্রায় দশ বছর এখানে যাওয়া হয়নি। আমি ভয়ংকর নৃত্য শিল্পী ছিলাম— আমার অবর্তমানে এ নিয়ে ওরা কম সমালোচনা করেনি।"

"তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না, এই নির্দিষ্ট স্থানের সাথেই তোমার কোনো সম্পর্ক ছিলো?" এলিস প্রশ্ন করলো আমাকে।

"না, এটা যে একই ব্যক্তির ডান্স ফ্লোর হতে পারে, তা কোনোভাবেই জোর দিয়ে বলতে পারি না। আমি শুধু বলতে পারি এটা ডান্স ফ্লোর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অন্য কোথাও যে হতে পারে না, তা তো নয়!"

"তুমি কোন ডান্স ফ্লোরে যেতে?" স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো জেসপার।

"মা'র বাড়ির এক কোণায় ছিলো সেটা। স্কুল ছুটির পর হেঁটেই যেতাম সেখানে..." আমি বললাম। তবে দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় আমার চোখ এড়ালো না।

"এই ফিনিক্স শহরে, তারপর?" জেসপারের কণ্ঠ স্বাভাবিক কোণালো।

"হ্যাঁ," দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি বললাম। ফিফ্‌টি-এইট স্ট্রীট এ্যান্ড ক্যাকটাস্।

আমরা তিনজনই চুপচাপ বসে থাকলাম। তবে তিনজনের দৃষ্টিই ওই হাতে আঁকা ছবিটার ওপর নিবদ্ধ।

"এলিস ওই টেলিফোনে কথা বলাটা কি নিরাপদ মনে করো?"

"হ্যাঁ," এলিস আমাকে নিশ্চিত করলো। "এই নাম্বার শুধু ওয়াশিংটন থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব।"

"তাহলে কি এটা থেকে আমার মা'কে একটা ফোন করা যেতে পারে?"

"আমার ধারণায় তিনি এখন ফ্লোরিডায়।"

"কিন্তু তার খুব শীঘ্রই বাড়ি ফেরার কথা, কিন্তু এটাও ঠিক এরই মধ্যে তিনি বাড়ি ফেরেননি..." আমার কণ্ঠ কেঁপে উঠলো। একটা চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ড জানালো যে লাল-চুলো মেয়েটাকে চার্লির বাড়ির কাছে, তারপর আমার স্কুলের কাছে দেখা গেছে। এর অর্থ হতে পারে ওই লাল-চুলো মেয়েটা হয়তো আমার রেকর্ড খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

"তোমার মা'র সাথে যোগাযোগ করবে কিভাবে?"

"উনাদের বাড়ির নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বার নেই— তবে মনে হয় তারা নিয়মিত ম্যাসেজ চেক করেন।"

"জেসপার?" এলিস ডাকলো। বিষয়টা নিয়ে জেসপার একটু চিন্তা করলো। "আমার মনে হয় না, এতে কোনো অসুবিধা আছে। তবে কোথায় আছো, তা কোনোভাবেই উল্লেখ করবে না।"

আমি ফোনটা নিয়ে পরিচিত নাম্বারটাতে ডায়াল করলাম। ফোনটা বারবার বেজে উঠলো। তারপরই রেকডকৃত মা'র কণ্ঠ শুনতে পেলাম। আমার জন্যে উনি একটা ম্যাসেজ রেখে গেছেন।

"মা," একটা বিপ্ বাজার সাথে সাথে আমি বললাম। "আমি বলছি, শোনো, আমার জন্যে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। এটা খুবই জরুরি। ম্যাসেজ পাওয়ার সাথে সাথে, এই নাম্বারে তুমি আমাকে কল্ করবে।" এলিস এরই মধ্যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। খুব সাবধানে নাম্বারটা তাকে জানিয়ে দিলাম। "আমার সাথে কথা না বলে তুমি দয়া করে কোথাও যাবে না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি ভালো আছি। কিন্তু তোমার সাথে আমার কথা বলা খুবই জরুরি। যতো পরেই তুমি এই ম্যাসেজ পাও না কেন, অবশ্যই আমার সাথে কথা বলবে, বুঝতে পারলে? আমি তোমাকে ভালোবাসি মা, বিদায়।" আমি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলাম, আমার পরিকল্পনা যেন সফল হয়।

সোফার ওপর বসে টেবিলে রাখা প্লেটের ওপর থেকে একটা আপেল তুলে নিলাম। এই দীর্ঘ সময়ে আসলে আমার তেমন কিছুই খাওয়া হয়নি। একবার চিন্তা

করলাম চার্লিকেও ফোন করবো কিনা। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলাম না, আদৌ চার্লি বাড়িতে না কি এখন অফিসেই আছেন।

এখন জেসপার কিংবা এলিসেরও কিছু করার নেই। কল্পনায় আঁকা ছবির ওপর এলিস নতুনভাবে কিছু আঁকার চেষ্টা করতে লাগলো।

আরেকবার ফোন আসার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমি সোফার ওপরই ঘুমিয়ে পড়লাম। এলিসের শীতল হাতের স্পর্শে আমি জেগে উঠলাম, ও আমাকে বিছানায় যাওয়ার জন্যে ডাকতে এসেছে। বালিশে মাথা রাখার সাথে সাথেই আমি আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

একুশ

আবারো বুঝতে পারলাম, খুব তাড়াতাড়ি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। বিছানায় শুয়েই অন্য ঘর থেকে এলিস এবং জেসপার কথা আমার কানে ভেসে এলো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম মাত্র ভোর দু'টো। এলিস এবং জেসপার সোফায় একসাথে বসে আছে। ছবিটা নিয়ে এলিস আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমার রুমে প্রবেশ করা ওর কেউই লক্ষ করলো না।

জেসপারের পাশে দাঁড়িয়ে আমি ছবিটার দিকে তাকালাম।

"এলিস কি নতুন কিছু দেখতে পেয়েছে?" আমি শান্ত কণ্ঠে জেসপারকে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, কোনো কারণে ও ঘর থেকে বেরিয়েছে। অবশ্য ও ভি.সি. আর-টা সাথে নিয়েছে। এখনও স্পষ্টভাবে কিছু বুঝতে পারছে না।"

এলিসের নতুন আঁকা ছবিটা আমি দেখতে লাগলাম। চৌকো আকৃতির একটা ছোটো ঘর। নিচু সিলং বরাবর ঘন রঙের বিম্। দেয়ালগুলো কাঠের। দেয়ালের রং গাঢ় রঙের অনেকটা আগেকার আমলের বাড়ির মতো। মেঝেতে গাঢ় রঙের পুরু কার্পেট পাতা। এটাও দেখে পুরাতন আমলেরই মনে হচ্ছে। দক্ষিণের দেয়ালে বড়ো একটা জানালা এবং পশ্চিম বরাবর চোখে পড়ছে একটা লিভিং রুম। ছবিতে একটা টিভি এবং ভি সি, আর-ও দেখানো হয়েছে ওগুলো ছোটো ছোটো দুটো কাঠের টেবিলের ওপর রাখা। টিভির সামনে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির একটা সোফা পাতা।

"ওর কলে আমার টেলিফোনের কথা পৌছেঁছিল।" আমি ফিসফিস করে বললাম।

দুই জোড়া চোখ একই সাথে আমার ওপর নিবদ্ধ হলো।

"ওটা আমার মা'র বাড়ি।"

এলিস ইতোমধ্যে টেলিফোনে ডায়াল শুরু করেছে। স্বভাববিরুদ্ধভাবে জেসপার একেবারে আমার পাশে এসে বসেছে। ও আমার কাঁধের ওপর মৃদু টোকা দিলো। এলিস বিড়বিড় করে ফোনে কী যেন বলতে শুরু করেছে।

"বেলা," এলিস বললো।

"বেলা, এ্যাডওয়ার্ড তোমাকে নিতে আসছে। এ্যাডওয়ার্ড, এমেট এবং কার্লিসল তোমাকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবে। কিছু সময়ের জন্যে তোমাকে লুকিয়ে রাখবে।"

"এ্যাডওয়ার্ড আসছে?" উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, ও সিয়াটেল থেকে প্রথম ফ্লাইট ধরার চেষ্টা করছে। ওর সাথে আমাদের এয়ারপোর্টে দেখা হবে। ওর সাথে তুমি এই স্থান ত্যাগ করবে।"

"কিন্তু আমার মা...ও এখানে এসেছে আমার মায়ের জন্যে!" এলিস জেসপারের দিকে তাকিয়ে হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মতো আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

"জেসপার এবং আমি যতোক্ষণ পর্যন্ত আছি, ততোক্ষণ উনি নিরাপদেই থাকবেন।"

"এলিস আমি জিততে পারিনি। চিরকাল আমাদের সবাইকে তোমরা পাহারা দিয়ে রাখতে পারবে না। তুমি কি দেখছো না ও কী করে বেড়াচ্ছে? ও শুধুমাত্রা আমাকেই অনুসরণ করছে না। ও এমন সব মানুষদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমি যাদের ভালোবাসি...এলিস, আমি পারবো না–"

"বেলা, আমরা সবাই মিলে ওকে ধরবোই," এলিস আমাকে নিশ্চিত করলো।

"আমি এখন মোটেও ঘুমোবো না।" প্রতিবাদের সুরে বললাম আমি।

আমি রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমি জানি যে এ সময় এলিস আমাকে বিরক্ত করতে আসবে না। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আমি চিন্তা করতে লাগলাম—অন্ধকার ভবিষ্যত ছাড়া কিছুই চিন্তা করতে পারলাম না। আমার মনে একটাই চিন্তা খেলা করতে লাগলো, এর আগে ওদের হাতে আর কতোজনকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে।

আমার মনে শুধু একটাই সন্তুষ্টি, এ্যাডওয়ার্ডের সাথে খুব শীঘ্রই আমার দেখা হতে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ও এর একটা সমাধানের পথ দেখাতে পারবে।

ফোনটা বেজে ওঠার সাথে সাথে আমি ফ্রন্টরুমে এসে হাজির হলাম। রুমে ঢোকার সময় খানিকটা বিব্রত মনে হলো আমাকে। তবে মনে হয় না ওদের আমি খুব একটা বিরক্ত করছি।

যেমনভাবে এলিস এক নাগাড়ে কথা বলে, এখন ও তেমনভাবেই কথা বলছে, কিন্তু প্রথমেই আমার যা নজরে পড়লো, তা হলো, রুমে জেসপার অনুপস্থিত। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম সকাল সাড়ে পাঁচটা।

"ওরা কেবল মাত্র প্লেনে উঠতে যাচ্ছে," এলিস আমাকে বললো।

"নয়টা পয়তাল্লিশের ভেতর ওরা এখানে এসে পৌছবে।"

"জেসপার কোথায়?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ও চেক আউট করার জন্য বেরিয়ে পড়েছে।"

"তোমরা তাহলে আর এখানে অপেক্ষা করছো না?"

"না, আমরা তোমার মা'র বাড়ির কাছাকাছি অবস্থান নেবার চেষ্টা করছি।" এলিসের কথা শুনে আমার পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো।

কিন্তু ফোনটা আবার বেজে ওঠায় আমার চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল। এলিসকে

দেখে বেশ অবাক মনে হলো। কিন্তু ইতোমধ্যে আমি সামনে এগিয়ে ফোনটা নেবার জন্য হাত বাড়ালাম।

"হ্যালো?" এলিস জিজ্ঞেস করলো। "না, ও এখানে বেশ ভালোই আছে।" ও ফোনটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"হ্যালো?"

"বেলা? বেলা?" বুঝতে পারলাম এটা মা'র কণ্ঠ। এই পরিচিত কণ্ঠ আমি হাজার বারেরও বেশি শুনেছি। আতংকিত কণ্ঠে মা কথা বলছেন। মা'র এ ধরনের আতংকিত কণ্ঠস্বর সেই ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। যখনই আমি সাইডওয়াকের ধারে চলে গেছি অথবা ভিড়ের ভেতর তার হাতছাড়া হয়ে গেছি, তখনই তিনি এ রকম আতংকিত কণ্ঠে আমাকে ডেকে উঠেছেন।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি এমনই আশা করেছিলাম।

"মা, শান্ত হও," যতোটা সম্ভব নিজেকে সংযত করে আমি বললাম। ধীর পায়ে আমি এলিসের কাছ থেকে সরে এলাম। ওর দৃষ্টির সামনে মিথ্যেগুলো গুছিয়ে বলতে পারবো কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সবকিছুই ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? শুধু একটা মিনিট সময় দাও, আমি সব ব্যাখ্যা করছি তোমাকে।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। মা এতোক্ষণে একবারও আমার কথার মাঝখানে কথা বলার চেষ্টা করেননি।

"মা?"

"খুব সাবধান, যতোক্ষণ না কিছু বলতে বলবো, ততোক্ষণ তুমি কোনো কথাই বলবে না!" যে কণ্ঠটা এখন আমি শুনতে পেলাম তা আমার একেবারে অপরিচিত এবং অপ্রত্যাশিত। এটা একটা পুরুষের চড়া কণ্ঠ, খুবই শান্ত, কিন্তু ভিন্ন ধরনের কণ্ঠস্বর—এ ধরনের কণ্ঠস্বর মূল্যবান গাড়ির বিজ্ঞাপনে সাধারণত কোণা যায়।

"এখন আমি আসল প্রসঙ্গে আসি, তোমার মাকে আঘাত করার মোটেও আমার ইচ্ছে নেই। সুতরাং আমি যা যা বলবো, তুমি সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করবে। আশাকরি এতে তোমার মা ভালোই থাকবেন।" লোকটা মিনিট খানিকের জন্যে চুপ করে থাকলো। এই সামান্য সময়টুকুতেই একটা আতংক মেরুদণ্ড বেয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। "এই তো লক্ষ্মী মেয়ে," ধন্যবাদ জানানোর স্বরে বললো লোকটা "এখন আমার সাথে সাথে কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করবে। আরেকটা কথা, তোমার কণ্ঠস্বরকে একেবারে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করবে।

"না, মা তুমি যেখানে আছো, সেখানেই থাকো।" আমার কণ্ঠ ফিসফিস করে কথা বলার মতো কোণালো।

"আমি দেখছি কাজটা ক্রমশ দূরহ হয়ে পড়ছে।" ওই লোকটার কণ্ঠে এক ধরনের আমুদে এবং বন্ধুত্বের সুর। "তুমি এখনো অন্য রুমে যাচ্ছো না কেন? তোমার মুখের অভিব্যক্তি কি সবকিছু ভেস্তে দেবে না? মাকে তো তোমার কষ্ট দেয়া উচিত নয়। স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হাঁটতে তুমি বলো, "মা, দয়া করে তুমি আমার কথা শোনো। "কথাটা তুমি এখনই বলো।"

"মা, দয়া করে তুমি আমার কথা শোনো" শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলতে বলতে আমার

বেডরুমের দিকে হাঁটতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম, এলিস চিন্তিত হয়ে পড়েছে এবং আমার পেছন পেছন এগিয়ে আসছে। বেডরুমে ঢুকে এলিসের মুখের ওপরই আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। বুঝতে পারলাম, আতংক এবার আমার মস্তিষ্ককে আঁকড়ে ধরেছে।

"এখন কি তুমি একা? শুধু হ্যাঁ, অথবা না বলবে।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি নিশ্চিত ওরা তোমার কথা ঠিকই শুনছে।"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে, কাজের কথায় আসা যাক," লোকটা আবার বলতে শুরু করলো, "বলো, "মা, আমাকে বিশ্বাস করো।"

"মা, আমাকে বিশ্বাস করো।"

"আমি যেমনটা আশা করেছিলাম, তার চাইতেও বেশ ভালো বলেছো তুমি। আমি অপেক্ষা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার মা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চলে এসেছেন। এতে কাজটা আমার বেশ সহজ হয়ে গেছে, তাই নয় কি? তোমাকে উৎকণ্ঠায় থাকতে হলো না, উত্তেজনায় থাকতে হলো না।"

এরপর লোকটা কী বলে তা কোণার আশায় আমি চুপ করে থাকলাম।

"এখন আশা করবো তুমি আমার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আমি চাই তুমি তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে যাও; কি মনে হয়, তুমি তা পারবে? হ্যাঁ অথবা না, এককথায় উত্তর দিবে।"

"না।"

"শুনে খুব দুঃখ পেলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি চিন্তাশীল মেয়ে। তুমি কি একবারো চিন্তা করে দেখেছো, তোমার সরে যাওয়ার ওপর তোমার মা'র জীবন নির্ভর করছে? হ্যাঁ অথবা না বলো।"

যেভাবেই হোক এটা একটা সুযোগ বটে। আমার মনে পড়লো, আমাদের এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা। স্কাই হারবার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট; নিজেকে বিভ্রান্ত মনে হলো আমার...

"হ্যাঁ।"

"খুব ভালো কথা। আমি জানি কাজটা তোমার জন্য সহজ নয়, কিন্তু তুমি কারও সাথে আসছো, সামান্য ধারণাও যদি আমি পাই, ভালো কথা তা কিন্তু তোমার মা'র চরম পরিণতি ডেকে আনবে," বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠ প্রতিজ্ঞা করলো। "নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, তুমি কারও সাথে আসছো কিনা আমরা তা কতো দ্রুত জেনে যেতে পারি। আর সে রকম যদি তুমি কিছু করতে যাও, তাহলে যে তোমার মা'কে হত্যা করতে আমার মিনিট খানিক সময়ও লাগবে না, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ অথবা না বলো।"

"হ্যাঁ।" আমার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে এলো।

"খুব ভালো কথা বেলা। এখন তোমাকে ওই কাজটাই করতে হবে। আমি চাই তুমি তোমার মা'র বাড়িতে যাবে। এরপর যে ফোন করা হবে, তখন একটা নাম্বার

দেয়া হবে। তুমি তাতে কল করবে, তখনই বলে দেয়া হবে কোথায় তোমাকে যেতে হবে।" আমি ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছি কোথায় আমাকে যেতে হবে এবং কোথায় এর শেষ হবে। "তুমি কি তা করতে পারবে। হ্যাঁ অথবা না বলো।"

"হ্যাঁ।"

"বেলা, দয়া করে যা কিছু করবে, তা দুপুরের আগেই করবে। সারাদিন আমার পক্ষে অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব নয়।"

খুব ভদ্র কণ্ঠে বললো কথাটা।

"কোথায় যেতে হবে?" আমি তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

"আহ্, এখন থেকে খুব সাবধান হতে হবে বেলা। আমি কথা না বলা পর্যন্ত কোনোকিছুই বলবে না দয়া করে।"

আমি চুপ করে থাকলাম। "বন্ধুদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর মোটেও তোমাকে উত্তেজিত হওয়া যাবে না। ওদের বলবে যে, মা তোমার সাথে কোনো জরুরি কথা বলতে চান এবং এ কারণে অবশ্যই খানিকক্ষণের জন্য বাইরে বেরুতে হবে। এখন যা বলছি সেই কথাটার পুনরাবৃত্তি করো, "মা ধন্যবাদ তোমাকে। এখন কথাটা বলো।"

"মা ধন্যবাদ তোমাকে।" আমার চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে নামতে লাগলো। যথাসম্ভব আমি চোখের পানি রোধ করার চেষ্টা করলাম।

বলো, "আমি তোমাকে ভালোবাসি মা, তোমার সাথে আমার খুব শীঘ্র দেখা হচ্ছে। এখন এই কথাটা বলো।"

"আমি তোমাকে ভালোবাসি মা, তোমার সাথে আমার খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে।" অবশ্য এটা আমার মনের কথাও।

"শুভ বিদায় বেলা। আমি বুঝতে পারছি, আবার তোমার সাথে দেখা হতে যাচ্ছে আমার।" ও ফোন বন্ধ করে দিলো।

ফোনটা আমি কানের কাছেই ধরে রাখলাম। আতংকে আমার আঙুলের জোড়াগুলো শক্ত হয়ে গেছে। আর এ কারণে আমি ফোনটা কানের কাছে নামাতে পর্যন্ত পারছি না।

এখন আমার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত। কিন্তু এখন মাথার ভেতরটা মা'র আতংকিত কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফলে নতুনভাবে কোনো কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা আর নেই।

দুঃখের দেয়ালটা কীভাবে ভেঙে ফেলা যায়, ধীরে ধীরে আমি তা নিয়েই চিন্তা করতে লাগলাম। এখন আমার ওই আয়না লাগানো ঘরটাতে ফিরে যাওয়া এবং মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অবশ্য এমন নিশ্চয়তা নেই যে, এরপরও মাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। কিন্তু চেষ্টা আমাকে ঠিকই করতে হবে। এ ছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায়ও নেই।

আতংকটাকে যতোটা সম্ভব আমি দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। আমার সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই ফেলেছি। আমাকে এখন দ্রুতই চিন্তা করতে হচ্ছে, কারণ এলিস এবং জেসপার আমার অপেক্ষায় আছে। যেভাবেই হোক ওদের সামনে আমাকে স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে– কোনোভাবেই ওদের সন্দেহের উদ্বেগ হতে দেয়া যাবে না।

আমি নিজেকে কিছুটা হলেও ভাগ্যবান মনে করছি। কারণ ও এখানে উপস্থিত নেই। এখানে থাকলে গত পাঁচ মিনিটের সমস্ত ঘটনাগুলো ও চিন্তা করে বের করে ফেলতো। ওদের আমি সন্দেহমুক্ত রাখবো কীভাবে সেটাও এখন চিন্তা বটে।

কীভাবে পালানো যায়, তা নিয়েই এখন আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে।

আমি জানি অন্য ঘরে এলিস আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ফোনে কী আলাপ হলো তা জানার জন্যে নিশ্চয়ই ঔৎসুক্য হয়ে আছে। কিন্তু জেসপার ফিরে আসার আগেই আমি ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ নিতে চাই।

এ্যাডওয়ার্ডের সাথে আমার আর দেখা হচ্ছে না, এ বিষয়ে এখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি। এমনকি আয়না লাগানো ওই রুমেও শেষবারের মতো আমি এ্যাডওয়ার্ডের চেহারা দেখতে পাবো না। ওকে প্রচণ্ড মর্মাহত করতে হচ্ছে আমাকে। ওকে আমি শুভ বিদায় জানানোর সুযোগটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। নির্যাতনের স্রোত আমি সহজভাবে গ্রহণ করে নিচ্ছি। এই স্রোত নিজের মতো করে তার গণ্ডিপথ তৈরি করে নিয়েছে। কিন্তু আমি এই স্রোতকে ঠেলে দূরে সরিয়েও দিলাম। বরং এলিসের সাথে সাক্ষাত করাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলাম বর্তমানে।

আমি এলিসকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ দিলাম না। আমার শুধু একটা স্ক্রীপ্টই মুখস্ত আছে। আমি এলিসকে সেটাই কোণালাম।

"মা খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। উনি বাড়ি ফিরে আসতে চাইছেন। কিন্তু অনেক কষ্টে তাকে যেখানে আছেন, ওখানেই আটকে রাখার চেষ্টা করেছি।" আমার কণ্ঠ একেবারেই ম্লান কোণালো।

"আমরা নিশ্চিত জানি যে তিনি ভালোই আছেন। বেলা, তোমার উৎকণ্ঠিত বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম– সত্যিকার অর্থে আমার উৎকণ্ঠিত মুখ তাকে দেখাতে চাইলাম না।

টেবিলের ওপর রাখা এলিসের আঁকা ছবিটার দিকে একবার তাকালাম। ওটা দেখতে দেখতে একটা নতুন পরিকল্পনার চিন্তা করতে লাগলাম। ওই কাগজটার পাশেই একটা খাম পড়ে আছে। ভেবে দেখলাম কাজটা আমি সহজেই করতে পারবো।

"এলিস," ওর দিকে না ঘুরে শান্ত কণ্ঠে আমি বললাম। আমার কণ্ঠকে যতোটা সম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা করলাম।

"যদি মাকে আমি একটা চিঠি লিখি, তুমি কি সেটা তার হাতে দিতে পারবে? আমি বলছিলাম চিঠিটা আমি বাড়িতেই রেখে যাবো।"

"অবশ্যই বেলা।" ওর সতর্ক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি ওর কাছে আসার পর থেকেই কিছু একটার যোগসূত্র মেলানোর চেষ্টা করছে। বর্তমানে আমার আবেগকে যতোটা সম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা করলাম।

আমি আবার বেডরুমে গিয়ে ঢুকলাম এবং স্থির হয়ে বেডসাইড টেবিলে লিখতে বসলাম।

"এ্যাডওয়ার্ড," আমি লিখলাম। এতোটুকু লিখতে গিয়েই আমার হাত কাঁপতে লাগলো। ফলে লেখাগুলো পড়ার যোগ্য হলো কিনা বুঝতে পারলাম না।

আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ওই লোকটা মা'র কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, এবং আমি তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এতে আদৌ কাজ হবে কিনা, জানি না। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

এলিস এবং জেসপারের ওপর মোটেও রাগ করবে না। যদি এদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারি, তাহলে সেটা হবে এক অলৌকিক ঘটনা। আমার পক্ষ থেকে ওদের ধন্যবাদ জানাবো। বিশেষ করে এলিসকে।

এবং বিনীত অনুরোধ জানাবে তুমি ওই লোকটার পিছু তাড়া করবে না– দয়া করে অনুরোধ তুমি রক্ষা করবে। তুমি পিছু তাড়া করবে, এমনই ধারণা করছে জেমস। আমার কারণে কারও কোনো ক্ষতি হোক আমি তা মোটেও চাইবো না, বিশেষত তোমার কোনো ক্ষতি হোক, আমি তা কল্পনাও করতে পারি না। এখন শুধু তোমাকে আমার একটা কথাই বলার আছে।

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমাকে ক্ষমা করো।

বেলা।

বাইশ

যতোটুকু প্রয়োজন, তার চাইতে চিন্তাগুলো সাজিয়ে নিতে অনেক কম সময় নিলাম– আতংক, হতাশা সবকিছু মিলিয়ে আমার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। মনে হলো স্বাভাবিকের চেয়ে সময়ের কাঁটা অনেক ধীর গতিতে এগুচ্ছে। এলিসের ঘরে যখন ফিরে গেলাম, তখন পর্যন্ত জেসপার ফিরে আসেনি। ওর সাথে একই রুমে বসে থাকতে আমার খানিকটা ভয় হলো– ভয়, এ কারণে যে, ও হয়তো কোনো ধারণা করে ফেলবে...এবং ভয় এ কারণে যে, তখন সবকিছু লুকিয়ে রাখা বেশ কষ্টকরই হয়ে দাঁড়াবে।

আমি এখন অনেক কিছু চিন্তা করতে পারছি ভেবে বেশ অবাকই হলাম। তবে চিন্তাগুলো আমার মনের ওপর চরমভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে। একই সাথে চিন্তাগুলো বিক্ষিপ্তও বটে। কিন্তু আরো বেশি অবাক হলাম, যখন দেখলাম এলিস টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে। শুধু তাই নয়, ও দু হাতে টেবিলের কোণাটা আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

"এলিস?"

আমি ওকে ডাকার পরও, কোনো পরিবর্তন লক্ষ করলাম না, কিন্তু ওর মাথাটা এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগলো। আমি ওর চেহারা দেখতে পেলাম। ওর চোখজোড়া নির্লিপ্ত, হতাশ...আমার চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললাম। নতুন করে মাকে নিয়ে আবার চিন্তা শুরু করলাম।

আমি দ্রুত এলিসের পাশে গিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরলাম।

"এলিস!" জেসপারের আকস্মিক ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, এরপরই ও

এলিসের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

"এটা কি?" জেসপার জানতে চাইলো।

আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে এলিস জেসপারের বুক বরাবর তাকালো।

"বেলা," এলিস বললো।

"আমি এখানে ভালোই আছি," আমি জবাব দিলাম।

এলিস ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালো। এখনো ওর চোখজোড়াকে নির্লিপ্তই মনে হলো। আমি এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম, এলিস আসলে আমার সাথে কথা বলেনি, ও আসলে জেসপারের প্রশ্নের জবাব দিয়েছে।

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছো এলিস?" আমি জিজ্ঞেস করলাম– এছাড়া আমি আর কোনো প্রশ্নও খুঁজে পেলাম না।

তীক্ষ্ণ চোখে জেসপার আমার দিকে তাকালো। অভিব্যক্তিকে যতোটা সম্ভব সংযত রেখে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিভ্রান্ত চোখে ও একবার এলিসের দিকে একবার আমার দিকে তাকাতে লাগলো। ওদের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে ধারণা করতে পারলাম এলিস আসলে দেখতে পেয়েছে কী ঘটনা ঘটতে চলেছে।

এলিস এতোক্ষণে নিজেকে ধাতস্ত করতে পারলো।

"তেমন কিছু নয়," অবশেষে এলিস জবাব দিলো। ওর কণ্ঠস্বর অনেকটাই শান্ত এবং নির্লিপ্ত কোণালো। "শুধু ওই আগের রুমটাই দেখতে পাচ্ছি।"

এলিস অবশেষে সরাসরি আমার দিকে তাকালো। তার অভিব্যক্তি স্বাভাবিকই মনে হলো। "তুমি কি এখনই ব্রেকফার্স্ট করবে?"

"না, এয়ারপোর্টে গিয়েই কিছু একটা খেয়ে নেবো।" আমিও শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম। শাওয়ার নেবার জন্যে আমি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। জেসপারের সবকিছু জেনে যাওয়ার অতন্দ্রীয় ক্ষমতার কারণেই। এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্যে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। যখন শুনলাম সাতটার ভেতরই এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি, শুনে বেশ ভালো লাগলো। এ সময় কালো গাড়িটার পেছন দিকে চুপচাপ বসে থাকলাম। এলিসকে আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। ওর মুখ জেসপারের দিকে ঘুরানো, কিন্তু সানগ্লাসের পেছনের চোখ জোড়া আদৌ কী দেখছে, এখান থেকে তা আমার মোটেও জানার কথা নয়।

"এলিস?" আমি একটু ভিন্নভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

ও সতর্ক হয়ে উঠলো। "হ্যাঁ?"

"এটা কিভাবে কাজ করে? তুমি যে সব কিছুই দেখে ফেলতে পারছো?"

পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম। "এ্যাডওয়ার্ড বলেছে, এটা সবসময় নির্ভুল নাও হতে পারে...এর কি পরিবর্তন হতে পারে না?" এ্যাডওয়ার্ডের নামটা উচ্চারণ করতে আমার বেশ কষ্টই হলো।

"হ্যাঁ পরিবর্তন হতে পারে...," এলিস বিড়বিড় করে বললো। "কিছু কিছু বিষয় আছে, অন্যান্য বিষয়ের চাইতে দ্রুত ঘটে...অনেকটা আবহাওয়ার মতো। মানুষদের নিয়ে চিন্তা করা বেশ কঠিন ব্যাপার। মানুষ যখন কোনো ভিন্ন ধরনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখনই আমি তাদের দেখতে পাই। কিন্তু ওই ব্যক্তির মন যদি সামান্যও পাল্টে

যায়– যদি কোনো নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা যতো ক্ষুদ্রই হোক– তাহলে সবকিছুই ভেস্তে যেতে পারে।"

আমি মাথা নাড়লাম। "তাহলে জেমস যতোক্ষণ পর্যন্ত না ফিনিক্স-এ আসার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি কিছুই দেখতে পারছো না।"

"হ্যাঁ," এবারো ও সতর্ক কণ্ঠে জবাব দিলো।

এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে জেমসের সাথে আমি যতোক্ষণ না ওই আয়না লাগানো ঘরের কথা চিন্তা করছি ততোক্ষণ পর্যন্ত এলিস কোনই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। তাহলে সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে মোটেও আমাকে চিন্তা করা যাবে না। তবে অবশ্য এটাকে এক ধরনের অসম্ভব কাজই বলতে হবে।

আমরা এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলাম। ভাগ্য মনে হয় আমার সহায় হলো অথবা এটাকে বলা যেতে পারে মন্দের ভালো। এ্যাডওয়ার্ডের প্লেন চার নম্বর টার্মিনালে নামতে যাচ্ছে– ব্যস্ত টার্মিনাল, এখানেই সাধারণত বেশিরভাগ প্লেন ল্যান্ড করে। আমার এ ধরনের একটা টার্মিনালেরই প্রয়োজন ছিলো। অনেক বড়ো, সাধারণত মানুষের ভিড়ে সবাই হকচকিয়ে যায়। এখন তিন নম্বর লেভেল দিয়ে প্রবেশ করতে পারলেই সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

আমরা চার নাম্বার ফ্লোরে গাড়ি পার্ক করলাম। এখানে প্রচুর পরিমাণ গ্যারেজের সুবিধা আছে। আমরা তিন নাম্বার ফ্লোরে নেমে আসার জন্যে এ্যালিভেটরে উঠে পড়লাম। এখান দিয়েই সমস্ত যাত্রীকে প্রবেশ করতে হবে। বর্হিগমন ফ্লাইটের তালিকার দিকে এলিস এবং জেসপার দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। বিভিন্ন শহরের ভালো-মন্দ নিয়ে ওদের আমি আলোচনা করতে শুনলাম– নিউ ইয়র্ক, আটলান্টা, শিকাগো। এ স্থানগুলোই কোনোটাই আমার দেখা নয়, হয়তো কোনোদিন আর দেখাও হবে না।

মেটাল ডিটেক্টর পার হয়ে সারিবদ্ধভাবে সাজানো চেয়ারগুলোর তিনটাতে গিয়ে বসলাম। জেসপার এলিস মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মানুষজনদের দেখছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ওর নজর আমার ওপরেই। আমার প্রতিটা নড়াচড়া ওরা আড়চোখে লক্ষ করছে। আমি কি তাহলে দৌড় দিবো?

এই লোকজনের ভিড়ে ওরা কি আমাকে আঁটকাতে পারবে? নাকি ওরা সহজভাবেই আমাকে অনুসরণ শুরু করবে?

আমার পকেট থেকে এ্যানভেলাপটা বের করে তা এলিসের কালো লেদার ব্যাগের ওপর রেখে দিলাম। ও একবার আমার দিকে তাকালো।

"আমার চিঠি," আমি বললাম। এলিস মাথা নেড়ে, ট্যাপ ফ্ল্যাপের ভেতর চিঠিটা ঢুকিয়ে রাখলো। খুব শীঘ্রই এ্যাডওয়ার্ড এটা দেখতে পাবে।

যতোই সময় গড়াতে লাগলো এ্যাডওয়ার্ডের আসার সময়ও এগিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু জানি যে, এখন তা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

এলিস এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার ব্রেকফার্স্ট সেরে নেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তাকে না বলে দিয়েছি।

আমি এরাইভালো বোর্ডের দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম একের পর এক

ফ্লাইট সময়মতো এসে নামছে এয়ারপোর্টের মাটিতে। সিয়েটাল থেকে আসা ফ্লাইটটা এবার বোর্ডের একেবারে ওপরে দেখতে পেলাম।

এরপর পালানোর জন্যে আমার হাতে শুধু ত্রিশ মিনিট সময় থাকবে। ওর আসার সময়ও পাল্টে গেছে। দশ মিনিট আগেই এসে পৌঁছেচ্ছে ওর ফ্লাইট। এখন আমার হাতে মোটেও সময় নেই।

"এখন মনে হয় আমার খাওয়ার সময় হয়েছে," আমি দ্রুত এলিসের উদ্দেশ্যে বললাম।

এলিস দাঁড়িয়ে পড়লো। "আমি তোমার সাথে আসছি।"

"তোমার বদলে যদি জেসপার আসে, তাহলে কি তুমি কিছু মনে করবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আমি খানিকটা..." বাক্যটা আমি সম্পূর্ণ করলাম না।

জেসপার উঠে দাঁড়ালো। এলিসের চোখে-মুখে এক ধরনের সঙ্কা, কিন্তু– আমি স্বস্তিবোধ করলাম– ও বোধহয় কিছু সন্দেহ করছে না।

জেসপার আমার পাশে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো। ওর হাত আলতোভাবে আমার পিঠ ছুঁয়ে আছে– দেখে মনে হতে পারে ও আমাকে গাইড করে নিয়ে চলেছে। প্রথমবার এয়ারপোর্টের কোনো ক্যাফে দেখার পরও আমার মনে কোনো আগ্রহ জন্মালো না। সত্যিকার অর্থে আমি যা চাই সেটাই এখন আমার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবশেষে কোণার দিকে আমি তা দেখতে পেলাম, এলিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়ালে; লেভেল থ্রী'র "লেডিস রুম।"

"তুমি কি কিছু মনে করবে?" জেসপারের পাশে হাঁটতে হাঁটতে আমি প্রশ্ন করলাম। "আমার সামান্য একটু সময় লাগবে।"

"আমি এখানেই অপেক্ষা করছি," ও বললো।

যতো দ্রুত সম্ভব আমার পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, আমি দৌড়াতে শুরু করলাম। সময়টা হিসেব করে নিলাম। বাথরুম থেকে নিজেকে হারিয়ে ফেলা আমার জন্যে মোটেও কষ্টকর হলো না, কারণ এর বেরুনোর পথ দুটো।

দরজা দিয়ে বেরুতে এ্যালিভেটর পর্যন্ত দুরত্বটুকু অতি সামান্য। জেসপারের যেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা সেখানেই যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে কোনোভাবেই এখন আমি তার নজরে আসবো না। দৌড়ানোর সময় একবারো পেছন ফিরে তাকানোর সাহস পাইনি। এটাই এখন আমার একমাত্র পালানোর সুযোগ। এমনকি ও যদি দেখেও ফেলে, আমি এভাবেই দৌড়াতে থাকবো। লোকজন অবাক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে, কিন্তু তাদের এই তাকানোয় মোটেও পাত্তা দিলাম না। কোণার দিকে পৌঁছতেই দেখতে পেলাম এ্যালিভেটরটা মাত্র নামার প্রতিক্ষায়– দরজাটা মাত্র বন্ধ হতে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে, দরজার ফাঁকে হাত গলিয়ে দিয়ে সেটা আবার খুলে ফেললাম। ভেতরে ঢুকে বুঝতে পারলাম এ্যালিভেটরের প্যাসেঞ্জাররা আমার ওপর বেশ বিরক্ত। লেভেল ওয়ানের বাটনটা চাপার সময় দেখতে পেলাম, ইতোমধ্যে ওটা চেপে রাখাই হয়েছে– "ওয়ান" লেখা বাটনটা জ্বল জ্বল করছে।

এ্যালিভেটরের দরজা খোলা মাত্র আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। বেরুনোর সময় বিরক্ত প্যাসেঞ্জারদের কিছু সমালোচনা আমার কান এড়ালো না। লাগেজ নেয়ার জন্যে

যাত্রীদের হৈ-হুল্লোড়ের কারণে আমার দৌড়ের গতি সামান্য কমাতে বাধ্য হলাম। 'বাহির' লেখা দরজার কাছে এসে আমি দৌড় থামালাম। জেসপার এখনো আমাকে লক্ষ করছে এমন ধারণা করার কোনোই কারণ নেই আমার। তবে, ও যদি আমার গন্ধ অনুসরণ করে ধরার চেষ্টা করে তাহলে কয়েক সেকেন্ডও লাগবে না আমার কাছে পৌঁছতে। অটোমেটিক দরজা দিয়ে আমি লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

যাত্রীদের জটলার কারণে কোনো ক্যাব নজরে এলো না।

আমার হাতে মোটেও সময় নেই।

এলিস এবং জেসপার নিশ্চয়ই এতোক্ষণে বুঝে ফেলেছে যে, আমি পালিয়েছি।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে থাকতে দেখতে পেলাম একটা সাট্ল হাইয়েট-এর দরজা বন্ধ হতে যাচ্ছে।

"দাঁড়াও!" দৌড়াতে দৌড়াতে আমি চিৎকার করে উঠলাম। ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে আমি হাত নাড়তে লাগলাম।

"এটা হাইয়েট যাওয়ার সাট্ল?" দরজাটা খোলার পর ড্রাইভার আমার উদ্দেশ্যে বললো।

"হ্যাঁ," আমি সমর্থন জানালাম, "ওখানেই আমি যাবো।" দ্রুত আমি সাটল-এ উঠে গেলাম।

প্রায় সবগুলো সিট-ই খালি পড়ে আছে। অন্যান্য যাত্রীদের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে গিয়ে বসলাম আমি। জানালা পথে আমি বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। সাইড ওয়ার্ক, এয়ারপোর্ট—একে একে সব পেছনে সরে যাচ্ছে। এখন আর আমি এ্যাডওয়ার্ডের কথা মাথায় আনতে চাইলাম না। আমি এখন কাঁদতেও পারবো না, নিজেকে নিজে বুঝ দিলাম আমি।

ভাগ্য এখনো আমার সহায়-ই বলতে হবে। হাইয়েট এর সামনের দিকে, ক্লান্ত দৃষ্টির বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একটা ক্যাবের ট্রাঙ্ক থেকে শেষ স্যুটকেসটা নামাচ্ছেন। সাটল থেকে আমি প্রায় ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলাম, এবং ক্যাবের দিকে দৌড়ে গেলাম। ক্যাবিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ওর পেছনের সিটটাতে বসে পড়লাম। ক্লান্ত দৃষ্টির বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-এবং সাটল ড্রাইভার একই সাথে অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

বিস্মিত ক্যাবিকে আমি মা'র ঠিকানাটা বললাম। "যতো দ্রুত সম্ভব আমার ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন।"

"এটা তো স্কটসডেল-এ" অনেকটা অভিযোগের সুরে বললো ক্যাবি।

ওর পাশের সিটের ওপর আমি চারশ বিশ ডলার ছুঁড়ে দিলাম।

"এটা কি যথেষ্ট?"

"অবশ্যই কিড, কোনো সমস্যাই নেই।"

সিটে বসে কোলের ওপর হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকলাম। পরিচিত শহরটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে তাকানোর কোনো প্রয়োজন বোধ পর্যন্ত করলাম না। বরং আমার পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। এখন পর্যন্ত ঠিকমতোই এগুতে পেরেছি। তবে সামনে আমার জন্যে কী অপেক্ষা করছে, তার কিছুই আমি জানি না।

অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমি চোখ বন্ধ করে দিবা স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। দিবাস্বপ্নে এ্যাডওয়ার্ডকে মনের কল্পনায় স্থান করে নিলাম–চিন্তা করলাম, ওর সাথে গাড়িতে ঘুরতে বেরিয়েছি।

আবার কল্পনা করলাম এ্যাডওয়ার্ডের সাথে এয়ারপোর্টে আমার দেখা হবে। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে আমি ওকে খোঁজার চেষ্টা করছি। কল্পনা করছি খুব শীঘ্রই ওর সাথে আমার দেখা হবে।

কল্পনার ভেতরও অবাক হলাম এই ভেবে যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি!

উত্তরের কোনো স্থানের দিকে হবে হয়তো। তাহলে হয়তো নির্জন কোনো স্থানের দিকে আমরা যাত্রা করেছি। তাহলে আমরা দুজন আবার সূর্যাস্ত দেখতে পাবো।

"এই কতো নাম্বার যেন বলেছিলে?"

ক্যাবির কণ্ঠ শুনে আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। সমস্ত রঙিন রঙ মন থেকে মুহূর্তে মুছে গেল।

"আটান্ন-একুশ।" আমার কণ্ঠস্বর অন্যরকম কোণালো। ক্যাবি একবার আমার দিকে তাকালো।

"তাহলে আমরা পৌছে গেছি।" গাড়ি থেকে নামার সময় ক্যাবিকে খানিকটা উৎকণ্ঠিত মনে হলো। হয়তো মনে করছে আমি চেঞ্জটা চেয়ে বসবো।

"ধন্যবাদ আপনাকে," প্রায় ফিসফিস করে বললাম কথাটা। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, এখন আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পুরো বাড়িটাই এখন খালি। এখন আমার প্রচণ্ড তাড়া; মা আমার অপেক্ষায় বসে আছেন, ভীত, সম্পূর্ণভাবে এখন তিনি আমার ওপরই নির্ভর করে আছেন।

আমি দরজার দিকে দৌড়ে গেলাম। দরজা খুলে আমি রুমে প্রবেশ করলাম। বাড়িটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে আছে, একেবারে নির্জন, স্বাভাবিক। আমি ফোনের কাছে দৌড়ে গেলাম, কিচেনের আলো জ্বালিয়ে দিলাম। সাদা একটা বোর্ডের ওপর পরিষ্কার হস্তাক্ষরে দশটা ডিজিট লেখা আছে। টেলিফোনের কী-প্যাডের ওপর আমি আঙুলগুলো চাপতে লাগলাম। প্রথমবারেই আমি ভুল করলাম। ফোনটা হ্যাং আপ করে আবার ডিজিটগুলো চাপতে লাগলাম। এবার আমি সফল হলাম। কম্পিত হাতে রিসিভারটা আমি কানের কাছে ধরলাম। একবারই ফোনটা বেজে উঠলো।

"হ্যালো, বেলা," স্বাভাবিক কণ্ঠে ওপাশ থেকে উত্তর ভেসে এলো। "তুমি খুব দ্রুত কাজটা সারতে পেরেছো। আমি খুব খুশি হয়েছি।"

"আমার মা কি ভালো আছেন?"

"উনি একেবারেই ভালো আছেন। বেলা, তোমার উৎকণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই। তোমার মা'র প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। অবশ্য যদি না তুমি এখানে একা আসতে।" জেমস হালকা, আমুদে কণ্ঠে কথাগুলো বললো।

"আমি এখন সম্পূর্ণ একা।" সত্যিকারভাবে জীবনে এতোটা একা আমি কখনো হয়নি।

"খুব ভালো কথা। তো, তুমি তো বেশ ভালোভাবেই জানো, ব্যালে স্টুডিওটা তোমার বাড়ির ঠিক কোণার দিকে অবস্থিত?"

"হ্যাঁ, ওখানে কীভাবে যেতে হবে আমি তা জানি।"

"ভালো কথা, তাহলে খুব শীঘ্রই তোমার সাথে আমার দেখা হচ্ছে।"

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

রুম থেকে আমি ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরের রাস্তায় এখন প্রচণ্ড গরম।

বাড়ির দিকে পেছন ফিরে তাকানোর এখন আমার আর সময় নেই, আমি ফিরে দেখার চেষ্টাও করলাম না। আমি বাদে শেষবার ওই বাড়িতে যে প্রবেশ করেছিলো, সে হচ্ছে আমার চরম শত্রু।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম মা বড়ো ইউকেলিপটাস গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেবেলায় ওই গাছের নিচে আমি নিয়মিত খেলা করতাম। ওই স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠার চেষ্টা করলেও আমি তা মন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

আমার চলার গতি খুব ধীর মনে হলো– মনে হলো আমি যেন ভেজা বালির ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছি। হোঁচট খেতে খেতে অনেকবারই আমি নিজেকে সামলে নিলাম। একবার কংক্রিটের ওপর পড়েও গেলাম। অবশেষে আমি কোণায় এসে পৌঁছতে পারলাম। তবে এই রাস্তায় বেশ পরিবর্তন এসেছে। সূর্যের প্রখর তাপে চামড়ায় বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে।

যখন ক্যাকটাসের শেষ কোণায় এসে পৌঁছলাম, স্টুডিওটা তখনই চোখে পড়লো, যতোটুকু মনে পড়ে একই রকম আছে। সামনের পার্কিং লটটা সম্পূর্ণ খালি হয়ে আছে। জানালায় আড়াআড়িভাবে ব্লাইন্ড লাগানো। আমার পক্ষে এখন আর কোথাও দৌড়ে পালানো সম্ভব নয়– ভালোভাবে নিঃশ্বাসও নিতে পারছি না এখন। মা'র কথা চিন্তা করেই আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হলো।

স্টুডিওটার একেবারে কাছে এসে দেখতে পেলাম– দরজার ওপর সাঁটানো গোলাপি রঙের একটা কাগজের ওপর কিছু একটা নোট লেখা আছে। কাগজে লেখা বসন্তকালীন ছুটি উপলক্ষে ডান্স ক্লাব বন্ধ রয়েছে। আমি দরজার হাতলের ওপর সাবধানে হাত রাখলাম। তারপর ধীরে ধীরে নিচের দিকে চাপ দিলাম। লকটা খোলাই আছে। ঘন ঘন কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে আমি দরজাটা খুলে ফেললাম।

লবিটা অন্ধকার হয়ে আছে, শীতল, এয়ার কন্ডিশনের মৃদু গুঞ্জন কোণা যাচ্ছে। দেয়াল ঘেঁষে প্লাস্টিকের চেয়ারগুলো সাজিয়ে রাখা। সম্প্রতি কার্পেটটা পরিষ্কার করার কারণে এখনো সেখান থেকে শ্যাম্পুর গন্ধ বেরুচ্ছে। পশ্চিম দিককার ডান্স ফ্লোর সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে আছে। পূর্বের ফ্লোরটা বেশ বড়ো আকৃতির, শুধু ওখানেই আলো জ্বলছে। তবে জানালার ব্লাইন্ডগুলো সম্পূর্ণ নামানো।

আলো জ্বালানোর ফ্লোরটার দিকেই আমি এগিয়ে গেলাম। যদিও আতংকে আমার পা নড়াতে বেশ কষ্টই হলো।

"বেলা? বেলা?" সেই আতংকিত কণ্ঠস্বরেই মা আমাকে ডাকছেন। আমি দরজার দিকে ছুটে গেলাম।

আমি চারদিকে নজর বুলাতে লাগলাম– খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম মা'র কণ্ঠটা কোথা থেকে ভেসে আসছে। আমি মার হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দ লক্ষ

করে আমি সাথে সাথে ঘুরে গেলাম।

মাকে আসলে দেখতে পেলাম টিভি স্ক্রীনে। আমার চুল বেনুনী করা। এই ভিডিওটা থ্যাংকসগিভিং এর সময়কার। তখন আমার বয়স মাত্র বারো। সেবার আমরা ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছিলাম দাদীমার সাথে দেখা করতে, গত বছরের আগের বছর তিনি মারা গেছেন। আমরা বীচ্-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঢেউয়ের খুব কাছে চলে গিয়েছিলাম বলে তিনি আতংকে চিৎকার করে উঠেছিলেন– "বেলা? বেলা?" এবং এর পরই টিভির স্ক্রীনটা নীল হয়ে গেল।

আমি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালাম। লোকটা কালো বেরুনোর পথটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এতোটাই নিশ্চুপ যে, প্রথমে প্রায় ওকে আমি দেখতেই পেলাম না। ওর হাতে ধরা একটা রিমোর্ট কন্ট্রোল। বেশ খানিকক্ষণ আমরা একে-অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিন্তু তারপর লোকটার মুখে হাসি দেখতে পেলাম।

লোকটা যতোটা সম্ভব আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। ভি.সি. আর পাশে লোকটা রিমোর্টটা রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি ওর দিকে তাকিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলাম।

"বেলা, সবকিছুর জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কিন্তু তোমার মাকে এগুলোর ভেতর না জড়ালে আমি খুশি হতাম।" ওর কণ্ঠ বেশ ভদ্রোচিত কোণালো।

হঠাৎ-ই একটা চিন্তা আমার মাথার ভেতর খেলে গেল। মা নিরাপদেই আছেন। এখনো তিনি ফ্লোরিডাতেই আছেন। তিনি এখন পর্যন্ত ম্যাসেজটাও পাননি।

"হ্যাঁ," আমি জবাব দিলাম। এতোক্ষণে আমি খানিকটা যেন স্বস্তি অনুভব করলাম।

"তোমার সাথে প্রতারণা করেছি বলে তুমি আমার সাথে রূঢ়ভাবে কথা বলবে না।

"আমি মোটেও তেমনভাবে কথা বলছি না।" হঠাৎ নিজেকে বেশ সাহসী মনে হলো আমার। এখন এর অর্থ আর কি হতে পারে? আশা করছি এর দ্রুত একটা নিষ্প্রতি ঘটবে। চার্লি এবং মা'র কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না এই লোকটা।

লোকটা আমার থেকে ফুট খানেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ওপর ওর দু' হাত ভাঁজ করে রাখা। ঔৎসুক্য দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখ দেখে ভয় পাওয়ার মতো তেমন কিছু খুঁজে পেলাম না। জেমস আর দশটা সাধারণ লোকের মতোই দেখতে। শুধু ওর চামড়ার রঙ অতিরিক্ত সাদা, আর চোখ জোড়া অতিরিক্ত উজ্জ্বল। ওর পরনে ফুল-হাতা নীল রঙের একটা জামা এবং রঙ চটানো জিন্‌স।

"আমার মনে হচ্ছে, তুমি এখনই বলে উঠবে, তোমার প্রেমিক ঠিকই রক্ষা করতে এখানে ছুটে আসবে?"

"না, আমি মোটেও তেমন কিছু চিন্তা করছি না। অন্ততপক্ষে আমি তাকে এ ধরনের কোনো অনুরোধই জানাইনি।"

"তাহলে ও নিজে থেকেই তা চেষ্টা করবে?"

"আমি তা বলতে পারবো না। ও অনেক আগেই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

"তোমার শেষ চিঠিটা কিন্তু বেশ রোমান্টিক ছিলো। তুমি কি মনে করো তোমার চিঠির বক্তব্যকে ও মেনে নেবে?" ওর কণ্ঠস্বর এখন সামান্য কঠিন কোণালো।

"আমি তেমনই আশা করছি।"

"হুমম্। ভালো কথা, পরবর্তীতে আমাদের আশার পরিবর্তনও ঘটতে পারে। চিন্তা করাটা খুবই সহজ ব্যাপার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ ঘটানো বেশ কঠিন ব্যাপার। আমি অনেক বড়ো চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আশায় আছি। শুধু ভাগ্য একটু সহায় হলেই আমি সহায় হবো।"

আমি চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"যখন ভিক্টোরিয়া তোমার বাবাকে খুঁজে পেলো না। তখন আমি তাকে তোমার প্রতি নজর দিতে বললাম। বুঝতে পারলাম, তোমাকে খুঁজে বের করতে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে চষে বেড়াতে হবে না, আমার পছন্দের জায়গায় বসে থেকেই আমি তোমাকে ধরে ফেলতে পারবো। তো, ভিক্টোরিয়ার সাথে কথা বলার পর আমি ফিনিক্স-এ আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। শুনতে পেলাম তুমি তোমার বাড়িতে ফেরার কথা চিন্তা করছো। প্রথম দিকে তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু তারপরও আমাকে অবাক হতে হলো। মানুষের ভেতর অনেকগুলো গুণ রয়েছে; তারা কোনো কোনো স্থানের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ, কোথাও কোথাও তারা অতিরিক্ত নিরাপত্তা বোধ করে। তবে, কাজগুলো সবসময় নির্ভুলভাবে সমাধা করতে পারে না। তোমরা শেষে ঠিকই একটা স্থানে লুকিয়ে পড়লে– কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না।

"তবে এটা অবশ্যই অনুমান মাত্র; আমি মোটেও নিশ্চিত ছিলাম না। কাঙ্ক্ষিত শিকারের ওপর আমার এক ধরনের অনুভূতি জাগে– আমার ভেতরকার তখন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করতে শুরু করে। আমি তোমার মা'র বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার পরপরই তোমার ম্যাসেজ শুনতে পেলাম। তবে এটাও সত্য, কোথা থেকে তুমি ম্যাসেজ পাঠাচ্ছো, আমি প্রথমে তা বুঝতে পারলাম না। তোমার নাম্বারটা পাওয়ার পর আমার বেশ উপকার হলো। অবশ্য আমার ক্ষমতাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই, তুমি যদি এ্যান্টার্টিকাতেও থাকতে, তাহলেও আমি অবস্থান সম্পর্কে জেনে যেতাম, যদি না তুমি তোমার চিন্তাকে রোধ করতে পারতে।

"এরপর ফিনিক্স-এ আসার উদ্দেশ্যে তোমার প্রেমিক এ্যাডওয়ার্ড প্লেনে চাপলো। ভিক্টোরিয়া শুধুমাত্র আমার কারণেই ওদের ওপর নজর রাখতে শুরু করেছিলো। এটা এমন একটা খেলা, যাতে অনেক খেলোয়াড়, সুতরাং আমার একার পক্ষে এই খেলায় সফল হওয়া সম্ভব হতো না। এরপর আমার সঙ্গীরা ভরসা দিলো, যেভাবেই হোক তোমাকে আমার মুঠোর ভেতর এনে দিবে। আমি প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম; চিন্তা করে দেখলাম, তুমি তোমার আনন্দ ঘেরা বাড়িতে ফিরে আসবে; এবং সামান্য একটু প্রতারণার আশ্রয় নিলেই তুমি এখানে ছুটে আসবে।

"খুবই সহজ, তুমি বুঝতেই পারছো, আমার মতো মানুষের কাছ থেকে এর চাইতে নিশ্চয়ই ভালো কিছু আশা করতে পারো না।

সুতরাং, তুমি প্রেমিক এ্যাডওয়ার্ডকে প্রতারণা করেছো, তাই নয় কি?"

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

"আমি এ্যাডওয়ার্ডের জন্যে ছোটো একটা চিঠি রেখে এসেছি, কথাটা শুনে তুমি কি খুব রাগ করছো?"

জেমস এক পা পেছনে সরে গেল। স্টেরিওর ওপর রাখা একটা পাম-সাইজ ডিজিটাল ক্যামেরাকে স্পর্শ করলো। ক্যামেরার জ্বলজ্বলে লাল লাইট দেখে বুঝতে পারলাম ওটা জেমস চালু করে রেখেছে। কিছু সময়ের ভেতরই ও ক্যামেরাটা এ্যাডজাস্ট করে নিলো। আমি আতংকিত চোখে ওর দিকে তাকালাম।

"আমি দুঃখিত, তবে মনে হয় না, এটা দেখার পর ওর মনে আমাকে হত্যা করার কোনো বাসনা জাগবে। তাছাড়া কোনো কিছু ওর চোখ এড়িয়ে যাক সেটাও আমি চাই না। অবশ্যই এর সম্পূর্ণটাই আমি ওর জন্যে তৈরি করছি। তুমি সাধারণ একজন মানুষ মাত্র। আর ওই এ্যাডওয়ার্ড দুভার্গ্যবশত ভুল সময়ে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।"

হাসি মুখে ও আমার দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে এলো। "আমরা শুরু করার আগে..."

ওর কথাটা কোণার পর পেটের কাছে আবার আমার মোচড় দিয়ে উঠলো। জেমস এমন কিছু বুঝাতে চাইছে যা হয়তো আমি কখনো কল্পনা করিনি।

"আমি শুধু ওর ভুলগুলো বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অতি সামান্যই বলতে পারো। এর ভেতরই সমস্ত জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে এবং আমি খুবই ভয় পাচ্ছি এ্যাডওয়ার্ড এটা দেখে আমার সমস্ত মজাটাই নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করবে। এরকম একবারই ঘটেছিলো, ওহ্, তা অনেক আগের কথা। শুধুমাত্র একবারই আমার শিকার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিলো।

"তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, ভ্যাম্পায়াররা বোকার মতো তোমার মতো ছোটো-খাটো শিকারকে পছন্দ করে ফেলে- যেমন এ্যাডওয়ার্ড করেছে। যখন বৃদ্ধ লোকটা জানতে পারলো আমি তার ক্ষুদে বন্ধুর পিছু নিয়েছি, ও তখন মেয়েটাকে আশ্রম থেকে চুরি করে নিয়ে গেল। লোকটা ওই আশ্রমেই কাজ করতো। আমি ভেবে পাই না কিছু সংখ্যক ভ্যাম্পায়ার কেন তোমাদের মতো মানুষদের রক্ষা করতে চায়। এরপর ওই বৃদ্ধ বন্ধু ওই মেয়েকে রক্ষা করলো। মেয়েটা ব্যথাটুকুও অনুভব করতে পারলো না- হায়রে অসহায় জীব! একটা সেলের ব্ল্যাক-হোলে মেয়েটা আটকা পড়লো। প্রায় একশ বছর আগেকার ঘটনা। অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার জোরে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দিলো। এই আশ্রমে মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করা হতো- এটা সেই উনিশ বিশ সালের ঘটনা। শর্ক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অনেক মানসিক রোগীকে এখানে সুস্থও করে তোলা হয়। মেয়েটা চোখ খুলে দেখতে পেলো, পূর্ণ যৌবন নিয়ে সে নব জীবন লাভ করেছে। এমনো মনে হলো যেন সে এর আগে কখনো সূর্যই দেখেনি। বৃদ্ধ ভ্যাম্পায়ার তাকে শক্তিশালী নতুন ভ্যাম্পায়ারে রূপ দিয়েছে। সুতরাং এরপর আর তাকে স্পর্শ করার কোনো কারণ দেখতে পাইনি।" জেমস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। "প্রতিহিংসার কারণেই আমি পুরাতনকে ধ্বংস করে ফেলি।"

"এলিস!" আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম। জেমসের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি।

"হ্যাঁ, তোমার ক্ষুদে বান্ধবী। আমি খুব ভালোভাবে চিনতে পেরেছি। ওকে দেখে আমি বেশ অবাকই হয়েছিলাম। সুতরাং আমার ধারণায় তার সেই কষ্ট থেকে এখন সে সম্পূর্ণভাবেই মুক্তি লাভ করতে পেরেছে। আমি তোমাকে পেয়েছি, কিন্তু ওরা তাকে

পেয়েছে। একটা মাত্র শিকার আমার হাতছাড়া হয়েছে– অতি সামান্য ব্যাপার। সত্যিকার অর্থে এ কারণে আমাকে সম্মান জানানোর প্রয়োজন।

"ও চমৎকার গন্ধ ছড়াতে পারে। ওই সুগন্ধ এখন পর্যন্ত আমি ভুলতে পারি না...এমন কি তোমার চাইতেও ও সুন্দর গন্ধ ছড়াতে পারে। দুঃখিত– আমি তোমাকে খাটো করার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিনি। তোমার শরীরেও চমৎকার সুগন্ধ আছে। ফুলের সুগন্ধ, যেভাবেই হোক..."

জেমস আরেক পা সামনে এগিয়ে এলো, এখন ও আমার থেকে মাত্র ইঞ্চি কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে। চুল থেকে হেয়ার ব্যান্ড খুলে নিয়ে আমার মুখের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলো। আমার গলার ওপর ওর ঠাণ্ডা আঙুলের স্পর্শ অনুভব করলাম। চিবুকের ওপর ওর ঠাণ্ডা বৃদ্ধাঙ্গুলির স্পর্শ অনুভব করলাম, ওর চোখে-মুখে এক ধরনের ঔৎসুক্য ভাব। আমি ভীরুর মতো পালাতে চাইলাম, কিন্তু ভয়ে এমনভাবে জমে গেছি যে একটুও নড়তে পারলাম না।

"না," আপনমনে সে বিড়বিড় করে হাত নামিয়ে নিলো। "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।" জেমস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। "ভালো কথা, আমার মনে হচ্ছে, এতে আমি সফল হবো। এরপর তোমার বন্ধুদের এখানে ডেকে আনবো। কোথায় তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে সেই তথ্যটা ওদের জানিয়ে দিবো। এর সাথে সাথে আমার ক্ষুদ্র ম্যাসেজটাও ওদের জন্যে রাখা থাকবে।"

এখন আমি সম্পূর্ণ অসুস্থ বোধ করছি। আমার যে কষ্ট আসতে যাচ্ছে, সেটা আমি তার চোখেই দেখতে পেলাম। আমাকে ধ্বংস করে চলে যাওয়ার মাধ্যমেই সে নিবৃত্ত হবে না। তার এই ধ্বংস স্পৃহা কোথায় গিয়ে থামবে তা কোনোভাবেই আমি হিসেব করে বলতে পারছি না। আমার হাঁটু আবার কাঁপতে লাগলো এবং মনে হলো এখনই বুঝি আমি পড়ে যাবো।

ও খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে ঘুরতে লাগলো– স্বাভাবিকভাবেই, অনেকটা মিউজিয়ামে রাখা মূর্তিগুলো দর্শকরা যেভাবে দেখার চেষ্টা করে। মিউজিয়ামের দর্শকরা একটা অবস্থান বেছে নেয়, যে দিক তাকালে মোটামুটি তারা মূর্তিগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে পারে। এখনো ওর মুখটা বন্ধুত্বসুলভই মনে হলো আমার কাছে। তবে কাজটা কোথা থেকে শুরু করবে, তা নিয়ে একটু চিন্তিত মনে হলো।

এরপরই লোকটা কাউচের ওপর নিজেকে ছুঁড়ে দিলো যেন। তবে ওর মিষ্টি হাসি ক্রমশ বিস্তৃত হতে লাগলো ক্রুড়তা এবং নিষ্ঠুরতা মাখানো এক ধরনের অদ্ভুত হাসি। ওর দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, ওগুলো চকচক করছে।

আমি নিজেকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না– আমি দৌড়ানোর চেষ্টা করলাম। যদিও জানি এখন তা একেবারেই ভিত্তিহীন এক কাজ। তবুও আমি আতংকিতভাবে এমারজেন্সি ডোরটার দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

লোকটা সামনে থেকে আমাকে ধাক্কা দিলো। ঠিক বুঝতে পারলাম না, সে কী ব্যবহার করলো, হাত নাকি পা। আমি বুকের নিচে চেপে ধরলাম– বুঝতে পারলাম, আমি ছিটকে পেছনে গিয়ে পড়লাম। আয়নায় সজোরে মাথাটা টুকে যাওয়ায় ওটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমার পাশে মেঝের ওপর কাচের টুকরোগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-

ছিটিয়ে পড়লো।

এতোটাই হকচকিয়ে গেছি যে, প্রথমে আমি ব্যথা অনুভব করার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেললাম। এমনকি খানিক্ষণের জন্যে নিঃশ্বাসও নিতে পারলাম না।

ধীর পদক্ষেপে ও আমার কাছে এগিয়ে এলো।

"শব্দের চমৎকার একটা ইফেক্ট তৈরি হলো," বিক্ষিপ্ত ছড়ানো কাঁচগুলোর দিকে তাকিয়ে ও বললো। ওর কণ্ঠস্বর আবার বন্ধুত্বসুলভ হয়ে উঠেছে। "আমি ভেবে দেখলাম, আমার স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণের এই স্থানটাতে এক ধরনের নাটকীয়তা আছে। এ কারণেই তোমার সাথে আমি দেখা করতে চেয়েছি। এটা সত্যিকার অর্থেই একটা চমৎকার জায়গা, তাই নয় কি?"

আমি সম্পূর্ণভাবে লোকটাকে উপেক্ষা করলাম। হামাগুড়ি দিয়ে আমি অন্য দরজাটার দিকে এগুনোর চেষ্টা করলাম।

নিচু হয়ে ও আমার পায়ে লাথি মারলো। অসহ্য যন্ত্রণায় আমার মুখটা নীল হয়ে গেল। এই যন্ত্রণা আমি খানিক আগেই আরেকবার অনুভব করেছি। কিন্তু এবার আত্মচিৎকার রোধ করতে পারলাম না। লোকটা আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে হাসতে লাগলো।

"তোমার শেষ ইচ্ছেটা কি মনে করে রেখেছো?" শান্ত কণ্ঠে ও আমাকে প্রশ্ন করলো। আমার ভাঙা পায়ের ওপর ও পায়ের আঙুলগুলো দিয়ে চাপ দিলো। শুধু আমি একটা আত্মচিৎকার শুনতে পেলাম– আমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসাই আত্মচিৎকার।

"এ্যাডওয়ার্ড আমার মুখোমুখি হোক, নিশ্চয়ই তুমি তা চাইছো না?"

"না," কথাটা আমার গলার কাছে আটকে গেল। "না, এ্যাডওয়ার্ড অবশ্যই নয়–" এবং তারপরই আমার মুখের ওপর কোনো কিছু প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো। আমি আবার সেই ভাঙা আয়নার ওপর গিয়ে পড়লাম।

পায়ের অসহ্য ব্যথার সাথে সাথে মাথার পেছন দিকেও অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম। ভাঙা কাচে আমার মাথার তালুর কোথাও কেটে গেছে। আমার চুল ভিজতে শুরু করছে। এবং তার থেকে এখন জামার কাঁধের কাছটাতেও ভিজে উঠেছে– এরপর শুনতে পেলাম কাঠের মেঝের ওপর রক্ত পড়ার শব্দ। রক্তের সামান্য ওই গন্ধেও পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো।

এতোকিছুর পরও অতি সামান্য এক আশার আলো দেখতে পেলাম। এর আগে ওর অস্বস্তি আমি খুব কমই লক্ষ করেছি, কিন্তু এখন ওর চোখ জোড়া অনিয়ন্ত্রিতভাবে জ্বলজ্বল করছে– এবং তা আমার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্তই মনে হলো। রক্ত– সাদা জামা বেয়ে রক্তের একটা ধারা নিচের দিকে নেমে আসছে। আর তা ফোঁটায় ফোঁটায় কাঠের মেঝের ওপর এসে পড়ছে– মাটিতে পড়া ওই রক্ত চেটে চেটে খাওয়ার জন্যে জেমস মেঝের ওপর হামলে পড়লো। ওর মনে যাই থাকুক না কেন, তা ফলপ্রসূ করতে মনে হয় না খুব একটা বেশি সময় নেবে।

যা করার তা খুব দ্রুতই করতে হবে। যতোটুকু আমি আশা করছিলাম, তার সবই আমার মাথা থেকে রক্তের সাথে ঝরে পড়েছে। আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

মনে হলো যেন আমি পানির নিচ থেকে সব শুনতে পাচ্ছি, অনেক কিছুই, এমনকি ওই জেমসের গলা থেকে বেরিয়ে আসা অদ্ভুত গর্জন। চোখের সামনে দীর্ঘ এক সুড়ঙ্গ পথ দেখতে পেলাম–সুড়ঙ্গের কালো অন্ধকার আমাকে গিলে খেতে আসছে। শেষ আত্মরক্ষার খাতিরে দুহাতে আমি মুখ ঢেকে ফেললাম। আমার দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেল– মনে হলো পানির অতল গহ্বরে আমি ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি।

তেইশ

যখন মনে হলো আমি ডুবে যাচ্ছি, তখনো মনে হলো, সত্যি নয়, আমি স্বপ্ন দেখছি।

আঁধারে ঘেরা পানির নিচ দিয়ে আমি কোথায় ভেসে চলেছি বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে এরই ভেতর কানে ভেসে এলো সবচেয়ে মধুর শব্দটা– একজনের কণ্ঠস্বর।

আমি আবার ভেসে ওঠার চেষ্টা করলাম এবং ভেসে উঠতেও লাগলাম, প্রায় পাড়ের কাছাকাছি– উঠে আসার চেষ্টা করলাম। হাত উপর দিকে তুলতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছি। কিন্তু এই স্রোত ঠেলে উপরে উঠে আসার সময় আমি একবারো চোখ খুলতে পারলাম না।

এবং তারপর মনে হলো, বোধহয় আমার মৃত্যু ঘটেছে।

কারণ গভীর পানি ভেদ করে আমি এক দেবদূতের কণ্ঠ শুনতে পেলাম– দেবদূত আমার নাম ধরে ডাকছে– আমি যে স্বর্গ লাভ করতে চেয়েছিলাম, সেই স্বর্গে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

"ওহ্ না, বেলা না।" দেবদূত আতংকিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো।

আমি দেবদূতের কণ্ঠস্বরের প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম।

"বেলা, দয়া করে শোনো! বেলা আমার কথা কোণার চেষ্টা করো, দয়া করে আমার কথা শোনো! দেবদূত বিনীত অনুরোধ জানালো।

হ্যাঁ, আমি বলতে চাইলাম। অথবা অন্য কোনো কিছু। কিন্তু আমার ঠোঁট কোনো শব্দ খুঁজে পেলো না।

"কার্লিসল!" দেবদূত ডাকলেন। তার কণ্ঠস্বরে এক ধরনের দৃঢ় প্রত্যয়। "বেলা, বেলা, না, ওহ্, দয়া করে কথা শোনো না, না!" দেবদূতের চোখের অশ্রু দেখতে না পেলেও ওর কান্নার শব্দ আমি ঠিকই শুনতে পেলাম।

দেবদূত কখনো কাঁদতে পারে না, এটা আমার ভুল ধারণা। আমি তাকে দেখার চেষ্টা করলাম। ওকে বলতে চাইলাম সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু পানির গভীরতা অত্যাধিক বেশি, যার কারণে আমাকে নিচের দিকে চেপে ধরে রাখা হয়েছে।

এ-কারণে আমি ভালোভাবে নিঃশ্বাসও নিতে পারলাম না।

আমার মাথার নির্দিষ্ট একটা কেন্দ্রেই চাপটা অনুভব করছি। আর স্থানটাতে অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করছি। এরপর আমার মাথার যন্ত্রণা অন্ধকার ভেদ করে দূরে সরে যেতে লাগলো। তার বদলে আরেকটা ব্যথা আমার দিকে এগিয়ে আসতে

লাগলো– আগের চাইতেও অনেক তীব্র ব্যথা। আমি কেঁদে উঠলাম, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে হাঁপাতে লাগলাম অতল অন্ধকারকে ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

"বেলা!" দেবদূত কেঁদে উঠলো।

"ওর কিছু রক্তক্ষরণ হয়েছে, কিন্তু মাথার ক্ষতটা খুব একটা গভীর নয়।" একটা শান্ত কণ্ঠ থেকে তথ্যগুলো ভেসে এলো। "ওর পা'টার দিকে নজর দেয়া উচিত। এটা ভেঙে গেছে।"

দেবদূতের কণ্ঠ দুঃখ এবং হতাশায় ভারাক্রান্ত।

শরীরের একপাশে আমি প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করলাম। এটা স্বর্গ হতে পারে না, হতে পারে কি?

স্বর্গে এতো যন্ত্রণা থাকার কথা নয়।

"আমার মনে হয়, পাঁজরের কয়েকটা হাড়ও বোধহয় ভেঙে গেছে," একই কণ্ঠের মন্তব্য আমার কানে ভেসে এলো।

কিন্তু তীক্ষ্ণ ব্যথাটা এখন ধীরে ধীরে আর অনুভব করছি না। এখন নতুন এক ধরনের ব্যথা শুরু হয়েছে– মনে হচ্ছে আমার হাতে কেউ ছেঁকা দিচ্ছে।

কেউ আমাকে পোড়ানোর চেষ্টা করছে।

"এ্যাডওয়ার্ড।" আমি তাকে ডাকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠ অত্যন্ত ভারি এবং দুর্বল কোণালো। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

"বেলা, তুমি ক্রমশই সুস্থ হয়ে উঠছো, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে বেলা? আমি তোমাকে ভালোবাসি বেলা!"

"এ্যাডওয়ার্ড," আমি আবার কথা বলার চেষ্টা করলাম। মনে হলো এবার আমার কণ্ঠ থেকে সামান্য একটু স্বর বেরুলো।

"হ্যাঁ, আমি এখানে।"

"আমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে," অনেক কষ্টে কথাটা আমি বলতে পারলাম।

"আমি জানি বেলা, আমি জানি"– এরপর মনে হলো ওর কণ্ঠস্বর দূরে সরে গেছে। অভিযোগ জানালাম আমি– "তুমি কি কিছুই করতে পারছো না?"

"দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো...তুমি হালকাভাবে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করো বেলা, তোমার কষ্ট কম হবে," অভয় দেবার ভঙ্গিতে বললেন কার্লিসল।

"এলিস?" আমি বিড়বিড় করে ওকে ডাকার চেষ্টা করলাম।

"এলিস এখানেই আছে। কোথায় তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, ও আগে থেকেই জানতে পেরেছিলো।"

"আমার হাতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে," আমার কষ্টের কথা তাকে জানানোর চেষ্টা করলাম।

"আমি জানি বেলা। কার্লিসল তোমাকে এমন কিছু একটা দেবেন, দেখবে সব ভালো হয়ে গেছে।"

"আমার হাত জ্বলে যাচ্ছে!" আমি চিৎকার করে উঠলাম, শেষ অন্ধকার টুকু চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। চোখ খুলে তাকালাম, কিন্তু আমি তার চেহারা দেখতে পেলাম না। খুব অভিমান হলো আমার, ও কেন আগুনটা দেখতে পাচ্ছে না!

আমি ওর ভীত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। "বেলা?"

"আগুন! কেউ একজন আগুনটা নেভাও!" আমি এমনভাবে চিৎকার করে উঠলাম, যেন সত্যিকারেরই কোনো আগুন আমাকে পুড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছে!

"কার্লিসল! ওর হাতটা!"

"ওই লোকটা বেলাকে মারাত্মক আহত করেছে," অভিযোগের সুরে বললেন কার্লিসল।

আমি বুঝতে পারলাম, এ্যাডওয়ার্ড আতংকে নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে।

"এ্যাডওয়ার্ড, তোমাকেই কাজটা করতে হবে।" মাথার কাছে দাঁড়ানো এলিসের কণ্ঠ চিনতে আমার কষ্ট হলো না। চোখের পাতার ওপর ও শীতল আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে।

"না!" এ্যাডওয়ার্ড আঁতকে উঠলো।

"এলিস," আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

"এখন একটা সুযোগ আছে অবশ্য," কার্লিসল বললেন।

"কি সেটা?" এ্যাডওয়ার্ড আকুল কণ্ঠে জানতে চাইলো।

"দেখ, তুমি যদি চুষে ওর শরীর থেকে বিষটা বের করে ফেলতে পারো, তাহলেই ক্ষতটা দ্রুত শুকিয়ে যাবে এবং বেলাও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।" কার্লিসলের কথা শুনে, মাথার ভেতর নতুনভাবে এক ধরনের চাপ অনুভব করতে লাগলাম। মনে হলো কোনো কিছু আমার মাথার ভেতর ঢুকছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। এই নতুন চাপ ক্ষণিকের জন্যে আগুনের যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দিলো।

"ওতেই কি কাজ হবে?" এলিসের কণ্ঠে এক ধরনের শঙ্কা।

"আমি ঠিক জানি না," কার্লিসল বললেন। "কিন্তু যা করার আমাদের দ্রুত করতে হবে।"

"কার্লিসল, আমি..." এ্যাডওয়ার্ড খানিকটা ইতস্তত করলো। "ঠিক বুঝতে পারছি না কাজটা আমি আদৌ করতে পারবো কিনা।" ওর চমৎকার কণ্ঠস্বরের উৎকণ্ঠা এড়াতে পারলো না।

"যাই হোক এটা তোমার ব্যাপার। আমি তোমাকে এছাড়া আর কোনো সাহায্য করতে পারছি না। তুমি যদি ওর বিষাক্ত রক্তটুকু বের করে ফেলতে পারো, তাহলে ওর রক্তপড়াও আমি বন্ধ করতে পারবো।"

"এ্যাডওয়ার্ড," অসহ্য যন্ত্রণায় আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম বুঝতে পারছি আমার চোখ আবার বন্ধ হয়ে আসছে। ওর চেহারা দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় চোখজোড়া অনেক কষ্টে আবার খুললাম। আবার ওকে দেখতে পেলাম। শেষ পর্যন্ত এ্যাডওয়ার্ডের চমৎকার চেহারাটা দেখার আবার সুযোগ ঘটলো আমার। আমার দিকে ও তাকিয়ে আছে, ওর অভিব্যক্তিতে আমার প্রতি তার প্রচণ্ড মর্মযাতনা ঝরে পড়ছে।

"এলিস, বেলার পায়ের সাথে ব্রেস লাগানোর চেষ্টা করো!" কার্লিসল আমার ওপর ঝুঁকে এসে নির্দেশ দিলেন। "এ্যাডওয়ার্ড কাজটা তোমাকে এখন অবশ্যই করতে হবে, নয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

এ্যাডওয়ার্ড মুখটা নামিয়ে নিলো। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এতোক্ষণ

ওখানে যে শঙ্কা এবং ইতস্তত ভাবটা ছিলো, তার বদলে সেখানে ভিন্ন ধরনের এক আত্মবিশ্বাস খেলা করছে। ধীরে ধীরে ওর চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠছে। আমি অনুভব করলাম, এ্যাডওয়ার্ড আমার যন্ত্রণার স্থানগুলোর ওপর ওর বরফ শীতল আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে এবং ক্ষতস্থানটার ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে রেখেছে। এরপর এ্যাডওয়ার্ড ওই ক্ষতস্থানের ওপর মুখটা নামিয়ে আনলো এবং বরফ শীতল ঠোঁটজোড়া আমার চামড়ার ওপর স্থাপন করলো।

প্রথমে ব্যথাটা আরো বেশি অসহ্য মনে হলো। চিৎকার করে ওঠার সাথে সাথে ওর শীতল হাতে আমাকে চেপে ধরলো বিছানার সাথে। এরই ভেতর এলিসের কণ্ঠস্বর কানে এলো, ও আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। মেঝের ওপর আমার পা ভারী কিছু দিয়ে আটকে রাখা। অন্যদিকে কার্লিসল শক্ত হাতে আমার মাথা চেপে ধরে রেখেছে।

এরপর খুব ধীরে ধীরে আমার হাতের ব্যথাটা কমে আসতে লাগলো। হাতের আগুন একেবারে প্রায় নিভে গেছে– যতোটুকু জ্বলছে তা অতি সামান্য, এর থেকে সামান্য একটু চিনচিনে ব্যথাই অনুভব হতে পারে। এখন আমি সেই রকম চিনচিনে ব্যথাই অনুভব করছি মাত্র।

ঘুম ব্যথার স্থানটা এখন দখল করে নিতে চাইছে। আমার ভয় হলো, আবার বুঝি আমি সেই অন্ধকার কালো পানির গভীরে তলিয়ে যেতে যাচ্ছি– ভয় হলো একবার যদি ওই অন্ধকার-কালো পানির ভেতর ডুবে যাই, তাহলে আবার এ্যাডওয়ার্ডকে হারিয়ে ফেলবো।

"এ্যাডওয়ার্ড," ওকে ডাকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু নিজের কণ্ঠ আমি নিজেই শুনতে পেলাম না।

"ও এখানেই আছে বেলা।"

"থাকো, এ্যাডওয়ার্ড, তুমি আমার সাথে থাকো..."

"আমি তোমার সাথেই থাকবো।" ওর কণ্ঠ একেবারে স্বাভাবিক কোণালো।

খানিক বাদে আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম। আগুনটা চলে গেছে।

"ব্যথাটা কি ভালো চলে গেছে?" মনে হলো অনেক দূরের কোথাও থেকে কার্লিসল আমাকে প্রশ্নটা করলেন।

"ওর রক্ত বিশুদ্ধ হয়ে গেছে।" শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড। "ওর বিষের স্বাদ আমি পেয়েছি।"

"বেলা?" কার্লিসল আমাকে ডাকলেন।

আমি জবাব দেবার চেষ্টা করলাম। "মা..."

"যন্ত্রণাটা কি চলে গেছে?"

"হ্যাঁ," দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমি বললাম।

"অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে এ্যাডওয়ার্ড।"

"আমি তোমাকে ভালোবাসি," ও জবাব দিলো।

"আমি জানি," আমি ক্লান্তভাবে নিঃশ্বাস ফেললাম।

আমি পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর শব্দটা যেন শুনতে পেলাম; এ্যাডওয়ার্ড একটু হাসলো। মনে হলো ও খানিকটা স্বস্তিবোধ করছে।

"বেলা?" কার্লিসল আবার আমাকে ডাকলেন।

আমি ভ্রু কুঁচকালাম; আমি এখন একটু ঘুমোতে চাই। "কি?"

"তোমার মা কোথায়?"

"ফ্লোরিডায়," আমি আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। "জেমস আমার সাথে প্রতারণা করেছিলো এ্যাডওয়ার্ড। ও আমাদের একটা ভিডিও টেপ দেখেছিলো।"

"এলিস।" আমি আমার চোখ জোড়া খোলার চেষ্টা করলাম। "এলিস, ওই ভিডিও- জেমস তোমাকে আগে থেকেই জানতো। তুমি কোথা থেকে এসেছো, ও তা জানতে পেরেছিলো।" আমি ওকে জরুরি কিছু একটা বলতে চাইলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠ জড়িয়ে এলো। "আমি গ্যাসোলিনের গন্ধ পাচ্ছি," এলোমেলো চিন্তার ভেতর থেকেও কোনোভাবে কথাটা বলতে পারলাম।

"ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে," কার্লিসল বললেন।

"না, আমি ঘুমোতে চাই," অভিযোগের সুরে বললাম আমি।

"মিষ্টি সোনা, তুমি ঠিকই ঘুমোতে পারবে, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।" এ্যাডওয়ার্ড আমাকে সান্ত্বনা দিলো।

এবং আমি ওর বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হলাম, ওর বুকের কাছে গুটিসুটি মেরে চোখ বন্ধ করে রাখলাম। এখন আমার শরীরে কোনো ব্যথাই নেই।

"এখন তুমি ঘুমোও বেলা," শেষ, এই শব্দটাই আমি শুনতে পেলাম।

চব্বিশ

চোখের ওপর একটা উজ্জ্বল-সাদা আলো এসে পড়ায় আমি চোখ মেলে তাকাতে বাধ্য হলাম। যে সাদা ঘরে এখন আমি অবস্থান করছি, তা আমার একেবারে অপরিচিত। আমার পাশের জানালায় আড়াআড়ি ব্লাইন্ড লাগানো। মাথার ওপরকার উজ্জ্বল আলোয় আমার চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। শক্ত এবং অসমান্তরাল বিছানার ওপর সাথে সাথে আমি লাফিয়ে উঠলাম- বিছানায় রেইল লাগানো।

মাথার নিচকার বালিশ প্রায় সমান্তরাল- তুলোগুলো মাঝে মাঝে ডেলা পাকিয়ে আছে। আমার খুব কাছের কোথাও থেকে বীপ্ বীপ্ করে এক ধরনের শব্দ ভেসে আসছে। এর অর্থ হচ্ছে এখনো আমি বেঁচে আছি। মৃত্যু ঘটলে এ ধরনের অস্বস্তিবোধ করতাম না।

আমার হাতে আঁকাবাকা পরিষ্কার সব টিউব লাগানো, মনে হলো মুখের পাশ দিয়েও নাকের নিচে একই রকমের কিছু একটা লাগানো আছে। ওটা সরিয়ে দেবার জন্যে আমি হাতটা তোলার চেষ্টা করলাম।

"না, তুমি একটুও নড়বে না।" শীতল আঙুলের একটা হাত আমার হাতটা চেপে ধরলো।

"এ্যাডওয়ার্ড?" আমি সামান্য একটু মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। ওর মুখটা মাত্র ইঞ্চি কয়েক দূরেই দেখতে পেলাম। ওর চিবুক আমার বালিশের পাশে রেখে নিচু

হয়ে বসে আছে। "ওহ্ এ্যাডওয়ার্ড, আমি খুবই দুঃখিত!"

"শশ্..." ও আমাকে চুপ করার নির্দেশ দিলো। "এখন সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে।"

"কি হয়েছিলো?" আমি সবকিছু স্মরণে আনতে পারলাম না। ওগুলো আমি স্মরণে আনার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"খুব বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিলো। আমিই আসলে দেরি করে ফেলেছিলাম।" ফিসফিস করে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"এ্যাডওয়ার্ড, আমি আসলে খুব বোকা। আমি সত্যিই ভেবে নিয়েছিলাম, মা-ই আমাকে ডাকছেন," ওই স্মৃতির সামান্য একটু মনে পড়লো আমার।

"এলিস ওদের ডাকতে গেছে।

রেনে এখানেই আছেন- এখানে বলতে, এই হাসপাতালে। ও বোধহয় এখন কোনো খাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন।"

"ও এখানে?" আমি উঠে বসতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আবার আমাকে শুইয়ে দিলো।

"উনি দ্রুত ফিরে আসবেন, বলে গেছেন," এ্যাডওয়ার্ড বললো। "কিন্তু এখন তোমার শান্ত থাকা উচিত।"

"কিন্তু তুমি তাকে সব বলতে গেলে কেন?" আমি আতংকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

আমি আসলে তাকে এসব কোনো কথাই জানাতে চাইছিলাম না- আমি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি, ভ্যাম্পায়ার আমাকে আক্রমণ করেছিলো, ইত্যাদি কোনো কথাই নয়। "কেন তুমি বলতে গেলে আমি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি?"

"জানালা গলিয়ে তুমি সিঁড়ির ওপর পড়ে গিয়েছিলে এমন কথাই তাকে বলা হয়েছে।" ও একটু থামলো। "তুমি পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলে, যার কারণে হাসপাতালে না এনে উপায় ছিলো না।"

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম, খানিকটা মর্মাহতও হলাম।

"আমি কতোই না খারাপ মেয়ে, তাই না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

"তোমার পা ভেঙেছে, বুকের পাঁজর ভেঙেছে চারটা, মাথার খুলিতে কিছু চিড় ধরেছে, চামড়ার অনেকখানি অংশে ঘঁষা লেগে ছুঁড়ে গেছে। সুতরাং এতোগুলো ক্ষতি শরীরের ওপর দিয়ে এক সাথে হওয়ার কারণে প্রচুর রক্তক্ষরণ ঘটেছে। ওরা তোমাকে কিছু ট্রান্সফিউশন দিয়েছে, আমার তা পছন্দ হয়নি- কিছু সময়ের জন্যে তোমার প্রকৃত গন্ধটাই ওরা নষ্ট করে ফেলেছে।"

"এ কারণে নিশ্চয়ই তোমার ভেতর একটা পরিবর্তন আসবে- একদিক থেকে ভালোই হয়েছে সবকিছু মিলে।"

"না, তোমার প্রকৃত গন্ধটা নিতেই আমি পছন্দ করি।"

"তুমি এই গন্ধ গ্রহণ করো কিভাবে?" শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম তাকে। নিশ্চয়ই ও জানে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তাকে প্রশ্নটা করেছি।

"আমি ঠিক বলতে পারবো না।" আমার বিস্মিত চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

আমি চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলাম।

আমার দিকে না তাকিয়েই ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। "এটা থামিয়ে রাখা...এটা থামিয়ে রাখা আমার পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার," ও ফিসফিস করে বললো। "অসম্ভব। কিন্তু আমাকে তা করতেই হচ্ছে।" অবশেষে মুচকি হেসে ও আমার দিকে তাকালো। "আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবেসে যাবো।"

"গন্ধের মতো নিশ্চয়ই আমার স্বাদটাও তেমন একটা ভালো নয়?" ম্লান হেসে আমি জবাব দিলাম।

"তোমার গন্ধের চাইতেও অনেক ভালো– এতোটাই ভালো যা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।"

"আমি দুঃখিত," আমার মন্তব্যটা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড খানিকক্ষণ সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকলো। "সবকিছুর কি কৈফিয়ত দেয়া সম্ভব?"

"আমি আবার কখন কৈফিয়ত চাইতে গেলাম?"

"তুমি নিজেকে চিরকালের জন্যে দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলে।"

"আমি দুঃখিত," আমি আবার কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করলাম।

"আমি জানি, কেন তুমি এটা করেছিলে।" ওর কণ্ঠস্বর বেশ শান্ত কোণানো। "অবশ্যই এটা আমার একটা ধারণা মাত্র। তুমি বলেছিলে, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।"

"তুমি নিশ্চয়ই আমাকে যেতে দিতে না!"

"না," ও আমাকে সমর্থন জানালো। "অবশ্যই আমি তোমাকে যেতে দিতাম না।"

হঠাৎ ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো। "বেলা, কি হয়েছে তোমার?"

"জেমসের কি হলো?"

"তোমার ওপর আক্রমণ প্রতিহত করার পর, ওকে এমেট এবং জেসপারের হাতে তুলে দিই। ওরাই ওর ব্যবস্থা করেছে।"

ওর কথা শুনে আমি খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। কারণ এমেট কিংবা জেসপার, কাউকেই আমি কাছাকাছি দেখতে পেলাম না।

"ওদের ওই রুমটা ছেড়ে চলে যেতে হয়...ওখানে অনেক রক্তপাত ঘটেছিলো।"

"কিন্তু তুমি থেকে গিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ, আমি থেকে গিয়েছিলাম।"

"কিন্তু এলিস এবং কার্লিসল..." আমি বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলাম।

"ওরাও যে তোমাকে ভালোবাসে, নিশ্চয়ই তুমি তা জানো।"

শেষ দৃশ্যটা আমার মনে হতে বেশ খারাপই লাগলো। এলিস আমাকে কিছু একটা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলো। "এলিস কি টেপটা দেখেছিলো?" উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ," এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর অন্যরকম কোণালো।

"ও ওই সময় অন্ধকারের ভেতর ছিলো, সেই কারণেই কিছু মনে করতে পারছিলো না।"

"আমি জানি। এলিস এখন সবই বুঝতে পেরেছে।"

আমি ওর মুখটা স্পর্শ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনো কিছু আমাকে থামিয়ে দিলো। আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে পেলাম আমার হাতের সাথে আই.ভি আটকানো আছে।

"উঃহ্।" আমি যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলাম।

"কি হলো তোমার?" উৎকণ্ঠিত হয়ে ও প্রশ্ন করলো আমাকে।

"সুঁই," হাতের দিকে ইশারা করে আমি ব্যাখ্যা করলাম।

"একটা সুঁইকে ভয় পাচ্ছে!" আপন মনে বিড়বিড় করলো এ্যাডওয়ার্ড। "ওহ্, একটা স্যাডিস্ট ভ্যাম্পায়ার নির্যাতন করে মেরে ফেলতে পারে জেনেও যে তার কাছে ছুটে যায়, তার আবার সামান্য একটা সুঁইকে ভয়!"

আমি চোখ পাকালাম। ওর অভিব্যক্তি বুঝার চেষ্টা করলাম। আমি অন্য প্রসঙ্গে আসতে চাইলাম।

"তুমি এখানে বসে আছো কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ও আমার অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো। বুঝতে পারলাম, আমার কথায় ও বেশ মর্মাহত হয়েছে। "তুমি কি চাও, আমি এখান থেকে চলে যাই?"

"না!" আমি প্রতিবাদ জানালাম। "না, আমি ভাবছিলাম মা'র কথা। তিনি যদি মনে করেন, তুমি এখানে কেন? উনি ফিরে আসার আগেই একটা গল্প তেরি করতে হবে আমাকে।"

"ওহ্," ও বললো, "আমি ফিনিক্স এসেছি তোমার সাথে কথা বলতে, কোনোভাবে আমি তোমাকে বুঝিয়ে ফরকস্-এ নিয়ে যেতে চাই।" ওর চোখ জোড়ায় এক ধরনের আত্মবিশ্বাস লক্ষ করলাম। ওর কথায় যুক্তি আছে। "তুমি আমার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছো, এবং কার্লিসল এবং এলিসের সাথে আমি যে হোটেলে উঠেছি, সেখানে তুমি দিন কয়েক বিশ্রাম নেবে– অবশ্যই আমরা বাবার সাথেই এখানে এসেছি। কিন্তু তুমি তার আগেই একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছো। সুতরাং তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি এখন সবকিছু ভালোভাবে মনেও করতে পারছো না..."

আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করলাম এ্যাডওয়ার্ডের গল্পটা নিয়ে। "গল্পটা আমার কাছে খানিকটা দুর্বল বলে মনে হচ্ছে। যেমন ধরো তুমি কোনো ভাঙা জানালা দেখাতে পারবে না..."

"তা অবশ্য ঠিক। এলিস গল্পটাকে সমর্থন জানিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করবে। এ নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। উনি নিশ্চয়ই হোটেলের ভাঙা জানালা দেখতে যাবেন না!" ও আমাকে ভরসা দেবার চেষ্টা করলো। "ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে এখন তোমার উচিত বিশ্রাম নেয়া।"

অবশ্য আমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর চেষ্টাও করলাম না।

"মার সামনে কিন্তু আমাকে লজ্জাতেই পড়তে হবে।" বিড়বিড় করে বললাম আমি।

ও আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো। "হুম্, আমি খুব অবাক হচ্ছি..."

ও আমার ওপর ঝুঁকে এসে কপালের ওপর ওর ঠোঁট জোড়া স্পর্শ করলো। কিন্তু

এরপরও বীপ্-এর শব্দ আমার কানে জোড়ালোভাবে বাজতে লাগলো।

"আমি অনেক আগেই এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করে রেখেছি।" ভ্রু কুঁচকে মন্তব্য করলো এ্যাডওয়ার্ড।

"তোমাকে আমার চুমুটা কিন্তু দিয়ে ওঠা হয়নি," অভিযোগের সুরে আমি বললাম। "আমাকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করবে না তুমি।"

এ্যাডওয়ার্ড হালকাভাবে ওর ঠোঁট জোড়া আমার দিকে এগিয়ে আনতে গেল।

কিন্তু ওর আর চুমু খাওয়া হলো না।

"মনে হচ্ছে, তোমার মা আসছেন," ও বললো।

"তুমি এখান থেকে কোথাও যাবে না," এ্যাডওয়ার্ডকে আমি অনুরোধ জানালাম। এখন আমি রীতিমতো এক ধরনের আতংক অনুভব করছি।

আমার চোখের আতংক ও অনুধাবন করতে পারলো। "আমি কোথাও যাচ্ছি না," ও প্রতিজ্ঞা করলো, "আমি শুধু স্থান পরিবর্তন করবো।"

ও একটা শক্ত চেয়ারে গিয়ে বসলো।

এখন আমি মা'র পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তিনি কারও সাথে কথা বলতে বলতে আসছেন। মনে হলো কোনো নার্সের সাথেই তিনি কথা বলছেন।

দরজাটা খুলে গিয়েই সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল। উনি সরাসরি আমার দিকে তাকালেন।

"মা!" আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম। আমার কণ্ঠে ভালোবাসা এবং স্বস্তি একই সাথে ঝরে পড়লো।

উনি একবার এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বিছানার পাশে রাখা টিপ্-টোড্ এর ওপর বসে পড়লেন।

"ও বোধহয় এখান থেকে আর নড়বে না, নড়বে কি?" আপনমনে বিড়বিড় করলেন তিনি।

"মা, তোমাকে দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে!"

উনি নিচু হয়ে আমাকে আদর করলেন।

"বেলা, আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"আমি দুঃখিত মা। কিন্তু এখন সব ঠিক হয়ে গেছে," আমি মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম।

"তোমাকে চোখ খুলতে দেখেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি।" উনি আমার বিছানার কোণায় গিয়ে বসলেন।

হঠাৎ মনে হলো ওই সময়কার কোনো কথাই আমার মনে নেই– কী হয়েছিলো এখন পর্যন্ত আমি কিছুই জানতে পারিনি। "চোখজোড়া আমার কতোক্ষণ বন্ধ হয়েছিলো?"

"শুক্রবার পর্যন্ত। তুমি বিকালে সামান্য একটু চোখের পাতা নাড়ালে।"

"শুক্রবার?" আমি একটু দুঃখ পেলাম। কিন্তু আমি আর কিছুই স্মরণ করতে চাইলাম না।

"মিষ্টি সোনা, তুমি খুব মারাত্মক আহত হয়েছিলে।"

"জানি, ওই কষ্ট এখনো আমি অনুভব করতে পারছি যেন।"

"তুমি খুবই ভাগ্যবান। ডাঃ কুলিনের মতো মানুষ ওখানে উপস্থিত ছিলেন। উনি আসলেই অতি চমৎকার মানুষ... যদিও বয়স তেমন বেশি নয়। ডাক্তারের চাইতে তাকে মডেল বলেই মনে হয়..."

"কার্লিসলের সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে?"

"এ্যাডওয়ার্ডের বোন এলিস ও খুব মিষ্টি মেয়ে।"

"আসলেই ও খুব ভালো মেয়ে," আমি তাকে সমর্থন জানালাম।

মা ঘাড় উঁচু করে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালেন। "ফরক্‌স্ এ যে তুমি এতো ভালো একজন বন্ধু পেয়েছো, তা কিন্তু আমাকে জানাওনি।"

আমি মুখ কুঁচকে যন্ত্রণাটা সহ্য করার চেষ্টা করলাম।

"কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে তোমার?" উৎকণ্ঠিত হয়ে মা প্রশ্ন করলেন।

"না ঠিক আছে," আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম।" আমার যে একেবারেই নড়া নিষেধ, প্রতিবারই আমি তা ভুলে যাই। মা এ্যাডওয়ার্ডের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

সুযোগটাকে এবার আমি কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম। "ফিল কোথায়?" মা কে প্রশ্ন করলাম আমি।

"ফ্লোরিডাতেই আছে। বেলা, তুমি ধারণাই করতে পারবে না! যখন আমরা মাত্র ফিরে আসতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই শুভ সংবাদটা!"

"ফিল নিশ্চয়ই কাজ পেয়েছেন?" অনুমান করেই বললাম কথাটা।

"হ্যাঁ! তুমি ঠিকই ধারণা করেছো! সূর্যের আলো, তুমি বিশ্বাস করতে পারো?

"এটা নিঃসন্দেহে বিরাট ব্যাপার মা!"

"জ্যাকসনভেইল তোমার কাছে সত্যিই খুব ভালো লাগবে।" আমার নির্লিপ্ত চোখের প্রতি লক্ষ না করেই মা বলে যেতে লাগলেন। "এ্যাকরন নিয়ে যখন ফিল কথা বলতে শুরু করলো। আমি খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম। এ্যাকরনের বরফসহ সবকিছুই আমার অসহ্য লাগে। তুমি তো ভালোভাবেই জানো ঠাণ্ডা আমি কতোটা অপছন্দ করি! কিন্তু এখন আমরা থাকছি জ্যাকসনভেইলে! এখানে সূর্য সবসময় ঝকমক করে, তাছাড়া হিউমিডিটিও মোটেও খারাপ বলা যাবে না। আমরা দু'জন খুবই চমৎকার একটা জায়গা খুঁজে বের করেছি থাকার জন্যে। হলুদ এবং সাদার মিশেলে রঙ করা। সামনে একটা পোর্চ আছে— অনেকটা পুরাতন সিনেমায় যেমন দেখা যায়। বাড়ির চারদিক ঘিরে প্রচুর ওকগাছ। মিনিট কয়েক হাঁটলেই সমুদ্র। তাছাড়া তোমার জন্যে আলাদা একটা বাথরুমও আছে—"

"দাঁড়াও, মা!" আমি মাঝপথে তার কথা থামিয়ে দিলাম। এ্যাডওয়ার্ড এখনো চোখ বন্ধ করেই আছে, কিন্তু মনে হয় না ও ঘুমিয়ে পড়েছে। "তুমি কি বলতে চাইছো? আমি কোনোভাবেই ফ্লোরিডায় যাচ্ছি না। আমি ফরক্‌সেই থাকবো।"

"কিন্তু তোমার এ ধরনের ছেলেমানুষীর তো কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না," মা হেসে উঠলেন। "ফিলের এখন সবকিছু সামলে নেবার ক্ষমতা আছে। আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেই তোমাকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"মা।" আমি ইতস্তত করে বললাম। "মা, আমি ফরক্সেই থাকতে চাই। ওখানকার একটা স্কুলে ইতোমধ্যে আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছি, এর মধ্যে আমার বেশ কিছু মেয়ে বন্ধুও তৈরি হয়েছে?"— বন্ধু কথাটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে মা আড়চোখে আরেকবার এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে নিলেন। সুতরাং কথার মোড় আমি অন্যদিকে ঘুরানোর চেষ্টা করলাম— "এবং চার্লি, আমাকে চার্লির খুবই প্রয়োজন। উনি ওখানে একেবারে একা পড়ে আছেন। এমনকি তিনি ভালোভাবে রান্না পর্যন্ত করতে পারেন না।"

"তুমি তাহলে ফরকস্ এ থাকতে চাচ্ছো?" মা জিজ্ঞেস করলেন। কণ্ঠের রাগ তিনি চাপা দিতে পারলেন না। এ্যাডওয়ার্ডের ওপর একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে এসে, আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, "কেন?"

"আমি তো বললামই—স্কুল, চার্লি— আউঃ!" আমি শ্রাগ করেছিলাম। বুঝতে পারলাম, শ্রাগ করার মতো সুস্থ্ এখনো হয়ে উঠতে পারিনি।

অসহায়ের মতো একটা হাত তিনি আমার হাতের ওপর রাখলেন।

"বেলা, মিষ্টি সোনা আমার, তুমি ফরকস্কে ঘৃণা করো," উনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

"এখন আমার কাছে নজরটা খারাপ লাগছে না।"

তিনি আবার ভ্রু কুঁচকে, একবার এ্যাডওয়ার্ড এবং আরেকবার আমাকে দেখে নিলেন।

"এই ছেলেটাই কি?" ফিসফিস করে বললেন তিনি।

আমি মিথ্যে বলার জন্যে মুখ খুলছিলাম, কিন্তু মিথ্যে বলতে পারলাম না।

"ও একটা কারণ মাত্র," আমি স্বীকার করে নিলাম। কতো বড়ো কারণ, তার ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না।" তোমার কি এ্যাডওয়ার্ডের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে?"

"হ্যাঁ," খানিকটা ইতস্তত করে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে মা উত্তর দিলেন।" আমার মনে হয় ওই ছেলেটা তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছে।"

"আমারও তাই ধারণা মা।"

"ওকে তোমার কেমন ছেলে বলে মনে হয়?" মৃদু কণ্ঠে তিনি জানতে চাইলেন।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অন্য দিকে তাকালাম। "বলতে পারো, আমি অনেকটা পাগলের মতো ভালোবাসি ওকে..."

"ভালো কথা, আমার মনে হয় ছেলেটা বেশ ভালোই, চমৎকার আচরণ, দেখতেও সুন্দর, কিন্তু বেলা তুমি এখনো অনেক ছোটো..." তার কণ্ঠে অনিশ্চয়তার ভাব ফুঁটে উঠলো।

"আমি জানি মা, ও নিয়ে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের সম্পর্ক কেবল শুরু হয়েছে মাত্র।" আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম।

"তাহলে ঠিক আছে," আমাকে সমর্থন জানালেন মা।

এরপর মা ঘাড় উঁচু করে দেয়ালে ঝুলানো বড়ো ঘড়িটার দিকে তাকালেন।

"তোমার কি এখন যাওয়া প্রয়োজন মা?"

উনি একবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। "ফিল বোধহয় খানিকক্ষণের ভেতরই ফোন করবে... আমি জানতাম না এরই ভেতর তোমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে..."

"কোনো সমস্যা নেই মা, তুমি যেতে পারো," তাকে আশ্বস্ত করে বললাম আমি। "আমি একাই থাকতে পারবো।"

"আমি অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি। এসে, এখানেই ঘুমানোর একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবো।"

"আরে না মা, তোমাকে ওসব কিছুই করতে হবে না। তুমি বাড়িতেই ঘুমাবে।"

"আমার বেশ ভয় লাগছে," অনেকটা কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললেন মা। "বাড়ির আশপাশে ইদানিং অপরাধ খুব বেড়ে গেছে। এখানে একা থাকতেও আমার ভয় লাগে।"

"অপরাধ?" সতর্ক কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলাম।

"কেউ একজন ওই ভাস স্টুডিও ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেছিলো। ওই যে আমাদের কোণায় যে স্টুডিওটা ছিলো না, সেটাতে। কে-যেন ওটাতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে— ওখানকার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, একেবারে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেছে। ওটার সামনে থেকে অপরাধীরা একটা গাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে। ওখানে যে তুমি নাচতে যেতে, সেই স্মৃতি তোমার মনে আছে মিষ্টি কোণা?"

"হ্যাঁ মা, ঠিকই মনে আছে।" উত্তরটা দিলেও ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে এলো।

"তুমি বললে আমি এখানে থেকে যাই।"

"কোনো দরকার নেই মা। আমি ভালোই থাকবো। এ্যাডওয়ার্ডও এখানে থাকতে পারে।"

"আমি রাতে তাহলে ফিরে আসছি।" আমি মা'র কথার ভেতর আমাকে সতর্ক করে দেবার একটা চেষ্টা লক্ষ করলাম।

"আমি তোমাকে ভালোবাসি মা।"

"বেলা আমিও তোমাকে খুবই ভালোবাসি। সাবধানে চলাফেরার চেষ্টা করবে। আমি তোমাকে হারাতে চাই না।"

এ্যাডওয়ার্ডের চোখ এখনো বন্ধ হয়েই আছে।

একজন নার্স এসে আমার সমস্ত টিউব পরীক্ষা করতে লাগলো। মা আমার কপালে একবার চুমু খেলেন। হাতের তালুর ওপর আলতোভাবে চাপ দিলেন।

হার্ট মনিটর থেকে বেরুনো চার্ট-পেপারটা বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখলেন।

"মিষ্টি সোনা, তুমি কি কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে আছো? এখানে তোমার হার্ট-রেট খানিকটা বেশি দেখাচ্ছে।"

"আমি ভালোই আছি," নাসর্কে আমি আশ্বস্ত করলাম।

"তুমি ঘুম থেকে উঠলে রেসিডেন্স নার্সকে ডেকে দিবো। উনি তোমাকে একটু পরীক্ষা করে যাবেন।"

উনি বেরিয়ে যেতেই এ্যাডওয়ার্ড আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

"তুমি একটা গাড়ি চুরি করেছো?" ভ্রু কুঁচকে এ্যাডওয়ার্ডকে প্রশ্ন করলাম।

আমার প্রশ্ন শুনে ও হাসলো। "ওই গাড়িটা খুবই ভালো। খুব জোরে চলে।"

"তোমার তন্দ্রা কেমন হলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বেশ মজার।" চোখ কুঁচকে ও উত্তর দিলো।

এরই ভেতর আরেকজন নার্স প্রবেশ করলেন আমার রুমে। হার্ট মনিটরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন সবকিছুই ঠিক মতো আছে কিনা।

"ব্যথা বাড়লে অবশ্যই জানাবে মিষ্টি সোনা," নার্স বললেন, "তাহলে আরেকটা আই ভি দিতে হবে তোমাকে।"

"না, না," আমি তীব্র প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করলাম। "আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই। এখনই আমি মোটেও চোখ বন্ধ করতে চাইছি না।"

"সোনা, এতোটা সাহস দেখানো ভালো না। মনের ওপর কোনো চাপ, মোটেও তোমার জন্যে সুখকর হবে না। এটা তোমাকে বুঝতে হবে। তোমার এখন পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।" মহিলা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। আমি কিছুই বলতে পারলাম না, শুধু একটু মাথা নাড়লাম।

"ঠিক আছে," দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম। "আপনারা প্রস্তুত হলে আমাকে জানাবেন।"

নার্স মহিলা এ্যাডওয়ার্ডের দিকে একবার বাঁকা চোখে তাকালেন। তারপর উৎকণ্ঠিত চোখে যন্ত্রপাতিগুলো দেখে নিলেন।

"তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।" মহিলা বেরিয়ে যেতেই এ্যাডওয়ার্ডকে অনুরোধ জানালাম আমি।

"আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না," এ্যাডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করে বললো।

আমার দু'গালের ওপর ও তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে স্পর্শ করলো।

"এখনো ভালো লাগছে?" ও প্রশ্ন করলো আমাকে।

"হ্যাঁ," সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম আমি।

ও মাথা নেড়ে চিড়বিড় করে কিছু একটা বললো।

আমি জানি যে, আমার শান্ত থাকা উচিত, কিন্তু নিজেকে আমি মোটেও শান্ত রাখতে পারছি না।

"তুমি প্রতিজ্ঞা করো," আমি ফিসফিস করে বললাম।

"কি?"

"তুমি ভালোভাবেই তা জানো।" আমি ক্রমশই ওর ওপর রেগে উঠছি। সরাসরি ও আমার কাছে কোনো প্রতিজ্ঞা করতে চাইছে না। আমাকে ছেড়ে ও কখনোই যাবে না, একবারো সে জোর দিয়ে বলেনি।

"আমি তোমাকে খোলামেলাভাবে একটা কথা জানাতে চাই যে, আজ পর্যন্ত কারও সাথে কোনো সম্পর্কের অভিজ্ঞতা হয়নি আমার, আমি বললাম। "তবে, এটা কিন্তু একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার... একজন ছেলে এবং একজন মেয়ের কোনো না কোনোভাবে সম্পর্ক হতেই পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে একজনই শুধু আরেকজনকে রক্ষা করার জন্যে ছুটে আসবে। আমার মনে হয়, উভয় উভয়কে রক্ষা করাটাই নিয়ম হওয়া উচিত। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। নয়তো এতোক্ষণে আমাকে ফরকস্ এর কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত থাকতে হতো।"

এ্যাডওয়ার্ড ওর বাহু ভাঁজ করে আমার বিছানার ওপর রাখলো। তারপর চিবুকটা ওই বাহুর ওপর স্থাপন করলো। ওর অভিব্যক্তি একেবারে স্বাভাবিক। এখন দেখে মনে হলো না ও আমার ওপর রেগে আছে।

"তুমি আমাকে রক্ষা করেছো," শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"আমি সবসময় লইস লেইন হতে পারবো না," আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম। "আমি সুপারম্যান পছন্দ করি।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি কী নিয়ে কথা বলছো।" ওর কণ্ঠ শান্ত কোণালো।

"আমার মনে হয় আমি পারবো।"

"বেলা তুমি জানো না। এটা নিয়ে আমি প্রায় নব্বই বছর চিন্তা করেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারিনি।"

"তোমার কি মনে হয় না, কার্লিসলই তোমার জীবন রক্ষা করেছেন?"

"না, তেমন চিন্তা করার ইচ্ছে নেই আমার।" কথা বলতে বলতে এ্যাডওয়ার্ড একটু থামলো। কিন্তু আমার জীবনের অনেকটাই পার করে দিয়েছি। আমি এর ভেতর তেমন কিছুই করতে পারিনি।

"তুমি আমার জীবন বেলা। তুমিই আমার কাছে একমাত্র মহার্ঘ বস্তু যা হারাতে আমি ভয় পাই।" কথাটা শুনে এই মুহূর্তে আমার বেশ ভালো লাগলো।

যদিও তাকে দেখে অত্যন্ত শান্ত মনে হলো। অন্তত আমার কাছে তেমনই মনে হলো।

"আমি এটা করতে পারবো না বেলা। আমার পক্ষে তোমার সাথে এটা করা সম্ভব নয়।

"কেন নয়?" বেশ জোর দিয়েই আমি কথাটা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কথাটা তেমন জোরালোভাবে বেরলো না। "তুমি বলতে যেও না কাজটা খুবই কঠিন! আজকের পর অথবা আমার ধারণায় দিন কয়েক আগে... যাইহোক, তারপরও হতে পারে, এটা কোনো ব্যাপারই ছিলো না।"

ও আমার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো।

"কিন্তু ব্যথা?" ও আমাকে প্রশ্ন করলো।

আমার মুখটা সাদা হয়ে গেল। এ বিষয়ে আমার পক্ষে কোনো সাহায্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু আসল অভিব্যক্তি কোনোভাবেই প্রকাশ করতে দেয়া যাবে না। অনুভূতিটা যে মিষ্টি-মধুর এবং স্মরণে রাখার মতো... সেভাবেই প্রকাশ করতে হবে সবকিছু। আমার শরীরের শিরাগুলোর ভেতর দিয়ে এখন আমার আগুন জ্বলে যাচ্ছে।

"সেটা আমার সমস্যা," আমি বললাম। "আমি ঠিকই এটা সামলে নিতে পারবো।"

"চার্লি?" এ্যাডওয়ার্ড শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো। "রেনে?"

মিনিট খানিক পার হয়ে গেল, আমি তার উত্তর দিতে পারলাম না। উত্তরটা দেবার জন্য মুখ খুললাম, কিন্তু সেখান থেকে কোনো শব্দ বেরুলো না।

"দেখো, এটাকে কোনো সমস্যা বলে ধরা উচিত নয়," বিড়বিড় করে অবশেষে

আমি উত্তর দিতে পারলাম। "রেনে সবসময় তার নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে চেয়েছেন। তাছাড়া তার ইচ্ছেগুলো জোর করে আমার ওপর আরোপ করারও চেষ্টা করেছেন। চার্লি নিরপেক্ষ একজন মানুষ। অন্যের ইচ্ছের ওপর কখনো তিনি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেননি। সারাজীবন আমি তাদের দায়িত্ব নিতে পারবো না। সুতরাং আমার জীবন আমার কাছেই।

"তুমি ঠিক কথাই বলেছো," ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উঠলো। "এবং সে কারণেই আমি তা শেষ হয়ে যেতে দেবো না।"

গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে আমি শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

"তুমি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছো," এ্যাডওয়ার্ড বললো, "দিন কয়েকের ভেতর তুমি এখান থেকে চলে যাবে। খুব জোর দুই সপ্তাহ।"

"আমি ওর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালাম।" এখন আমি মরতে চাই না ঠিকই... কিন্তু একদিন আমাকে মরতেই হবে। দিনের প্রতিটা মিনিটে চলে যাওয়া মানে আমার আয়ু কমে আসা।"

এ্যাওয়ার্ড একবার ভ্রু কুঁচকে চোখ বন্ধ করলো। "তুমি তা কিভাবে মনে করছো? সেটা কিভাবেই বা ঘটবে যদি আমি তোমাকে না যেতে দিই– এবং অবশ্যই আমি তোমাকে যেতে দিচ্ছি না।"

আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম। চোখ খুলে ও অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। "এটা লটারি জেতার মতো একটা ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।"

"আমাকে লটারির পুরস্কার হিসেবে ধরে নেবার কিছু নেই," ও অভিযোগ জানালো।

"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। তুমি লটারির পুরস্কারের চাইতে অনেক বেশি দুলর্ভ।"

"বেলা এগুলো নিয়ে এখন আলোচনা না করলেও চলবে। সমস্ত রাতটাই তোমার জন্যে পড়ে আছে। আর রাত পার হলেই তুমি সব ভুলে যাবে।"

"তুমি যদি এমন মনে করো," আমি বললাম, "যদি এমন মনে করো, তাহলে বলতে হয়, তুমি আমাকে এক বিন্দুও চিনতে পারোনি। মনে রেখো, এই পৃথিবীর তুমিই একমাত্র ভ্যাম্পায়ার নও।"

এ্যাডওয়ার্ড আবার চোখ বন্ধ করলো।

"এলিস ইতোমধ্যে অনেক কিছু দেখে নিয়েছে, তাই নয় কি?" অনুমানের ওপর নির্ভর করে প্রশ্ন করলাম আমি। "ওর বলা কথাগুলোই তোমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। ও জানে যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি... একদিন।"

"ও ভুল বলেছে," এ্যাডওয়ার্ড প্রতিবাদ জানালো, "ও দেখেছে, তোমার একদিন মৃত্যু ঘটবে। যদিও তেমন কিছু আমি ঘটতে দিবো না।"

"তুমি কখনোই আমাকে এলিসের সাথে তুলনা করবে না," প্রতিবাদ জানালাম আমি।

বেশ খানিকক্ষণ আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

"তো আমাদের এখন গন্তব্য কোথায়?" একটু অবাক কণ্ঠে আমি জানতে চাইলাম।

"মনে হয় কোনো কানাগলিতে," ঠাট্টা করে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। "আউঃ!" বিড়বিড় করে শব্দটা উচ্চারণ করতে বাধ্য হলাম আমি।

"তুমি এখন কেমন বোধ করছো? নার্সকে ডাকার বাটনটার ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করলো ও।

"আমি ভালো আছি," মিথ্যে বলতে বাধ্য হলাম আমি।

"তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না," শান্ত কণ্ঠে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"আমি এখন মোটেও ঘুমোতে চাইছি না।"

"তোমার এখন বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন। এতোসব তর্কবিতর্ক করার সময় নয় এখন। তোমার শরীরের অবস্থা মোটেও ভালো নয়।"

"তাহলে কথা দাও," আমি ওকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"বেশ মজা পেয়েছো না? ফন্দি করে আমার কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা হচ্ছে?" বাটনটা টেপার জন্যে হাত বাড়ালো।

"না!"

কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আমার অনুরোধে মোটেও পাত্তা দিলো না।

"হ্যাঁ?" দেয়ালে লাগানো স্পীকার বেজে উঠলো।

"আমার মনে হয় রোগীর ভালো ব্যথানাশক ওষুধের প্রয়োজন," শান্ত কণ্ঠে বললো ও। আমার উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে ও একবারো ফিরে তাকালো না।

"আমি একজন নার্সকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" স্পীকারে ভেসে ওঠা কণ্ঠস্বর গম্ভীর কোণালো।

"আমি কোনো মতেই ওষুধ দিতে দিবো না," প্রতিজ্ঞা করার সুরে বললাম আমি।

"আমার মনে হয় না তোমাকে ওরা বিস্বাদ কিছু গিলতে বলবে।"

আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। আমার চোখের আতংকও ও লক্ষ করলো, হতাশ হয়ে এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

"বেলা, তোমার শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি এতো অদ্ভুত চরিত্রের কেন? ওরা নিশ্চয়ই তোমার শরীরে নতুনভাবে সুঁই ফুঁটাতে যাচ্ছে না।"

"সুঁই ফুঁটানো নিয়ে আমার কোনো ভয় নেই।" আমি প্রতিবাদ জানালাম। "আমার চোখ বন্ধ হওয়া নিয়েই আমার যতো ভয়।"

এ্যাডওয়ার্ড আমার কথা শুনে হেসে ফেললো। ওর শীতল দুই তালু আমার দুই গালের ওপর স্থাপন করলো। "তোমাকে বলেছিই যে, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই; তোমার যতোক্ষণ ভালো লাগবে, আমি এখানেই থাকবো।"

আমি হাসিটা তাকে ফিরিয়ে দিলাম। "তুমি কিন্তু চিরকালের জন্যে এই অঙ্গিকার করছো, মোটেও তা ভুলে যাওয়ারা চেষ্টা করবে না।"

"ওহ্, তুমি খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছো।"

আমি অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়লাম— বিষয়টা আমাকে খুব হতাশ করেছে।" রেনে

যখন ওই কথাটা বললেন, আমার পক্ষে তা হজম করা বেশ কষ্টকর হয়েছিলো। আমার চাইতে তোমারই তা বেশি খারাপ লাগার কথা।"

"মানুষের আসলে এগুলোই সুন্দর দিক,' ও আমাকে বললো। "তবে মানুষ সবকিছু একইভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না।"

আমি চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম। "তোমার যা মন্তব্য করার করে ফেলতে পারো। নিজের ভেতর ওগুলো চেপে রাখার কোনো অর্থ নেই।"

আমার কথা শুনে এ্যাডওয়ার্ড হেসে উঠলো, আর তখনই আমার রুমে নার্স প্রবেশ করলেন।

নার্স আড়াচোখে ওর দিকে তাকাতেই ও ছোটো ঘরটাতে গিয়ে দু'হাত ভাঁজ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

"এখনই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে মিষ্টি সোনা।" মিষ্টি করে হেসে টিউবের ভেতর ওষুধটা ইনজেক্ট করতে করতে মন্তব্য করলেন নার্স। "এখন তোমার বেশ ভালো লাগবে।"

"ধন্যবাদ।" অনিশ্চিতভাবে বিড়বিড় করে নার্সকে আমি সমর্থন জানালাম।

ওই সময়ই নিশ্চয়ই নার্স চলে গিয়েছিলেন, নয়তো ঠাণ্ডা হাতের কোমল স্পর্শ আমি অনুভব করতাম না।

"আছো তাহলে! থাকো।" ম্লান কণ্ঠে বললাম আমি।

"আমি থাকবো।" ও প্রতিজ্ঞা করলো। "বলেছি-ই তো যতোক্ষণ তোমার ভালো লাগবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে।"

আমি মাথা নেড়ে ওকে সমর্থন জানানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওটা আমার কাছে খুব ভারি বলে মনে হলো। "কিন্তু সেটা একই রকম কথা হলো না।" আমি বিড়বিড় করে বললাম।

ও হেসে উঠলো। "ওটা নিয়ে তুমি এখন আর আমার সাথে তর্ক করবে না। ঘুম ভেঙ্গে অনেক তর্ক করার সুযোগ পাবে তুমি।"

আমার কানের কাছে ওর ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করলাম।

"আমি ভালোবাসি তোমাকে।" ও ফিসফিস করে বললো।

"আমি তা ভালোভাবেই জানি," শান্তভাবে ও হাসলো।

আমি মাথাটা সামান্য একটু ঘুরানোর চেষ্টা করলাম... ওকে খোঁজার চেষ্টা করলাম। ও জানে এরপর আমি কী করতে চাই। ওর ঠোঁট আমার ঠোঁটের ওপর আলতোভাবে স্পর্শ করলো।

"ধন্যবাদ," আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

"যেকোনো সময়।"

উপসংহার

খুব সাবধানে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে গাড়িতে তুললো, যেন আমি সিল্ক কিংবা শিফনের কোনো কাপড়। গাড়ি পর্যন্ত সামান্য পথটুকুতে ও ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি একটু রেগেই ছিলাম ওর কাণ্ড দেখে, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড সম্পূর্ণভাবে তা উপেক্ষা করলো।

গাড়ির পেছন সিটে আমাকে বসিয়ে দিয়ে ও ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসলো। এরপর ও দীর্ঘ সরু রাস্তায় গাড়িটা বের করে আনলো।

"এখন তোমাকে বলতে হবে কী ঘটতে যাচ্ছে?" আমি ওকে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম। আমি সবকিছু দেখে যে খুব অবাক হয়েছি, ও তা বুঝতে পারছে।

"আমার অবাক লাগছে, এখনো তুমি কিছুই বুঝতে পারছো না।" আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ও হালকাভাবে একটু হাসলো।

"তুমি যে দেখতে খুবই সুন্দর, অবশ্যই আমি তা এর আগে অনেকবার উল্লেখ করেছি, তাই নয় কি?" আমি সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তার কাছ থেকে আরেক বার প্রশ্নটা করলাম।

"হ্যাঁ।" ও আবার দাঁত বের করে হাসলো। আমি তাকে কালো পোশাকে এর আগে কখনো দেখিনি। সাদা চামড়ার সাথে এই পোশাক চমৎকারভাবে মানিয়ে গেছে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠায় আমার চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল। জ্যাকেটের পকেট থেকে এ্যাডওয়ার্ড তার সেল ফোনটা বের করলো। কলার আই. ডি'র দিকে এক নজর তাকিয়ে জবার দিলো।

"হ্যালো, চার্লি বলছেন?" শান্ত কণ্ঠে কথাটা বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"চার্লি?" আমি ভ্রু কুঁচকালাম।

চার্লি নিশ্চয়ই আমার ফরকস্-এ ফিরে যাওয়ার কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে আছেন।

চার্লি নিশ্চয়ই কিছু একটা বলেছেন, যার কারণে এ্যাডওয়ার্ডের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে।

"আপনারা নিশ্চয়ই ছেলেমানুষী করছেন!" এ্যাডওয়ার্ড হাসতে হাসতে বললো।

"কি হয়েছে?" আমি জানতে চাইলাম।

ও আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না "কেন তুমি চার্লির সাথে কথা বলার সময় বিরক্ত করছো?" এক ধরনের স্বস্তি নিয়ে ও রাগ করলো। ও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলো।

"হ্যালো টাইলার? আমি এ্যাওয়ার্ড কুলিন বলছি।" ওর কণ্ঠস্বর বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না টাইলার আমাদের বাড়িতে কি করছে? "আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, এখানে একটু আমাদের ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে, কিন্তু বেলাকে আজ রাতে তোমরা পাচ্ছো না।" এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। তার কণ্ঠে এখন এক পাষানের সুর।" তেমনভাবে বলতে গেলে, আমাদের ব্যাপার নিয়ে কেউ যদি নাক গলাতে আসে, তাহলে ও আর কোনো রাতেই ওখানে উপস্থিত হবে না। কিছু মনে করো না। তোমার বিকেলটা পন্ড হওয়ার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত।" অবশ্য ওর কণ্ঠে কোনো রকম দুঃখ প্রকাশ হতে দেখলাম না।

রাগে আমার মুখ এবং গলা জ্বলতে লাগলো। আমার চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে

নামতে লাগলো।

অবাক দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকালো। "শেষ কথাটা কি আমার খুব বেশি বলা হয়ে গেছে? আমি তোমাকে খাটো করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসলে কিছু বলিনি।"

আমি ওর কথাটায় মোটেও পাত্তা দিলাম না।

এখন আসলেই বিষয়টা বিব্রতকর হয়ে উঠেছে। এ্যাডওয়ার্ডের সাথে আমাকে নিয়ে স্কুলে এখন সব মুখরোচক গল্প রচনা শুরু হবে। আমার মনে হয় বিষয়টা এ্যাডওয়ার্ড একবারো চিন্তা করে দেখেনি।

"সবকিছুকে এতোটা জটিল মনে করো না বেলা," ও অভয় দিলো আমাকে।

আমি জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে থাকলাম।

"তুমি এই কাজটা কেন করতে গেলে এ্যাডওয়ার্ড?" ভীত কণ্ঠে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

"বিশ্বাস করো বেলা, তুমি যেমন চিন্তা করছো, সেরকমই কি আমরা কিছু করছি?"

এলিস দীর্ঘ সময় ব্যয় করে আজ আমাকে বিউটি কুঈন বানানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমার কাছে এখন এগুলোর কিছুই ভালো লাগছে না।

আমি ধারণা করলাম আমার সম্মানে নিশ্চয়ই কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু এখন তা আমার কাছে একেবারে মূল্যহীন।

রাগের কারণে গড়িয়ে নামা চোখের পানিতে আমার গাল ভিজে যাচ্ছে। মনে পড়লো আজ আমি চোখে মাসকারা ব্যবহার করেছি। আমি দ্রুত চোখের নিচটা মুছে নিলাম। নয়তো সবার সামনে আর কিছুই লুকানো সম্ভব হবে না। চোখ নিচটা মোছার সময় বুঝতে পারলাম এলিস আজ ওয়াটার প্রুফ মেক-আপ ব্যবহার করেছে। ও হয়তো আগে থেকে কিছু একটা ধারণা করতে পেরেছিলো।

"এটা আমি ঠাট্টা করেছি। এতে তোমার কান্নার কি হলো?" হতাশ কণ্ঠে ও প্রশ্ন করলো আমাকে।

"কারণ আমি পাগল!"

"বেলা!" চোখ বড়ো বড়ো করে ও আমার দিকে তাকালো।

"কি?" ম্লান কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি।

"আমাকে একটু মজাও করতে দেবে না?"

"ভালো কথা, মজা কারো, কে নিষেধ করেছে?" একই রকম ম্লান কণ্ঠে আমি কথাগুলো বললাম। "আমি কিছুই আর বলবো না। কিন্তু দেখবে ঠিকই আমার একটা না একটা ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। হয়তো দেখবে আমার আরেক পা ভেঙ্গে বসে আছি। এই জুতাটার দিকে তাকিয়ে দেখো! এটা একটা মৃত্যু ফাঁদ!" আমার ভালো পা'টার প্রতি ঈঙ্গিত করে কথাগুলো বললাম ওকে।

"হুমম্।" যতোটা সময়ের প্রয়োজন তারও চাইতে অধিক সময় ব্যয় করে আমার পা'টা দেখার চেষ্টা করলো ও। "তোমাকে একটা তথ্য জানানোর জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। এলিস আজ রাতে উপস্থিত থাকছে।"

"এলিস আজ ওখানে যেতে পারে?" আমি খানিকটা স্বস্তিবোধ করলাম কথাটা শুনে।

"জেসপার, এমেট... এবং রোজালেও উপস্থিত থাকছে, ও আমাকে নতুন তথ্যটা জানালো।

যতোটুকু স্বস্তি অনুভব করেছিলাম, মুহূর্তে তা মন থেকে মুছে গেল। রোজালে উপস্থিত থাকলে, মনে হয় না ওর সামনে আমি খুব একটা স্বাভাবিক হতে পারবো। এমেটকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই। আমাকে পেলে ও খুশিই হবে।

"চার্লিও উপস্থিত থাকছেন নাকি এতে?" কৌতুহল দমাতে না পেরে প্রশ্ন করলাম আমি।

"অবশ্যই।" দাঁত বের করে হাসলো ও, যদিও টাইলার উপস্থিত থাকছে না আজ।"

আমি দাঁতে দাঁত চাপলাম। টাইলার এতোবড়ো প্রবঞ্চক কীভাবে হতে পারলো!

আমরা স্কুলে এসে উপস্থিতও হলাম। পার্কিং লটে দেখতে পেলাম রোজালের লাল কনর্ভাটিবলটা দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে আজ হালকা মেঘ জমে আছে। পশ্চিম দিক থেকে ওই হালকা মেঘের ফাঁক থেকে মাঝে মাঝে সূর্যের আলো উঁকি মারছে।

এ্যাডওয়ার্ড গাড়ি থেকে নেমে আমার দরজা খুলে ধরলো এবং আমাকে নামতে সাহায্য করতে হাত বাড়িয়ে দিলো।

আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। হাত ভাঁজ করে রাখার কারণে ওর হাত বাড়িয়ে দিয়েও কোনো লাভ হলো না। রঙ বেরঙের আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিহিত অসংখ্য মানুষ চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা এই দৃশ্যের স্বাক্ষী হয়ে থাকুক, আমি তা মোটেও চাইলাম না।

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। "যখন তোমাকে কেউ হত্যা করতে চায়, তুমি সিংহের মতো সাহসী হয়ে ওঠো... এবং যখন কেউ তোমাকে নাচার আহ্বান জানায়..." ও তার মাথা নাড়লো।

"আমি ঢোক গিললাম। নাচ!"

"বেলা, তোমাকে দুঃখ দেবার জন্যে আমি কিছু করিনি। ঠিক আছে, এখন তোমাকে নামতেও অনুরোধ করবো না।"

ওর কথা শুনে আমার একটু ভালো লাগলো। বোধহয় ও আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলো।

"তাহলে এখন," ও শান্ত কণ্ঠে বললো। "নিশ্চয়ই তোমার আগের মতো খারাপ লাগছে।" আবার ও হাতটা বাড়িয়ে ধরলো।

ফিনিক্স হোটেলের বলরুমে সবাই জমায়েত হয়েছে। ওই নাচ জিম-ও হতে পারতো। কিন্তু এটাই সম্ভবত শহরের একমাত্র সবচেয়ে বড়ো রুম, যেখানে একসাথে এতোগুলো মানুষ একসাথে নাচতে পারে। যখন আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম, আমি অবাক হয়ে গেলাম। বেলুন, রঙিন কাগজ ইত্যাদি দিয়ে অদ্ভুত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে বলরুমটাকে।

"আমার কাছে এটাকে হরর মুভির মতো মনে হচ্ছে, এখনই ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটতে শুরু করবে" আমি শিউরে উঠলাম।

"ভালো" টিকেট টেবিলের দিকে এগুতে এগুতে ও বিড়বিড় করলো—" এখানে মনে হয় আজ প্রচুর ভ্যাম্পায়ারের উপস্থিতি ঘটেছে।

আমি ডান্স ফ্লোরটার দিকে তাকালাম। মাঝখানে ডান্সফ্লোরের চারদিকে ঘিরে বেশ খানিকটা খালি অংশ। একজোড়া নৃত্য শিল্পী নাচার সময় ফ্লোরের ওপর আর সবাই খালি অংশটুকুতে ইচ্ছে করলে অপেক্ষা করতে পারবে।

এমেট এবং জেসপার তাদের ক্লাসিক নৃত্যের পারদর্শীতা দেখালো। এলিসকে আজ কালো সার্টিনের পোশাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

"আমি কিন্তু আজ সারারাত নাচার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি!" ও আমাকে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করলো।

"এ্যাডওয়ার্ড," আমার গলা শুকিয়ে এলো।" সত্যি করে বলছি, আমি কিন্তু মোটেও নাচতে জানি না।"

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই," ও ফিসফিস করে বললো। "আমি নাচতে পারি।"

"মনে হচ্ছে, আমার বয়স বুঝি পাঁচ," আমি হাসতে হাসতে বললাম।

"তোমাকে দেখে মোটেও পাঁচ বছরের শিশুর মতো মনে হচ্ছে না," ও বিড়বিড় করে বললো। কয়েক সেকেন্ড ও আমাকে ওর বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখলো।

এলিসের চোখে চোখ পড়ে গেল আমার। ও আমাকে দেখে একটু হাসলো। মনে হলো এলিস আমাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করছে। আমিও ওর হাসিটা ফিরিয়ে দিলাম। মনে হচ্ছে এর সবকিছুই এখন আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে।

"না, তেমন একটা খারাপ লাগছে না এখন," ওর সামনে স্বীকার করে নিতে আমার মোটেও লজ্জা লাগলো না।

কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড দরজার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। রাগে ওর মুখ থমথম করছে।

"কি হলো?" বিস্মিত কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলাম। ওর অভিব্যক্তি বুঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রেগে ওঠার কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। অবশেষে ওর রাগের কারণ বুঝতে পারলাম। জ্যাকব ব্ল্যাক তার টাক্স পরে আসেনি। ওর পরনে ফুল হাতা সাদা জামা এবং টাই। চুলগুলো পেছনে পনিটেইল করে বেঁধে রাখা। ও আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

এ্যাডওয়ার্ড শান্তভাবে কিছু একটা বলে উঠলো।

"উহুঃ, ভদ্র ব্যবহার করার চেষ্টা করো!" আমি ওকে সাবধান করলাম।

এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠ অন্য রকম কোণালো। "ও তোমার সাথে বকবক করতে আসছে।"

জ্যাকব অবশেষে আমাদের সামনে এসে হাজির হলো। একই সাথে ওর মুখে বিব্রত এবং কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গি লক্ষ করলাম।

"এই যে বেলা, তুমি এখানে উপস্থিত থাকবে এমনই আশা করছিলাম।" জ্যাকবের কথা শুনে মনে হলো, ও বোধহয় উল্টো কিছু আশা করছিলো।

"এই যে জ্যাকব।" আমি হাসি মুখে বললাম। "কেমন চলছে সবকিছু?"

"তোমাদের আলোচনায় বাধা দিলাম না তো?' এ্যাডওয়ার্ডের দিকে এই প্রথমবারের মতো তাকিয়ে, অপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করলো জ্যাকব।

এ্যাডওয়ার্ডের মুখ আগের মতোই নির্বিকার করে রেখেছে।

"ধন্যবাদ,' ভদ্রতা করে জ্যাকব বললো।

আমার দিকে তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ড একটু মাথা নেড়ে অন্যদিকে চলে গেল।

জ্যাকব আমার কোমরের কাছে হাত রাখলো এবং আমি ওর বুকের ওপর হাত রাখলাম।

"ওয়াও, জ্যাকি, এখন তোমার দৈর্ঘ্য কতো?"

ও একটু হাসলো। "ছ'ফুট দুই।"

আমরা আসলে নাচছি না– আমার পা জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তার বদলে পা-জোড়াকে খুব কম ব্যবহার করে একপাশ থেকে আরেকপাশে একটু নড়াচড়া করতে চেষ্টা করলাম শুধু।

"তো, এখানকার রাত তুমি কিভাবে কাটাচ্ছো?" কৌতুহলী না হয়েই প্রশ্ন করলাম তাকে।

"তুমি বিশ্বাস করবে, এই অনুষ্ঠানে আমার জন্যে বাবা আমাকে মাত্র বিশ ডলার দিয়েছেন?" খানিকটা লজ্জিত কণ্ঠে বললো।

"হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করছি," আমি বিড়বিড় করে বললাম। "যাই হোক, তোমার বোধহয় এখানে ভালোই লাগবে। পছন্দের কিছু খুঁজে পেলে কি?" খোঁচা দেবার উদ্দেশ্যেই আমি প্রশ্নটা করলাম জ্যাকবকেথ।

"হ্যাঁ," ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। "কিন্তু ও আরেকজনের সাথে জুটি বেঁধে ফেলেছে।"

ও সেকেন্ড কয়েকের জন্যে আমার ঔৎসুক্য দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিলো– আমরা উভয়েই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম। কোনো কারণ ছাড়াই আমরা বিব্রতবোধ করলাম।

"তোমাকে আজ দেখতে চমৎকার লাগছে," লজ্জিত মুখে মন্তব্য করলো জ্যাকব।

"উম্, ধন্যবাদ। তো বিলি তোমাকে এখানে আসতে দিলো কেন?" দ্রুত প্রশ্ন করলাম আমি। যদিও এর উত্তরটা আমার জানাই আছে।

জ্যাকব প্রশ্নটা শুনে একটু অস্বস্তিবোধ করলো। "ও বললো, তোমার সাথে কথা বলার নাকি এটাই সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।"

জ্যাকব আবার অন্যদিকে তাকালো। "তুমি আবার আমাকে পাগল বলে ধরে নিও না, ঠিক আছে?"

"তোমাকে পাগল ভাবার কোনো কারণ নেই জ্যাকব!" আমি ওকে নিশ্চিত করলাম।

গানটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি জ্যাকবের বুকের কাছ থেকে হাতটা নামিয়ে নিলাম।

আমার কোমরের কাছ থেকেও ও হাতটা সরিয়ে নিলো। কিন্তু খানিকটা ইতস্তত করতে দেখলাম ওকে। ও আহত পায়ের দিকে একবার তাকালো। "তুমি কি আবার নাচার কথা চিন্তা করছো নাকি? নয়তো বলো কোথায় যাবে, আমি তোমাকে সাহায্য করি।"

এ্যাডওয়ার্ডই আমার হয়ে উত্তরটা দিলো। "ঠিক আছে জ্যাকব। আমি ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবো।"

জ্যাকব প্রায় আঁতকে উঠলো। বড়ো বড়ো চোখে এ্যাডওয়ার্ডকে দেখতে লাগলো। এ্যাডওয়ার্ড যে আমাদের পাশেই দাঁড়িয়েছিলো, জ্যাকব তা মোটেও লক্ষ করেনি।

"এই যে, আমি তোমাকে ওখানে দেখতে পেলাম না," এ্যাডওয়ার্ড কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললো। "আমি মনে করলাম, আশপাশে কোথাও খুঁজলে হয়তো তোমাকে দেখতে পাবো।"

আমি একটু হাসলাম। "হ্যাঁ, আমি তোমাকে অনেক পরে দেখতে পেয়েছি।"

"দুঃখিত," দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে জ্যাকব আরেকবার দুঃখ প্রকাশ করলো।

পরবর্তী গানটা শুরু হওয়ার সাথে সাথে এ্যাডওয়ার্ড তার হাত দিয়ে আমার কোমর প্যাঁচিয়ে ধরলো। এটা ধীর লয়ের গানের সাথে টেম্পো ডান্স। কিন্তু নাচের প্রতি মোটেও মনোযোগ দিলো না এ্যাডওয়ার্ড।

"খুব মজা পেলে?" টিটকারী দিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

"খুব একটা নয়," পাল্টা টিটকারী করতে ছাড়লো না এ্যাডওয়ার্ড।

"বিলির ওপর রাগ করে লাভ নেই," আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম। "চার্লির কারণেই ও আমাকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত। এর ভেতর ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নেই।"

"বিলিকে নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই," ও আমার অভিযোগ খণ্ডানোর চেষ্টা করলো। "কিন্তু ওর ছেলের আচরণে আমি খুব বিরক্ত।"

ওকে খানিকটা পেছনে সরিয়ে দিয়ে, আমি ওর মুখটা দেখার চেষ্টা করলাম।

"কেন?"

"প্রথমত, ও আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়েছে।"

অবাক দৃষ্টিতে আমি ওর দিকে তাকালাম।

এ্যাডওয়ার্ড একটু হাসলো। "আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, তোমাকে ছেড়ে আজ রাতে কোথাও যাবো না। কিন্তু ওর কারণে ঠিকই তোমাকে ছেড়ে যেতে হয়েছে।" ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো।

"ওহ্! ঠিক আছে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু এরপরও আরো কিছু আছে।" এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুঁচকালো।

ওর পরবর্তী কথা কোণার জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকলাম।

"ও তোমাকে সুন্দরী বলেছে," অভিযোগের সুরে বললো এ্যাডওয়ার্ড। "এটা নিঃসন্দেহে অপমানজনক। আজ তোমাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে।"

আমি হেসে উঠলাম। "তুমি একটু হিংসুটে প্রকৃতির।"

"পাশাপাশি এমন চিন্তা যে আমি করিনি, তা কিন্তু নয়। আমার দৃষ্টি শক্তি অত্যন্ত প্রখর।"

আমরা আবার দুলতে লাগলাম।

"তো এগুলো কি তোমার ব্যাখ্যা করার খুব প্রয়োজন ছিলো?" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

ও আমার দিকে তাকালো। একটু বিভ্রান্ত মনে হলো।

খানিকক্ষণ ও কি যেন চিন্তা করলো, তারপর আমাকে নিয়ে অন্যদিকে রওনা হলো। ভিড় এড়িয়ে ও পেছন দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। শেষ মুহূর্তে দেখতে পেলাম জেসিকা এবং মাইক জুটি বেঁধে নাচছে। আমাকে দেখে জেসিকা হেসে হাত নাড়লো। আমি দ্রুত তার প্রতি হাসিটা ফিরিয়ে দিলাম। এঞ্জেলাও ওখানে উপস্থিত, ক্ষুদে বেন চেনির বাহু বন্ধনে আবদ্ধ এঞ্জেলাকে বেশ সুখি বলে মনে হলো। ও আমাকে দেখতে পেলো না। শুধু আমি ওদের মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। লী, সামান্থা এবং লরেন একবার আমাদের দেখে নিলো। কিন্তু কাউকে পাত্তা না দিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে

এলাম। সূর্যাস্তের শেষ আলো আকাশকে সামান্য একটু আলোকিত করে রেখেছে।

সবার দৃষ্টি এড়িয়ে যখন মনে হলো আমরা সম্পূর্ণ একা, ও সাথে সাথে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে নিলো। তারপর কোলে তুলে নিয়ে ঝাকড়া গাছগুলোর নিচে পাতা বেঞ্চগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। এ্যাডওয়ার্ড একটা বেঞ্চের ওপর বসে আমাকে ওর বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলো। ইতোমধ্যে আকাশে চাঁদ দেখতে পেলাম। হালকা মেঘের আড়াল থেকে চমৎকারভাবে উঁকি মারছে চাঁদটা। চাঁদের সাদা আলোয় ও মুখটা ম্লান দেখাচ্ছে। ওর চেহারায় কাঠিন্য, চোখে ইতস্তত ভাব।

"আবার সেই চন্দ্রালোক," ও বিড়বিড় করলো। "আরেকটা সমাপ্তি। দিনটা যেমনই হোক, তা শেষ হয়ে যায়, সবসময় আমাদের জীবন থেকে একটা করে দিন চলে যেতে থাকে।"

"কিছু কিছু বিষয় আছে, যা কখনো শেষ হয় না," আমি পাল্টা বিড়বিড় করে মন্তব্য করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

"আমি তোমাকে নাচের আসরে এনেছি, কারণ কোনো কিছুই আমি তোমাকে বাদ দেয়াতে চাই না। আমার কারণে তুমি সবকিছু থেকে দূরে সরে থাকবে, এটা আমার মনের ইচ্ছে নয়। আমি তোমাকে একজন মানুষ হিসেবেই ভাবতে চাই।"

"আমি কিন্তু এ নিয়ে তোমাকে কোনো অভিযোগ জানাইনি। সবকিছুই আমার ভালো লেগেছে– ভালো লাগছে," আমি মন্তব্য করলাম।

"তার কারণ আমি তোমার সাথে আছি," এ্যাডওয়ার্ড বললো, "তুমি কি আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিবে?"

"আমি কি সবসময় তোমার প্রশ্নের জবাব দিই না?"

"শুধু বলো, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দেবে," খানিকটা ক্ষিপ্ত হয়ে বললো এ্যাডওয়ার্ড।

"ঠিক আছে!" সহজ সমর্থন জানালাম আমি।

"তোমাকে যখন এখানে আনছিলাম তুমি কি অবাক হয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, হয়েছিলাম।"

"সেটাই," ও আমাকে সমর্থন জানালো। "কিন্তু তোমার নিশ্চয়ই অন্য কোনো ধারণা ছিলো...আমি জানতে খুব আগ্রহী– যখন তোমাকে ভিন্ন ধরনের পোশাকে সাজাতে বলে ছিলাম, তখন তুমি কি মনে করেছিলে?"

ঠোঁট চেপে আমি ইতস্তত করলাম। "আমি তোমাকে বলতে চাইছি না।"

"তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো," ও প্রতিবাদ জানালো।

"আমি জানি।"

"তাহলে বলতে সমস্যা কোথায়?"

"আমার ধারণা এটা বললে তুমি দুঃখ পাবে।"

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো। "আমি তবুও জানতে চাই। দয়া করে তুমি আমাকে বলো।"

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। ও আমার উত্তর কোণার আশায় অপেক্ষা করে রইলো।

"ভালো কথা...আমার ধারণা ছিলো এটা কোনো সাধারণ অনুষ্ঠান হবে।...কিন্তু ধারণা করতে পারিনি...এটা কোনো মানুষের অনুষ্ঠান...একটা নাচের অনুষ্ঠান!" ব্যাখ্যা করে বলার চেষ্টা করলাম আমি।

"মানুষের অনুষ্ঠান?" ও ম্লান কণ্ঠে প্রশ্ন করলো। ও শব্দটার ওপর বিশেষভাবে জোর দেবার চেষ্টা করলো।

আমি আমার পোশাকটা আরেকবার দেখার চেষ্টা করলাম। নক্সা করা সমান্তরাল সিফন কাপড়ের ভিন্ন ধরনের এক পোশাক। আমার উত্তর কোণার আশায় ও আবার অপেক্ষা করতে লাগলো।

"ঠিক আছে," আমি একটু ইতস্তত করে বললাম। "আমি আশা করেছিলাম যে তুমি মত পাল্টেছো...সে কারণে তুমি যাই হোক আমাকে পরিবর্তন করতে চাইছো।"

আমি ওর মুখে ডজন খানিক আবেগ লক্ষ করলাম। এর কিছুর আমি মর্ম উদ্ধার করতে পারলাম রাগ...ব্যথা...এবং তারপর মনে হলো সবগুলো আবেগ একই স্থানে জড়ো করার চেষ্টা করছে।

"তুমি ভেবেছিলে এটা ব্ল্যাক-টাই-এর মতো কোনো অনুষ্ঠান হবে?" টিটকারী দেবার ভঙ্গিতে ও প্রশ্ন করলো।

আমি বিব্রতভাবকে লুকানোর চেষ্টা করলাম। "আমি ঠিক জানি না এগুলো কীভাবে কাজ করে। অন্ততপক্ষে আমার কাছে এটাকে খুবই সাধারণ মনে হয়েছে। এর ভেতর আমি নতুন কোনো মজা খুঁজে পাইনি।"

"না, তুমি ঠিকই বলেছো, এতে তেমন কোনো মজা ছিলো না, "ও সমর্থন জানালো আমাকে। ওর মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে।" এটা হয়তো এক ধরনের তামাশা বলে মনে হতে পারে। তবুও, তুমি যা আশা করেছিলে, সত্যিকারভাবেই আশা করেছিলে?"

"সত্যিকার অর্থেই আমি অন্য ধরনের কিছু আশা করেছিলাম।"

ও গভীরভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। "আমি জানি। এবং তা তুমি মনে প্রাণেই আশা করেছিলে?"

"তাহলে এর পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্যে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন," আপনমনে ও বিড়বিড় করলো, "এটা হয়তো তোমার জীবনের চন্দ্রালোক হয়ে থাকবে– সারা জীবন এই আলো জ্বলজ্বল করতে থাকবে। তুমি সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে আছো।"

"এটা মোটেও শেষ নয়, এটা কেবল শুরু মাত্র," নিঃশ্বাস চেপে রেখে ওর কথায় অসমর্থন জানালাম আমি।

"আমি এর ভেতর কোনো মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি না," ও দুঃখিত কণ্ঠে বললো।

"তোমার কি মনে আছে, একবার তুমি আমাকে বলেছিলে যে, আমার কোনো কিছুই নাকি আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই না?" ভ্রু তুলে আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে। "তোমার ভেতরও কিন্তু একই ধরনের অন্ধত্ব রয়েছে!"

"আমি কী, তুমি তা ভালোভাবেই জানো।"

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

কিন্তু এর ভেতর আমি কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। বেশ খানিকক্ষণ ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তাহলে তুমি এখন প্রস্তুত?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"উম্।" আমি ঢোক গিললাম। "হ্যাঁ?"

ও হাসলো। এরপর ওর মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে আনলো। আমার চোয়ালের চামড়ার ওপর ওর ঠাণ্ডা ঠোঁট জোড়া ঘষতে লাগলো...

"এখনই?" ও ফিসফিস করে প্রশ্ন করলো, ওর শীতল নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ের ওপর পড়তে লাগলো। আমি শিউরে উঠলাম।

"হ্যাঁ," ফিসফিস করে আমি ওকে সমর্থন জানালাম। আমার কণ্ঠস্বর ভেঙে আসুক মোটেও আমি তা চাইলাম না। আমি তাকে প্রতারণা করছি, এমন কোনো ধারণা করলে খুবই মর্মাহত হবে ও– কাজটা সম্পন্ন না করেই দূরে সরে যাবে। আমার যা সিদ্ধান্ত নেবার, তা আমি নিয়েই ফেলেছি। এবং তা বুঝে শুনেই নিয়েছি।

ও এমনভাবে হাসলো যে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। ও পেছনে সরে গেল। ওর মুখ দেখে মনে হলো না কাজটা করতে ও রাজি আছে।

"আমি যে তোমার কথা মতো কাজ করবো তা বোধহয় এতো সহজে বিশ্বাস করতে চাইছো না," অদ্ভুত কণ্ঠে ও কথাটা বললো।

"একটা মেয়ে স্বপ্ন দেখতে জানে।"

ও আবার ভ্রু কুঁচকালো। "এটা নিয়ে তুমি কেমন স্বপ্ন দেখছো? একটা দানব হয়ে উঠবে?"

"তেমন কিছুই নয়," আমি বললাম। ওর দানব শব্দটা শুনে আমি একটু মর্মাহত হলাম। "সবসময় যে স্বপ্ন দেখি, তা হচ্ছে সারাটা জীবন তোমার সাথে আমি কাটিয়ে দিবো।"

ওর অভিব্যক্তি পাল্টে গেল।

"বেলা।" আমার ঠোঁটের ওপর ও আলতোভাবে ওর আঙুল বুলাতে লাগলো। "আমি তোমার সাথেই থাকবো– এটাই কি যথেষ্ট নয়?

ওর আঙুল ছোঁয়ানো ঠোঁটে আমি হালকাভাবে একটু হাসার চেষ্টা করলাম "এখনকার জন্যে তা যথেষ্ট।"

আমি ওর মুখ স্পর্শ করলাম। "দেখো," আমি বললাম। "আমি তোমাকে যতোটা ভালোবাসি, এই পৃথিবীর সবকিছু একসাথে করলেও তার পূরণ হবে না। এটা কি যথেষ্ট নয়?"

"হ্যাঁ, এটা যথেষ্ট," এ্যাডওয়ার্ড হেসে জবাব দিলো। "চিরজীবনের জন্যে এটাই আমার জন্যে যথেষ্ট।"

এরপর আবার সে হাঁটু গেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে এলো, তারপর শীতল ঠোঁট জোড়া আমার কণ্ঠনালীর ওপর স্থাপন করলো।